

বাইওকেমিক ভৈষজ্যতত্ত্ব ও চিকিৎসা-প্রদর্শিকা।

THE Biochemic Materia Medica AND Practice of Medicine IN BENGALI.

হোমিওপ্যাথিক সরল গৃহ-চিকিৎসা, পুরাতন রোগ, হোমিওপ্যাথিক
চিকিৎসা-দর্পণ, কালাজ্বর ও উষ্ণর হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা।

বাইওকেমিক রিপার্টরী প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা এবং ঢাকা

হোমিওপ্যাথিক কলেজ অব ফিজিসিয়ান্স এণ্ড

সার্জন্সের মেট্রিয়া মেডিকা ও প্র্যাক্টিস্

অব মেডিসিনের ভূতপূর্ব লেকচারার

ডাঃ নৃপেন্দ্রচন্দ্র রায় এম্, ডি, বি. এইচ. এম্

প্রণীত

Revised & Enlarged By

Dr. Manindra Chandra Roy H. M. B.

&

Rabindra Chandra Roy B. A. (Biochemist)

৭ম সংস্করণ

1942

প্রকাশক —

শ্রীরবীন্দ্রচন্দ্র রায় বি, এ.

হোমিও পাবলিশিং হাউস

২নং ওয়্যারহীট, উয়ারী, ঢাকা।

Printed By

Kanai Lal Sarkar

At the Hema Printing House, Dacca.

স্বর্গীয়
পিতৃদেবের চরণোদ্দেশ্যে
অর্পিত হইল ।

প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন ।

বাইওকেমিক ভৈষজ্যতত্ত্ব ও চিকিৎসা-প্রদর্শিকার প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ইহা মহামতি জর্জ ইউলিয়ম কেরীর সুবিখ্যাত “বাইওকেমিক সিস্টেম অব মেডিসিন” নামক পুস্তক অবলম্বনে লিখিত। সত্যের গতি অপ্ৰতিহত। অবিস্বাসীর ফুৎকারে উহা নির্বাপিত হইবার নহে। তাই হোমিওপ্যাথির হায়া বাইওকেমিস্ট্রীর প্রসারও দিন দিন জগদ্ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে। যাহার ভিত্তি পূর্ণ সত্যের উপর প্রোথিত, আজকালকার শিক্ষিত জগতে তাহার প্রচার না হইবে কেন? আজ ৪৫ বৎসর যাবৎ আমরা অতিশয় সাবধানতা ও আগ্রহের সহিত এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া চমৎকার ও আশাতিরিক্ত ফল পাইতেছি। তাই, যাহাতে রোগ-শোক ও দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত নিঃস্ব বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে এই নবপ্রবর্তিত চিকিৎসা-প্রণালী আদৃত ও পরীক্ষিত হইতে পারে, তন্মানেসে এই পুস্তক সঙ্কলিত হইল। এতদ্বারা সে উদ্দেশ্য কতদূর সাধিত হইবে বলিতে পারি না। এই নব প্রবর্তিত প্রণালীর চিকিৎসায়, চিকিৎসক ও রোগী উভয়েরই বিশেষ সুবিধা আছে। প্রথমতঃ, বাইওকেমিস্ট্রী মতে চিকিৎসায় কেবল মাত্র বারটা “টিসু” ঔষধ দ্বারা যাবতীয় রোগের চিকিৎসা করিতে হয়; দ্বিতীয়তঃ, টিসু ঔষধের সমস্ত গুলিই আমাদের দেহের উপাদান বিশেষ, সুতরাং নির্দোষ। ইহার সকলগুলিই বিষক্রিয়াবিহীন। অতি-প্রয়োগ বা অপপ্রয়োগ জন্ম কোনও প্রকার আশঙ্কার কারণ নাই। তৃতীয়তঃ,— এই চিকিৎসা স্বল্পব্যয় সাফল্য। চতুর্থতঃ—দীর্ঘকাল থাকিলেও ঔষধগুলি নষ্ট হয় না। পঞ্চমতঃ, যৎসামান্য লেখা পড়া শিখিয়াও এই মতে চিকিৎসা করা যাইতে পারে।

যে চিকিৎসায় এতগুলি সুবিধা, তাহা সৰ্বত্র বিস্তৃতরূপে প্রচারিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে কি ? যে উদ্দেশ্যে এই পুস্তক সংকলিত হইল এই ক্ষুদ্র পুস্তক দ্বারা তাহার কিয়দংশ সাধিত হইলেও শ্রম সফল জ্ঞান করিব। পুস্তকের কলেবর অত্যন্ত বৃদ্ধি হইবে আশঙ্কায় এসংস্করণে কেবল কয়েকটা প্রধান প্রধান রোগ ব্যতীত, অপর কোনও রোগের লক্ষণ ও কারণ-তত্ত্ব বর্ণিত হয় নাই। সাধারণের উৎসাহ পাইলে পরবর্তী সংস্করণে সে অভাব দূর করিবার ইচ্ছা রহিল।

সর্বশেষে বিনীত নিবেদন এই যে, এই গ্রন্থের স্থানে ২ মুদ্রাঙ্কন দোষ থাকিবার সম্ভাবনা ; পাঠক পাঠিকাগণ তাহা মাপ করিবেন।

হোমিওপ্যাথি প্রচার কার্যালয়

নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রাবণ। ১৩১৮ সন।

}

শ্রীমদ্রোহচন্দ্র রায়।

সপ্তম সংস্করণের বিজ্ঞাপন ।

অতি অল্পকাল মধ্যেই ষষ্ঠ সংস্করণের পুস্তক নিঃশেষিত হওয়ায় তাড়াতাড়ি করিয়া এই ৭ম সংস্করণ বাহির করিতে হইল । কিরূপ দ্রুত-গতিতে এই নব-প্রবর্তিত চিকিৎসা-প্রণালী এতদ্দেশে সমাদৃত হইতেছে ইহা তাহারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ । এ চিকিৎসায় চিকিৎসক ও রোগী উভয়েই তুল্য ফল না পাইলে এই বিদেশী ও বিজাতীয় চিকিৎসা-প্রণালী কখনও এ দেশে এইরূপ দ্রুতগতিতে বিস্তৃতি লাভ করিতে পারিত না । যে উদ্দেশ্যে সর্ব-প্রথম এই গ্রন্থ লিখিত ও প্রচারিত হইয়াছিল তাহা কখনও বার্থ হয় না, বরং সিদ্ধই হইয়াছে বলিতে হইবে । অধিকন্তু, আমি বিশেষরূপে অবগত আছি, কেবলমাত্র এই একখানি গ্রন্থের সাহায্যেই চিকিৎসা করিয়া বহু বাঙ্গালী যুবক এই দুর্দিনে সংসার প্রতিপালন করিতেছেন এবং কতিপয় লক্ষ-প্রতিষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী এলো-প্যাথিক ডাক্তার ও কবিরাজ (B. A. & M. B.) এই চিকিৎসার চমৎকার সফল দর্শন করিয়া ইহা গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই ।

ভারত তাহার কৃষ্টি ও সভ্যতার দান যেমন অতি প্রাচীনকাল হইতেই সমগ্র বিশ্বকে দান করিয়া আসিয়াছে, তেমনি অল্পের যাহা কিছু মূল্যবান—যাহার উৎকর্ষ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহাও সে গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করে নাই । এই সত্যানুসন্ধিৎসা এবং গ্রহণশীলতা ভারতীয় জাতীয় চরিত্রের অগ্রতম বৈশিষ্ট্য । বাইওকেমিস্ট্রীর ন্যায় অতি আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের এ দেশে অতি দ্রুত প্রসার ইহার অগ্রতম নিদর্শন ।

চিকিৎসা-বিজ্ঞান আজও তাহার অন্বেষণ ও পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় পৌছিতে পারে নাই । কিন্তু এ কথা আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে যে, বর্তমান যুগে এই বিজ্ঞানে যে উৎকর্ষ দেখিতে পাইতেছি, সভ্যতার অতি আদিম

অবস্থায় ইহা মানবের কল্পনাভীত ছিল। ভবিষ্যতে যে ইহা সমধিক উৎকর্ষ লাভ করিয়া একদিন পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় পৌঁছিতে পারিবে না, ইহা আজ একমাত্র অজ্ঞ ও হুঃখবাদীরা (ignorants & pessimists) ভিন্ন আর কেহই বিশ্বাস করেন না।

আজ বাইওকেমিস্ট্রীর এই অসাধারণ উৎকর্ষের জন্ত পূর্ববর্তী অগ্রাগ্র চিকিৎসা-বিজ্ঞানের আবিষ্কর্তাদের নিকট আমাদের ঋণ অকপটে স্বীকার করিতেই হইবে। বাইওকেমিস্ট্রীর এই উন্নতির মূলে রহিয়াছে বিভিন্ন চিকিৎসা-বিজ্ঞানের মনোবীদ্যের নিগূঢ় সাধনার ফল। হোমিওপ্যাথি এবং বাইওকেমিস্ট্রীর আবিষ্কর্তা মহামতি হানিম্যান্ ও মেডি স্কসলার উভয়েই জাশ্বেণীর খ্যাতনামা এলোপ্যাথিক চিকিৎসক ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা যে মুহূর্তে তাঁহাদের অবলম্বিত চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন, তন্মুহূর্তেই তাহা ত্যাগ করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। ইহাদের দ্বায় জগদ্বিখ্যাত আরও কতিপয় এলোপ্যাথিক চিকিৎসকও তাঁহাদের অবলম্বিত চিকিৎসা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে অতি সরলভাবে তাঁহাদের অভিজ্ঞতালব্ধ যে সত্য ও মতামত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমরা পাঠক পাঠিকাগণের অবগতির নিমিত্ত এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে “কতিপয় অভিজ্ঞ চিকিৎসকের অভিমত” শীর্ষক প্রবন্ধে উদ্ধৃত করিলাম।

আমি আশাবাদী এবং আমি আমার স্বদেশবাসীর আন্তরিকতায় বিশ্বাস করিয়া এই আশা পোষণ করি যে, যাহা আছে তাহা হইতে উন্নত-তর এবং উৎকৃষ্টতর চিকিৎসা-পদ্ধতি তাঁহারা চাহেন। কিন্তু এমনও কেহ কেহ আছেন, যাহারা ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্ত, গোড়ামীর বশীভূত হইয়া, রোগী—তথা স্বদেশবাসীর স্বার্থেরদিকে বিন্দুমাত্রও দৃকপাত করেন না। তাঁহারা বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথ রোধ করিতে দ্বিধা বোধ করেন না; প্রাণশক্তির উৎস স্বরূপ প্রভাতের সূর্যালোক হইতে নিঃসঙ্কোচে

চক্ষু ফিরাইয়া লইয়া যান। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস করিতে হইবে তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প; অধিকাংশ লোকই এই নূতন বিজ্ঞানের উৎকর্ষে মুগ্ধ হইয়া ইহাকে সাদরে গ্রহণ করিবে।

শুভ্রে সৌধ নির্মাণ করা যায় না। তাই, বাইওকেমিষ্ট্রির দ্বারা এই অতি আধুনিক বিজ্ঞানও স্বকীয় গুণে ভারতবর্ষের দ্বারা সুদূর প্রাচ্যে প্রসার লাভ করিয়াছে। ডাঃ সুলার বাইওকেমিষ্ট্রি স্বরূপ যে বীজ বপন করিয়া গিয়াছিলেন তাহা ক্রমে ক্রমে অঙ্কুরিত ও পরিবর্তিত হইয়া আজ শাখা-প্রশাখা ও পত্র-পুষ্পে পরিণোভিত হইয়াছে এবং পৃথিবীর অগণিত রোগক্লিষ্ট নরনারী ইহার সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় লাভ করিয়া শান্তিলাভ করিতেছে।

ক্রমশঃই এই পুস্তকের চাতিদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে দেশিয়া উৎসাহিত হইয়া, এবং পাঠক-পাঠিকাগণের অভাব দূরীকরণ মানসে এই সংস্করণের প্রায় সর্বত্রই বহু নূতন বিষয় সংযোজিত করিয়া দিয়াছি। অভিজ্ঞতালব্ধ বহু বিষয় এবং চিকিৎসিত বহু রোগীর বিবরণও এই সংস্করণে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহাতে গ্রন্থের কলেবর প্রায় শতাধিক পৃষ্ঠা বৃদ্ধিত হইয়াছে।

বর্তমানে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের দরুণ কাগজ একরূপ দুপ্রাপ্য এবং উহার মূল্যও প্রায় চতুর্গুণ বৃদ্ধিত হইয়াছে। আমার পরম হিতৈষী ও অক্লান্ত বন্ধু “হরদেও গ্রাস ফ্যাক্টরীর” অত্যন্তম স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত রামধন টোডি এবং শ্রীযুক্ত ব্রজলাল টোডি এই পুস্তকের সম্পূর্ণ কাগজ এককালীন পূর্বেই প্রদান করিয়া আমার বিশেষ উপকার করিয়াছেন। ইহাদের এই সাহায্য ব্যতীত এই সময় এইরূপ বৃহৎ-গ্রন্থ কখনও প্রকাশ করিতে পারিতাম না। এজন্য আমি তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। কাগজের মূল্য এবং গ্রন্থের আকার বৃদ্ধিত হওয়ার পুস্তকের মূল্য সামান্য বৃদ্ধিত করিয়া ৩ টাকা মাত্র ধার্য করা হইল। এই নূতন সংস্করণের

পরিবৰ্দ্ধনে আমার পুত্রদ্বয় শ্রীমান্ মণীন্দ্রচন্দ্র রায় ও শ্রীমান্ রবীন্দ্রচন্দ্র রায়
বি. এ আমার বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। এখন পাঠক-পাঠিকাগণ
গ্রন্থখানিকে পূর্বের ত্রায় প্রীতির চক্ষে দেখিলে এবং ইহা দ্বারা রোগক্লিষ্ট-
জনগণের কিঞ্চিৎ ত্রাণ উপকার হইলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব। পরিশেষে
নিবেদন, অতি দ্রুত এই পুস্তক মুদ্রিত হওয়ায় এবং স্বয়ং “প্রফ-শিট”
দেখিতে না পারায়, স্থানে স্থানে মুদ্রক-দোষ থাকিতে পারে; পাঠক-
পাঠিকাগণ মরালধর্ম অনুসরণকরতঃ গ্রন্থের দোষাংশ বর্জন করিয়া গুণাংশ
গ্রহণ করিলে চিরকৃতজ্ঞ থাকিব। ইতি—

দোল-পূর্ণিমা.

১৩৪৮ সন

}

শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র রায়
হোমিও পাবলিশিং হাউস,
উয়ারী, ঢাকা।

অবতরণিকা

বাইওকেমিস্ট্রির উৎপত্তি ।

“প্রকৃত বস্তু দ্বারা অভাব পূরণ করা” অর্থাৎ “শরীরে যে যে পদার্থের অভাব বা ন্যূনতা বশতঃ রোগোৎপন্ন হয়, ঠিক সেই সেই পদার্থ দ্বারাই উক্ত অভাব বা ন্যূনতার পরিপূরণ করা” ইহাই বাইওকেমিক চিকিৎসার মূলমন্ত্র । Bios (বাইয়স) ইহা একটা গ্রীক শব্দ । ইহার অর্থ life অর্থাৎ জীবন । Chemistry (কেমিস্ট্রি) শব্দের অর্থ রসায়ন-শাস্ত্র । অতএব বাইওকেমিস্ট্রি শব্দের অর্থ—জৈবনিক রসায়ন শাস্ত্র ।

প্রাণী-দেহ সাধারণতঃ অর্গানিক (organic) অর্থাৎ জান্তব, এবং ইন্-অর্গানিক (inorganic) অর্থাৎ ধাতব এই দুই প্রকার পদার্থের সমবায়ে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় নিম্নিত হইয়া পরিপুষ্ট, পরিবর্দ্ধিত ও পরিরক্ষিত হইয়া থাকে । জীবিত শরীরে পূর্বোক্ত জান্তব ও ধাতব এই দুই প্রকার পদার্থের মধ্যে পরস্পর অংশ বিশেষের আদান প্রদান হইয়াই একরূপ হইয়া থাকে ।

জীবিত শরীরে কখনও জান্তব পদার্থের অভাব ঘটে না । অভাব হইলে ধাতব পদার্থেরই হইয়া থাকে । যদি কখনও কোন ধাতব পদার্থের অভাব হয়, তবে তখন সেই পদার্থের সহিত রাসায়নিক সম্বন্ধে সম্বন্ধ কোনও জান্তব পদার্থ, কার্য্যকারীর অভাবে, দেহের পক্ষে উপদ্রবকারী হইয়া উঠে এবং প্রাকৃতিক উপায়ে দেহ হইতে নিষ্কাশিত হইতে চেষ্টা করে । জান্তব পদার্থ সকল এবম্প্রকারে দেহ হইতে বাহির হইবার কালে কতকগুলি লক্ষণ প্রকাশ করে । উহাই—

রোগনামে অভিহিত হইয়া থাকে ।

লক্ষণ দৃষ্টে, যে ধাতব পদার্থের অভাব ঘটিয়াছে তাহা ঔষধ স্বরূপ গ্রহণ করিলে শীঘ্রই তাহার পরিপূরণ হয়, অর্থাৎ রোগলক্ষণ দূরীভূত হইয়া যায় ।

১৮৩২ খৃষ্টাব্দে একখানি জার্মান সংবাদ পত্রে কোনও বিজ্ঞ চিকিৎসক লেখেন “মনুষ্য দেহের অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ সমূহই উত্তম ঔষধ ।” তৎপর, ১৮৫৬ খৃঃ অঃ অপর জনৈক অভিজ্ঞ চিকিৎসক উক্ত পত্রিকায় লেখেন “মনুষ্য দেহের যে যে যন্ত্র যে যে অত্যাবশ্যকীয় পদার্থ দ্বারা নিশ্চিত, তাহারা তত্তৎ স্থানেই কার্য্যকারী ।” ইহার পর ১৮৭৩ খৃঃ অঃ জার্মানীর অন্তর্গত ওল্ডেনবার্গ নিবাসী ডাক্তার মহামতি মেডি সুসলার লিপ্‌জিক্‌ হোমিওপ্যাথিক গেজেট নামক সংবাদপত্রে একটা প্রবন্ধে লেখেন—“এক বৎসর হইল আমি এই সকল টিসু ঔষধ দ্বারা রোগারোগ্য করা যায় কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া বিশেষরূপে কৃতকার্য হইয়াছি ।”

এই প্রবন্ধ বাহির হইবার পরই জনৈক ডাক্তার উহার প্রতিবাদ করেন ও ডাঃ মহামতি সুসলারকে তাঁহার পরীক্ষিত নূতন চিকিৎসার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করিবার জন্ত অনুরোধ করেন। তাহাতে তিনি উক্ত পত্রিকায় “Abridged System of Therapeutics” নামক এক বিস্তৃত প্রবন্ধ লেখেন । এইচ্‌ সি, জি, লুটিস্‌ নামক আমেরিকার জনৈক সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার প্রথমে উক্ত জার্মান প্রবন্ধের ইংরেজী অনুবাদ করিয়া Homœopathic News নামক পত্রিকায় প্রকাশ করেন । এই অনুবাদ বাহির হইবার পরই চারিদিকে মহা হলুদুল পড়িয়া যায় । ইহার পর ডাঃ হেরিং “বাদশ টিসু রেমিডি” সম্বন্ধে একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেন । এই পুস্তিকায় তিনি ডাঃ সুসলারকে প্রচুর শত্ৰুবাদ প্রদান করেন এবং তাঁহার প্রচারিত মতের পরীক্ষা করিয়া সত্যতা উপলব্ধি করিবার জন্ত জনসাধারণকে অনুরোধ

করেন। প্রথম প্রকাশিত হইবার পর, অতি অল্প কাল মধ্যেই এই পুস্তিকার কতিপয় সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া যায়। ইহার পর, শীঘ্রই গ্রেটব্রিটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকায় এই নূতন মতের কতকগুলি পুস্তক ও পুস্তিকা প্রকাশিত হওয়ায় নূতন মত প্রচারের বিশেষ সুবিধা ও জগতের মহান্ অভাব দূরীভূত হইয়াছে। আজ সমগ্র জগৎ এই মহা সত্যের সত্যতা নিরীক্ষণ ও উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছে। দিন দিনই ইহার প্রসার জগদ্ব্যাপী হইয়া উঠিতেছে। তাই আজ বাঙ্গালার সূদূর পল্লীতে পল্লীতে পর্য্যন্ত ইহার নাম প্রতিধ্বনিত।

কোনও কোনও অজ্ঞ ব্যক্তির মতে “বাইওকেমিষ্ট্রী” ও “হোমিওপ্যাথি” একই জিনিষ ; কিন্তু এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। উভয় চিকিৎসার মূলমন্ত্র বা মত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। হোমিওপ্যাথির মূল সূত্র, “সমঃ সমঃ শময়তি” আর বাইওকেমিষ্ট্রীর মত—“যে বস্তুর অভাব, সেই বস্তু দ্বারাই তদভাবে পূরণ করা।”

বাইওকেমিক মতে, রোগীর লক্ষণ দৃষ্টে, শরীরে কোন্ কোন্ লাবণিক পদার্থের অভাব হইয়াছে তাহা স্থির করিয়া ঐ সব লাবণিক পদার্থই ঔষধরূপে রোগীকে সেবন করিতে বিধি দেওয়া হইয়া থাকে। এই সব “লাবণিক পদার্থ মানব-দেহেরই উপাদান বিশেষ, সুতরাং বাইওকেমিষ্ট্রীগণ এই সকল লাবণিক পদার্থকে ঔষধ না বলিয়া টিস্যু-ডায়েট (tissue-diet) আখ্যা দিয়া থাকেন। ইহাই অধিকতর সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। বাইওকেমিক মতে, মানব-দেহের কোন কোন উপাদানই ঔষধরূপে ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে ; শরীরের উপাদান নয়, এমন কোনও পদার্থই ব্যবস্থা করা হয় না। হোমিওপ্যাথি, এলোপ্যাথি এবং কবিরাজী প্রভৃতি অপরাপর চিকিৎসাপদ্ধতিমতে, দেহের উপাদান নয়, এরূপ বহু পদার্থই (যাহা উগ্র বিষ বিশেষ এরূপ পদার্থও) প্রয়োজিত হইয়া থাকে এবং

সময় সময় ঐ সব বিবাস্ত পদার্থের অপ-প্রয়োগে দেহের গুরুতর ক্ষতি এবং প্রাণহানি পর্য্যন্তও ঘটয়া থাকে। এজন্ত হুসলার ঐ সব চিকিৎসা-প্রণালীর (যদিও উহা দ্বারা জগতের মহান্ উপকার সাধিত হইতেছে) দোষ প্রদর্শন পূর্ব্বক বিশেষ নিন্দা করিয়াছেন। তাহার মতে, একমাত্র বাইওকেমিক চিকিৎসাই প্রকৃত যুক্তিযুক্ত ও বিচার-সম্মত চিকিৎসা বা rational treatment. হুসলারের পর, জার্মানীর অপর মনীষী, ডাঃ লুইকুনে Nature cure বা জল ও মাটি দ্বারা চিকিৎসা-প্রণালীর উদ্ভাবন করেন। ইহাও হুসলারের স্বভাব চিকিৎসারই অন্তর্গত বটে।

বাইওকেমিক মতে যে সব লাবণিক পদার্থ ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে উহার সকলই নিদোষ। রোগীর লক্ষণ দৃষ্টে যে সব “টিণ্ড” ঔষধ ব্যবহার করা হয়, তাহার অতিপ্রয়োগ বা অপ প্রয়োগেও শরীরের কোন হানি জন্মে না। শরীরের বাবতীয় টিণ্ডই রক্ত হইতে তাহাদের প্রয়োজনীয় পদার্থ গ্রহণ করিয়া অভাবের পূরণ করিয়া থাকে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত পদার্থ গ্রহণ করিবার তাহাদের (টিণ্ডগুলির) ক্ষমতাই নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখান যাইতে পারে যে, একগ্লাস সরবৎ তৈয়ার করিতে যে পরিমাণ চিনির দরকার, তদতিরিক্ত চিনি ঐ গ্লাসে দিলে, জল সবগুলি চিনিই গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে না, জলের পরমাণুগুলি যে পরিমাণ চিনি গ্রহণ করিতে সমর্থ, কেবল তাহাই তাহারা গ্রহণ করিবে, অতিরিক্ত চিনি গ্লাসের নিম্নে জমিয়া থাকিবে। এইরূপ আমরা দেখিতে পাই, সূর্য্য কিরণে সকল প্রকার বর্ণক-পদার্থ (colouring matter) বিद्यমান থাকিলেও সকল বৃক্ষ বা লতাপাতাই উহার সকলগুলিই গ্রহণ করে না, নিজ নিজ প্রয়োজন মত বিশেষ বিশেষ পদার্থ মাত্র গ্রহণ করিয়া থাকে। এইরূপ মৃত্তিকার রসে জীবজগতের নিষ্কাশ ও সংরক্ষণের পক্ষে যে যে পদার্থের প্রয়োজন, এক কথায় সর্ব্বপ্রকার ভৌতিক পদার্থই, বিद्यমান আছে। কিন্তু তাই

বলিয়া সকল বৃক্ষ বা লতাপাতাই ঐ মৃত্তিকা-রস হইতে যাবতীয় দ্রব্যই গ্রহণ করে না, নিজ নিজ প্রয়োজন মত দ্রব্যাদি গ্রহণ করিয়া থাকে। এই জন্তই আমরা দেখিতে পাই—একই ভূমিতে উৎপন্ন নানা প্রকার বৃক্ষের নানা প্রকার পাতা, উহা নানা বর্ণ এবং বিভিন্ন প্রকারের বৃক্ষের ফলের বিভিন্ন প্রকার আস্বাদ। সকলেই যদি একই জিনিষ গ্রহণ করিত তবে সব জিনিষেরই একই স্বাদ এবং একই আকার ও প্রকৃতি হইত। কিন্তু তাহা না হইয়া একটা তিস্ত, একটা অন্ন ও একটা মধুর স্বাদ বিশিষ্ট হইল কেন? আম কাঠ, নিম কাঠ শাল কাঠ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার কাঠের উৎপত্তি হইল কি করিয়া? ভগবান্ সৃষ্টির প্রাক্কালে প্রত্যেক জিনিষকেই বিভিন্ন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই সৃষ্টিকালেই জীব-জগতের বীজের পরমাণুগুলির ভিতর বিশেষ একটা নির্বাচন-শক্তি (power of selection) দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। এই বিশেষ নির্বাচনী-শক্তির বলেই প্রত্যেক টিঙ্গ তাহার পক্ষে প্রয়োজনীয় পদার্থ রক্ত হইতে গ্রহণ করিয়া থাকে এবং এইরূপ শক্তির বলেই অপ্রয়োজনীয় পদার্থ দেহ হইতে নিক্ষেপিত করিয়া থাকে। (thrown out of the system)

আমরা এই জাগতিক ব্যাপারে দেখিতে পাই, ইষ্টক-নির্মিত ঘর মেরামত করিতে হইলে ঠট চূণ, স্ফড়কি, সিমেন্ট এবং লোহ ও কাষ্ঠ ব্যতীত অপর কোনও পদার্থের প্রয়োজন হয় না। তদ্রূপ খড়ের ঘর মেরামত করিতেও বাঁশ, খড় এবং বেত বা রশি ব্যতীত অপর কোনও বিসদৃশ (dis-similar) পদার্থের প্রয়োজন হয় না। সেইরূপ রুগ্ন, মাবব-দেহ রোগ মুক্ত (বা মেরামত) করিতে গেলেও যে যে উপাদানে উহা গঠিত, ঠিক সেই সেই পদার্থই ব্যবহার করা উচিত। ইহাই অধিকতর বিজ্ঞান সম্মত, বিচার-সম্মত ও যুক্তি সম্মত চিকিৎসা-প্রণালী। (more scientific, logical and rational treatment.)

বাইওকেমিক ঔষধ সকলের পূর্ণ ও সংক্ষিপ্ত নাম ।

১। ক্যাক্সেরিয়া ফ্লোরিকা—	(ক্যাক্স-ফ্লোর)।
২। ক্যাক্সেরিয়া ফসফরিকা—	(ক্যাক্স-ফস)।
৩। ক্যাক্সেরিয়া সলফিউরিকা—	(ক্যাক্স সলফ)।
৪। ফিরম ফসফরিকম—	(ফিরম-ফস)।
৫। ক্যালীমিউরিয়েটিকম—	(ক্যালী-মিউর)।
৬। ক্যালী ফসফরিকম—	(ক্যালী-ফস)।
৭। ক্যালী-সলফিউরিকম—	(ক্যালী সলফ)।
৮। ম্যাগ্নেশিয়া ফসফরিকম—	(ম্যাগ্ন-ফস)।
৯। নেট্রম-মিউরিয়েটিকম—	(নেট্রম-মিউর)।
১০। নেট্রম ফসফরিকম—	(নেট্রম ফস)।
১১। নেট্রম সলফিউরিকম—	(নেট্রম-সলফ)।
১২। সিলিশিয়া—	(সিলি)।

এই বারটি ধাতব লাবণিক পদার্থ ই মানবদেহ রক্ষার প্রধান উপকরণ ।
পূর্বোক্ত দ্বাদশটি লাবণিক পদার্থ ব্যতীত শরীরে আরও কতিপয় ধাতব
লবণ দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু ঔষধার্থে এগুলির কোনও আবশ্যক হয় না ।

পূর্বোক্ত উল্লেখিত হইয়াছে যে মানব দেহ ধাতব ও জাস্তব
এই দুই প্রকার পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত । এতন্মধ্যে জাস্তব পদার্থের অংশ
১০ ভাগ ; চর্বি, শর্করা ও অণুলাল প্রভৃতিরূপে ইহার দেহে বর্তমান ।
অবশিষ্ট ১০ ভাগ ধাতব পদার্থে গঠিত । এই ১০ ভাগের ১০ ভাগই জল
বক্রী ১০ অংশ পূর্বোক্ত দ্বাদশ বা ততোধিক ধাতব-লবণ । পূর্বে ইহাও

উল্লেখিত হইয়াছে যে এই ধাতব লবণ ব্যতীত জান্তব পদার্থ সকল দেহে কার্যকারী হইতে পারে না।

কি প্রকারে এই ধাতব-লবণ সকল গৃহীত হইয়া থাকে ?

স্থায়িকরণ, নিঃশ্বাসিত-বায়ু এবং আহাৰ্য্য ও পানীয় দ্রব্যের সহিত পুৰ্ব্বোক্ত ধাতব পদার্থ নিচয় শরীরভ্যন্তরে গৃহীত হইয়া থাকে। ভুক্ত ও পীত (যাহা পান করা হইয়াছে) দ্রব্য সকল লাল, আমাশয়-রস (গ্যাস্ট্রিক য়ুস্) ক্রোম-রস প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া পরিপাচিত হইবার পর, আচুষিত হইয়া রক্তবহানাড়ী মণ্ডলীতে প্রবেশ করে। রক্তবহা নাড়ীতে প্রবেশ করিবার পূর্বে ইহার বর্ণ দুগ্ধবৎ শুভ্র থাকে। তখন ইহাকে কাইল (chyle) বলে। এই কাইলমিশ্রিত রক্ত তৎপর রক্তসঞ্চলন প্রক্রিয়ায় ফুসফুসে প্রবেশ করে। ফুসফুসের ভিতর নিঃশ্বাস যোগে গৃহীত বায়ু হইতে অক্সিজেন প্রাপ্ত হইয়া এই কাইল মিশ্রিত রক্ত বিশোধিত হয় ও উজ্জল-লোহিত বর্ণ ধারণ করে। এই বিশোধিত রক্ত তৎপর ধমনী ও কৈশিকা নাড়ীর সাহায্যে সৰ্ব্বাঙ্গে সঞ্চালিত হইয়া শরীরের প্রত্যেক বিধান বা টিস্যুকে (রক্তের সহিত মিশ্রিত পূৰ্ব্বোক্ত লাবণিক পদার্থ নিচয়ের মধ্য হইতে) বাহার যে দ্রব্যের প্রয়োজন তাহাই সরবরাহ করিয়া থাকে।

কেন রোগ হয় ?

প্রতিনিয়তই আমাদের শরীর ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে। প্রতিদিন পান্য-হারাদি দ্বারা আমরা ঐ ক্ষয়ের পূরণ করিয়া থাকি। কিন্তু যদি কোনও কারণে আমাদের পরিপাক-যন্ত্রের বিশৃঙ্খলা ঘটয়া ভুক্তদ্রব্য আশোষণে ব্যাঘাত ঘটায়, তবে নিশ্চিতই আবশ্যকীয় লাবণিক পদার্থের অভাব নিবন্ধন আমাদের নানা প্রকার রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা। (প্রথমে একটি পদার্থের

অভাব হইলে যদি শীঘ্রই ঐ অভাব পূরণ করা না যায়, তবে সম্ভব হই আবার প্রথম অভাবটীর পরিণাম স্বরূপ অত্যাশ্রয় পদার্থের অভাব ঘটবার সম্ভাবনা) :

যেমন ক্যাক-ফস, এই ধাতব পদার্থের সহিত দেহস্থ আণুলালিক পদার্থের বিশেষ বাসায়নিক সম্বন্ধ আছে। আণুলালিক পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইয়া ইহা পেশী, অস্থি প্রভৃতি বিধান (টিসু) নিৰ্মাণ করে। কিন্তু যদি কোনও কারণে রক্তে এই ক্যাক-ফসের অভাব হয়, তবে দেহস্থ আণুলালিক পদার্থ কার্যকারীর অভাবে দেহ হইতে নিষ্কাশিত হইতে চেষ্টা করিবে। যথা, শরীরের কোনও পথে আণুলালিক পদার্থ নিষ্কাশিত হইতে দেখিলে ক্যাক-ফসের অভাব বুঝিতে হইবে। এইরূপে, লক্ষণ দৃষ্টে, যে বস্তুর অভাব ঘটিয়াছে তাহা জানিয়া তদভাবের পূরণ করিতে পারিলেই—

বাইওকেমিক চিকিৎসকের কর্তব্য

করা হইল। যে দ্রব্যের অভাব ঘটয়া থাকে উহাই

সূক্ষ্ম মাত্রায়

সেবন করিতে দিলে ব্যাধির উপশম হইয়া থাকে। সূক্ষ্ম মাত্রায় ঔষধ দ্রব্য কেন ব্যবহার কবিতো হয় তাহার কারণ এই—খাদ্য বা ঔষধ আশোষিত হইয়া রক্তে মিশ্রিত না হইতে পারিলে কার্যকারী হইতে পারে না। পরিপাক-যন্ত্র হইতে রক্তসঞ্চালন যন্ত্রে মিলিত হইতে অতিসূক্ষ্ম কৈশিকানাড়ী (capillary) সমূহ একমাত্র পথ। এই সূক্ষ্মপথে প্রবেশ করিতে পারে এজন্ত ঔষধ সমূহ সূক্ষ্মাকারে ব্যবহার করা একান্ত প্রয়োজনীয়। সূক্ষ্ম মাত্রায় ঔষধ প্রয়োগ করিলে উহার অতি অল্পাংশই আশোষিত হইয়া রক্তে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়। বিশেষতঃ রুগ্ন শরীরে পরিপাক-যন্ত্র স্বভাবতঃই অল্লাধিক রুগ্ন হইয়া পড়ে। এমতাবস্থায় রুগ্ন পরিপাক-যন্ত্রকে কার্য করিতে দিয়া আরও দুর্বল করা অপেক্ষা সূক্ষ্ম মাত্রায় ঔষধ দিয়া উহাকে বিরাম লাভ

করিতে দেওয়া সম্ভব নহে কি ? বিশেষতঃ পুরাতন রোগাদিতে পরিপোষণ-
ভাবে পাকস্থলীর অভ্যন্তরে নানা প্রকার অকার্যকরী পদার্থ সমূহ সঞ্চিত
থাকায় আশোষণ কার্য উত্তমরূপে নির্বাহ হইতে পারে না। এই জন্তই
হোমিওপ্যাথিক এবং বাইওকেমিক চিকিৎসায় পুরাতন রোগে সাধারণতঃ
উচ্চ ক্রমের ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং এই কারণেই রোগীকে যতদূর
লঘু পথ্য সম্ভব তাহাই ব্যবস্থা করা চিকিৎসকের অপর প্রধান কর্তব্য কর্ম।

শর্করা মানব দেহের একটা প্রধান উপকরণ। দুগ্ধ-শর্করা ভৈষজ্যগুণ-
বিহীন পদার্থ। মানবদেহে রাসায়নিক পরীক্ষায় স্পিরিট বা তত্তুল্য কোনও
পদার্থই পাওয়া যায় না। সুতরাং স্পিরিট অপেক্ষা দুগ্ধ শর্করার
সহিত মর্দন করিয়া ঔষধকে হৃৎস্রাব্যে শক্তিকৃত করা সমধিক সমোচিত।

রোগ বিশেষে ব্যবহৃত ঔষধের ক্রম বা শক্তি।

ডাঃ হুসলার প্রমুখ বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তরুণ পীড়ায় ৩×৩ ও ৬×৬ ক্রম,
এবং পুরাতন পীড়ায় $১২ \times$, $৩০ \times$ এবং আবশ্যক হইলে $২০০ \times$ ক্রম
ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন।

ঔষধের পুনঃপ্রয়োগ কাল।

সর্দি, কাসি, জ্বর ও অতিসারাদি তরুণ পীড়ায় সাধারণতঃ ২১৩ ঘণ্টান্তর
এবং পুরাতন পীড়াদিতে দিবসে মাত্র ২১৩ বার ঔষধ দেওয়া কর্তব্য। স্বাস-
কাস, ওলাউঠা বা শূল-বেদনাদিতে আবশ্যক মত ৫১০১৫ মিনিট অন্তর
ঔষধ দেওয়া উচিত। উপকার দর্শিতে থাকিলে ক্রমে ক্রমে দীর্ঘকাল পর
পর দেওয়া যাইতে পারে। উষ্ণ জলের সহিত গুলিয়া খাইলে ঔষধের ক্রিয়া
অতি সত্ত্বর দর্শে। শূল বেদনা, তরুণ সর্দি প্রভৃতি রোগে উষ্ণ জলের সহিত
মিশ্রিত করিয়া খাইতে দেওয়া কর্তব্য। পুনঃ পুনঃ ঔষধ সেবনের প্রয়ো-
জন হইলে ১৫ গ্রেণ পরিমিত ঔষধ ৮ আউন্স উষ্ণ জলের সহিত গুলিয়া
পুনঃ পুনঃ এক এক চামচ করিয়া খাইতে দিবে।

মাত্রা ।

বাইওকেমিক ঔষধের মাত্রা পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে ৪ গ্রেণ । দুই বা ততোধিক ঔষধ এককালে ব্যবহার করিবার আবশ্যক হইলে মাত্রা কিছু কম করিয়া দেওয়া উচিত । কোন কোন ডাক্তারের মতে

দুই বা ততোধিক ঔষধ এক কালে ব্যবস্থেয়

হইলে পৃথকরূপে পর্যায়ক্রমে, এবং কাহারও কাহারও মতে একত্র মিশ্রিত করিয়া দেওয়া কর্তব্য । যাহা হউক, ইহাতে ব্যবস্থেয় ঔষধের ক্রিয়ার বিশেষ কোন বিষয় ঘটে না । শেষোক্ত মতের পক্ষপাতিগণ ফসফেট সকল একত্র মিলাইয়া এবং অত্যাগ্ৰ ঔষধ সকল পর্যায়ক্রমে পৃথকরূপে দিতে উপদেশ দেন ।

ঔষধের বাহ্য-প্রয়োগ ।

শাভ্যন্তরিক ঔষধ সেবন কালে কোন কোন ঔষধের বাহ্য প্রয়োগও প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে । ইহা নানাপ্রকারে সংসাধিত হইতে পারে । উষ্ণজল, ভেসিলিন, গ্লিসিরিন বা পুন্টিস সহযোগে ব্যবহার করা যাইতে পারে । কোন কোন চর্মরোগে ৩× ক্রমের বিচূর্ণন ১৫ গ্রেণ ২৩ সের উষ্ণ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া, এবং ক্ষত, কাটা ঘা, বা প্রদাহাদিতে প্রয়োগ করিতে হইলে উক্ত পরিমাণে ঐ ঔষধ অন্ধসের পরিমিত জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া লোশন বা ধাবন রূপে ব্যবহার করা কর্তব্য । ক্ষতাদিতে লোশন ব্যতিরেকে উক্তপরিমাণ ঔষধ ১ আউন্স পরিমিত ভেসিলিন বা গ্লিসিরিনের সহিত মিশ্রিত করিয়া মলমরূপেও ব্যবহার করা যায় । পুন্টিসের উপর ঔষধ দ্রব্য ছড়াইয়া অথবা পীড়িত স্থানে সামান্য পরিমাণ জলের সহিত ঔষধ দ্রব্য করিয়া লাগাইয়া তদুপরি পুন্টিস দিবে ।

পিচকারী প্রয়োগ ।

কোন কোন সময় আভ্যন্তরিক ঔষধ সেবন কালে গুহদ্বার বা জননেন্দ্রিয় মধ্যে পিচকারীর সাহায্যে ঔষধ প্রয়োগ করার প্রয়োজন হইয়া পড়ে । পিচকারীতে ব্যবহার জল উষ্ণ ও শীতল উভয় প্রকার জলই ব্যবহৃত হয় । পিচকারী দেওয়া কালে রোগীকে বাম পার্শ্বে শয়ন করাইয়া পিচকারী দেওয়া কর্তব্য । বয়স ভেদে জলের পরিমাণেরও তারতম্য হইয়া থাকে । শিশুদিগের পক্ষে ১ আউন্স, বালকদিগের পক্ষে ২ হইতে ৪ আউন্স, ৫—১০ বৎসর বয়স্ক বালকদিগের পক্ষে ৬—৮ আউন্স এবং যুবকদিগের পক্ষে ১ হইতে ২ পাইন্ট পর্য্যন্ত জল ব্যবহার করা যায় । স্ত্রীলোকদিগের নানাপ্রকার রোগে ১০০ ডিগ্রী উত্তপ্ত গরম জলের সহিত প্রযোজ্য ঔষধ গুলিয়া জননেন্দ্রিয়ের ভিতর পিচকারী দিতে হয় । ঋতু বা প্রসবাস্তিক স্রাবের অবরুদ্ধতায় ইহা সচরাচর ব্যবহৃত হয় । প্রসবাস্তিক রক্তস্রাবে ১০০ ডিগ্রী উত্তপ্ত গরম জলের পিচকারী সচরাচর ব্যবহৃত হয় ।

সূচী-পত্র ।

প্রথম অধ্যায় ।

ঔষধের নাম ।	পৃষ্ঠা ।	ঔষধের নাম	পৃষ্ঠা ।
১ । ক্যালকেরিয়া ফ্লোরিকা		ক্যালী সলফিউরিকম্ ...	৮২
২ । ক্যালকেরিয়া ফসফরিকা ... ১২	৮ ।	ম্যাগ্নেশিয়া ফসফরিকা ...	৯১
৩ । ক্যালকেরিকা সলফিউরিকা ৩১	৯ ।	নেট্রম মিউরিয়েটিকম ...	১০৪
৪ । ফিরম ফসফরিকম ... ৩৯	১০ ।	নেট্রম ফসফরিকম ...	১১৭
৫ । ক্যালী মিউরিয়েটিকম ... ৫৪	১১ ।	নেট্রম সলফিউরিকম ...	১২৯
৬ । ক্যালী ফসফরিকম ... ৬৭	১২ ।	সিলিশিয়া ...	১৪২

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

ইংরেজী বর্ণমালা অনুসারে	রোগের বাঙ্গালা নাম ।	পৃষ্ঠা ।
রোগের নাম ।		
Abscess (এব্‌সেস্)	শ্বেটক ...	১৫৫
Addisons Disease (এডিসন্স ডিজিজ)	...	১৬৪
Amenorrhoea (এমেনোরিয়া)	নষ্টরক্ত, প্রথম বজ্রোদর্শনে বিলম্ব	১৬৫
Anæmia (এনিমিয়া)	রক্তহীনতা ...	১৭০
Aneurism (এনিউরিজ্‌ম্)	ধমন্তর্ভুদ ...	১৭৫
Angina Pectoris (এঞ্জাইনাপেক্টোরিস)	হৃৎশূল ...	১৭৬
Aphonia (এফোনিয়া)	স্বরনাশ, স্বরলোপ ...	১৭৯
Aphthæ (এফথি)	উপকৃত, মুখকৃত ...	১৭৯
Apoplexy (এপোপ্লেক্সি)	সংক্রাস । ...	১৮০

		পৃষ্ঠা ।
Appendicitis (এপেন্ডিসাইটিস)	উপাঙ্গ-প্রদাহ	... ১৮৭
Appetite (এপিটাইট)	ক্ষুধা	... ১৮৮
Arthritis (আর্থ্রাইটিস)	সন্ধিবাত, সন্ধি প্রদাহ	... ১৮৯
Ascites (এসাইটিস)	শোথ	... ১৯০
Asthma (এজমা)	শ্বাস-কাশ, হাঁপানি	... ১৯০
Atrophy (এট্রফি)	একাজ বা সর্বাস্থের শীর্ণতা	... ১৯৪
Back Ache (ব্যাক এক)	কটি বেদনা	... ১৯৫
Bites of Insects (বাইটস্ অব ইনসেক্টস)	কাঁটারি ছল বেধ	১৯৭
Bones Diseases of (বোনস ডিজিজেস অব)	অস্থির রোগ	১৯৮
Brain Diseases (ব্রেইন ডিজিজেস)	মস্তিষ্কের বোগ	... ২০২
Brainfag (ব্রেইন ফ্যাগ)	মস্তিষ্কের অবসন্নতা	... ২০৫
Brights Disease (ব্রাইটস্ ডিজিজ)	ব্রাইটাখ্যারোগ	... ২০৬
Bronchitis (ব্রঙ্কাইটিস)	বায়ুনলী-ভুজ প্রদাহ	... ২০৭
Burns and Scalds (বার্নস এণ্ড স্ক্যাল্ডস)	অগ্নিদাহ	... ২১১
Cancer (ক্যানসার)	ককটরোগ ; দূষিত অর্কৃদ	... ২১২
Carbuncle (কার্বঙ্কল)	পৃষ্ঠাঘাত	... ২৩১
Cataract (ক্যাটারাক্ট)	ছানি, বিদগ্ধদৃষ্টি	... ২৩২
Catarrh (ক্যাটার)	প্রতিশ্রাব্য সর্দি	... ২৩৫
Chicken Pox (চিকেন পক্স)	জলবসন্ত, পানি বসন্ত	... ২৩৯
Chlorosis (ক্লোরোসিস)	মৃৎপাণ্ডু, হরিৎপাণ্ডু	... ২৪০
Cholera (কলেরা)	ওলাউঠা	... ২৪১
Chorea (কোরিয়া)	তাণ্ডব, হস্ত পদ বা মূখের হাস্তোদৌপক কম্প	... ২৪৯

Cold in the head	}	ମস্তକେର ପ୍ରତିଶ୍ରାବ ବା ସର୍ଦି	୨୫୩
(କୋଲ୍ଡ ইନ୍‌ ଦି ହେଡ)			
Colic (କଲିକ)		ଉଦର ବେଦନା, ଶୂଳ ବେଦନା	୨୫୪
Concussion of the Brain	}	ମস্তିଷ୍କେର ବିକମ୍ପନ	୨୬୫
(କଙ୍କ୍‌ସନ ଅବ୍‌ ଦି ବ୍ରେইନ)			
Constipation (କନଷ୍ଟିପେସନ)		କୋষ্ঠ ବନ୍ଧ	୨୬୫
Convulsions (କନଭଲସନ)		ତଡ଼କା	୨୬୦
Coryza (କୋରାହିଜା)		ନାସିକାରସର୍ଦି	୨୬୨
Consumption (କଞ୍ଜମ୍ପର୍ଶନ)		କ୍ଷୟକାଶ, ବନ୍ଧାକାଶ	୨୭୦
Cough (କଃଫ)		କାଶି	୨୭୧
Croup (କ୍ରୁପ)		ଘୁଞ୍ଡିକାଶି	୨୭୮
Delirium (ଡିଲିରିୟମ)		ପ୍ରଳାପ	୨୮୦
Dentition (ଡେଣ୍ଟିସନ)		ଦନ୍ତୋଦ୍‌ଗମ	୨୮୧
Diabetes Mellitus (ଡାୟେବିଟିସ୍‌ ମେଲିଟିସ)		ବହୁମୂତ୍ର	୨୮୨
Diarrhoea (ଡାୟେରିଆ)		ଅତିସାର, ଉଦରାମୟ	୨୮୬
Diphtheria (ଡିପ୍‌ଥେରିଆ)		ଝିଲ୍‌ଲିକ ପ୍ରଦାହ	୨୮୭
Dizziness (ଡିଜିନେସ)		ଶିରୋସ୍‌ର୍ପନ	୨୯୫
Dropsy (ଡ୍ରପ୍‌ସି)		ଶୋଥ	୨୯୫
Dysentery (ଡିସେଣ୍ଟ୍ରି)		ଆମରକ୍ତ, ରକ୍ତାତିସାର	୨୯୭
Dysmenorrhoea (ଡିସମେନୋରିଆ)		ବାଧକ ବେଦନା, କଠିରଜ :	୩୦୦
Dyspepsia (ଡିସପେପ୍‌ସିଆ)		ଅଗ୍ନିହୀନ୍ୟ	୩୦୫
Ear, Diseases of (ଇୟାର୍‌ ଡିଜିଜେସ୍‌ ଅବ୍‌)		କର୍ଣ୍ଣରୋଗ	୩୦୫
Eczema (ଏକଜିମା)		ପାମା	୩୦୮

Endo Carditis (এণ্ডোকার্ডাইটিস)	হৃদস্তর-বেষ্ট প্রদাহ	...	৩০৮
Enuresis (এনুরিসিস)	অবারিত মূত্র	...	৩০৮
Epilepsy (এপিলেপ্সি)	মৃগী	...	৩০৯
Epistaxis (এপিস্ট্যাক্সিস)	নাসিকা হইতে রক্তপাত	...	৩১২
Erysipelas (ইরিসিপেলঃস)	বিসর্প, নারাজ্জ	...	৩১২
Eye, Diseases (আই, ডিজিজেস)	চক্ষুরোগ	...	৩১৪
Felon (ফেলন)	আঙ্গুলহাড়া	...	৩১৯
Fever, simple (ফিবার, সিম্পল)	সামান্য জ্বর	...	৩১৯
„ Intermittent (ইণ্টারমিটেন্ট ফিবার)	সবিরাম জ্বর	...	৩২৩
„ Typhoid (টাইফয়েড ফিবার)	সন্নিপাত জ্বর	...	৩২৬
„ Puerperal (পিউয়ারপারেল ফিবার)	স্বৃতিকা জ্বর	...	৩২৭
„ Yellow (ইয়্যালো ফিবার)	পীতজ্বর	...	৩২৮
Fistula ano (ফিষ্টুলা য়্যানো, ভগন্দর)	মলদ্বারে নালীকৃত	...	৩২৮
Gall-stone (গল ষ্টোন)	পিত্তশিলা	...	৩২৯
Gastric Derangements	} আমাশয়ের বা পাকস্থলীর রোগ		
(গ্যাস্ট্রিক ডিরেঞ্জমেন্টস)			৩৩০
Glandular Affections (গ্লান্ডুলার এফেকশন্স)	গ্রন্থির রোগ		৩৩৪
Goitre (গয়টার)	গলগণ্ড, ঘ্যাগ	...	৩৩৬
Gonorrhœa (গনোরিয়া)	গ্রমেহ	...	৩৩৭
Gout (গাউট)	গ্রন্থিবাৎ	...	৩৪১
Hæmoptysis	} ফুসফুস হইতে রক্তস্রাব		
(হিমপ্টিসিস)		...	৩৪১
Headache (হেডেক)	শিরঃপীড়া, মাথাধরা	...	৩৪১

Heart Affections (হার্টয়াফেকসন্স)	হৃৎপিণ্ডের রোগ	...	৩৪৬
Hemorrhage (হিমরেজ)	রক্তস্রাব	...	৩৪৮
Hemorrhoids (হেমরয়েডস)	রক্তস্রাবী অর্শ	...	৩৪৯
Hiccough (হিকঃফ)	হিক্কা	...	৩৫১
Hipjoint Disease (হিপজয়েন্ট ডিজিজ)	উরু সন্ধির রোগ	...	৩৫৩
Hoarseness (হোস'নেস)	স্বরভঙ্গ	...	৩৫৩
Hydrocele (হাইড্রোসিল)	কুরণ্ড	...	৩৫৪
Hysteria (হিষ্টিরিয়া)	গুণ্ণবায়ু, মূর্ছাবায়ু	...	৩৫৬
Insomnia (ইনসমনিয়া)	নিদ্রাহীনতা	...	৩৫৯
Jaundice (জণ্ডিস)	কামলা	...	৩৬০
Kidneys, Affections of (কিডনিস, য়াফেকসন্স অব্)	বৃক্করোগ	৩৬০	
Labour and Pregnancy	গর্ভ ও প্রসব বেদনা	...	৩৬২
(লেবার এণ্ড প্রেগ্‌ন্যান্সি)			
Leucorrhœa (লিউকোরিয়া)	শ্বেত-প্রদর	...	৩৬৬
Liver, Affections of (লিভার, য়াফেকসন্স অব্)	যক্কদ্রোগ	৩৬৮	
Lumbago (লম্বেগো)	কটিবাত	...	৩৭০
Mamary abscess (এবসেস দ্রষ্টব্য)			১৫৫
Measles (মিজেল্‌স)	হাম, লুন্তি, ফেরা	...	৩৭০
Meningitis (মিনিঞ্জাইটিস)	মস্তিষ্ক-ঝিল্লী-প্রদাহ	...	৩৭৩
Menorrhagia (মেনরেজিয়া)	রক্ত-প্রদর, রজসাধিক্য	...	৩৭৪
Mental conditions	মানসিক ভাব বা অবস্থা	...	৩৭৮
(মেন্টাল কণ্ডিসন্স)			
Metritis (মিট্রাইটিস)	জরায়ু-প্রদাহ	...	৩৮১

	পৃষ্ঠা ।
Miscarriage (মিস্কারেজ)	গর্ভস্রাব ... ৩৮২
Morning sickness } (মর্নিং সিকনেস) }	গর্ভিণীদিগের প্রাতঃ- কালীন বিবমিষা ... ৩৮৩
Mouth, Diseases of } (মাউথ, ডিজিজেস অব্.) }	মুখের রোগ ... ৩৮১
Mucous Membrances } (মিউকাস মেম্ব্রেনস) }	শ্লেষ্মিক ঝিল্লীর রোগ ... ৩৮৩
Mumps (মম্পস)	কর্ণমূল-প্রদাহ ... ৩৮৪
Neuralgia (নিউর্যালজিয়া)	স্নায়ুশূল ... ৩৮৫
Ophthalmia (অপথ্যালমিয়া)	চক্ষু উঠা ... ৩৮৭
Orchitis (অর্কাইটিস)	অণ্ড প্রদাহ ... ৩৮৮
Pain (পেইন)	বেদনা ... ৩৮৮
Paralysis (প্যারালিসিস)	পক্ষাঘাত ... ৩৯০
Pthisis Pulmonalis } (থাইসিস পংলমোনেলিস) }	যক্ষ্মাকাস ... ৩৯২
Pleurisy (প্লুরিসি)	ফুসফুসবেষ্ট প্রদাহ ... ৩৯২
Pneumonia (নিউমোনিয়া)	ফুসফুস প্রদাহ ... ৩৯৩
Rheumatism (রিউমেটিজম)	বাত, আমবাত ... ৩৯৭
Rachitis (রেকাইটিস)	অস্থির কোমলতা ... ৪০১
Scarlatina (স্কার্লেটিনা)	আরক্ত জ্বর ... ৪০২
Sciatica (সায়েটিকা)	কটিবাত ... ৪০৩
Self Abuse (সেলফ এবিউস)	হস্ত মৈথুন ... ৪০৪

Skin, Affections of the (স্কিন, স্ক্যাফেকসন্স অব দি) চর্মরোগ	৪০৫
Sleep (স্লিপ)	নিদ্রা ... ৪০৭
Small Pox (স্মল পক্স)	বসন্ত ... ৪০৮
Sore Throat (সোর থ্রোট)	গল-দ্রুত ... ৪১১
Spasms (স্প্যাজম্‌স)	আক্কেপ, খেচুনি ... ৪১২
Spermatorrhoea (স্পার্মেটোরিয়া)	শুক্ৰমেহ ... ৪১৩
Suntroke (সন স্ট্রোক)	সর্দি গম্মি ... ৪১৪
Syphilis (সিফিলিস)	উপদংশ, গম্মি ... ৪১৪
Testicles, Diseases of (টেষ্টিকেল্‌স, ডিজিজ্‌স অব) অণ্ডকোষের	পীড়া... ৪১৭
Tongue And Taste (টংগ এণ্ড টেট)	জিহ্বা ও আস্বাদন ৪১৮
Tonsilitis (টন্সলাইটিস)	তালুমূল প্রদাহ ... ৪১৯
Tooth Ache (টুথেক)	দন্ত-শূল ... ৪২০
Tumor And Cancer (টিউমার এণ্ড ক্যান্সার)	অর্কদ ... ৪২২
Ulcers And Ulcerations)	কৃত ৪২৩
অঃলসারস্ এণ্ড অঃলসারেসন্স)	
Urinary Disorders)	
(ইউরিনারি ডিসঅর্ডার্স)	মূত্রযন্ত্রের রোগ ৪২৪
Uterus Diseases of)	
(ইউটেরাস ডিজিজ্‌স অব)	জরায়ুর রোগ ৪২৫
Vaccination (ভ্যাক্সিনেশন)	টিকা দেওয়া ... ৪২৬
Vertigo (ভার্টিগো)	শিরোগূর্ণন ... ৪২৭
Vomitting (ভমিটিং)	বমন ... ৪২৮
Writers Cramp (রাইটাস ক্র্যাম্প)	... ৪২৯
Whooping cough (হুপিংকঃপ)	হৃৎপঙ্কক কাসি ... ৪৩০
Worms (ওয়ার্ম্‌স)	কৃমি ... ৪৩২

বাইওকেমিক ভৈষজ্যতত্ত্ব

৩

চিকিৎসা প্রদর্শিকা।

ক্যালকেরিয়া ফ্লোরিকা।

(*Calcareo Fluorica*)

ইহা একপ্রকার খনিজ ধাতু বিশেষ। ইহাতে শতকরা ৫৮.২ ভাগ চূর্ণ আছে। ইহা স্ফটিকের দ্বারা উজ্জ্বল এবং নানা বর্ণের ও আকারের পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা জলে দ্রবীভূত হয় না। হোমিওপ্যাথিক বিচূর্ণন পদ্ধতি অনুসারে খল করিয়া ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়।

ইহার অপর নাম ফ্লোরাইড্ অব লাইম। সংক্ষিপ্ত নাম ক্যালক-ফ্লোর। ইহা দেহস্থ অণুলাল বা এরুমেনের সহিত মিলিত হইয়া কার্য্যকরী হইয়া থাকে। অণুলালের সহিত মিলিত হইয়া এই পদার্থ দন্তের ও অস্থির বহিরাবরণ (enamel of teeth and bone), মাংস পেশীর স্থিতিস্থাপক সূত্র (elastic fibre) এবং সর্বপ্রকার সংযোজক টিস্সু (connective tissues) সকল নির্মাণ করে। যদি কোন কারণ বশতঃ দেহস্থ এই পদার্থ স্বাভাবিক পরিমাণাপেক্ষা হ্রাস প্রাপ্ত হয়, তবে পুরোক্ত বিধান অর্থাৎ টিস্সু সকল প্রসারিত ও শিথিল (dilated and relaxed) হইয়া পড়ে। যদি শিরা বা ধমনীর প্রাচীরের (walls of vessels) অথবা

রসবাহী-প্রণালীর (lymphatic system) এই প্রকার অবস্থা উৎপন্ন হয়, তবে ঐ সকল স্থানে কঠিন পদার্থ সমূহ (আচুষিত হইতে না পারায়) সঞ্চিত হইতে থাকে ও ঐ সকলস্থানে কঠিন ক্ষীততা উৎপন্ন করে।

জরায়ুর আলম্বন পেশীতে এই পদার্থের অভাব হইলে, পেশীর শিথিলতা প্রযুক্ত জরায়ু নীচের দিকে নামিয়া পড়ে, ধমনী ও শিরার আবরণ পেশীতে ইহার অভাব ঘটিলে উহাদের ক্ষীততা জন্মে, উদরের স্থিতিস্থাপক (elastic) পেশীতে ইহার স্বল্পতা ঘটিলে উদরের বৃহত্ততা (hanging belly) জন্মে জরায়ুর পেশীতে ইহার অভাব ঘটিলে জরায়ু হইতে প্রবল রক্তস্রাব হয় এবং প্রসবাস্তিক স্রাবের অভাব ঘটে। ত্বকের বহিরাবরণে ইহার অভাব ঘটিলে উহা হইতে কিরেটিন (Keratin) নামক পদার্থ নিঃসৃত হইয়া ত্বকে সঞ্চিত হয়, যাহার ফলে হস্ত ও পদতলের বিদারণ জন্মে। (Keratin নামক পদার্থ ত্বকের বহিরাবরণ, চুল এবং নখে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে)। সরলাস্ত্রের পেশীতে ইহার অভাব ঘটিলে অর্শ ও কোষ্ঠবদ্ধতা উৎপন্ন হয়। অস্থি এবং দন্তের বহিরাবরণের পীড়া সমূহ, যাবতীয় গ্রন্থির ক্ষীততা ও প্রস্রাব কঠিনতা, অণ্ড, প্লীহা ও যকৃতের বিবর্ধন ও প্রস্রাবের স্রাব কঠিনতা, জিহ্বা এবং হস্ত-পদের বিদারণ (ফাটা) এই পদার্থের অভাব হেতুই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

আময়িক প্রয়োগ (Therapeutic use)

অস্থির যে কোন রোগে, অস্থির বহিরাবরণ (enamel) আক্রান্ত হইলে, দন্ত রোগে দন্তের বহিরাবরণ বা enamel আক্রান্ত হইলে (অর্থাৎ দন্ত ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে) এবং ত্বকের বা শরীরের যে কোন স্থানের সংযোজক বিধান-তন্তু বা Connective tissue-র পীড়ান্ন এবং মাংস পেশীর স্থিতি

স্থাপক স্ত্রের স্খতা প্রযুক্ত যে সকল গীড়া হয় অথবা শিরা (vein) বা ধমনীর (artery) পেশীর যে কোন রোগে ইহা অবশ্য ব্যবহার্য্য । এই জন্তই এই ঔষধ শিরা বা ধমনীর পেশী স্খত হইয়া পড়িলে (relaxed condition of the elastic fibres, including dilatation of blood vessels) হৃৎপিণ্ডের বিবর্দ্ধনে (dilated heart) শিরা বা ধমনীর উপর অর্কুদ বা টিউমার জন্মিলে, অর্শে এবং শিরার স্ফীততায়, (varicose veins) সর্ব প্রকার গ্রন্থির প্রস্তরের ত্রায় কঠিন স্ফীততায় (indurated glands of stony hardness) ।

গ্রন্থির বা দন্তের অসম্যক পরিপোষণে (malnutrition of bones and teeth), বৃহৎ উদর (হাত পা কাঠি কাঠি, কিন্তু গণেশের ত্রায় লম্বোদর—pendulous abdomen) ; জরায়ু নামিয়া পড়া বা জরায়ুর যে কোন প্রকারের অবস্থানের বিচ্যুতিতে (displacements of uterus) এবং জরায়ুর কাঠিন্বে ; প্রসব কালে জরায়ু মূলক কাঠিন্বে (hard and indurated Os) ; অণ্ডকোষের কঠিন স্ফীততায় ; যকৃৎ ও প্লীহার বিবৃদ্ধি ও কঠিন স্ফীততায়, শরীরের যে কোন দ্ব্যণ্ড বা গ্রন্থির কঠিন স্ফীততায় এবং হার্ড শ্বাক্ষারে ইহার সফলতার সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

বিশেষ লক্ষণ

শরীরের যে কোনও স্থানের প্রস্তরবৎ কঠিনতা ইহার অভাবমুচক সর্ব-প্রধান বিশেষ লক্ষণ । রোগ যাহাই কেন হউকনা, রোগাক্রান্ত স্থান প্রস্তরের ত্রায় শক্ত হইয়া উঠিলে ইহা অতিশয় সফলতার সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

রক্তে এই পদার্থের অভাব হইলে, স্থান ও যন্ত্রভেদে নিম্নলিখিত লক্ষণ

সমূহ উৎপন্ন হইতে পারে । সুতরাং ঐ সকল লক্ষণ দৃষ্টে ইহা ব্যবহার করিলে উত্তম ফল দর্শে ।

প্রধান প্রধান লক্ষণ

অন্ন ।—অতিশয় নিরুৎসাহিতা । আর্থিক বিনাশ লক্ষ্যে বৃথা ভর, কোন বিষয়েই হির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায় না । মনে করে যে ছনিয়ায় অথের ত্রায় আর কিছুই নাই ; এই অর্থ বিনাশের ভয়েই সে সর্বদা চিন্তাগ্রস্ত ।

মস্তক ।—সত্ত্বজাত শিশুদিগের শিরো-গুন্ড (টিউমার) ; রক্ত-গুন্ড ; মস্তকের অস্থির ঘটতা জনিত কঠিনতা ও ধরম্পর্শতা ; অস্থির ক্ষত ; মস্তকের অস্থির কঠিন বিবৃদ্ধি, মাথায় হাত দিলে শক্ত অর্ধদ্বয়ের ন্যায় হাতে লাগে । অপরাহ্নে মুচ্ছাকর বিবমিষা সহকারে শিরঃপীড়া (মাথাধরা) ; সন্ধ্যার সময় উহার হ্রাস প্রাপ্তি । মস্তকের অস্থিতে অসমপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ক্ষত । মস্তকে একপ্রকার কড় কড় থর থর শব্দ শুনা ও তজ্জন্তু নিদ্রার ব্যঘাত । অপরাহ্নে মুচ্ছাকর বিবমিষা (বমি বমিভাব) সহ শিরঃপীড়া । মস্তকের অস্থিতে টিউমার । গ্রন্থকার ক্যাক্সেফোর ৬×ক্রম ব্যবহার করিয়া জর্নৈক ডাক্ত বের ২২ বৎসর বয়স্ক পুত্রের বহুদিনের পুরাতন মস্তকের প্রকাণ্ড কঠিন টিউমার সম্পূর্ণ রূপে আরোগ্য করিয়াছেন ।

চক্ষু ।—ছানি । চক্ষুর অতিরিক্ত চালনা জনিত অক্সিগোলকে বেদনা এবং অম্পষ্ট দৃষ্টি । চক্ষুর বিশ্রামে উহার উপশম । চক্ষুর সম্মুখে ঝিলিঝিলি ও ক্ষুদ্র দর্শন । কার্ণিয়ায় (চক্ষুর কৃষ্ণবর্ণ মণ্ডল) দাগ ; চক্ষুর পাতার টিউমার বা অঞ্জলী । কর্ণিয়ায় ক্ষতে ক্ষতের প্রাপ্ত শক্ত থাকিলে ইহা অতিশয় ফলপ্রসূ । অক্সিগোলকে বেদনা, আন্তে চাপদিলে বা চক্ষু বুজিলে উহার উপশম । আংশিক দৃষ্টিহীনতা । অতি ব্যবহার জন্ত ঝাপা দৃষ্টি ।

কর্ণ।—কর্ণের যে কোনও রোগে অস্থি এবং অস্থি-বেষ্ট (periosteum) আক্রান্ত হইলে ইহা বিশেষ উপযোগী। কর্ণপট্টে চূর্ণময় (calcareous) পদার্থ সঞ্চয়। ম্যাট্রয়েড অস্থির রোগে অস্থিবেষ্ট (পেরিঅস্থিরম) আক্রান্ত হইলে ইহা সুন্দর উপযোগী।

নাসিকা।—নাসাবরোধক মস্তকের প্রতিস্থায় (সর্দি) সহকারে গাঢ়, পীতবর্ণ, থানা থানা, হরিতাভ শ্রাব নিঃসরণ। থানা থানা দুর্গন্ধ শ্রাব; ওজিনা (নাসারন্ধ্র হইতে হৃদম্য দুর্গন্ধময় শ্রাব নিঃসরণ)। (ক্যালী ফস, সিলি)। নাসিকার রোগে অস্থি আক্রান্ত হইলে ইহা বিশেষ ফলপ্রসূ (ক্যাক-ফস)। হাঁচিবার বিফল প্রয়াস। নাসাভ্যন্তরে অস্থিময় বিবর্দ্ধন (ossaceous growth)। নাসিকার অস্থিপটিয়া দুর্গন্ধ বাহির হইলে এই ঔষধ ব্যবহারে উহা নিবারিত হয়। নাসায় পশ্চাৎ রক্তের ও গলকোষের (ফ্যারিংগ) ক্ষীণতা।

মুখমণ্ডল।—বেদনা অথবা দন্তবেদনা সংযুক্ত গণ্ডের (গালের) কঠিন ক্ষীণতা। মাড়ি অথবা গণ্ডাস্থির অস্থিময় বিবর্দ্ধন। নাসিকা বা ওষ্ঠের বিদারণ (ফ্রি ফল)। ঠাণ্ডালাগার দরুণ ওষ্ঠে বেদনামূল্য কৃত। হমুর অথাৎ চোয়ালের অস্থির (Jaw-bone) নালীকৃত, উহা হইতে কৃষ্ণবর্ণ রক্তাক্ত দুর্গন্ধ শ্রাব স্রবণ।

মুখমণ্ডল।—বিদারিত ওষ্ঠ; মাড়ির প্রস্তরের স্থায় কঠিনতা সংযুক্ত ক্ষীণতা। মাড়ির ফ্লেটিক (gum boil); মুখের অতিশয় শুষ্কতা। কৌলিক উপদংশ; দৃথ ও গলায় কৃত। মুখের কোণে বেদনামূল্য কৃত।

দন্ত।—দন্তমূল-গহ্বরে দস্তের শিথিলতা, তজ্জন্ত বেদনা বা বেদনার অভাব। ধ্বংসপর্শ, পাতলা এবং ভঙ্গপ্রবণ দন্ত। শীঘ্র শীঘ্র দন্ত ক্ষয় (ক্যাক-ফসের সহিত পর্যায়ক্রমে)। দস্তোদগমে বিলম্ব। খাত্ত্রব্যের

সংস্পর্শে দন্তবেদনা । দন্তের শিথিলতা সহ দন্ত বেদনা । দন্তের বহি-
রাবরণের খরস্পর্শতা । দন্তের পরিপোষণের অভাব ।

জিহ্বা।—বেদনায়ুক্ত বা বেদনাশূন্য, কঠিন, বিদারিতবৎ জিহ্বা,
বিশেষতঃ প্রদাহের পর (সিলি) । জিহ্বার পুরাতন কঠিনতা, বিশেষতঃ
প্রদাহের পর ।

গলগন্ধ্য।—কণ্ঠের শিথিলতা । আলজিহ্বার বিরুদ্ধি, তজ্জন্ত
শুক থক থক কাসি (গ্রাট-ফস) । ডিফথিরিয়া (বিলৌক প্রদাহ) প্রদাহ
বায়ুবাচী-নল পর্য্যন্ত সম্প্রসারিত হইয়া থাকিলে ইহা বিশেষ উপযোগী
(ক্যাকফস সহকারে পর্য্যায়ক্রমে) । গল গণ্ড (goitre) । গলার রক্তবহা
নাড়ীর শিথিলতা । টন্সিলের বৃহত্তা ও কঠিনতা (ব্যারাইটা কার্কের পর)
গলার অতিশয় শুষ্কতা ; প্রাতে কাসিতে কাসিতে শ্লেষ্মা উত্তোলন ; গলায়
জ্বালা, উষ্ণ পানীয় গ্রহণে উহার উপশম ।

আম্বাশয় (পাকস্থলী)।—অপরিপাচিত ভুক্ত দ্রব্য বমন ।
এই লক্ষণে ফির-ফসই প্রধান ঔষধ । উহা দ্বাৰা বিশেষ ফল না পাইলে
ক্যাক-ফোর প্রয়োগ করিয়া দেগিলে । থক্ থক্ করিয়া কাসিয়া শ্লেষ্মা
তুলিয়া ফেলিবার পর হিকা । পেটকাঁপা । যকৃত্তে কঠনবৎ বেদনা ।
নড়িলে চড়িলে উহার উপশম ।

উদর এবং মল।—রক্তস্রাবী অর্শ । কণ্ঠস্রবণ বহির্বাণিযুক্ত
অস্রাবী অর্শ, বিশেষতঃ উহার সহিত বেদনা এবং কোষ্ঠ কাঠিখ থাকিলে,
মলের বর্ণ এবং রক্তের লক্ষণের সহিত অপর কোন ঔষধের সাদৃশ্য থাকিলে
সেই ঔষধের সহিত পর্য্যায়ক্রমে । অর্শ সহকারে মস্তকে রক্তের প্রধাবন
(ফির-ফসেরও প্রয়োজন) । মলদ্বারের পেশীর শক্তিহীনতা বশতঃ মল
নিঃসারণে অক্ষমতা, একত্রে প্রভূত মলসঞ্চয় সংযুক্ত মলরোধ । প্রসবের পর

প্রায়ই এইরূপ হইয়া থাকে। মলদ্বারের বিদারণ। দক্ষিণ কুক্ষিদেবে বেদনা। ঐ পার্শ্বে শয়নে বৃদ্ধি। নিম্নোদরে প্রভূত বায়ু সঞ্চয়। গেষ্টেবাতের রোগীদিগের অতিসার। ক্ষুদ্রকৃমি জনিত মলদ্বারকণ্ডুয়ন। অন্তর্বলি অথবা শ্রাবহীন অর্শ ও তজ্জন্তু কটিবেদনা ও কোষ্ঠকাঠিন্য।

মূত্র।—প্রভূত মূত্র শ্রাব, বিশেষতঃ মূত্রযন্ত্রের পেশীর শিথিলতা লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে। পুনঃ পুনঃ মূত্রবেগ। স্বল্প, আরক্ত ও উগ্র-গন্ধযুক্ত মূত্র।

পুং-জননেদ্রিয়।—অণ্ডের শোথ। অণ্ডের কাঠিন্য। উপদংশে লক্ষণের সাদৃশ্য থাকিলে ইহা ব্যবহার্য্য। অণ্ডের শীর্ণতা সহ অবিরাম শুক্র ও প্রোষ্টেটিক রস ক্ষরণ। হাইড্রোসিল (কুরণ); কঠিন উপদংশ। অণ্ডের বুলায় মানতা।

জ্বী-জননেদ্রিয়।—জরায়ুর সকল প্রকার অবস্থানের পরিবর্তনে (স্থান বিচ্যুতি, displacements) এই ঔষধের প্রয়োজন (ক্যাল ফস ক্যালী-ফস)। জরায়ু নামিয়া পড়া। জরায়ুর সন্মুখাবর্তন, (এন্টিভার্সন) এবং উহার উর্দ্ধাংশের পশ্চাৎ দিকে ও নিম্নে অবনতি এবং নিম্নাংশের উপরের দিকে ও সন্মুখদিকে উন্নতি বিশিষ্ট অবস্থান বিচ্যুতি (রিট্রোভার্সন) কটাতে এবং কুচকি প্রদেশে আকর্ষণী বেদনা। উরুপর্য্যন্ত বেদনার সম্প্রসারণ। বেদনা সংযুক্ত প্রভূত রক্তঃশ্রাব। শিথিল, নরম, অথবা, প্রস্তুরের গায় কঠিন জরায়ু। প্রভূত রক্তঃশ্রাবে এই ঔষধ দীর্ঘকাল ব্যবহার করিলে অতি উৎকৃষ্ট ফলদর্শে। রোহিণীরোগ (অতিরক্তঃ) ও তৎসহ উদরস্থ সমস্ত পদার্থ ভগপথে নামিয়া পড়িবার আশঙ্কা; জরায়ুর ফাইব্রয়েড টিউমার। উপদংশ। স্তনে ছোট ছোট কঠিন অর্কুদ; যোনির শিরার ক্ষীণতা উপদংশ। উপদংশজ কঠিন প্রান্তবিশিষ্ট ক্ষত।

গর্ভ ।—অপ্রচুর প্রসবাস্তিক বেদনা । জরায়ুর সঙ্কোচনাভাব বশতঃ রক্তস্রাব । স্তন-গ্রন্থির কাঠিন্য এবং ক্ষীণতা (ক্যালী-মিউর) । গর্ভাবস্থায় নিয়মিতরূপে ইহা ব্যবহার করিলে অতি সহজে প্রসব হইয়া থাকে (বিশেষ পরীক্ষিত) ।

শ্বাস-স্বল্প—আলজিহ্বার বিবর্দ্ধন বশতঃ শুষ্ক, থক থক কাশ । কাসিতে কাসিতে ক্ষুদ্র দানা দানা, হুশ্ছেদ্য পীতবর্ণ নিঃস্রবণ পরিত্যক্ত হয় (সিলি) । শ্বাসকাসে (হাঁপানি) কফ তুলিয়া ফেলিতে অতিশয় কষ্ট হইলে এবং থগু থগু পীত বর্ণ স্লেয়ানিঃস্রবিত হইলে ইহা বিশেষ উপকারী (ক্যালীফস) । রোগীর অতিশয় অবসন্নতা ও ক্লান্তি । স্বরযন্ত্রের শুষ্কতা ও স্বরভঙ্গ । উচ্চস্বরে অধ্যয়ন বা বক্তৃতাতির পর স্বরভঙ্গ । ক্রূপ রোগের প্রধান ঔষধ । শুষ্ক থক্ থক্ কাশ, মনে হয় স্বরযন্ত্রের ভিতর কোন বাহ্য বস্তুর অবস্থান জ্ঞাত এই কাস উদ্ভিক্ত হইতেছে । শ্বাস রোধের ভায় অনুভব । শয়িতাবস্থায় আলজিহ্বার উপদাহ বশতঃ শুষ্ক থক্ থকে কাস ।

রক্ত সঞ্চালন স্বল্প—শিরা-ক্ষীতি বা এরূপ হইবার সম্ভাবনা ; শিরা দেখিয়া মনে হয় ঘেন উহা বিদীর্ণ হইবে (এই ঔষধের লোশন বা বাহ্য প্রয়োগও ব্যবহার্য্য) । ধমনীর অর্কসূদে, আইওডাইড অব পটাস ব্যবহৃত হইয়া না থাকিলে, এই ঔষধ ফিরম-ফলের সহিত পর্য্যায় ক্রমে ব্যবহার করিলে উৎকৃষ্ট ফল দর্শে ।

হৃৎপিণ্ডের বিবর্দ্ধন (ক্যালী-মিউর), হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার বৈষম্য । হৃৎপিণ্ডের দপদপানি ।

গলা, পৃষ্ঠ এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ—গৃষ্ঠের নিম্নদেশে (কটিদেশে) বেদনা ও ক্লান্তি অনুভব । ত্রিকাস্থিতে (মেরুদণ্ডের নিয়ে শুষ্কদ্বারের উপরে যে ত্রিকোণ অস্থি আছে, sacrum) জালাকর বেদনা

সহকারে কোষ্ঠ বদ্ধ । অস্থির উপর কঠিন আব বা বৃদ্ধি (tumor) ; ক্ষীততা । সন্ধির বাতজনিত ক্ষীততা । (ম্যাগ-ফস্) । পুরাতন কটিবাত । প্রথম সঞ্চলনে বৃদ্ধি, ক্রমাগত সঞ্চলনে হ্রাস । গল-গ্রন্থির প্রস্ফুটন কঠিনতা । ঘ্যাগ । গলার দুইপার্শ্বের ক্ষুদ্র গ্রন্থিগুলির কঠিন ক্ষীততা ; গ্লেনার্ড-ডিজিজ ।

উল্ক ও নিম্নাঙ্ক—মণিবন্ধ অথবা কজার পৃষ্ঠ দেশে বিস্তারিত থলীতে আবৃত টিউমার (encysted tumors) ; আঙ্গুলহাড়া (felon) অঙ্গুলি সন্ধির বাতজনিত ক্ষীততা । একভাবে অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া কাজ করার দ্রবণ কটিবাত । জাঙ্গুসন্ধির প্রদাহ । পুরাতন শিবামুণ্ড (সাইনো-ভাইটিস) সন্ধির কড়কড়ি (cracking) ; কণ্ঠসন্ধির ক্ষীততা ; অস্থিতে গুজসঞ্চয় ।

স্ফেদ ।—সপ্তাহ বা তদধিক কালব্যাপী পিপাসা সংযুক্ত জ্বর । শুক পাংশুটে (brown) বর্ণের জিহ্বা ।

নিদ্রা ।—জাজ্বল্যমান দৃষ্ট স্বপ্ন (vivid dreams) ; নূতন দৃষ্ট ও নূতন স্থান স্বপ্নে দর্শন ।

স্নানু মণ্ডল ।—সারাদিন বিশেষতঃ প্রাতঃকালে অতিশয় দুর্বলতা অনুভব ।

স্ফেদ ।—শীতকালে গুঠ ও হাত পা ফাটা । পা বা হাতের তালু কাটিলে উক্তস্থান সাবান দ্বারা উত্তমরূপে ধৌত করিয়া এই ঔষধ কিঞ্চিৎ ভ্যাসিলিনের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিবে । শুষ্কতার বিদারণে এবং দুর্বল নালীকতে ঘন পীতাম্ব পুথ নিঃসৃত হইলে এই ঔষধ ব্যবহার (সিলি, ক্যাক-সলক) । কার্ককল, আঙ্গুল হাড়া । পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবর্তনশীল ইরিনিপেলাস । যে কোনও স্থানের কঠিন ক্ষীততা বা

টিউমার । মংস্তুর আইশেয় গ্রায় কঠিন ও শুষ্ক আইশ বিশিষ্ট চর্মরোগ । হস্ত বা পদতলের বিদারণ, বা ইহার কঠিনতা প্রাপ্তি । অর্শ সহকারে মলদ্বারের একজিমা ।

অস্ত্রব্য ।—অস্ত্রি এবং অস্ত্রিবেষ্টের পুণোৎপত্তিতে এই ঔষধ অতিশয় ফলপ্রদ । ক্ষত এবং আঙ্গুলহাড়ার, স্তনের এবং সর্বপ্রকার গ্রন্থির ক্ষীততায় তত্ত্বময় পদার্থ পুণে পরিণত না হইয়া ক্ষীত কঠিনাকার ধারণ করিলে এই ঔষধ অবশ্যই প্রয়োগ করিবে (সূসলার) । হৃদ্রোগ জনিত শোথ । কৌষিক (সিষ্টিক) টিউমার । পেশী-তন্তু, বন্ধনী (লিগামেন্ট) ও কণ্ডার উপরিস্থ প্রস্তরবৎ কঠিন ক্ষীততায় ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ । অস্ত্রি পচিয়া নষ্ট হইলে ইহার গ্রায় ঔষধ আর নাই ।

উষ্ণতায় উপশম (বিশেষতঃ ক্ষীততা কঠিনাকার ধারণ করিলে) । কোন স্থানের সঙ্কোচন আবশ্যক হইলে কখন কখন শীতল বাহ্য প্রয়োগও উপকারী ।

ক্রম ।—এই ঔষধের $৩ \times ৬ \times ৩$ ও $১২ \times$ ক্রম বিশেষ উপকারী । অস্ত্রিরোগে এই ঔষধের উচ্চক্রম ($১২ \times$) অতীব ফলপ্রদ । মলদ্বার বিদারণে, অস্থিময় বিবর্দ্ধনে (bony growths), অর্শে, শিরার ক্ষীততায় এবং আঙ্গুল হাড়ায় ইহার বাহ্য প্রয়োগও হইয়া থাকে । এই সবস্থলে $৬ \times$ বা $১২ \times$ চূর্ণ ২০ গ্রেণ ৪ আউন্স পরিমাণ জলে মিশ্রিত করিয়া লিণ্ট বা তুলা ভিজাইয়া স্থানিক প্রয়োগ করিবে । অথবা এক আউন্স ভেসিলিনে ১ ড্রাম চূর্ণ উত্তমরূপে মিশাইয়া দিনে ৪।৫ বার স্থানিক প্রয়োগ করিবে । কঠিন ক্ষীততা বিশিষ্ট টিউমারে এবং শুষ্কদ্বার বিদারণ প্রভৃতিতে এইভাবে বাহ্য প্রয়োগ করিয়া আমরা চমৎকার ফল পাইয়াছি । প্লীহা ও যকৃতের কঠিনাকার বিবৃদ্ধিতেও আভ্যন্তরিক ঔষধ ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে ইহার বাহ্য প্রয়োগ অতীব উপকারী ।

সম্বন্ধ :—মনের ও স্বরযন্ত্রের রোগে ক্যালকেরিয়া-কার্কের সহিত, নিম্না লক্ষণে ফ্লোরিক এসিডের সহিত, গ্রিহ ও পেশীতন্তুর প্রস্তুতবৎ কাঠিন্য লক্ষণে ক্যালক আইরোড, কালী-আইরোড, ম্যাগ্ন মিউর ও কোনাগমের সহিত ইহার সাদৃশ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে । কসফরাস, মার্ক, ক্রটা, অরম ও সিলিশিয়া প্রভৃতি ঔষধের অনেকানেক লক্ষণের সহিত এই ঔষধের লক্ষণের সাদৃশ্য আছে । কটি বাতে রসটক্স বিফল হইলে অনেক সময় এই ঔষধ প্রয়োগে ফলপাওয়া যায় । পুষ্য্রাবে সিলিশিয়া বিফলাস্তে, সন্ধির বাতে ও ক্ষীততায় ব্রাই ও ক্যালকের পর ; সাইনোভাইটিস অর্থাৎ শিষামুণ্ড রোগে ষ্টিটী ও ফিরম-কসের পর ; বেদনাপরিশৃঙ্খ কতে নেট্রাম-মিউরের পর, সাধারণতঃ ইহা ব্যবহারে বেশ ফল পাওয়া যায় । শিশুদিগের মস্তকাস্থির ক্ষীততায় সিলিশিয়ার সহিত ; অস্থির পুষ্য্রাৎ পত্তিতে ক্যালক-কস, এসাফিটিডা ও সিলির সহিত ; ঘোড়ায় পায়ের ক্ষুরের সমীপবর্তী সন্ধির প্রদাহ ও ক্ষীততায় এসিড-কস ও সিলির সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে । রক্তহীনতায় ক্যালক-কসের পর ইহা দ্বারা সফল পাওয়া যায় । Arterio Sclerosis অর্থাৎ ধমনীর স্থূলত্বে ব্যারাইটা ক্যালক আইরোড, প্রথম ও ব্যারাইটা মিউরের সহিত ইহার তুলনা হইয়া থাকে ।

তুলনার স্তবক—(১) কঠিন ক্ষীততায়-ক্যালক ফ্লোর, ব্যারাইটা আইরোড, ক্যালক-আইরোড, হেক্সা লাতা, এষ্ট্রিয়াম, কোনাগম, ফাইটো লাক্সা, কার্কো এনিমেলিস, মার্ক-প্রোটো আইরোড, সিলি । (২) নাপিকার হুর্গন্ধি স্রাবে—ক্যাডমিয়াম, ক্যালক-কস, এসিড-নাইট, কালী বাইক্রম, অরম, হিপার, এণ্টিম-সলফ, অর, অরম-মিউর-নেট্রোনেটাম জার্স-আইরোড, নেট্রাম কার্ক, সিফিলিনাম ।

ক্যালকেরিকা ফসফরিকা ;

Calcareo Phosphorica

ক্যালসিয়াম ফসফেট বা ফস্ফেট অব লাইম ।

চুণের জলের মধ্যে ডাইলিউট ফসফরিক এসিড মিশ্রিত করিলে এক প্রকার সাদা তলানি পড়ে। চুয়ান জলে উত্তমরূপে দ্রবীভূত করিয়া ও পরে শুক করিয়া ইহা ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। ডাঃ হেরিং সর্বপ্রথম এই প্রক্রিয়ার ফসফেট অব লাইম প্রস্তুত করিয়া ঔষধার্থে ব্যবহার করেন।

এই পদার্থ জল বা এলকোহলে অদ্রবণীয়। ডাইলিউট নাইট্রিক এসিড ও অম্লজাত এসিডে দ্রবীভূত হয়। হোমিওপ্যাথিক কাম্মাকোপিয়ার বিচূর্ণন পদ্ধতি অনুসারে মর্দন (খল) করিয়া ইহা ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়।

মানবদেহ নির্মাণ ও সংরক্ষণের পক্ষে ইহা একটা অত্যাৱশ্যকীয় পদার্থ রক্ত, লালা, আশাশয়িক রস (gastric juice) অস্থি, সংযোজক তন্তু (connective tissue), দস্ত ও চৰ্ম্ম প্রভৃতির বিধানোপাদানে ইহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই পদার্থের জটাই অস্থির দৃঢ়তা জন্মে। দেহস্থ অণ্ডালালের সহিত এই পদার্থের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।

ক্যালকেরিয়া ফ্লোরের জ্বার অণ্ডালালের সহিত মিশ্রিত হইয়া এই পদার্থ দেহে কার্য্যকরী হইয়া থাকে। অণ্ডালালের সহিত এই পদার্থের সংমিশ্রণে অস্থি ও দস্ত নির্মিত হইয়া থাকে। অস্থিতে শতকরা ৫৭ ভাগ ফসফেট অব লাইম আছে। এই পদার্থ ব্যতীত অস্থি ও দস্ত নির্মিতই হইতে পারে না। শরীরে যখন এই পদার্থের স্বল্পতা ঘটে, তখন কার্য্যকারীরা অভাবে দেহস্থ অণ্ডাল (এন্ড্রুমেন) নানা দ্বার দিয়া শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়। এন্ড্রুমেন বৃক্ক পথে (কিডনি) নিষ্কাশিত হইলে—স্ট্রাইটস ডিজিজ, কুসফুল-পথে নিষ্কাশিত হইলে—কাসি, এবং নাসা-পথে

বাহির হইলে—প্রতিষ্ঠায় বা সর্দি নাম ধারণ করে। ত্বক-পথে এব্‌মেন বাহির হইলে—নানাপ্রকার চর্মরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। লক্ষণভেদে উহাদের বিভিন্ন নাম দেওয়া হইয়া থাকে। শরীরের কোন প্রস্থিতে ইহা প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত হইলে তাহাকে গণ্ডমালা বা স্ক্রফিউলা (Scrofula) বলে। পাকস্থলী হইতে নিঃসৃত রসে (gastric juice) কস্ফেট অব লাইমের স্বপ্নতা ঘটিলে অপাক (indigestion) জন্মিয়া থাকে।

আময়িক প্রয়োগ

ভগ্নাস্থির সংযোগ হলে অস্থির অসম্যক বা অস্বাভাবিক বিবর্দ্ধন বশতঃ থরস্পর্শতায় (in unnatural and callous growths at the ends of fractured bones) ইহা অতীব ফলপ্রদ। অস্থির কোমলতা, বক্রতা ও সর্বপ্রকার বিকৃতির ইহা এক মাত্র অব্যর্থ মহৌষধ' রিকোর্টস্। শিশুদের দন্তোদগমকালীন সর্বপ্রকার উপদ্রবে যথা—অতিসার, জ্বর, কনভালসন প্রভৃতিতে, বিশেষতঃ স্ক্রফিউলাগ্রস্ত শিশুদিগের পক্ষে ইহা মন্থ-শক্তির ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে। সর্বপ্রকার ক্ষয়কর রোগে, বিশেষতঃ তৎসহ যুষ্মযুষে জ্বর থাকিলে ইহা অন্তর্কর্তী ঔষধরূপে মধ্যে মধ্যে ব্যবহার করিলে পরিপাকের সহায়তা করিয়া শরীরের ক্ষয় ও শীর্ণতা বিদূরিত ও রক্তের লোহিতকণা বৃদ্ধি করিয়া থাকে। এজন্ত, কি শিশু, কি বয়স্ক, কি বৃদ্ধ বাহাদেয়ই রোগে শারীরিক শীর্ণতা ও দুর্বলতা ভুক্তদ্রব্য সমীকরণের অসম্ভাব বশতঃ উৎপন্ন হইয়াছে (arising from non-assimilation of food) বলিয়া বুঝিতে পারিবে, তাহাদের রোগেই ইহা দ্বিধা না করিয়া প্রয়োগ করিবে। এই সব স্থলে ইহা 'টনিকের' ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে। অস্ত্রের সহিত অধিক পরিমাণ কস্ফেট নির্গত হইলে এবং যে সকল যুবক ক্রত বদ্ধিত হয় ও বাহাদেয় রক্তহীনতা আছে এবং যে সকল স্ত্রীলোক

বহু সন্তান প্রসব করিয়া দুর্বলীভূত হইয়া পড়িয়াছেম অথবা সন্তানকে অধিক দিন স্তন্য দান জন্য বাঁহাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে, অতিরিক্ত রক্তশ্রাব বা প্রদরশ্রাব জন্য বাহাদের বলক্ষয় ও শরীরের শীর্ণতা জন্মিয়াছে তাহাদের পক্ষে ইহা সঞ্জীবনী স্মৃধার ন্যায় ফলপ্রদ । ব্রুকাইটিস ও পুরাতন শ্বাস-কাস প্রভৃতি রোগে অতিরিক্ত শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন হেতু দুর্বলতা যক্ষ্মা জনিত উদরাময় ও নৈশ-ঘর্ম্ম এবং স্ফোটিকাদি হইতে অতিরিক্ত পুয় শ্রাব, ইহা ব্যবহারে দ্রাস প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।

বার্দ্ধক্যাহেতু মাষুমগুলের ক্ষয় নিবারণের ইহা শ্রেষ্ঠ ঔষধ (কালীকস ও এতৎ সহকারে ব্যবহার্য্য) :। দীর্ঘকাল রোগভোগের পরবর্ত্তী শারীরিক দুর্বলতা বিদূরিত করিতে, স্বপ্নদোষ ও হস্তমৈথুনের কুফল নিবারণ করিতে এবং স্ত্রীলোকদিগের চর্দ্ধিমণীয় কামপ্রবৃত্তি নিবারণ করিতে ইহার অদ্বুত ক্ষমতা। যুবতীদিগের কোরিয়া এবং ক্রোরোসিস রোগেও ইহা চমৎকার ফলপ্রদ । ক্ষয়কাস ও তৎসহ শরীরের শীর্ণতা, নৈশঘর্ম্ম ও রক্তকাস প্রভৃতি লক্ষণে এই ঔষধ নিয়ন্ত্রমে (৬x) ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। বিবাহিত যুবকদিগের স্বপ্নদোষে এবং হস্তমৈথুনকারীদিগের পক্ষেও ইহা অতীব ফলপ্রদ । মস্তকাস্থির সংযোগস্থলে ও উপাস্থি দ্বারা অস্থির সংযোগস্থলে বেদনা, তৎসহ শীত শীত অনুভব, আর্দ্রতার বুদ্ধি, ঘর্ম্ম শ্রাবের প্রবণতা এবং গ্রন্থির বিবুদ্ধি ইহার বিশেষ প্রয়োগ লক্ষণ ।

অস্থির সংযোগস্থলে বেদনা, বেদনাক্রান্ত স্থানের অবশতা ও লিড্‌সিডানি এবং তৎসহ শীত শীত অনুভব, সহজেই ঘর্ম্মশ্রাব ও গ্রন্থির ক্ষীণতার প্রবণতা, আর্দ্রতায় রোগ লক্ষণের বুদ্ধি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানে বেদনা, শরীরের শীতলতা (কিছুতেই শরীর উষ্ণ হয় না), এ গুলিও এই ঔষধের বিশেষ পরিচালক লক্ষণ ।

ত্বকে এই পদার্থের অভাব ঘটিলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলপূর্ণ উদ্ভেদ বা গুটিকা প্রকাশ পায় ; ক্যালকফস স্তম্ভ মাত্রায় ব্যবহার করিলে এগুলি বিদূরিত হইয়া থাকে ।

রক্তহীনতা হইতে বেদনা ও আক্ষেপ (Spasm) উৎপন্ন হইলেও ইহা অতিশয় ফলপ্রদ ।

কখন কখন দেহে এই পদার্থের (ক্যালক-ফস) স্বল্পতা নিবন্ধন আমবাত (Rheumatism) জন্মে । সোডিয়াম ফসফেট (Natrum Phos) নামক লাবণিক পদার্থের অভাবই এই রোগের মুখ্য কারণ । উপযুক্ত পরিমাণে সোডিয়াম ফসফেট রক্তে বর্তমান থাকিলে বাতরোগ জন্মিতেই পারে না । যখন রক্তে ফসফেট অব লাইমের (Calcareo phos) অভাব হয়, তখন প্রাকৃতিক নিয়মে সোডিয়াম ফসফেট হইতে অংশ বিশেষ আসিয়া স্বল্প মাত্র ফসফেট অব লাইমের সহিত সংমিলিত হয় এবং এই প্রকারেই অভাব পূর্ণ করিয়া থাকে । সোডিয়াম ফসফেট হইতে অংশ বিশেষ চ্যুত হইয়া ফসফেট অব লাইমের সহিত মিলিত হওয়ার সোডিয়াম ফসফেটের পরিমাণ কম হইয়া পড়ে । একত্র বাতবোণে ক্যালক-ফস অবশ্য প্রযুক্ত্য । সোডিয়াম ফসফেটের (Natrum Phos) এই ন্যূনতাই রিউমেটিজমের কারণ । ম্যাগ্নেসিয়া-ফস নামক লাবণিক পদার্থের সহিতও ফসফেট অব লাইমের ক্রিয়ায় অনেকটা সৌসাদৃশ্য আছে । একত্রে ম্যাগফস প্রায়োগোপবোগী রোগে উহা দ্বারা বিশেষ কোন উপকার না দর্শিলে অনেক সময় ফসফেট অব লাইম দ্বারা উত্তম ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

প্রধান প্রধান লক্ষণ ।

মন—শিশুর অত্যন্ত ক্রোধ ও খিটখিটে স্বভাব । মানসিক চাঞ্চল্য ; স্মৃতি ক্ষীণতা; চিন্তাসংগ্রাহে অসমর্থতা । বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে মন ধাবিত হয় । হস্ত-মৈথুনকারী অথবা যাহারা পূর্বে হস্তমৈথুন করিত, তাহাদের

ক্ষীণ স্মৃতিশক্তি (ক্যালী ফস) ; নিরুৎসাহিতা ও বিষণ্ণতা; একাকী থাকিতে ইচ্ছা এবং শোক, ক্রোধ ও প্রেমভঙ্গ জনিত নিরাশার পর এই ঔষধ ভাল খাটে । শিশুর ক্ষণরাগিতা ও দুর্বলচিত্ত ; সহজে কোন বিষয় বুঝিতে অসমর্থ ; হাবার গ্রায় ব্যবহার ।

মস্তক—শিরঃপীড়া সহকারে মস্তকে শীতলনানুভব । মস্তকে উত্তাপের স্বল্পতা, স্পর্শেও মস্তক ঠাণ্ডা অনুভূত হয় । মস্তকের উপর বরফ থাকায় গ্রায় শীতলতা অনুভব ; মস্তকশিথরে এবং কর্ণের পশ্চাতে বেদনা ; মস্তকে কষিয়া ধরার গ্রায় আট আট অনুভব । প্রাপ্ত বৌবন। দিগের (যখন প্রথম ঋতু প্রকাশ পায়) শিরঃপীড়া সহকারে অস্থিরতা ও স্নায়বীয়তা, মানসিক পরিশ্রমে বৃদ্ধি ও মস্তকের অস্থিসমূহের সংযোগস্থলে (suture) শিরঃপীড়ার প্রাবল্য, পাতলা ও কোমল করোটি (মাথার খুলি) বিলম্বে ব্রহ্মরন্ধ্রের সংযোজন বা উহার পুনরায় উদঘাটন । শীতলতা সহকারে মস্তকে তুড়তুড়ি বা সিড় সিড় অনুভব । মস্তক-শিথরে ক্ষত, শিরোগূর্ণন (ফিরফস) মস্তিষ্কের শোথ (হাইড্রোক্যেলস), কেশপতন টাকপড়া । মাথা সোজা করিয়া রাখিতে অসমর্থতা । মস্তকের বৃহত্তা । অনেক দিন পর্য্যন্ত শিশুর মস্তকাস্থির অসংযোজন (ফাঁকথাকা) এবং মস্তকাস্থির কোমলতা, হাতদিলে তুলতুলে বোধ হয় । সন্ধ্যাকালে মস্তক কণ্ঠন । মস্তকে টাক পড়া । পেটকাঁপা সহ মাথাধরা । মানসিক শ্রমে ও শীতলতার বৃদ্ধি । মস্তক শিথরে বরফের জল পতনের গ্রায় সিড় সিড় অনুভব । ঋতুপরিবর্তনকালে মস্তিষ্ক লক্ষণের উপচয় (বৃদ্ধি) সন্ধ্যাকালে মস্তকত্বকে কণ্ঠন, বৃদ্ধদিগের শিরোগূর্ণন, শিরঃপীড়া, হাঁচি দিলে উহার কিঞ্চিৎ উপশম । দ্বিতীয় বার দাত উঠিবার কালে শিরঃপীড়া । মস্তকের অস্থির সংযোগ স্থলে বেদনা, মস্তকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানে বেদনা ।

চক্ষু—কৃত্রিম আলোকে চক্ষে স্পর্শ ঘেব । অক্ষি গোলকে বেদনা । চক্ষুর পাতার আক্ষেপ (ম্যাগফস) । তির্ধ্যকদৃষ্টি । চক্ষুর পাতায় উষ্ণতামুভব । রেটিনার পক্ষাঘাত বশতঃ দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা বা বিলুপ্ততা (ক্যালী-ফস) । চক্ষুর স্নায়ুশূলে ম্যাগ-ফসে উপকার না হইলে ইহা ব্যবহার্য্য । চক্ষুর প্রদাহ অথবা অপরিচ্ছন্ন দৃষ্টি, বিশেষতঃ ক্রফিউলাগ্রস্ত রোগীর ; আলোকাসহ্যতা । কর্ণিয়ার ক্ষত । গ্যাসের আলো চক্ষে সহ্য হয় না । প্রদাহের পর চক্ষুর অস্বচ্ছতা । এমোরোসিস বা দর্শন-স্নায়ুর পক্ষাঘাতজন্য অন্ধতা ; চক্ষুরছানি । রেকাইটিস বা ক্রফিউলা ধাতুর শিশুদের কৌলিক এন্ট্রিও পিয়া বা দৃষ্টির অপরিচ্ছন্নতা ।

কর্ণ—গ্রীবাগ্রস্থির ক্ষীততা সহকারে মুখমণ্ডলে অবিরাম মৃদু বেদনা । কর্ণবেদনা সহকারে ক্যাল-ফসের প্রকৃতিসিদ্ধ অণুলালের জ্বায় ক্ষতকর পুষ্য শ্রাব । ক্রফিউলাগ্রস্ত রোগীর কর্ণমূল গ্রন্থির অতিশয় ক্ষীততা লক্ষণে ইহা সমধিক উপযোগী । কর্ণের ক্ষীততা ; জালা ও কণ্ডূয়ন । কর্ণে অবরুদ্ধতামুভব । যদি শরীরের শীর্ণতাসংযুক্ত কোন প্রকাব ক্ষয়কর রোগের সহিত বোগীব কর্ণ হইতে পাতলা ও দুর্গন্ধি শ্রাব নিঃসৃত হইতে থাকে, তবে ইহার এয় উৎকৃষ্ট ও ফলপ্রসূ ঔষধ আর নাই । যক্ষ্মাগ্রস্তদিগের পক্ষে ক্যাল-হাইপো-ফস অধিকতর উপযোগী । প্রতিশক্তির বিলোপ সহ কর্ণে নানা প্রকার শব্দ শ্রুত হয় । কর্ণের চতুর্দিকের অস্থিতে বেদনা । কর্ণ রোগের সহিত গলার রোগ সংশ্লিষ্ট । কর্ণে অবিরাম বেদনা ।

নাসিকা—বৃহৎ স্রবস্ত নাসার্কুদ । নাসাত্যন্তরের প্রদাহ ও অতিশয় ক্ষীততা (সিলি) । নাসাগ্রের বরফের জ্বায় শীতলতা । মস্তকের প্রতিপ্যায় সহকারে অণুলালের জ্বায় শ্রাব নিঃসরণ । পশ্চাৎ নাসাবিবর

হইতে (posterior nares) গাঢ় দৃশ্যে আওলালিক শ্রাব নিঃসরণ, এজন্ত পুনঃ পুনঃ কাসিয়া উহা তুলিয়া ফেলিবার আবশ্যকতা। বিষুক্ত বায়ুতে বৃদ্ধি। ক্ষীণরক্ত ব্যক্তিদিগের সহজে সর্দিলাগে (ফির ফস)। পুতিনত্ব (ক্যাকফোর সহ) ; অপরাহ্নে নাসিকা হইতে রক্তশ্রাব। নাসিকা হইতে দুর্গন্ধ নিঃসরণ।

মুখমণ্ডল—মুখমণ্ডলের পাণ্ডুবর্ণ সহ শীতলঘর্ষ। মূর্ধণ মুখমণ্ডলের বাত, রাত্রিতে উহার বৃদ্ধি। ত্রণ বা ফুসুড়ি। তুড় তুড়ি অল্পভব সহকারে বেদনা। শীতলতা; অবশতানুভব। চট চটে ও শীতল স্বক। বুক (Lupus নাসিকা) ও মুখমণ্ডলের প্রসারণশীল রক্তবর্ণ পীড়কা বিশিষ্ট একপ্রকার রোগ)। মুখমণ্ডলের উত্তপ্ততা। যুবক ও প্রাপ্ত যৌবনাদিগের বয়োত্রণ ; ফুসুরি; মুখমণ্ডলের ছিন্নকর ও নিষ্পেষণৎ বেদনা (ম্যাগ-ফস)। কষ্টকর দন্তোদগমকালীন শিশুর মুখমণ্ডলের পাণ্ডুরতা। কর্ণমূল গ্রন্থির ক্ষীততা। মুখমণ্ডলের বসাবৃত্তের ত্রায় (greasy) আকৃতি। উর্দ্ধহনু অস্থির (upper-jaw) বেদনা; রাত্রিকালে উহার বৃদ্ধি।

মুখমন্ড্য।—প্রাতে মুখে বিরক্তিকর স্বাদ (ত্রাট-ফস)। তিজাস্বাদ সহ শিরঃপীড়া, উপরের ওষ্ঠের ক্ষীততা ও বেদনা। টঙ্গিলের বেদনা জন্ত হাঁ করিতে অনিচ্ছা বা অসামর্থ্য।

দন্ত।—দাঁত উঠিতে বিলম্ব (ক্যাকফোর)। ক্যাক-ফস দাঁতের একটা প্রধান উপাদান। ইহার অভাব বা স্বল্পতা ঘটিলেই দাঁত উঠিতে অতিশয় কষ্ট ও বিলম্ব হয়। একুগাবস্থায় লময় লময় আক্ষেপ এবং অস্ত্রান্ত উপসর্গও জন্মিতে পারে। এজন্ত বালকদিগের দন্তোদগম কালীন পীড়ার ইহা প্রধান ঔষধ (ম্যাগ ফস) ; দাঁতের উঠিবা মাজই ক্ষয় প্রাপ্তি। রক্ত করণের ত্রায় বেদনা ও রাত্রিতে উহার বৃদ্ধি (সিনি) মাড়ীর ক্ষীততায়ুক্ত বেদনা। দাঁতের সকল প্রকার রোগেই ইহা প্রধান ঔষধ। মাড়ির ক্ষীততা,

মাড়ির পাণ্ডুরতা থাকিলে ইহা বিশেষরূপে উপযোগী (মূলনার)। দস্তোভ্বেদ কালীন আক্কেপে ম্যাগ কস সহ ব্যবহার করিলে উৎকৃষ্ট ফলদর্শে ।

জিহ্বা।—জিহ্বার ক্ষীণতা (ক্যালৌমিউ) আড়ষ্টতা ও অবশতা ।

জিহ্বার অগ্রভাগে ফোকা ও ফুফুড়ি এবং বিদারণ । প্রাতে তিস্তাস্বাদ সহ শিরঃপীড়া ।

গল-অস্ব্য।—গলার বাহ্যগ্রন্থির ক্ষীণতা ও বেদনা । গলগণ্ডের ইহা প্রধান ঔষধ (ত্রাট মিউর) । আলজিহ্বার পুরাতন বিবৃদ্ধি । ডাঃ চ্যাপম্যান বলেন স্বাস রোধের আশঙ্কায় প্রারম্ভাবস্থার ব্যবহার করিয়া তিনি ইহা দ্বারা উত্তম ফল পাইয়াছেন । গ্রন্থির বেদনা, এজ্ঞ চোক গিলিতে কষ্ট । মুখ ও জিহ্বার শুষ্কতা সহকারে পিপাসা । চোক গিলিতে গলায় খোঁচামারার মত ও ক্ষতবৎ বেদনা, স্থায়ী স্রবজ । কথা বলিবার সময় অনবরত গলা খেকারি ও গলা পরিষ্কার করিবার আবশ্যিকতা ; গলায় টাচিয়া বাওয়ার স্থায় বেদনা । ধর্মবাক্তক ও বস্ত্রাদিগের স্রবজের ইহা একটা প্রধান ঔষধ (ফিরকসের সহিত পর্য্যায়ক্রমে) । পুরাতন প্রতিষ্ঠায় নাসিকার পশ্চাৎরন্ধ্র হইতে প্রভূত স্রাব নিঃসরণকালে স্রবজস্ত্রে ও গল-নলীতে জ্বালাকর ও ক্ষতবৎ বেদনা । টনসিলের পুরাতন বিবৃদ্ধি, গল-ক্ষত । গলার খরস্পর্শতা, এজ্ঞ চোক গিলিতে অসুবিধা ; গলায় জ্বালা । প্রথম কোন কিছু গিলিবার সময় বা শূন্য নিগীরণে গলায় জ্বালা ও শুষ্কতাসুভব । গলা ও নাসিকা হইতে দুঃশ্চেষ্ট আঠা আঠা শ্লেষ্মা নিঃসরণ ।

(গিলিবার সময় নিম্নাভিমুখে জ্বালায় প্রসারণ লক্ষণে ক্যাছ ; শূন্য চোক গিলিবার সময় বেদনায়, লিমিসি) । গলক্ষত সহ সন্ধ্যাকালে গলায় তুড়-তুড়ি ও কাস ; শয্যায় শয়ন করিলে এই কাসের বৃদ্ধি । অধিক ক্রন্দন অথবা দৌড়াইবার পর গলার অভ্যন্তরে ধেরূপ সঙ্কোচন

অনুভূত হয় গলার ভিতরে তদ্রূপ সংকোচন অনুভব। প্রাতে নিদ্রা হইতে জাগরণ মাত্র গলার ক্ষতবৎ বেদনা, দক্ষিণ পার্শ্বে উহার বৃদ্ধি। প্রাতরাহারের পর উহার তিরোধান। সন্দি লাগিলেই রোগীর গলার অভ্যন্তরে শুষ্কতা ও ক্ষতবৎ বেদনা অনুভব। গলার এবং বক্ষঃস্থলে সূচিবদ্ধবৎ বেদনা। টন্সিলের পাণ্ডুরতা, শিথিলতা ও ক্ষীণতা তৎসহ মধ্যকর্ণের প্রদাহ। থাণ্ড অথবা উষ্ণ পানীয় গলাধঃকরণ অপেক্ষা লাগা গিলিতে অধিক কষ্ট (মার্কসল)।

আমাশন।—আহারের পর আমাশয়ে জ্বালা ও বেদনা। ভুক্তদ্রব্য আমাশয়ে (ষ্টমাক) পৌছবার পর পিণ্ডবৎ রহিয়াছে এ প্রকার অনুভব। আমাশয়ে গুরুত্ব ও জ্বালা। যৎসামান্য আহারেই বেদনার বৃদ্ধি (ফিরফস)। স্পৃশ্বে আমাশয়ে ক্ষতবৎ বেদনা। শীতল পানাহারে বেদনার বৃদ্ধি, উষ্ণতার উপশম (ম্যাগ-ফস)। অস্বাভাবিক ক্ষুধা। কিছু খাইলে অসুখ করে। আমাশয় প্রদেশে নিমগ্নতা অনুভব। অগ্নিমান্দ্য, কিছু খাইলে বা ঢেকুর উঠিলে বেদনার সাময়িক উপশম। শিশুদিগের দধির জ্বাস অল্প বমন (চাট ফস) ও সর্বদা কণ্ঠদানের ইচ্ছা। আমাশয়ে বায়ু সঞ্চয়। এই ঔষধ ভুক্তদ্রব্য পরিপাকে বিশেষ সাহায্য করে। এজন্য টাইফয়েড ফিভারের পরে পরিপাক শক্তির দুর্বলতা জন্মিলে ব্যবহৃত হয়। শীতল পানায়ের পর বমন। পরিপাকে বিশৃঙ্খল। সহকারে শিরঃপীড়া। বাতোদগার। পাকস্থলীর উপদ্রব সংযুক্ত অগ্নিমান্দ্য। আহারান্তে ক্যাক-ফস ১×এক গ্রেণ মাত্রায় সেবন করিলে পেটে বায়ু জন্মিতে পারে না। অগ্নিমান্দ্য (আহারান্তে বাতোদগারে সাময়িক কিছু উপশম বোধ করিলে) এই ঔষধ প্রযুক্ত। লোনা ও ধূমপুঙ্ক মাংস ভক্ষণের স্পৃহা। শিশুর

শরীরের শীর্ণতা ; মেনেস্ট্রিক গ্রন্থির বিরুদ্ধি । প্রতিবার আহ্বারের চেষ্টায়ই উদর বেদনা উপস্থিত হয় । উপবাস করিলে মেরুদণ্ডে বেদনা ।

উদর এবং মল—শিশুদিগের দস্তোদ্বৈদ্যকালীন অতিসার ;

উদর বেদনা সহকারে শেওলা শেওলা অপরিপাচিত সবুজ বর্ণ মলশ্রাব (ন্যাট-ফস) । শিশু-বিসৃচিকা । যে সকল দ্রব্য খাওয়া উচিত নয়,

শিশু তাহাই খাইতে চায় । উদ্ভ্র, তর্গক ও সশব্দে নির্গত হয়

এরূপ মল (ক্যালীফল), এই মল সূক্ষ্ম কণার আকারে চাবিদিকে

ছিটকাইয়া পড়ে (sputtering) । গ্রীষ্মকালীন অতিসার, কাঁচা

ফল ভক্ষণের পর অতিসার ; উদরের নিমগ্নতা । মুখমণ্ডলের পাণ্ডুরতা

ও শিশুর খিটখিটে স্বভাব । নাভির নিকটে বেদনা । দুগ্ধপানকালে

শিশুর ক্রন্দন । শীর্ণতা । শিশু উদর পরিতোষ করিয়া খায়, বিদ্যু

উত্তরোত্তর আরও শীর্ণ হইয়া পড়ে । পুনঃ পুনঃ নিফল মলবেগ

কিন্তু মলত্যাগ করিতে গেলে কিছুই বাহির হয় না । (ক্যালীফস,

ম্যাগ ফস) । বিভ্রালয়ের ষালিকাদিগের শিরপীড়া সহকারে অতিসার ।

বৃদ্ধ এবং শিশুদিগের কোষ্ঠকাঠিন্য সহ কঠিন মল । কণ্ডুয়নকর

বাহ্যবলি সংযুক্ত অশ (ক্যাক-ফ্লোর, ফির-ফস) । অশ হইতে

অণ্ডাালের স্থায় স্রাব নিঃসরণ . বিশেষতঃ রক্তহীন ব্যক্তিদিগের) ।

শুষ্কতার বিদারণ (ক্যাক ফ্লোর) । মলদ্বারে বেদনাবিহীন নালী ঘা,

দুর্গন্ধি মল (ক্যালীফস) ; সরলভাবে শূলবেদনা ও মলত্যাগান্তে

বেদনা । রাত্রিতে ও ঋতুপরিবর্তনকালে লক্ষণের বৃদ্ধি (সিলি) ।

পিত্তশীলার (ষ্টোন) উৎপত্তি নিবারণে ইহা বিশেষ উপযোগী ।

ভগন্ধর ও স্বাস্থ্যবস্ত্রের রোগের পর্যায়ক্রমে উপস্থিতি । যে সকল

লোকের প্রতি ঋতুপরিবর্তন কালে প্রতি সন্ধিস্থানে বেদনা জন্মে তাহাদের ইহা পক্ষে বিশেষ উপযোগী। কোষ্ঠকাঠিন্য, রক্তসংযুক্ত কঠিন মল, বিশেষতঃ বৃদ্ধদিগের। রক্তহীন ব্যক্তিগণের হাণিয়া। মলের সহিত দুর্গন্ধি পুষ নিঃসরণ। মলত্যাগের পর কট্যস্থির নিম্নাংশে প্রবল বেদনা উপস্থিত হয় ও রাত্রে শযায় না যাওয়া পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকে। ক্ষয় রোগ সংশ্লিষ্ট অতিসার। মধ্যান্ত্র-গ্রন্থির গুটিকা রোগ বশতঃ শরীর ক্ষয় (টেবিস মেসেন্টেরিকা)।

মূত্র—প্রগাঢ় বর্ণ বিশিষ্ট মূত্র। অবিরত মূত্রপ্রবৃত্তি, তৎসহ মূত্রাশয়ের গ্রীবাদেশে ও মূত্রনালীদিয়া তীব্র কর্তনব্যং বা তীব্রবিন্ধব্যং বেদনা (কির-কস)। মূত্র বৃদ্ধি। মূত্রে অণুলাল থাকিলে এই ঔষধ অতিশয় উপকারী (কালী-ফস) এম্বুসেনের সহিত ক্যান্সারের রাসায়নিক সম্বন্ধ আছে, একত্র ট্রাইটস ডিজিজে ইহা অতিশয় উপকারী (কালীফস)। মূত্রে ফস্ফেটিক অম্লফস্ফ থাকিলে অন্তর্কর্তী ঔষধ স্বরূপ ব্যবহৃত। শযায় মূত্রত্যাগ। সন্দীক্ষান দুর্বলতা। চর্ব্বলতাসহ বৃদ্ধ ও শিশুদের অব্যবহৃত মূত্র শ্রাব)। কুরণ। মূত্র শীলা বা পাথরী রোগে ইহা ব্যবহারে মূত্র শিলার পুনরুৎপত্তি নিবারিত হয়।

পুং জননেন্দ্রিয়—অণ্ডের স্ফীততা। হস্তমৈথুনের কুফল। অন্তবৃদ্ধি (ক্যান্সার-ফোর)। অণ্ডের অতিশয় কণ্ডুয়ন, লোলিততা ঘণ্টাক্রান্তা ও স্পর্শদ্রব্য। পুরাতন প্রমেহ এবং মূত্র। অণ্ডের শোথ। মূত্রনালী হইতে যে কোন প্রকারের আণুলালিক জাবেই (ভিষের স্বেতাংশের ত্রায়) ইহা সুপ্রযোজ্য। বিবদ্ধিত মৈথুনপ্রবৃত্তি। যন্ত্রণাকর লিম্বোচ্চাস। প্রমেহ জনিত আমবাত। প্রমেহ জনিত বাতের প্রতি আর্দ্র-ঋতু পরিবর্তনে বৃদ্ধি (মেডো)। কুরণ। অণ্ডের স্ফীততা।

জরায়ু-প্রদেহ-জরায়ুর নিয়ন্ত্রিত্বের নিগমন অথবা

অপর কোনও প্রকার স্থানবিচ্যুতি বশতঃ জরায়ু-প্রদেহে দুর্বলতা-
ভব (ক্যাক-ফ্রোয়, ক্যালী ফস) । জরায়ুতে অবিরাম মূহ বেদনা (একিং
পেইন) । স্ত্রীজন্মে দপ-দপানি এবং তৎসহ বিবর্তিত সঙ্গমেচ্ছা, বিশেষতঃ
ঋতুর পূর্বে । সকল প্রকার স্বেত-প্রদরেই, ধাতু দোষ সংশোধনের নিমিত্ত
ইহা ব্যবহার করা কর্তব্য । স্বেত প্রদরে এক মেনের ত্রায় অথবা সরের
ন্যায় শ্রাব নিঃসরণ । নড়িতে চড়িতে অনিচ্ছা । বিদাহী শ্রাব, ঋতু অথবা
কামোত্তেজনার পর বৃদ্ধি । রক্তহীন যুবতীদিগের নিয়মিত সময়ের বহু পূর্বে
বা বহু পরে ঋতু শ্রাব । কুই সপ্তাহ পর পর উজ্জ্বল লোহিত ঋতু শ্রাব ।
ঋতুকালে কটিবেদনা । ঋতুকালে প্রসব বেদনার ত্রায় বেদনা (ম্যাগফস)
(এতরিবারে ফির ফস) । ঋতুকালে মুখমণ্ডলের আরক্ততা এবং হস্ত
পদের শীতলতা (ফির-ফস) স্তন্যদানকালে ধাতুশ্রাব ; ঋতুশ্রাবের পূর্বে ও পরে
প্রসববেদনার ন্যায় বেদনা ; সময় সময় মল ও মূত্রত্যাগের পরও
এইরূপ বেদনা উপস্থিত হয় । যোনিতে জ্বালা । স্তনের কঠিনতা ।
যোনিতে দপ দপ অনুভব, প্রবল চুলকানি ও তজ্জন্য কুস্তিম মৈথুনের
প্রযুক্তি রজলোপ । জরায়ুর বেদনা সহ প্রবল কটি বেদনা ।

গর্ভা—গর্ভাবস্থায় হস্তপদে অবিরাম মূহ বেদনা ; স্তন্যদুগ্ধের
বৈশিষ্ট্য । গর্ভাবস্থায় ও প্রসবান্তে শরীরের অতিশয় শীর্ণতা ।
জলের ন্যায়, নীলাভ অথবা লবণাক্ত স্বল্প দুগ্ধশ্রাব (ন্যাটমিউর) । তাই
শিশু মাই টানিতে চায়না । শিশু পুনঃ পুনঃ দধির ন্যায় জমাট
জন্ম দুগ্ধ বমন করে । স্তন-ক্ষত (ফির-ফস) । প্রসবান্তিক এবং
দীর্ঘকাল স্তন্য দানের পরবর্তী দুর্বলতা দূর করিয়া জীবনীশক্তি প্রতিষ্ঠার্থ
ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে (ক্যালী ফস) । স্তনে জ্বালাকর ও ক্ষতবৎ
বেদনা । শীর্ণ ও দুর্বল রমণীদিগের জরায়ু নিগমন । দীর্ঘকাল

ঐ সব স্থানের অবশতা। শ্বাস গ্রহণকালে হৃৎপ্রদেশে তীব্র বেদনা।
হৃৎপিণ্ডের অণ্ডাকার ছিদ্রের (foramen ovale) অনবরুদ্ধতা।

পৃষ্ঠ এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ।—পৃষ্ঠ এবং হাত পায়ের ঔষ
রোগেই ক্যাল-ফস অতি সুন্দর ফল দর্শায়। “হাডের ঔষধ” ইত্যর

এই নাম এটপানেই সুপ্রযোজ্য। কেননা, এই সকল স্থান প্রধানতঃই
অস্থিনির্মিত। মেরুদণ্ডের বক্রতা। হাতপায়ের অবশতা। সন্ধি-

স্থানের বেদনা ও কামড়ানি। হাত পায়ে শীতল জল ঢালিয়া দেওয়ার
ভ্রায় শীতলতানুভব। হাড়ে বিশেষতঃ জঙ্ঘার সম্মুখস্থ হাড়ে বেদনা।

রাত্রিতে এবং শীতল আর্দ্র ঋতুতে বৃদ্ধি। সন্ধি স্থানের এবং গ্রীবাপৃষ্ঠের
আমবাতিক বেদনা, রাত্রিতে অথবা বিশ্রামকালে এই বেদনার অতিশয়

বৃদ্ধি। কটি-বাত (ফির-ফস)। সামান্য ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলেই
গ্রীবার আমবাতিক বেদনা ও স্তব্ধতা। ভারী কিছু উত্তোলন কায়বার

কালে অথবা নাকে ফোঁৎ করিলে ঘাড়ের, গলায়, কটিতে এবং বৃক্ক-
প্রদেশে আক্ষেপিক বেদনা। মেরুদণ্ডের বক্রতা, বিশেষতঃ যুবতী

কুমারীদিগের যৌবনোন্মুখকালে। স্পাইনা-বাইফিডা। কটি এবং
নিতম্বপ্রদেশে ঝাঁজলাগা। স্বক্ক এবং স্বক্কাস্থিষ্মে এবং বাহুদ্বয়ে ক্ষতবৎ

বেদনা। বাহু উত্তোলনে অসামর্থ্য। কনুই পর্যন্ত ভীরবিক্রম বেদনা।
নখমূলে ক্ষতবৎ বেদনা। প্রকোষ্ঠে (অগ্রবাহু, fore arm), মণিবন্ধে

(wrist), হস্তাঙ্গুলীতে, বিশেষতঃ বৃদ্ধাঙ্গুলীতে আক্ষিপ্তবৎ বেদনা।
গ্রহিবাত জনিত অঙ্গুলী সন্ধিতে চূর্ণময় পদার্থ সঞ্চয় (nodosity)

শীতলতা অথবা অবশতাব্যুক্ত সন্ধির বাত। ঋতুপরিবর্তনকালে বাতের
বৃদ্ধি, বসন্তকালে উপশম, শরৎকালে প্রত্যাবর্ত্তি। রোগাক্রান্ত স্থানের

অবশতা অথবা পিপীলিকা বিচরণের ভ্রায় তুড় তুড়ি। রোগাক্রান্ত

অঙ্গে বাঁজিলাগার জ্বাৰ অবশত। দুৰ্বলতা সহ সৰ্ব্বাঙ্গে কামড়ানি (aching)। আমবাতিক বেদনার স্থান-বিকল্পশীলতা (সঞ্চরমানতা) উক্কর কামড়ানি। হাঁটুতে বেদনা, বিচরণকালে বৃদ্ধি। নিম্নাঙ্গের অবশত। পদব্ধর বরফের জ্বাৰ শীতল। স্বচ্ছাঙ্কিতে বেদনা। জন্তবায় খালধরা, গোড়ালিতে সন্ধি বিচ্যুতির জ্বাৰ (dislocation) অনুভব। সন্ধিস্থানের বসাময় জ্ববোর প্রদাহ। শিরামুণ্ড (সাইনোভাটিস)। কটিদেশে ফোটক। উপদংশমূলক অস্থিবেষ্ট প্রদাহ অথবা ক্ষত। অস্থির কোমলতা বশতঃ শিশুদিগের হাঁটা শিথিতে বিলম্ব। শিশুদেব পদেব বক্রতা। শিশুর বক্র গ্রীবা। অস্থির ভগ্নতা। রিকেটস্। উপদংশদোষ বশতঃ অস্থিবেষ্টের প্রদাহ। অস্থির বা সন্ধির গভীরমূল ক্ষত। রাত্রিতে অস্থির দ্বায়ুশূল (সিলি)। হাত পায়ের বেদনা বশতঃ অস্থিরতা, নড়িলে চড়িলে উপশম। প্রাতে নিদ্রা হইতে জাগ্রত হওয়া মাত্র কটিদেশে বেদনা অনুভব।

শ্বাস্ত্রমণ্ডল।—রাত্রিকালে প্রত্যাবৰ্ত্তনশীল দ্বায়ুশূল। এই বেদনা আবেশে আবেশে উপস্থিত হয়। উদর বেদনা, আক্ষেপ ইত্যাদি (ম্যাগফস বিফল হইলে)। শিশুদিগের দন্তোদগমকালীন আক্ষেপ। আমবাত সহকারে পক্ষাবাত। রোগীর অতিশয় অবসন্নতা ও ক্লান্তি অনুভব। কৰ্ণে অথবা উচ্চে উত্তিতে অপ্রবৃত্তি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানে বেদনা; রাত্রিকালে বেদনার অতিশয় বৃদ্ধি, তৎসহকারে অবশতা, শীতলতা ও তুড় তুড়ি। বিদ্যাতের জ্বাৰ, কখন কখন বা জলাবন্দু পাতেজ জ্বাৰ বেদনা সকল স্থানে ছড়াইয়া পড়ে। হস্তপদাদির কম্পন। তরুণ রোগের পরবর্ত্তি দুৰ্বলতা। এপিলেপ্সি। ছিন্নকর বেদনা, ঋতুপরিবর্ত্তন কালে উহার বৃদ্ধি। বেদনাক্রান্ত স্থানের অবশতা ও তুড় তুড়ি।

তড়িতাঘাতের জ্বাৰ বেদনা । তরুণ রোগের পর অত্যন্ত ক্লান্তি । দৌৰ্বল্য জন্ত প্রাতে শয্যা হইতে উঠিতে অনিচ্ছা । সৰ্ব্বপ্রকার আক্ষেপেই (spasm) ম্যাগ-কস বিকল হইলে ইহা অবশ্য প্রযুক্ত্য । আমবাত জনিত অবশতা বা পক্ষাবাত ।

অবস্থা।—হৃদয়ে অণুলালের জ্বাৰ প্রাবলীল উদ্বেগ । কণ্ডুয়নকর নৃতন বা পুরাতন কুস্কুড়ি । বৃদ্ধদিগের গাত্রকণ্ডুয়ন । ঘোনিকণ্ডুয়ন ; কোন প্রকার চর্মরোগ ব্যতীত গাত্রের অতিশয় কণ্ডুয়ন । পীতাত খেত মস্তক বিশিষ্ট পামা । সমগ্র মুখমণ্ডল ভ্রণে পরিপূর্ণ । শুষ্ক বৃক । ঘানের পর হৃদয়ের কণ্ডুয়ন, আরক্ততা ও জ্বালা । পৃষ্ঠবংশীয় দুর্বলতা বশতঃ হস্তের ঘর্ষাক্ততা । বৃক ; আণুলালিক প্রাবসহ অথবা তদ্ব্যতীতই কণ্ডুয়ন (জাটমিউর) । মেছেতা (১×ক্রমেব বিচূর্ণ ১০ গ্রেণ, পরিশ্রুত জল ১ ড্রাম বাহ্য প্রয়োগ) রক্তবর্ণ মুখদুর্ঘিকা (একনি রোজেসিয়া) । সর্কাদে তাম্রবর্ণ পীড়কা । দক্ষ । তরুণ বা পুরাতন হার্গিজ । লুপঃস, গাত্রকণ্ড ।

নিজ্জা।—কৃমি বশতঃ অস্থির নিজ্জা (জাটকস) । প্রাতে নিজ্জালুতা ; সকালে জাগরিত হওয়া যায় না । স্পষ্ট স্বপ্ন । শিশুদিগের নিজ্জিাবস্থায় চিৎকার, হাঁহিতোলা ও হস্তপদ প্রসারণ করা । বৃদ্ধদের নিজ্জালুতা সহ বিবাদময় চিন্তা ।

স্বপ্ন।—প্রারম্ভাবস্থায় শীত ও কল্প (ফির কস) । প্রভূত ঘর্ম । ঘঙ্গুরোগে প্রচুর নৈশঘর্ম । শরীরে এবং মুখমণ্ডলে আঠা আঠা ঘর্ম । টাইকয়েড ফিভার ও অপরাপর জ্বরের পর জ্বরের ক্ষতিপূরণার্থে ব্যবহৃত হয় । সিড সিড করিয়া শীত ও কল্প উপস্থিত হয় । মুখমণ্ডলে শীতল ঘর্ম ও জ্বরের অতিশয় শীতলতা । স্ক্রুফিউলাগ্রন্থ শিশুদিগের পুরাতন লঘিরাম জ্বর । সর্কাদেব বহুফের জ্বাৰ শীতলতা, বিশেষতঃ পদজ্বরের ।

ক্রাস-ব্রাঙ্কি।—শীতলতা, নড়া চড়া এবং ঋতুপরিবর্তন কালে লক্ষণের বৃদ্ধি এই ঔষধের বিশেষ লক্ষণ। আর্দ্রতায় এবং ঠাণ্ডা লাগিলেই রোগীর লক্ষণের উপচয় (বৃদ্ধি) জন্মে। অধিকাংশ লক্ষণই শরনে বা বিশ্রামে উপশমিত হইয়া থাকে।

আম্লিক প্রয়োগ।—রক্তহীনতা ও ক্লোরোসিস রোগে রক্তে নূতন লোহিত কণা নির্মাণের জন্য এবং শুষ্ক শীর্ণ লোলিত-চর্ম বালকদিগের রোগে এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া আশাতিরিক্ত ফল পাওয়া গিয়াছে। অস্থির কোমলতা, ভঙ্গ প্রবণতা ও ভাঙ্গা হাড় সহজে জোড়া না লাগিলে এই ঔষধে অতি সুন্দর ফলদর্শে। স্ক্রফিউলা, রিকেটস; অজীর্ণতা জন্ত শরীরের শীর্ণতা, অস্থির ক্ষত, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিলম্বে বৃদ্ধি বা অসম্পূর্ণ বিকাশ, বহুপাদ (নাসা বা জরায়ুর গলিগঃস), ক্রোম যন্ত্রের রোগ, শীর্ণতা হরিৎপাণ্ড ও রক্তহীনতা এবং অস্থির সকল প্রকার বোগেই ইহা অবশ্য প্রয়োগ করিবে। রাত্রিতে ও শীতল ঋতুতে এই ঔষধের লক্ষণের বৃদ্ধি জন্মে। উষ্ণস্থানে ও উষ্ণ ঋতুতে উপশম। রক্তে খেতকণার আধিক্য থাকিলে ইহা অতিশয় ফলপ্রদ। যে সকল শিশুর কথা কহিতে ও হাঁটা শিখিতে বিলম্বে হয় ও যাত্রার উপযুক্ত সময়ে বাডেনা, তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ অত্যাবশ্যক। যুবকদিগের স্বপ্নাবস্থায় বা অজ্ঞাতসারে গুরুপাত (স্বপ্নদোষ)।

ক্রম—৩×, ৬×, ১২× ৩০× ও ২০০× ক্রমের বিচূর্ণ বা ট্যাবলেট ব্যবহার্য। সাধারণতঃ এই ঔষধের ৩× ও ৬× ব্যবহারেই উত্তম ফল পাওয়া যায়। ৩০× ও ২০০ ব্যবহার করিয়াও চিকিৎসা ক্ষেত্রে উত্তম ফল পাওয়া গিয়াছে। স্তন্যার সাধারণতঃ ৬× ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন (অধিক মাত্রায় এই ঔষধ ব্যবহৃত হয় না উচ্চাতে বয়ঃ

অপকাবষ্ট তথ্য)। অধিক দিন সমানে এই ঔষধ ব্যবহার করায় মৃত্তাশিলা
উৎপন্ন হইয়া থাকে। বহুস্থ বা বহুদিনের পক্ষে এই ঔষধ নিম্নকাম
ব্যবহার নিষিদ্ধ।

সম্বন্ধ—এই ঔষধের ক্রিয়ার সহিত ক্যাঙ্ক-কার্কের অনেকটা
সাদৃশ্য আছে। ক্যাঙ্ক-কার্কের রোগী হষ্ট পুষ্ট, কিন্তু ক্যাঙ্কফসের রোগী
শীর্ণ। শ্বাস-যন্ত্রের তরুণ রোগেই প্রায়শ ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।
কৃষ্ণকেশ, কৃষ্ণ (বা শ্রামবর্ণ) বর্ণ এবং কৃষ্ণ নয়ন বিশিষ্ট লোকের পক্ষেই
ক্যাঙ্ক-ফস এবং নীলবর্ণ নয়ন ও কটা রংয়ের চুল (light haired)
বিশিষ্ট বালক বালিকাদের পক্ষে ক্যাঙ্ককার্ক সমধিক উপযোগী।
ফসফরাস ও ক্যাঙ্ক-কার্ক এই দুই ঔষধের মধ্যবর্তীস্থান ইহার প্রয়োগস্থল।
অনেক সময় ফসফরাসের পর ইহা (ক্যাঙ্ক-ফস) অনুপূরক ঔষধরূপে
কাণ্ড্য করিয়া থাকে। শুষ্কদ্বারের নালীতে ক্ষতে (fistula in ano)
বার্কেরিস এবং ক্যাঙ্ক ফস উভয় ঔষধই অনেক সময় সফলতার সহিত
ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বক্ষঃস্থলের লক্ষণ সমূহের মধ্যে উভয়ের
লক্ষণেরই অনেক সাদৃশ্য আছে (বিশেষতঃ অন্ত্রচিকিৎসার পর যে সকল
লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে)। বিছালয়ের বালিকাদিগের শিরঃস্রাব
এই ঔষধের পর মাগ ফস প্রয়োগ করিলে চমৎকার ফলদর্শে।
দন্তস্থলের নালী ক্ষতে বা দন্তের ক্ষতে (কেরিজ) ফ্লোরিক এসিড
মাগ-ফস ও সিলির সহিত ; সন্ন্যাসরোগে ফিরম-ফস কালী-মিউর,
কালী-ফস ও সিলির সহিত ; বহুমূত্র রোগে কালী-ফস ও নেট্রামফসের
সহিত ; কুমির উপসর্গে নেট্রাম ফসের সহিত ক্যাঙ্ক-ফসের তুলনা
হয়। রক্তহীনতা ও মস্তিষ্কোদক রোগে চায়নার পর ব্যবহৃত হয়।
ইহা কার্বোএনিমেলিস ও ক্লটার পর অনুপূরক ঔষধ স্বরূপ কাণ্ড্য

করে। নিউরেস্থিনিয়া অর্থাৎ স্নায়বিক দৌর্বল্য রোগে এই ঔষধের লক্ষণে অথবা ইহা বিকল হইলে ক্যাকেরিয়া-হাইপোকস ব্যবহার্য্য ; তরুণ দৌর্বল্যকর রোগের পরবর্ত্তী অতিঘর্ষে সোরিশমের সহিত ইহার তুলনা করণ। তরুণ সক্তিবাতে নেট্রাম মিউর ও কালীকস ব্যবহারের পর যদি রোগের অবশেষ থাকিরা যায়, তবে ইহা ব্যবহার্য্য। লুপাস (lupus) অর্থাৎ বৃক রোগে ইহার সহিত কালী-মিউরের তুলনা করণ। বৃদ্ধদিগের রোগে ব্যারাইটার সহিত ; রক্তহীনতা ও ক্লোরোসিস (মৃৎপাণ্ডু) রোগে নেট্রাম মিউরের সহিত ; বিশেষতঃ উহার সহিত কোষ্ঠকাঠিন্য বিদ্যমান থাকিলে ইহার সহিত পর্যায়ক্রমে নেট্রাম মিউর ব্যবহার্য্য। মুখদুশিকা অর্থাৎ বয়োব্রণে ছেলেদের রোগে পিক্রিক

এসিড ও যুবতী মেয়েদের রোগে ক্যাক-কস সমধিক উপযোগী।

ডিসপেপসিয়া অর্থাৎ অগ্নিমান্য রোগে আহারান্তে সাময়িক উপশম বোধ করিলে ক্যাক কস ব্যবহার্য্য, কিন্তু এই অবস্থায় এনাকার্ডিয়মই অধিকাংশ স্থলে ব্যবহার্য্য। এইরূপ স্থলে চেলিডোনিয়ামও ব্যবহৃত হইতে পারে। মানসিক অবলাদ, হর্কলতা ও মূত্রে কসফেট অধঃক্ষেপ থাকিলে হেলোনিয়াসের সহিত তুলনীয়। শিশুদের

রক্তহীনতার ক্ষুদ্রাকৃতি কুশ ও রিকটস গ্রন্থদের পক্ষে বিশেষতঃ

তাহাদের মস্তক হইতে তৈলাক্তের ভায় ঘর্ষ নিঃসৃত হইলে সিলি কলপ্রদ। এই সব স্থলে ফিরম, কুপ্রম, আসেনিক প্রভৃতি ঔষধ ও

লক্ষণানুসারে ব্যবস্থিত হইতে পারে। হাইড্রোকফেলগ্রেড অর্থাৎ মস্তিষ্কোদক রোগে এই ঔষধের পর অল্পপূরক ঔষধ স্বরূপ জিঙ্কম এবং সন্ধির রোগে ইহার পর ক্রটা ব্যবহার্য্য। ভগ্নাঙ্কর অসংযোজনে সিন্ধাইটমের সহিত তুলনীয়। কস রোগে (consumption)

ক্যালক-কসের পর লক্ষণের সাদৃশ্য অনুসারে সিলি, সলফ, অথবা টিউবার কিউলিনঃম ব্যবহৃত হইতে পারে; এই রোগে কস, মার্ক, আয়োড, আস'আইয়োডের পরই সাধারণতঃ ইহা (ক্যালকস) ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ক্যালকেরিয়া সলফিউরিকা।

Calcareo Sulphurica.

ইহার ইংরেজী নাম সলফেট অব লাইম বা ক্যালসিয়াম সলফেট। সাধারণতঃ ইহাকে জিপসমঃ (Gypsum) বা প্লাষ্টার অব পেরিস বলিয়া থাকে। জাস্তব শরীরের বিধান তন্তুর (tissue) অভ্যন্তরে পুষ্ণ বা তৎসদৃশ কোন প্রকার অকার্য্যকরী পদার্থ সঞ্চিত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা দূরীকরণ এবং বিগলিত বিধানতন্তুর নিঃসারণই জীবদেহে সলফেট অব লাইমের প্রধান ক্রিয়া। শরীরস্থ বিকৃত রস এবং পুষ্ণকে শরীর হইতে বাহির করিয়া দেওয়াই এই পদার্থের বিশেষ কাজ। শরীরে ইহার পরিমাণের ন্যূনতা ঘটিলে পুষ্ণ্যাব বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এজন্য পুষ্ণোৎপত্তির উপর ইহার এত প্রভাব।

আম্মনিক প্রয়োপ।

সকল প্রকার প্রতিষ্ঠায়েরই তৃতীয়াবস্থায়, কুসকূসের বাবতীর রোগে, কোড়ার, কার্কঙ্কলে এবং ক্ষত ব্যাধি ইহাব অবশ্য প্রয়োজন। সিলিশিয়ার যেমন পুষ্ণোৎপাদনের ক্ষমতা, তেতার তেমনই পুষ্ণ নিবারণের ক্ষমতা। এজন্য স্কেটকাডি পাকাইবার বা ফাটাইবার প্রয়োজন হইলে সিলিশিয়া ও বা শুকাইবার প্রয়োজন হইলে ক্যালক সলফ দিতে হয়। সকল প্রকার

পুষ্ণ্যাবেই ইহা ব্যবহার্য্য নহে । গাঢ়, হরিদ্রাবর্ণ ও সামান্য রক্তমিশ্রিত পুষ্ণ্যাব লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলেই ইহাপ্রযোজ্য । শ্লেষ্মিক ঝিল্লীর পুষ্ণ্যাবে মাস্কক ঝিল্লীর পুষ্ণাক্ত রসক্ষরণে (purulent exudation in serous sacs), অস্ত্রের টিউবারকিউলার অর্থাৎ গুটিকা দোষ সম্ভূত ক্ষত বা ক্ষেটকে এবং কণিকার ক্ষতে ইহা অতিশয় ফলপ্রসূ । প্রদাহের প্রারম্ভাবস্থায় ইহা ব্যবহার্য্য নহে । সঞ্চিত পুষ্ণ বাহির হইতে থাকিলে অথবা বাহির হইয়া যাওয়ার পর তল্ল অল্ল প্রাব নির্গত হইতে থাকিলেই ইহা প্রযুক্ত (It is curative in suppuration at the stage in which matter is discharging or continuing to ooze after the infiltrated place have discharged their contents of pus) । যে যে স্থলে ক্ষত শীঘ্র শুকায় না, বহুদিন পর্য্যন্ত প্রাব নির্গত হইতে থাকে এবং ক্ষুদ্র ছিদ্র বিশিষ্ট মুখ দিয়া এই প্রাব নিঃসৃত হইতে থাকে (presence of pus with a vent) সেই সকল স্থলেই ইহা অব্যর্থ্য ফলপ্রসূ ।

প্রধান প্রধান লক্ষণ

অন্য ।—মানসিক ভাবের পরিবর্তনশীলতা । হঠাৎ স্মৃতি অথবা সংজ্ঞা লোপ । অস্থির চিন্ততা (absent minded) ; ক্রোধপ্রবণতা, উৎকণ্ঠা, খোলা বাতাসে উপশম ; অসন্তুষ্টিতা ; ভয়শীলতা ।

অস্ত্রক ।—শিশুদের মস্তকের স্বক উষ্ণতা যাওয়া ও উহা হইতে পীতবর্ণ পুষ্ণ নিঃসরণ অথবা ক্ষতের উপর পীতভ মামড়ি । ক্রষ্টা-লে ফিষ্টুয়ায় (শিশুদিগের মস্তকের এক প্রকার পামা রোগ) রোগলক্ষণের হ্রাস পড়িলে (কালী-মিউরের পর), বিবমিষা সহ মাথাধরা । ঠাণ্ডা লাগার পর মাথাধরা, কিন্তু ঠাণ্ডা বাতাসে উপশম সমগ্র মস্তকে,

বিশেষতঃ কপালে বেদনা । বিষম্বা সহ শিরোঘূর্নন । অতিশয় কৃষি বা খুসকো । কেশ পতন । মস্তকের ক্ষয় রোগ (cranio tabes) ।

চক্ষু — চক্ষু প্রদাহে, প্রদাহের তৃতীয়াবস্থায় যখন পুষ্ণ্যাব হইতে থাকে । কর্ণিয়ার গভীর মল স্ফোটক বা ক্ষত । চক্ষুর গভীর-মূল ক্ষত (দিলি) । চক্ষু হইতে গাঢ় পীতবর্ণ পুষ্ণ্যাব । অক্ষি ত্রণ ; বেটিনার প্রদাহের তৃতীয়াবস্থায় কণিকা অথবা কঙ্জাটাইভার প্রদাহে গাঢ় পীতবর্ণ শ্রাব লক্ষণে ইহা প্রযুক্ত্য ! (সিলিশিয়ার পর) । অর্দ্ধদৃষ্টি । অক্ষিপুটের স্পন্দন । চক্ষুব কোণের প্রদাহ । চক্ষু উঠা ; চক্ষু শলা প্রবেশের পর ইহা বিশেষ উপযোগী ।

কর্ণ — মধ্য কর্ণ হইতে গাঢ় পীতবর্ণ, কখন কখন বা রক্তাক্ত পুষ্ণ্য নিঃসরণ (সিলিশিয়ার পর) । পূঙ্কোক্ত শ্রাব সহকারে বধিরতা । কর্ণের পশ্চাতে বেদনামুদ্রিত ক্ষীততা ও পুষ্ণ্য জন্মবার আশঙ্কা । কর্ণের চতুর্দিকে ফুসুড়ি ।

নাসিকা — নাসিকার প্রতিষ্ঠায়ের তৃতীয়াবস্থায় অথবা রোগ-লক্ষণ হ্রাস পড়িলে । নাসিকা হইতে গাঢ়, পীতবর্ণ পুষ্ণ্যের স্রাব, কখন কখন বা রক্তাক্ত শ্রাব নিঃসরণ । মস্তকের পুরাতন প্রতিষ্ঠায়ের পুষ্ণ্যবৎ শ্রাব লক্ষণে ইহা বিশেষ উপযোগী (ক্যালী-সলফ, সিলি) । নাসিকা হইতে রক্তপাত । এক নাসা হইতে শ্রাব নিঃসরণ । নাসাবন্ধের প্রাপ্তে ক্ষত । নাসাভ্যন্তরের শুষ্কতা ও অবরুদ্ধতা । নাসিকায় চর্মটি পড়া (crust) ।

মুখমণ্ডল — মুখমণ্ডলের পুষ্ণ্যাবী ত্রণ (সিলির সহিত পর্যায়ক্রমে) । যুবকদিগের বয়োভ্রাণে (acne) পুষ্ণ্য জন্মিলে । দাঁড়ির গোড়ায় কোমল বেদনাজনক রক্তাক্ত পুষ্ণ্যাবী উদ্বেদ । মুখমণ্ডলের

যে কোন প্রকার ক্ষীততার পুষ্টিপত্তির প্রতিষেধার্থে ইহা ব্যবহৃত হওয়া উচিত । (ক্যালী-মিউর) । গণ্ডের ক্ষীততা ও উহাতে পুষ্টিপত্তির আশঙ্কা । মুখমণ্ডলের দ্রুত বা তদাকাঙ্কের চর্মরোগ ।

মুখমন্ধ্য ।—মুখের রোগে পুষ্যবৎ শ্রাব লক্ষণে ইহা ব্যবহৃত হয় । দন্তমূলে ফোটক । ওষ্ঠের ভিতরের দিকে ক্ষত । ওষ্ঠে কাঁচা ঘা ।

দন্ত ।—মাড়ির এবং গালের ক্ষীততা সহকারে দন্তমূলের ক্ষত । দন্তমূল হইতে রক্তপাত (৩×) ; দন্ত ক্ষত ; পুষ্টিপত্তির প্রতিষেধক । আমবাতিক দন্তশূল । মাড়ির অভ্যন্তর প্রদেশের ক্ষীততা সহ দন্তশূল ; দন্তমূলে ফোটক (৩× ক্রম অতিশয় ফলপ্রদ) । আমেরিকার দন্ত চিকিৎসকগণ দন্তমূলের (মাড়ির) বেদনা ও দন্তমূল হইতে রক্তশ্রাব নিবারণের জন্ত মরুনা তাঁহাদের পকেটে ক্যাল্ক-সলফ ৩× বহন করিয়া থাকেন এবং উহা প্রয়োগ করিয়া সকলকে মুক্ত করিয়া থাকেন ।

জিহ্বা ।—জিহ্বার প্রদাহে পুষ্টিপত্তি হইতে থাকিলে (সিলি) । জিহ্বার লোলিততা । জিহ্বায় শুষ্ক কাদার ত্রায় লেপ ; অন্ন অথবা সাবানের ত্রায় স্বাদ । জিহ্বামূলে পীতবর্ণের লেপ ।

গলমন্ধ্য ।—গলার বাবতীয় রোগে ওদাহের তৃতীয়াবস্থায়, অথবা পুষ্যবৎ শ্রাব নিঃসরণ কালে । গল-ক্ষত, কুইঞ্জি ও টনসিলাইটিস রোগে পুষ্যশ্রাব হইতে থাকিলে অথবা পুষ্য জন্মিবার পূর্বে উহার প্রতিষেধার্থে । শ্বাসরোধের আশঙ্কা (হিপার) ।

আমশাস্ত্র ।—টাইটকা শাকশজী, ফল ও চা পানের আকাজ্জা ; প্রবল ক্ষুধা ও পিপাসা । ভোজনকালে উপরতালুতে ক্ষতবৎ বেদনা । আমাশয়ে জ্বালাকর বেদনা । দুর্বলতা দূরীকরণার্থ বলকারক (টনিক) ঔষধ সেবনের ইচ্ছা । বিবমিষা সহ শিরোগূর্ণন ।

শ্বাস-কাস—কস্ম রোগের শেবাবস্থায় পূর্বময় রক্তাক্ত নিষ্টিবন ; উহার অতিশয় বর্গক থাকিলে। পুষ, পাত্রেয় তলদেশে পড়িবার পরই ছড়াইয়া যায় (সিলি)। কাস রোগে, বিলেপক জর সহকারে পৃথক্ নিষ্টিবন। বুকের অভ্যন্তরদিয়া আড়াআড়ি বেদনা। বুকের ভিতর আলা ও ঢুর্কলতা। ক্রুপ ; নিউমোনিয়া ও ব্রঙ্কাইটিস (শেবাবস্থা) রোগে সাধারণতঃ কালী-মিউরের পর ব্যবহৃত হয়। দুর্দ্দমা স্বরভঙ্গ। শ্বাস-কাস সহ অল্প অল্প জর।

রক্ত সঞ্চলন—হৃদেই-প্রদাহের পুষসন্ধিতাবস্থায়। রাত্রিকালীন হৃৎপিণ্ডের দগদগানি।

পৃষ্ঠ এলং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—সন্ধিতে পুর্বোৎপত্তি (সিলি) ; সকল প্রকার ক্ষত বা ঘায়ে পুর্বোৎপত্তি হইলে (দুর্দ্দমা রোগে কালী-কস) : উরু সন্ধির রোগ (সিলি)। অস্থিক্ষত (সিলি, ক্যাক কস) ! কম্বোদগ পানের কলাস জ্বালা। পদতলে জ্বালার কণ্ডুয়ন, কাম্বক্ষন রোগে পদ কম্বাইবার জ্বত (কালীমিউ, সিলি)। পৃষ্ঠেব শার্ককর (পুর্বোৎপত্তি) ইত্য নিশাম কলপদ। আঙ্গুলহাড়ায় পুর্বোৎপত্তি। শীঘ্র শীঘ্র হ্রাস প্রাপ্ত না হইলে। জজ্বাপৃষ্ঠে খালধরা। হিপ্জয়েন্ট ডিজিজে পুষস্রাব হ্রাসকরিবার জত।

শ্বাস অঙ্গুল—অঙ্গের স্পন্দন ; অতিশয় ঢুর্কলতা ও অবসন্নতা বোধ। বুদ্ধিগের স্নায়ুশূল। কম্পন সংযুক্ত দৌর্দল্যে রোগীর টনিক ঔষধ সেবনের আকাজ্ফ।

নিদ্রা—দিবাভাগে নিদ্রালুতা ও রাত্রিকালে জাগরণ। চিন্তা জত অনিদ্রা। যেন ভয় হইতে তাহার কনভলশন জন্মিয়াছে রোগীর এদপ স্থগ দেখা।

স্বভাব। টাইফয়েড ও টাইফস ফিবারে এবং অতিসার ও রক্তাতিসারে অল্প হইতে পুষাক্ত বা রক্তাক্ত স্রাব বা তরল রসানি নির্গত হইলে ইহা কলপ্রদ। কোন রোগের সহবর্তী ঘৃষ্ণ ঘৃসে জ্বর (hectic fever) শীত সহ অপরাহ্নিক জ্বর। পুয়োৎপত্তি জ্বর ঘৃষ্ণ ঘৃসে জ্বর ও পদতলে জ্বালা।

চর্ম্ম।—চর্ম্মরোগে ক্ষতে পীতবর্ণের মামড়ি। পুষ্প্রাবী ফুসুড়ি; দাঁড়ির নিম্নে দানামর ফুসুড়ি ও উহা হইতে পুষ্প ও রক্তস্রাব। ফোটক নিবারণার্থ এবং পুষ্প্রাব হ্রাসকরণার্থ। শিরোদ্রব বা মস্তকের এক-জিহা। বসন্ত রোগে শুটিকায় পুষ্পজন্মিলে; পোড়াঘায় পুষ্প জন্মিলে। আভ্যন্তরিক ঔষধ সেবন সহ স্থানিক প্রয়োগও উপকারী। কার্বকল হইতে ঘন, পীতবর্ণ পুষ্প্রাব। সর্কাসে দ্রবর জ্বার দীভকা।

উপচল উপশম।—জাগ্রত হইবার পর, দ্রুত বিচরণের পর, অতিরিক্ত উত্তপ্ত হইবার পর; উষ্ণতায়, জলে ধোঁত করিবার পর ও কাজকর্ম্ম করিবার পর এই ঔষধের লক্ষণ সমূহের উপস্থিতি বা বৃদ্ধি হয়।

অস্ত্রব্য।—শরীরের যে কোন স্থানের পুয়োৎপত্তিতে, উহা দীর্ঘ কাল স্থায়ী হইলে ক্যাকসলক বিশেষ উপযোগী। গাঢ়, পীতবর্ণ, বক্তাক্ত জলবৎ দুর্গন্ধ স্রাব ইহার প্রয়োগ-লক্ষণ। আর্দ্রতায় বৃদ্ধি। শুষ্ক উষ্ণ বাতাতপ এই ঔষধের ক্রিয়ার সাহায্য করে। সিলিশিয়া পুষ্প্রাব বদ্ধিত করে, এজগ্র ফোটকা দি পাকাইবার প্রয়োজন হইলে উহা দিতে হয়। ক্যাক-সলক পুষ্প্রাব হ্রাস করে, এজগ্র ক্ষতাদি শুকাইবার নিমিত্ত ইহা ব্যবহার্য্য। পেশী বা কণ্ডার অতিচালনা বশতঃ রোগ জন্মিলে ইহা বিশেষ উপকারী।

ক্রম—এই ঔষধের ৩×, ৬× ও ১২× সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় । চক্ষুপ্রদাহাদি চক্ষুর রোগে পুষ্যবংশাব লক্ষণে নিম্নক্রম (৩×) বিশেষ উপকারী । দন্ত-মূল ও দন্ত মূল হইতে রক্তপাতে ৩× ক্রম অতিশয় ফলপ্রসূ । ইহাতে শীঘ্রই বেদনা দূরীকৃত হইয়া নিজার আবেশ উপস্থিত হইয়া থাকে । স্ফোটক, ক্ষত ও আঙ্গুল হাড়ায় ইহার বাহ্যপ্রয়োগ ও হইয়া থাকে ।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধের সহিত সম্বন্ধ—
এই ঔষধের ক্রিয়া অনেকটা হিপার-সলফের দ্বায়, কিন্তু তদপেক্ষা উগ্র ও গভীর মূল । হিপার বিফল হইলে অনেক সময় ইহাদ্বারা ফল দর্শে । কালী-মিউর দ্বারা আশানুরূপ ফল না পাইলেও কখন কখন ইহা দ্বারা উপকার পাওয়া যায় । এপোসাইনমের ভিতর ক্যাঙ্ক-সলফ আছে । পুষ্যোৎপত্তিতে ক্যালেলুলার সহিত ইহায় তুলনা হয় । ক্রুপ, ডিসেন্ট্রি গণ্ডের ক্ষীণতা ও মিক্রোক্রাষ্টে কালী-মিউরের সহিত ; স্কার্লেট রোগেব পরবর্তী শোথে নেট্রাম-সলফের সহিত ; কঠিন ও পুষ্যোৎপত্তিশীল গ্রন্থির রোগে এবং কর্ণির ক্ষত, টন্সিলাইটিস, স্তন-স্ফোটক, নীহার স্ফোটক প্রভৃতিতে সিলিসিমার সহিত তুলনীয় । পাইরোজেনেরও পুষ্যোৎপত্তির ক্ষমতা আছে, ইহাও লক্ষ্য করিবার যোগ্য ; স্নায়ুশুলে তীব্র বেদনায় ম্যাগ-ফস এবং অবশতাজনক বেদনায় কালী-ফস উপযোগী ; ইহার (ক্যাঙ্ক সলফ) ক্রিয়া এই দুই ঔষধের মধ্যবর্তী স্থানে । বুদ্ধদিগের রোগে কালী-ফস অধিকতর উপযোগী ।

প্রদাহের তৃতীয়াবস্থায়, কালীমিউর ব্যবহারের পর, যদি শ্রাব ঘন ও পুষ্যাক্ত হয়, তবে ইহা উপযোগী । কিন্তু যদি শ্রাব পীতবর্ণের ও পাতলা হয় তবে কালী-সলফ ; যদি শ্রাব পুষ্যবৎ অথবা রক্তাক্ত পুষ্যের দ্বায় হয় তবে সিলিসিয়া ব্যবহার্য্য । কার্কস্কেলে এম্‌প্‌সাইনম ইহা অপেক্ষা

উৎকৃষ্ট । কালীমিউর, বেলেডোনা প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহারে যখন সম্পূর্ণ আরোগ্য জন্মে না, তখনই এই ঔষধ উপযোগী । যখন কোনও অনির্বাচিত ঔষধ প্রয়োগ করিয়া সামান্য উপকারের পর আর কোনও ফল দর্শে না, তখন সলফার, সোরিনম, টিউবারকিউলিনমের ত্রায় এই ঔষধ ও ব্যবহৃত হইতে পারে ।

ফিরম ফসফরিকম ।

Ferrum Phosphoricum.

ইহার ইংরেজী নাম ফস্ফেট অব্ আয়রন । সংক্ষিপ্ত নাম ফিরম-ফস । ইহা রক্তের লোহিত কণার বর্ণকপদার্থ (হিমোগ্লোবিন) মধ্যে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে । ফস্ফেট অব্ আয়রনের ক্রিয়ায় রক্তের কণা লোহিতবর্ণ ধারণ করে, শরীরের সর্বত্র অক্সিজেন বাহিত হয় এবং এতদ্বারাই জীবনীশক্তি পরিরক্ষিত হইয়া থাকে । রক্তে ইহার স্বাভাবিক পরিমাণের ন্যূনতা ঘটিলে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় ও রক্তসঞ্চালনের দ্রুততা জন্মে । কেননা, তখন রক্তে যে স্বল্পপরিমিত আয়রন আছে তাহার সাহায্যেই রক্ত সমস্ত শরীরে অক্সিজেন সরবরাহ করিবার চেষ্টা করে । এজন্ত রক্তকে অবশ্যই দ্রুততর সঞ্চালিত হইতে হইবে । ইহা সহজেই অনুমেয়, যে কাজ দশ জনের সাধ্যায়ত্ত, তাহা সাতজনকে সম্পাদিত করিতে হইলে এই সাতজনের অবশ্যই অধিকতর বা দ্রুততর পরিশ্রম করা আবশ্যক । রক্তের এই দ্রুত সঞ্চালনেই শরীরে অধিকতর তাপোৎপন্ন হয় (heat is evolved from motion) । এই তাপই জ্বরের নামে

অভিহিত হইয়া থাকে। শোণিতে লৌহাংশের স্বল্পতা এবং তন্নিবন্ধন শরীরে অক্সিজেনের অপ্রচুরতাই জরের ‘অস্তিরতা’ উৎপাদন করিয়া থাকে। (Nature's cry for oxygen which is dependent on molecules in the blood which brings on the condition of not at ease.)

শরীরে লৌহের স্বল্পতা ঘটিলে শীঘ্রই অপরূপ উপাদানের ক্রিয়ার ও ব্যাঘাত জন্মে এবং তজ্জন্তু অপর বহুবিধ উপসর্গ বা লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। পোটাসিয়ম ফ্লোরাইড অর্থাৎ কালীমিউরের সহিত লৌহের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। কোনও কারণে জীব-দেহে ইহার (কালী-মিউর) পরিমাণ হ্রাস প্রাপ্ত হইলে এবং এই অভাব শীঘ্রই পরিপূর্ণিত না হইলে সঙ্গে সঙ্গে লৌহের পরিমাণও কমিয়া যায়।

প্রত্যেক সেলের (cell, প্রাণী ও উদ্ভিদের মূল উপাদান ; অণুকোষ) মূল অর্থাৎ প্রধান উপাদানই হইল এলুমেন অর্থাৎ অঙলাল। এলুমেনের মধ্যে আবার ফিরম অর্থাৎ আয়রণ (লৌহ) আছে। অতএব জন্তুর শরীরের প্রত্যেক অণুকোষেই (সেল) ফিরম আছে। ফিরমের প্রধান ধর্ম হইল অক্সিজেনকে আকর্ষণ করা। রক্তস্থ আয়রণ নিঃশ্বাসিত বায়ু (inspired air) হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করে। শরীরস্থ আয়রণ ও কালী-সলফের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ফলে এই অক্সিজেন শরীরের সর্বত্র বাতিত হইয়া থাকে। কোনও কারণে মাংস পেশীতে আয়রণের পরিমাণের হ্রাস জন্মিলে, পেশী-স্বত্বের (muscular fibres ; শিথিলতা (relaxation) জন্মে। রক্তবহানলীর প্রাচীরস্থ পেশীতে (in muscular coats of the vessels) এই পদার্থের (অর্থাৎ আয়রণের) স্বল্পতা ঘটিলে শিরা বা ধমনী প্রসারিত হয় ও তজ্জন্তু শিরা বা ধমনীতে প্রচুর রক্ত সঞ্চিত হয়। এইরূপে রক্ত-

বাহী প্রণালীতে প্রচুর রক্ত সঞ্চিত হওয়ায় উহার প্রাচীরে (wall of the blood-vessel) অধিক চাপ প্রদান করে। ইহাকেই **ব্লাড-প্রেশার** বলে। এই অতিরিক্ত চাপের ফলে রক্তবাহীনলী বিদারিত ও হইতে পারে (ইহাকেই **এম্পোপ্লেক্সি** বলে)। ক্যাকেরিয়া ফ্লোরের আলোচনা কালে বলা হইয়াছে যে, মাংশপেশীর স্থিতিস্থাপক সূত্রের (elastic fibres) প্রধান উপাদান ক্যাকেরিয়া ফ্লোর। ইহার স্বল্পতা ঘটিলে, ও পুরোক্ত কারণে রক্তবাহীপ্রণালীতে অধিক রক্ত সঞ্চিত হইলে শিরা-প্রাচীরে চাপ পড়ার ফলে পেশীর স্থিতিস্থাপক সূত্র সকল উত্তমরূপে প্রসারিত হইতে পারেনা, কাজেই রক্তের চাপের ফলে শিরা-প্রাচীর বিদীর্ণ হয়। এজন্ড ব্লাডপ্রেশার বা এম্পোপ্লেক্সি রোগে ফিরম-ফস ও ক্যাক-ফ্লোর এই দুই ঔষধেরই বিশেষ প্রয়োজন। এইরূপে অন্ত্রের ভিলাইর (villi) পেশীতে ফিরমের অভাব হইলে অন্ত্র-প্রাচীর প্রসারিত হইয়া পড়ে; ইহার ফলে অতিসার অর্থাৎ ডায়েরিয়া উৎপন্ন হয় এবং অন্ত্রের পেশীতে ইহার অভাব হইলে পেশীর ধমনক্রিয়া (peristaltic action) সূচাঙ্গরূপে নিষ্পন্ন হইতে পারে না, এজন্ড কোষ্ঠকাঠিন্য উৎপন্ন হইতে পারে। যে কোন কারণেই রক্তবাহীনলীর প্রসারণ ও তজ্জন্ড কৈশিকা নাড়ীতে রক্তাধিক্য (হাইপারিমিয়া) জন্মে (যেমন আঘাত, উপঘাত ইত্যাদি) তাহাতেই এই ঔষধ (ফিরম-ফস) প্রয়োজনীয়। ফিরম-ফস অতি সূক্ষমাত্রায় প্রয়োগ করিলেই লৌহের এই অভাবজনিত অবস্থা বিদূরিত হইয়া স্বাভাবিক অবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার অক্সিজেনকে আকর্ষণ করিবার ক্ষমতার জন্মই এনিমিয়া (রক্তহীনতা), ক্লোরোসিস (মৃৎপাণ্ডু) এবং লিউকিমিয়া প্রভৃতি রোগে ইহা একটা অত্যাৱশ্যক ঔষধ। পুরোক্ত কারণেই দেখা বাইতেছে যে, পেশীর শিথিলতা জন্ম অথবা রক্তের লোহিতকণিকার

অস্বাভাবিক অবস্থা হইতে যে সমস্ত রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহাতেই ইহা প্রযোজ্য।

চক্ষু ও শৃংখলগুলোর আরক্ততা, মস্তকে রক্তাধিক্য, নাড়ীর পূর্ণতা
দ্রুততা ও উচ্চ গাত্রোত্তাপ, শিউঃপীড়া। কোন ও স্থানে রক্তসঞ্চয় ও
তজ্জ্বল্য সেই স্থানের ক্ষীণতা, আরক্ততা ও উত্তপ্ততা অর্থাৎ এক কথায়
প্রাদাহিক লক্ষণ বিত্তনান থাকিলে, তাহার প্রারম্ভাবস্থায় (অর্থাৎ রস-
ক্ষরণের পূর্বে (before exudation takes place) ইহা অতিশয়
ফলপ্রসূ। যখন শিশুদের ক্ষুধার বিলোপ, ক্ষুঃহীনতা ও শক্তিহীনতা
জন্মে ও ওজন কমিয়া যায়, তখন ইহা ব্যবহার কবিলে কোষ্ঠ পরিষ্কার
হয় এবং ক্ষুধার প্রত্যাবৃতি জন্মিয়া বিশেষ উপকার দর্শাইয়া থাকে।

অধিকাংশ প্রাদাহিক রোগে এবং কোন কোন সঙ্গটিক জ্বরে,
বিশেষতঃ যুবক ও স্নায়বিক প্রকৃতির রোগীর পক্ষে, উগ্রতায় একোনাইট
ও বেলেগডোনা এবং উদাসীন্তে জেলসিমিয়ম এই দুইয়ের মধ্যে ইহার
স্থান। জ্বর হইলে এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ দেখিয়া থাকেন, টাইফস,
টাইফয়েড, ম্যালেরিয়া বা অপর কোন প্রকার জ্বর হইয়াছে। কিন্তু
বাইওকেমিক চিকিৎসকগণ ইহার কিছুই দেখেন না। দোষিবার আবশ্যকও
করে না। তাঁহারা এই সকল রোগীর লক্ষণদৃষ্টে ফিরম-ফসের অভাব
দেখিয়া, রোগীর জন্ত উহাই ব্যবস্থা করিয়া থাকেন এবং উহাতেই
রোগারোগ্য হয়। এই চিকিৎসায় রোগের নামে কিছুই আইসে যায়
না, কেবল অভাবের পূরণ করিতে হয় মাত্র।

(১) সর্বপ্রকার প্রাদাহিক রোগের প্রারম্ভাবস্থা, (২) যে সকল
বেদনা নড়িলে চড়িলে বাড়ে ও শীতল প্রয়োগে উপশমিত হয়,
(৩) রক্তের অস্বাভাবিক ও অতিরিক্ত সঞ্চয় জন্ত রক্তস্রাব (Hæ-

morrhages caused by hypercæmia) এবং (৪) কোনও প্রকার আঘাত উপঘাতাদি কারণে তরুণ ক্ষত জন্মিলে ফিরম-ফসফলতার সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

প্রধান প্রধান লক্ষণ ।

অন্ন ।—মস্তিষ্কে রক্তের প্রধাবন এবং তজ্জন্ত প্রলাপ; অতিরিক্ত কথা বলা । যে কোন কারণেই হউক, মস্তিষ্কে রক্তের প্রধাবন । উন্মত্ততা । মস্তিষ্কের প্রদাহ; শিরোগর্ধন (ক্যাক্স-ফস, কার্লীফস) ; শিশুদিগের দড়কা (স্ট্রাট-মিউর প্রধান ঔষধ) । শিরা বা ধমনীর কোনও অংশে রক্ত সঞ্চিত হইলে তাহা অপসৃত করিতে ফিরম-ফসের একান্ত প্রয়োজন । সাধারণ বিষয়ে ঔদাসীন্ম । আশা ও উত্তমহীনতা; নিদ্রার পর উপশম । সামান্য বিষয়ও বড় বলিয়া মনে হয়; সামান্য কারণেই বিরক্তি বা ক্রোধ; ক্রোধের ফলে মস্তকে রক্তসঞ্চয় ও শিরোগর্ধন । ঠিক শব্দ প্রয়োগ করিয়া মনের ভাব প্রকাশে অপারগতা ।

মস্তক ।—মস্তিষ্কে রক্তের প্রধাবন বশতঃ শিরঃপীড়া বা প্রলাপ ; মস্তক-শিখর হইতে দক্ষিণ চক্ষুর উপর পর্য্যন্ত বেদনা । সূর্য্যোত্তাপ আগার মন্দ ফল (ক্যাক্স-ফস সহ) । শিশুদিগের মুখমণ্ডলের আরক্ততা সংযুক্ত শিরঃপীড়া, মস্তকে দপ দপ ও চক্ষুর আরক্ততা । নড়িলে চড়িলে ও অবনত হইলে বৃদ্ধি । শিরঃপীড়া সহ দৃষ্টিশক্তির অপরিচ্ছন্নতা । মস্তকের স্পষ্ট পীড়া । সম্মুখ কপালে বেদনা বিশিষ্ট শিরঃপীড়া (স্ট্রাট-ফস) ; চক্ষুর উপরে অথবা মস্তক-শিখরে বেদনা (ন্যাট সল) । মুখমণ্ডলের আরক্ততা বা জ্বর সহকারে মস্তকে গুরুত্ব, দপ, দপ, বা অবিরাম যুদ্ধবেদনা । মস্তকের অতিশয় স্পর্শদেয় । মস্তক স্পর্শে ক্ষতবৎ বেদনা; চুল স্পর্শে বেদনা । নাসিকা হইতে রক্তস্রাব ।

অপরিপাচিত ভুক্তদ্রব্য বমন সহকারে শিরঃপীড়া বা শিরোঘূর্ণন (ন্যাট ফস); শিরঃপীড়া সহকারে অশ্রুস্রাব। মুখমণ্ডলের মাধু-শূল (ক্যাক-ফস, ম্যাগ ফস)। নাসিকা হইতে রক্তপাতে ইহা ব্যবহার করিলে রক্তের পরিমাণের হ্রাস জন্মিয়া উপকার দর্শিয়া থাকে। মস্তক-ত্বক স্পর্শে বেদনা। মস্তকে বেদনা, মনে হয় চক্ষুর উপর দিয়া এক পার্শ্বে প্রেক বিদ্ধ হইতেছে। হাতুড়ীদ্বারা আঘাতের ন্যায় বেদনা, দক্ষিণপার্শ্বে বৃদ্ধি। নাসিকা হইতে রক্তপাতে মস্তক বেদনার উপশম। রৌদ্র ভোগের মন্দকল জনিত অসুখ। মেনিঞ্জাইটিস সহ তল্লালুভাব; ঠাণ্ডা ও স্পর্শে অসহ্যতা।

চক্ষু।—চক্ষুর তরুণ প্রদাহ (কালী-মিউ)। হাম বা অপর কোনও উদ্ভেদ বিশিষ্ট রোগে চক্ষুর প্রদাহ, এবং তৎসহকারে আলোকে অতিশয় বিদেহ। অন্ধিগোলকে তীব্র বেদনা, চক্ষু নাড়িলে বা উহার ব্যবহারে বৃদ্ধি। রেটিনাইটিসের প্রারম্ভাবস্থা। কর্ণিয়ায় স্ফোটক জন্মিলে বেদনা নিবারণার্থ। অন্ধিপুটে ক্ষতাস্তুর এবং উহাতে বালুকণা বিদ্যমানতার ন্যায় অনুভব (কালী-মিউরের সাহিত পথ্যায়ক্রমে)। চক্ষুর আরক্ততা। কোন প্রকার স্রাব ব্যতীত চক্ষুর তীব্র বেদনা ও প্রদাহ। কঞ্জাটাইটার শিথিলতা সহ দৃষ্টির অপরিচ্ছন্নতা। আবর্তিতা ও জ্বালাসহ চক্ষু প্রদাহ, চক্ষে ক্ষতবৎ বেদনা, পেটিনায় রক্ত সঞ্চয়। চক্ষে বালুকণার বিদ্যমানতা অনুভব। চক্ষুর পাতায় টিউমার। দক্ষিণ চক্ষুর নীচের পাতায় অঞ্জনী।

কর্ণ। কর্ণপ্রদাহ; প্রতিষ্ঠায় জনিত কর্ণবেদনা। কর্ণাভ্যন্তরে খোঁচামারার ছায় বা দপ দপকর বেদনা। স্থিতিবিদ্ধবৎ বেদনা। ব্রাউপ্রেসার দরুণ কর্ণে নানা প্রকার শব্দ শ্রুত হয়।

কর্ণনাড়, প্রবাহিত জলের শব্দের ন্যায় কল্ কল্ শব্দ । অর সংযুক্ত কর্ণ-প্রদাহ (প্রারম্ভাবস্থা) ; কর্ণের পশ্চাত্তস্থ স্তনাগ্রসদৃশ অস্থির (mastoid-process) প্রদাহ । মধ্যকর্ণের প্রতিগ্রাণ সহ কর্ণ পটহের স্থূলত্ব (thickening) কর্ণের বাহ্যংশেব প্রদাহ বিশিষ্ট গোমাংসের ন্যায় আরক্ততা ।

কর্ণপটহের প্রদাহ ; কর্ণপ্রদাহ জনিত বধিরতা । শব্দে বিরক্তি ।

নাসিকা।—মস্তকের প্রতিগ্রাণের প্রথম বা প্রাদাহিক অবস্থা । সহজেই সন্দিলাগে (ক্যাক্স-ফসের সহিত পর্যায়ক্রমে) । সন্দিজ্বর । যে কোন কারণেই হউক, নাসিকা হইতে উজ্জ্বল লোহিত রক্তস্রাব । রক্তহীন বা সংন্যাস রোগগ্রস্ত (এপোপ্লেকটিক) ব্যক্তিদিগের রক্তস্রাবের প্রবণতা (ক্যাক্স-ফস, কালী-ফস, ন্যাট-সল) । স্রাব লাগিয়া চমটি পড়ে । স্রাব লাগিয়া নাসারন্ধ্র হাজিয়া যায় । ঠাণ্ডা লাগিবার পর স্রাব নিঃসৃত হইবার পূর্বেই একোনাইট ব্যবহার করিতে হয়, নতুবা উহাতে কোন ফল দর্শে না, কিন্তু ফিরমে তাহা নহে । ঠাণ্ডা লাগিবার কতিপয় ঘটিকা পর পর্য্যন্ত ইহা ব্যবহার করা যাউতে পারে ।

মুখমণ্ডল—মুখমণ্ডলের আরক্ততা, ও জ্বালা সহকারে শিরঃ-পীড়া । মুখমণ্ডলের আরক্ততা সহকারে গীবাপুষ্ঠে শীতলতান্ভব । রক্তে লোহিতকণার স্বল্পতা নিবন্ধন মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল । শীতলতান উপশমিত হয় মুখমণ্ডলের এরূপ বেদনা এবং এবং উত্তপ্ততা । মুখমণ্ডলের বিসপ (ট্রাট সল) । দপ্ দপ কর বেদনা সহ মস্তকে ও মুখমণ্ডলে ঘর্ষ ; রক্তহীন পাণ্ডুর মুখমণ্ডল । চক্ষুর নীচে কৃষ্ণবর্ণ মণ্ডল ।

মুখ-অম্বা—মুখের প্রদাহ । মাড়ির আরক্ততা ও ক্ষীততা । মুখাভ্যন্তরস্থ শ্লেষ্মিক ঝিল্লীক আরক্ততা ।

জিহ্বা—প্রদাহসূচক পরিষ্কার, আরক্ত জিহ্বা । ক্ষীততা

সহকারে জিহ্বার মলিন আরক্ততা (কালী-মিউরের সহিত পর্যায়ক্রমে) ।
শিরঃপীড়া সহ আরক্ত, পরিষ্কার ও বিদারিত জিহ্বা ।

দস্ত ।—দস্ত-মূলের প্রদাহ বিশিষ্ট দস্ত-শূল । মাড়ির প্রদাহ ও
গালের উত্তপ্ততা, শীতল জলের সংস্পর্শে উপশম বোধ হয় একপ দস্ত
বেদনা । দস্তরোগ সহকারে অরানুভব (ক্যান্সারসে বিশেষ কোন
ফল না দর্শিলে) । উষ্ণতায় এবং নড়িলে চড়িলে বৃদ্ধি । উষ্ণজল
সংস্পর্শে দস্তবেদনার বৃদ্ধি (হ্রাস, ম্যাগ ফস) । শিশুদের দস্তোদ্বেদ
কালীন উপসর্গে অরলক্ষণের বিত্তমানতা, অতিসার প্রভৃতি । দস্ত
দীর্ঘ বোধ হয় । বেদনা অনুভব না করিয়া দুই পাটী (মাড়ী) একত্র
করা যায় না

গলকোষ ।—প্রদাহ সহকারে গলকৃত । গলার শুষ্কতা, আরক্ততা
ও প্রদাহিততা । সবম্যাক্সিলারি অর্থাৎ হুইনিয়গ্রাণ্ডির বৃহত্তা । অর
এবং বেদনা সংযুক্ত গলকৃত, আলজিহ্বার প্রদাহ (টনসিলাইটিস) ।
তালুমুল বা গলার প্রদাহ (কালীমিউর, ক্যান্সার) ; বস্তা এবং
গায়কদিগের গলকৃত । ডিফথিরিয়ার প্রারম্ভাবস্থা । বদ্ধতা বা সঙ্গীতের
পর স্বরনাশ । গলকোষ, স্বরবদ্ধ, গলনলী এবং সম্ভবতঃ বায়ুনলীভূজ
হইতে রক্ত স্রাব ।

আমীশয় ।—দুগ্ধ ও মাংসে অরুচি । কোনও প্রকার উত্তেজক
(stimulant) পানীয়ের (যেমন ব্রাণ্ডি) আকাজ্জা । ঢেকুরে
তৈলাক্ত বা বসাময় স্বাদ । ঠাণ্ডা লাগার ফলে শিশুদের আমীশয়
প্রদাহ, তৎসহ পাতলা মলস্রাব । আহারের পর বিবমিষা ও বমন । বাস্ত
পদার্থের অন্ন স্বাদ । অন্ন দ্রব্য, মাংস, কফি অথবা পিষ্টকাদি সহ্য
হয় না । আমীশয়ের প্রদাহের প্রারম্ভাবস্থায় যৎসামান্য আহার্য্য

গ্রহণেই বেদনা । আমাশয়-প্রদেশে স্পর্শদেব, আমাশয়ে জ্বালাকর বা ক্ষতবৎ বেদনা । বৃকজালা (ক্যাক ফস, ত্রাট ফস) ; অপরিপাচিত ভুক্তদ্রব্য বা উজ্জল লোহিত রক্ত বমন, ভুক্তদ্রব্যের স্বাদ বিশিষ্ট উদগার ।

শীতল পানীয়ে বেদনার উপশম । বাহ্য উষ্ণতায়ও বেদনার হ্রাস, অগ্নিমান্দ্য সহকারে মুখমণ্ডলের আরকৃতা ও আমাশয়ে দপদপকর বেদনা । ভুক্তদ্রব্য ও তৎসহ তিক্ত তরল পদার্থ বমন ; শৈত্য জত্র আমাশয়ে বেদনা ও তরল মলস্রাব । ভুক্তদ্রব্য বমন ও তৎকালে শিরঃপীড়া । বিদারিত জিহ্বা, চাপদিলে বা আহাৰ্য্যগ্রহণ মাত্র আশাশয়ে বেদনা ।

উদর ও মল ।—অঙ্গ-প্রদাহের প্রারম্ভাবস্থা । আন্ত্রিক (টাইফয়েড) জ্বর, কলেরা, রক্তামাশয় ও অস্ত্রবেষ্টপ্রদাহের (পেরিটোনাইটিস) প্রথমাবস্থায় রোগী শীত শীত অমুভব করিলে । স্থলান্ত্রে (কোলন) ও সরলান্ত্রে উত্তপ্ততা সহ কোষ্ঠবদ্ধতা, তৎসহ হাড়িশ বা অর্শ । আচুষণ (এবসর্পসন্) ক্রিয়ার অভাব বশতঃ অতিসার । অপরিপাচিত দ্রব্য সংযুক্ত বা জলবৎ মল ; রক্তামাশয় (কালী-মিউ প্রদান ঔষধ) । উজ্জল লোহিত রক্তস্রাবী অর্শ এবং উহাতে ক্ষতবৎ বেদনা (ক্যাক ফোর) । ভেসিলিনের স্থানিক প্রয়োগও আবশ্যক । কৃমির বিद्यমানতা, তৎসহ জীর্ণ শক্তির ক্ষীণতা ও অপরিপাচিত ভুক্তদ্রব্য নিঃসরণ (ত্রাট ফস প্রধান ঔষধ) । যকৃতের প্রদাহ, মলদ্বার হইতে উজ্জল লোহিত রক্তস্রাব । অতিসার । শিশুবিমূচিকা । ষষ্ঠ্যবিলোপের ফলে জলবৎ বা রক্তাক্ত মল । আম এবং রক্ত সংযুক্ত মল । কুস্থন ব্যতীত পুনঃ পুনঃ মলবেগ । হার্ণিরা । কুদ্র কৃমি ।

মূত্র ।—লিঙ্গ-মূণ্ডের গোলাকার পেশীর (ফিক্টার মাসল) হ্রস্বলতা নিবন্ধন অব্যবহিত মূত্রস্রাব । মূত্রাশয়ের প্রদাহের প্রারম্ভাবস্থা

(সিষ্টাইটিস) ও মূত্রস্তম্ভে মূত্রত্যাগের চেষ্টাকালে তীব্র জ্বালা। বৃক্ক-প্রদেশে তীব্র জ্বালা ও ক্ষতবৎ বেদনা। পুনঃ পুনঃ মূত্রবেগ। প্রতি কাসেই মূত্র নিঃসরণ ; রক্তমূত্র; মূত্রনাশ (মূত্রলোপ), বিশেষতঃ শিশুদের ; বৃক্কের যে কোনও প্রকারের প্রাদাহিক বেদনা। প্রগাঢ় বর্ণবিশিষ্ট মূত্র। ব্রাইটস ডিজিজ সহ জ্বর এবং মণ্ডুমেহ। জ্বর ও তৎসহ শরীরের কোন কোন স্থানে বেদনা। গরম লাগার দরুণ মূত্রস্তম্ভ, বিশেষতঃ বালকদিগের মূত্রাশয়ের মুখশায়ী পেশীর ঢকলতা নিবন্ধন শয্যামূত্র (কালীফস)। অপিরাম মূত্র প্রবৃত্তি (রোগ পুরাতন না হইলে), প্রভূত মূত্রস্রাব; বৃক্ক প্রদাহ। দণ্ডারমানাবস্থায় মূত্র লক্ষণের বৃদ্ধি, মূত্রত্যাগের পর শান্তি। অতিরিক্ত ও পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগ।

পুং জননেন্দ্রিয়—মূত্রাশয়ের মুখশায়ী গ্রন্থির (প্রটেক্টিভাণ্ড) প্রদাহ (ইহার পর কালী মিউ ব্যবহার্য্য)। গুরুবাহী-শিরাস্বেচ্ছের বেদনা ও ক্ষীণতা সহ তণ্ডু-প্রবাহ (অণ্ডের ক্ষীণতা, বেদনা ও কাঠিগ্র) বাধি, প্রমেহ, অণ্ডপ্রদাহ অথবা অণ্ডের উপকোষের প্রদাহের প্রারম্ভাবস্থা। হৃদপদপকর বেদনা। প্রমেহের প্রথমাবস্থায় কালীমিউরের সহিত পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য। গুরু স্ফরণ।

স্ত্রী জননেন্দ্রিয়—জরায়ু এবং যোনির প্রদাহে জ্বর এবং বেদনা নিবারণার্থ ব্যবহার্য্য। অতিশয় শুষ্কতানুভব সহকারে যোনির আক্কেপ (ত্রাটি মিউর)। প্রমেহের প্রথমাবস্থায় (স্থানিক-প্রয়োগও ফলপ্রসূ)। বাধক বেদনা (ম্যাগ ফস); বিরজকালে বাধকের প্রতিষেধক রূপে ব্যবহার্য্য। উজ্জল লোহিত রক্তস্রাব। মুখমণ্ডলের আরক্ততা সহ বেদনা সংযুক্ত রজঃস্রাব ও তৎসহ বিষমিধা ও বমন। প্রতি তিন সপ্তাহ অন্তে ঋতু প্রকাশ। উদর ও কটি বেদনা সংযুক্ত প্রভূত রজঃ

শ্রাব, তৎসহ মস্তকশিখরে বেদনা । ডিম্বাশয়ের (ওভেরি) বেদনা সহ নিম্নোদরস্থিত সমুদয় পদার্থ ভগ-পথে নামিয়া পড়িবে এরূপ অনুভব । স্বল্প ও বেদনাপূর্ণ রক্তঃসহ পুনঃ পুনঃ মূত্রবেগ । ঋতুর পূর্বে ও প্রথম তিন দিন উদরে বেদনা । যোনিমুখের আক্ষেপিক অবরোধ ও তর্জ্জল সঙ্গমক্রিয়ায় অসমর্থতা । যোনির প্রদাহ ; যোনির শুষ্কতা ও উত্তপ্ততা ; সঙ্গমকালে অথবা পরীক্ষাকালে যোনিতে বেদনা । অত্যধিক শুষ্কতা ও স্পর্শানুভবতা জন্ম যোনির আক্ষেপ ।

গার্ভী ।—প্রাতঃকালে বিবমিষা ও ভুক্তদ্রব্য বমন ও কখন কখন উহার অল্পস্বাদ (চাটফস) । স্তন-প্রদাহের প্রারম্ভাবস্থা ; প্রসবাস্তিক বেদনা ; প্রসবের অব্যবহিত পরে এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে প্রসবাস্তিক জরের ভয় থাকেনা ।

রক্ত সঞ্চালনে সম্বল ।—রক্তবাহী-নাড়ীর ও লসিকাগ্রন্থির প্রদাহ । জরে পূর্ণ, দ্রুত নাড়ী । প্রদাহিত অবস্থায় হৃৎপিণ্ডের দপ্ দপ্ কার্ডাইটিস পেরিকার্ডাইটিস এণ্ডোকার্ডাইটিস, আটাইটিস প্রভৃতি রোগের প্রাদাহিক অবস্থায় । রক্তে লোহিতকণার স্বল্পতা (রক্তহীনতা) ক্যাল্ক-ফসও ব্যবহার্য্য ; এনিউরিজম (ক্যাল্ক ক্লোর প্রধান ঔষধ) । হৃৎপিণ্ড বা রক্তবহী নাড়ীর প্রসারণ (ক্যাল্ক-ক্লোর সহ পর্যায়ক্রমে) ।

পৃষ্ঠ এবং অক্ষ-প্রত্যক্ষ-ঠাণ্ডা লাগার দরুণ গ্রীবাপৃষ্ঠে বেদনা ও শুষ্কতা । বন্ধনী বা কণ্ডার অতিচালনা জনিত বেদনা । হস্তের ক্ষীণতা ও বেদনা, হাতের তালুর উত্তপ্ততা । পৃষ্ঠে, বৃক্কদেশে এবং উরুদেশে প্রাদাহিক বেদনা । কটিবাত (ক্যাল্ক-ফস) । পৃষ্ঠের আড়ষ্টতা, সঞ্চালনে বেদনার বৃদ্ধি । তাম্বাতে প্রদাহ এবং জর নিবারণার্থ । বাতজনিত জর । শৈত্য নিবন্ধন গ্রীবাপৃষ্ঠের পেশীর

আড়ষ্টতা । বাত বা অগ্নি কোন কারণে হস্তাঙ্গুলির ক্ষীততা ও বেদনা । হস্তপদের অস্থির ভগ্নতা । উরুসন্ধির রোগ । হাটু ও গুলফসন্ধির বেদনা, জ্বর সহকারে সন্ধির বাতজনিত খঞ্জতা (কালী-ফস) । অতিশয় বেদনা সংযুক্ত সন্ধির তরুণ বাত । ঠাণ্ডা লাগার দরুণ বাত । সর্বদাই সঞ্চালনে বেদনার বৃদ্ধি । কোন স্থান মচকিয়া গেলে প্রথমেই এই ঔষধেব প্রয়োজন । যে যে স্থলে ঔষধের স্থানিক ব্যবহার প্রয়োজন সেই সেইস্থানে ইহা অবশ্য ব্যবহার্য্য । আমবাতিক বেদনার বিচরণে বৃদ্ধি, উষ্ণতার উপশম ; সন্ধির বিশেষতঃ স্কন্ধসন্ধির বাত, ও বেদনার বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত সম্প্রসারণ ; এক সন্ধির পর অপর সন্ধির বাতের আক্রমণ ।

শ্বাস-বস্ত্র—শ্বাস-বস্ত্রের সর্বপ্রকার প্রদাহের প্রারম্ভাবস্থায় জ্বর এবং বেদনা নিবারণার্থে বিশেষ ফলপ্রদ । নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস, প্লুরাইটিস ট্রেক্সিরাইটিস প্রভৃতি বোগে প্রাধাতিক অবস্থায় বেদনা বিদূরিত না হওয়া পর্য্যন্ত ব্যবহার্য্য । ইহার পর রোগের দ্বিতীয়াবস্থায় যখন শ্বত শ্লেষ্মা নিঃসৃত হইতে থাকে, তখন কালী মিউর ভাল খাটে । ফুসফুস হইতে উজ্জললোহিত রক্তস্রাব, রক্তের রেংকিত স্বল্প শ্লেষ্মা, বক্ষে ক্ষতবৎ বেদনা । রোগের প্রারম্ভাবস্থায় বা রোগের ভোগকাল পর্য্যন্ত হ্রস্ব দ্রুত, শ্বাস-প্রশ্বাস ; শুষ্ক কঠিন কাস ও ফুসফুসে বা পার্শ্বে চিড়িকমারা বা ক্ষতবৎ বেদনা সহকারে বক্ষঃস্থলের প্রতিশ্রায় ; সকল প্রকার সর্দি ও কাসির প্রারম্ভাবস্থায় ইহা সর্বপ্রধান ঔষধ । ক্রুপ এবং ছপিংকাসের জ্বর লক্ষণে । শ্বাসকালে বক্ষে ক্ষতবৎ বেদনা । যক্ষ্মা কালে ফুসফুস হইতে রক্তপাত ; জ্বর ; স্বরনাশ ; স্বরবল্ল কণ্ঠয়িত হইয়া শুষ্ক কাসের উদ্রেক ; স্বরভঙ্গ ; সঙ্গীত বা বক্তৃতাদির পর স্বরবল্ল বেদনা ।

শ্বাসকুশল—প্রদাহ বিশিষ্ট প্রতিশ্রায়ের পরবর্তী স্নায়ুশূল ।

জ্বর এবং মস্তকে রক্তের প্রাধান্য বিশিষ্ট অপস্রাব বা মূগী । দস্তোস্তেদ-
কালীন জ্বর ও তৎসহ আক্ষেপ । অতিশয় অবসন্নতা ও ক্লান্তি, বিশেষতঃ
শিশুদের রোগে ।

চর্ম্ম।—চর্ম্মের সকল প্রকার রোগেই প্রাদাহিক অবস্থায় এই
ঔষধ ব্যবহার্য্য । স্ফোটক, কাক্কল এবং আঙ্গুলহাড়া প্রভৃতি রোগে
জ্বর এবং বেদনার উপশমার্থ । হাম, স্কাৰ্লেট ফিভার, বসন্ত, পানি
বসন্ত, বিসর্প (ইরিসিপেলাস) প্রভৃতি রোগের প্রারম্ভাবস্থায় (কালী-
মিউরের সহিত পর্য্যায়ক্রমে, বা ইহার পরে কালী মিউর) । স্বকের
স্থানিক রক্তসঞ্চয়, কাটাঘায়ে পু্য জন্মিবার পূর্বে ।

জ্বের।—সর্বপ্রকার প্রাদাহিক ও প্রাতিজ্বায়িক জ্বরের প্রারম্ভাবস্থায়
অতিশয় ফলপ্রদ । যে কোন রোগের সহিত জ্বর থাকিলে প্রথমেই ইহা
ব্যবহার্য্য এবং যে পর্য্যন্ত জ্বর বা বেদনার উপশম পরিলক্ষিত না হয়,
ততক্ষণ ইহা প্রয়োগে বিরত হইবে না । বিধানের ক্ষয় বিবরণে ইহা
বিশেষরূপে সাহায্য করে । সর্বপ্রকারের জ্বরেই প্রারম্ভাবস্থায় ইহা
ব্যবহার করা কর্তব্য । যে কোনও প্রকার জ্বরই হউকনা কেন, উচ্চ
গাত্রোত্তাপ থাকিলে এই ঔষধ ১২× ক্রমে লক্ষণ দৃষ্টে অপর কোন ও
ঔষধের সহিত বা পর্য্যায়ক্রমে ঘন ঘন ব্যবহার করিলে জ্বর কমিয়া
থাকে ।

নিদ্রা।—নিদ্রাহীনতা ; বিশেষতঃ মস্তিকে রক্তসঞ্চয় জনিত ।
হর্ষলতা বা উত্তেজনা জনিত নিদ্রাহীনতায় কালী-ফসের সহিত পর্য্যায়ক্রমে
রাত্রিকালে অস্থিরতায়ুক্ত অনিদ্রা । উদ্বিগ্নপূর্ণ স্বপ্ন ; অপরাহ্নে নিদ্রালুতা ।

মস্তক।—সর্বপ্রকার আঘাত, উপঘাত, ক্ষত, কাটা বা প্রভৃতিতে
আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক প্রয়োগ ফলপ্রদ । অস্থির রোগে বা ভয়ে,
কোমলাংশের প্রদাহ ও বেদনায়, রক্তহীনতায়, রক্তক্ষয়জনিত শোথে

(ক্যাঙ্ক-ফসের সহিত পর্যায়ক্রমে) রক্তহীন ব্যক্তিদিগের ও শিশুদিগের নাসিকা হইতে রক্তপাতে রক্তের উজ্জল আরক্ততা ও শীঘ্র শীঘ্র সংঘততা লক্ষণে ইহা অদ্বিতীয়। শীতলতায় উপশম এবং সঞ্চালনে বৃদ্ধি, ইহার প্রয়োগ লক্ষণ। রক্তহীনতা, রক্তে লোহিত কণিকার ন্যূনতা ও শ্বেত কণিকার আধিক্য (লিউকিমিয়া), শরীরের কোন অংশের কৈশিকা নাড়িতে রক্তাধিক্য (হাইপারিমিয়া); প্রাদাহিক পীড়ার রসসঞ্চয়ের পূর্বে (pre-exudative state); লাণি, আঘাত, কাটাক্ত ও পতনাদির ফলে প্রাদাহিক লক্ষণের বিद्यমানতায় ইহা অতিশয় উপকারী। গ্রন্থির ক্ষত, অস্তির প্রদাহ ও কোমলাংশের ক্ষতেও ইহা সমান উপযোগী। ক্লোরোসিস রোগে ক্যাঙ্ক-ফসের পর ব্যবহার্য্য।

ক্রম।—সুসলার এই ঔষধের সাধারণতঃ ৬× হইতে ১২× ক্রম ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেন। রক্তহীনতায় ১× এবং ২× ব্যবহার করিতেও উপদেশ দেন। কোন কোন অভিজ্ঞ চিকিৎসক এই ঔষধ ১২× ক্রমের নিম্নে ব্যবহার করিতে নিষেধ করেন, যে হেতু ইহাতে অনিষ্ট উপসর্গ আনয়ন করিতে পারে। আমরাও এই বাক্যের সারবত্তা পুনঃ পুনঃ উপলব্ধি করিয়াছি। জ্বর থাকিলে যে কোনও রোগে আমরাও ১২× ব্যবহার করিয়া থাকি, এবং ইহাতে উত্তম নিদ্রা জাগিয়া থাকে। ক্ষতবা (cut-wounds), মচকিয়া যাওয়া, রক্তশ্রাব, অর্শ প্রভৃতি রোগে ইহার বাহ প্রয়োগও হইয়া থাকে। প্রতিষ্ঠায় (সর্দি), গ্রীষ্মকালীন অতিসার ও প্রমেহাদি রোগে ২০০× বা ৩০× ব্যবহার করিয়াও সুন্দর ফল পাওয়া গিয়াছে।

সম্বন্ধ।—একোনাইটের দ্বায় ফিরম-ফসও সর্বপ্রকার প্রদাহের প্রারম্ভাবস্থার অর্থাৎ রসসঞ্চয়ের পূর্বে (before exudation) ব্যবহার্য্য। ক্রমেতে কিঞ্চিৎ আয়রণ বর্তমান আছে, এজন্ত খাস-বস্ত্রের

যে রূপ অবস্থায় ফিরম উপযোগী সেই সব লক্ষণে রুমেস ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে । একোনাইট ও জেলসিমিয়মের মধ্যবর্তী স্থানই ফিরম কর্তৃক অধিকৃত হইয়া থাকে । উৎকর্ষ ও অস্থিরতা সহ পূর্ণ উল্লক্ষনশীল নাড়ী থাকিলে একোনাইট ; কোমল প্রবহমান নাড়ী সহ তন্দ্রাপ্ৰভাব ও হতবুদ্ধিতা বিद्यমান থাকিলে জেলস্ প্রযোজ্য । রোগীর রক্তহীনতা বিद्यমান থাকিলে চায়নার সহিত তুলনা করিবে, কেননা চায়নার সহিত ইহার (ফিরম) বহু লক্ষণের সাদৃশ্য আছে । আশ্চর্যের বিষয়, যে ভূমিতে চায়না জন্মিয়া থাকে তৎপ্রদেশীয় ভূমি হইতে আয়রণ ও উত্তোলিত হইয়া থাকে ।

শ্বাস-যন্ত্রের রোগে ইহার স্থান ফিরম-মেট ও ফসফরাস এই উভয়ের পরবর্তী স্থলে । শ্বাস যন্ত্রের প্রদাহে ফিরম-মেটের গ্রায় রোগীর অতি উচ্চগাত্তোত্তাপ থাকিলেও ইহা ব্যবহার্য্য, বক্ষঃস্থলে যাতনা সহ শ্বাস-কষ্ট উভয়েই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে । এই শেষোক্ত লক্ষণ বিশেষভাবে বর্তমান থাকিলে ফিরম-ফস অধিকতর উপযোগী । ব্রাই, বেল ও আর্গিকার সহিতও অনেক বিষয়ে ফিরম-ফসের সাদৃশ্য আছে ; মধ্যকর্ণের তরুণ প্রদাহে হিগার ও মার্কের সহিত, শিশুদের দুর্ব্বলতা ও জীবনী শক্তির অবসাদনে, রোগীর দৃঢ়পেশী, স্নকুমার বদন এবং কেশ সূক্ষ্ম ও কুঞ্চিত থাকিলে ফিরম-ফস এবং মলিনবর্ণ, শিথিল পেশী এবং কুঞ্চিত কেশ বিশিষ্ট রোগীদিগের পক্ষে সলফ অধিকতর উপযোগী । বৃদ্ধদিগের আমবাতিক উপসর্গে পেশীর আড়ষ্টভাব (stiffness) ও বেদনামুক্ত খল্লী (pain-ful cramps) থাকিলে স্ট্রিকনিয়া-সলফের সহিত তুলনীয় । ক্রোরোসিস্ রোগে ক্যালক-ফসের পূর্বে বা পরে ; অর্শে ক্যালক-ফ্লোরসহ, ডায়াবিটিস অর্থাৎ বহুমুত্রে নেট্রাম-সলফের সহিত ; কর্ণের রোগে ও প্রতিশ্রায়জনিত বধিরতায় ক্যালেকুলা ও হাইড্রাষ্টিগের সহিত ; এবং শিরঃপীড়ায় ইহার পর নেট্রাম-ফসে অনেক সময়ই সফল দর্শাইয়া থাকে :

ক্যালী মিউরিয়েটিকম্ ।

Kuli Muriaticum.

ইহা অপর নাম ক্লোরাইড অব্‌পটাশ । সংক্ষিপ্ত নাম ক্যালী-মিউর । অস্থি ভিন্ন, শরীরের আর সর্বত্রই ইহা বর্তমান আছে ও সর্বত্রই এই পদার্থের প্রয়োজন ! আণ্ডলালিক পদার্থের সহিত মিলিত হইয়া ইহা দেহস্থ ফাইব্রিণ নামক পদার্থ (প্রাণী ও উদ্ভিদ দেহের তন্তুময় উপাদান) উৎপন্ন করিয়া থাকে । এই পদার্থ ব্যতীত নূতন ব্রেইন-সেল (brain cell) উৎপন্ন হইতে পারে না । রক্তের অণুকোষ, মাংস পেশী, হাড় এবং মস্তিষ্কের অণুকোষ এবং অন্তঃকোষিক বিধান (intercellular tissue) ইহার বিद्यমানতা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে । দেহে ইহার ক্রিয়া অনেকটা সোডিয়ম ক্লোরাইডের অনুরূপ । রক্তে একমাত্র নেট্রাম-মিউর ব্যতীত অন্যান্য লাবণিক পদার্থ অপেক্ষা ইহার পরিমাণ অধিক ।

যদি কোন প্রকার উপদাহ (ইরিটেশন) বশতঃ উপত্বকের অণুকোষ হইতে ক্যালী-মিউর (পটাশিয়ম ক্লোরাইড) নামক পদার্থের কিয়দংশ স্থলিত বা চ্যুত হয়, তবে শ্বেত বা শ্বেতাঙ্ক-ধূসর বর্ণ বিশিষ্ট ফাইব্রিণ ত্বকপথে নির্গত হইয়া যায় । ইহা শুষ্ক হইলেই এক প্রকার কোমল উদ্ভেদরূপে (mealy eruption) প্রকাশিত হয় । যদি প্রদাহ আরও গভীরতর প্রদেশ পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে, তবে ফাইব্রিণ ও ‘সিরুম’ (মস্ত, রক্তের জলবৎঅংশ, রসানি) উভয়ই নিঃসৃত হইয়া থাকে এবং প্রদাহিত অংশ ফোঙ্গার আকার ধারণ করে । এই ফোঙ্গা দেখিতে অনেকটা বসন্ত, গোবসন্ত বা টিকার ফোঙ্গার স্থায় (vaccine disease) ; ত্বকেরস্থায় এপিথিলিয়েল অর্থাৎ ঔপত্বকিক বিধানও পুরোঁকরূপ অবস্থা জন্মিতে পারে । এইরূপ অবস্থায়

যদি শীঘ্র শীঘ্র রোগীকে কালী-মিউর দেওয়া যায়, তবে শীঘ্রই ইহার ফলে নিঃসৃত রস আশোষিত হয় এবং ত্বক বা উপত্বক স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

এই ফাইব্রিন রক্তে যথেষ্টরূপে বিद्यমান আছে। রক্তে যথেষ্টরূপ ক্লোরাইড্ অব পটাশ বা ক্যালী-মিউর বর্তমান আছে বলিয়াই ফাইব্রিন নামক পদার্থ উৎপন্ন ও কার্য্যকারী হইয়া থাকে। রক্তে এই পদার্থের অভাব হইলে এই ফাইব্রিন নামক পদার্থ রক্তস্রোত হইতে বাহির হইয়া যাইতে চেষ্টা করে বা স্থানবিশেষে আবদ্ধ হইয়া থাকে। রক্তস্থ ফাইব্রিনের উপর পোটাসিয়ম ক্লোরাইডের বিশেষ প্রভাব আছে। এজন্য, ইহার (পটাশ ক্লোরাইড) স্বল্পতা ঘটিলে ব্যবহারকারীর অভাবে রক্তস্থ ফাইব্রিন শরীরে নানারূপ বিশৃঙ্খলা ঘটাইয়া থাকে এবং প্রকৃতির সাহায্যে দেহ হইতে বাহির হইতে চেষ্টা করে। এই “ফাইব্রিন শরীরের বিভিন্ন পথে বাহির হইলে বিভিন্ন রোগ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যথা, নাস-পথে বাহির হইলে সর্দি, ফুসফুস-পথে বাহির হইলে কাসি; ফুসফুস পথে নির্গমন কালে ফুসফুস বিধান বিশেষরূপে প্রদাহিত ও ক্ষাত হইয়া উঠিলে ডাক্তারেরা উহার নিউমোনিয়া আখ্যা দিয়া থাকেন। সকল প্রকার প্রাদাহিক পীড়ায়ই ক্ষরিত নিঃস্রবে (exudation) ইহার বিद्यমানতা প্রত্যক্ষ করা যায়। প্লুরিসি ও পেরিটোনাইটিস রোগে ফুসফুসাবরণ (plura) ও অন্ত্রাবরণ (peritoneum) দ্বয়ের মধ্যভাগে এবং ক্রুপ, ডিফথিরিয়া, সর্দি প্রভৃতি রোগে তৎস্ব স্থানের শ্লেষ্মিক ঝিল্লীতে এই ফাইব্রিন শ্লেষ্মার সহিত সঞ্চিত দৃষ্ট হয়।

আময়িক প্রয়োগ।

ক্ষিহ্না ও টন্সিলে শ্বেতবর্ণের লেপ ইহার অভাব জ্ঞাপক বিশেষ লক্ষণ। রক্তে ক্যালীমিউরের অভাব নিবন্ধন ফাইব্রিন কার্য্যকারীর

অভাবে নিষ্ক্রিয় হইয়া সঞ্চিত থাকে। জিহ্বা, টন্সিল বা শরীরের অপর কোনও শৈল্পিক ঝিল্লীর খেতলেপ এই ফাইব্রিন ব্যতীত আর কিছুই নহে। সকল প্রকার গ্রন্থির কোমল ক্ষীততা, প্রদাহিত স্থানের রসসঞ্চয়-জনিত ক্ষীততা এবং যে সকল শৈল্পিক ঝিল্লীর দ্বাৰে ক্ষরিত পদার্থের খেতবর্ণ, স্রবণ পদার্থ বিশিষ্ট ও আঁটাল অর্থাৎ চট্‌চটে প্রকৃতি থাকে, তাহাতেই ইহা পরম উপকারী। এজন্ত সর্দি, প্রমেহ, খেতপ্রদর, বাত হাম, বসন্ত, বাগী, অগ্নিদাহ, ইরিসিপেলাস, প্লীহা-যকৃৎ ও টন্সিলের বিরুদ্ধি প্লেগ, কর্ণমূল ক্ষীতি, স্তন-প্রদাহ প্রভৃতি বহুপ্রকার রোগে লক্ষণের সাদৃশ্যে উপকারিতায় সহিত ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সর্বপ্রকার প্রদাহেরই দ্বিতীয়াবস্থায় যখন একজুডেশন অর্থাৎ রস নির্গত বা সঞ্চিত হইতে থাকে ও উল্লিখিত প্রকারের দ্রাব দেখা যায় তখনই ইহা সুব্যবহৃত হয়। যদি কালী মিউর প্রয়োগের ফলে ফাইব্রিন আশোষণের পরও লিউকোসাইট (রক্তের খেতকণা) অবশেষ থাকে তবে তখন নেট্রাম-ফস প্রয়োগ করিলে সম্পূর্ণ আরোগ্য জন্মে। ক্রূপ, ডিফথিরিয়া, রক্তামাশয় ক্রূপঃস নিউমোনিয়া, সান্তর বিধানের অন্তর্কর্তী (fibrinous exudation in the interstitial connective tissue) তাস্তব রসক্ষরণ, লসিকাগ্রন্থির ক্ষীততা (lymphatic enlargement), প্রদাহের পরবর্তী বৈধানিক ক্ষীততা (infiltrated inflammation), খারাপ বীজে টিকা দেওয়ার ফলে চর্মে নানা প্রকার উদ্ভেদের প্রকাশ প্রভৃতি রোগে ইহা প্রয়োগে আশ্চর্য উপকার দেখা যায়। হাম ও বসন্ত রোগের ইহা আয়োজ্য ঔষধ। বসন্তের প্রাচুর্যাবকালে প্রতিষেধকরূপে প্রত্যহ ৩× ক্রম ব্যবহার করিলে উহার হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। টিকা লইবার পূর্বে বা পরে ইহা সেবন করিলে টিকা উঠে না। হাম রোগে বা হাম বসিয়া গিয়া গুরুতর লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইলেও ইহা ফলপ্রসূ। ইহা প্রয়োগে বিলুপ্ত হাম

পুনঃ প্রকাশিত হইয়া থাকে । জিহ্বার শ্বেত বা ধূসর (gray) বর্ণের লেপ, নিঃসৃত স্রাবের (exudation) শ্বেত বা ধূসর বর্ণ; গ্রন্থির কোমল স্ফীততা ; শৈল্পিক বিলী হইতে গাঢ় সাদা আঠাল বা আঁশ আঁশ (সৌত্রিক) পদার্থ যুক্ত নিষ্ঠীবন বা শ্লেষ্মা কালী-মিউর প্রয়োগের প্রধান লক্ষণ । চর্মরোগে দ্রব হইতে ময়দার ত্রায় পদার্থ ক্ষরিত হইলে ও ইহা ব্যবহার্য্য । যকৃতের নিষ্ক্রিয়তায়ও ইহা ফলোপধায়ক কর্ণ রোগেও প্রদাহের দ্বিতীয় বা তৃতীয় অবস্থায় ইহা বিশেষ ফলপ্রদ । উপদংশ (সিফিলিস্) ও প্রমেহ রোগের ইহা প্রধান ঔষধ ।

বিশেষ বিশেষ লক্ষণ ।

অন ।—রোগী ভাবে তাহাকে উপবাস থাকিতেই হইবে ।

মস্তক ।—শ্বেত লেপাবৃত জিহ্বা সহকারে শিরঃপীড়া ; শুভ্র শ্লেষ্মা বমম অথবা গাঢ় শ্বেতবর্ণ শ্লেষ্মা থক্ থক্ করিয়া কাসিয়া তোলা । যকৃতের ক্রিয়ার বৈষম্য নিবন্ধন (পিত্তের অভাব জনিত) শিরঃপীড়া ও তৎসহ কোষ্ঠকাঠিষ্ঠ । মস্তিষ্ক-বিলীর প্রদাহ (মিনিঞ্জাইটিস) । খুসকী ; শিশুর মস্তকের পামা (crusta lactea) .

চক্ষু ।—চক্ষুর সকল প্রকার রোগেই শ্বেতবর্ণ গাঢ় শ্লেষ্মা-স্রাব লক্ষণে ইহা ব্যবহার্য্য (স্রাবের পীতাত সবুজবর্ণ থাকিলে কালী সলফের সহিত পর্যায়ক্রমে) । কিরেটাইটিস ; চক্ষুর ক্ষত ; চক্ষের পাতার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্ণ বিন্দু বা পীতবর্ণ মামড়ি (কালী-সলফ) । ব্রণ হইতে উৎপন্ন চেপ্টা অগভীর ক্ষত । দানার ত্রায় উদ্বেদ বা পীড়কা বিশিষ্ট অক্ষিপূট (চক্ষুর পাতা), তৎসহ চক্ষে বালুকণা বিজ্ঞমানতার ত্রায় অমৃতব (পর্যায়ক্রমে—ফিরফস) ; রেটিনার প্রদাহ । কর্ণির ফোঙ্কা । তারকামণ্ডল প্রদাহ । ছানি (ক্যাক-ফ্রোরের পরে) । অক্ষিভ্রণ (হাই

পোপিয়ন) ; চক্ষুউঠা। ট্রিকোমা ; রেটিনাইটিস (শ্রাব ক্ষরিত হইলে)।

কর্ণ—গ্রন্থির ক্ষীততা এবং শ্বেত বা ধূসরবর্ণ লেপাবৃত্ত জিহ্বা সহকারে কর্ণ বেদনা। আলজিহ্বার এবং ইষ্টেকিয়ান টিউবের ক্ষীততা সহকারে কর্ণশূল (ফির-ফস)। মধ্যকর্ণের প্রাতিশ্রায়িক অবস্থা (ফির-ফস) ; মধ্যকর্ণের ক্ষীততা বশতঃ বধিরতা। নাসিকায় ফুৎকার করিলে বা ঢোক গিলিবার কালে কর্ণে চড় চড় বা চিড় চিড় শব্দ। ইষ্টেকিয়ান টিউবের বা কর্ণপটের ক্ষীততা জনিত বধিরতা। গলরোগ বা মধ্যকর্ণের রোগ নিবন্ধন প্রতিক্ষীণতা ; কর্ণ হইতে দানা দানা নরম ধূসরবর্ণ গাঢ় শ্বেতবর্ণ পুষ্পাব। কর্ণের চতুর্দিকস্থ গ্রন্থির ক্ষীততা, কর্ণনাড় ; কর্ণে পটুপটু চড় চড় শব্দ (ফিরফস)। বাহ্যকর্ণের ক্ষীততা জনিত বধিরতা। কর্ণপটের উপস্থিত স্থলন। ইষ্টেকিয়ান টিউবের অবরুদ্ধতা। (কতিপয় মাত্রা ব্যবহারেই ফল পাওয়া যায়)। টিম্পানিক মেম্ব্রেনের কুক্ষিততা। কর্ণমূল গ্রন্থির ক্ষীততা। কর্ণে পটু পটু বা অস্ত্র প্রকারের শব্দ। কর্ণাভ্যন্তরে অত্যধিক মাংসাস্থুরের উৎপত্তি।

নাসিকা—নাসাপথের অবরুদ্ধকর প্রতিশ্রায় সহ শ্বেত প্লেগ্মা নিঃসরণ এবং তৎসহকারে জিহ্বায় শ্বেত বা ধূসর বর্ণের লেপ। প্রতিশ্রায় সহকারে অশুদ্ধ শ্বেতবর্ণ প্লেগ্মাশ্রাব। মস্তকেয় শুষ্ক প্রতিশ্রায় সহকারে নাসাবরোধ। অপরাধে নাসিকা হইতে রক্তপাত।

মুখমণ্ডল—গালের বেদনা সংযুক্ত ক্ষীততা (ফির-ফসের সহিত পর্যায়ক্রমে) গাল বা মাড়ির ক্ষীততা বশতঃ মুখমণ্ডলের বেদনা।

মুখমণ্ডল—ওষ্ঠ বা মুখের ঘা। গ্রন্থির অথবা মাড়ির ক্ষীততা। শিশু বা স্তন্যদায়িনীদিগের মুখের শ্বেতবর্ণ ক্ষত ; শ্বেত লেপাবৃত্ত জিহ্বা ; প্রচুর লালাশ্রাব। মাড়ির ও গ্রীবাগ্রন্থির ক্ষীততা।

দস্ত ।—মাড়ির বা গালের ক্ষীততা সহকারে দস্ত বেদনা । এই ঔষধ শরীরস্থ অসার (উৎপাদন শক্তিহীন) পদার্থ নিঃসারণে সহায়তা করে । মাড়ির স্ফোটকে পুষ উৎপন্ন হইবার পূর্বে ফির-ফসের সহিত পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্য (সিলিশিয়া) ।

জিহ্বা ।—জিহ্বার শুষ্ক, আঠা, আঠা স্বেত বা ধূসরাভ স্বেতবর্ণের লেপ । জিহ্বার প্রদাহ ও ক্ষীততা (ফির-ফস) । ম্যাপেরিয়া চিত্রিত জিহ্বা ।

গল-অশ্রু ।—স্বেত অথবা ধূসরাভ স্বেতবর্ণ বিশিষ্ট গল-ক্ষত । স্বেত বা ধূসরবর্ণ জিহ্বা । আলজিহ্বার প্রদাহ ও ক্ষীততা । তালুমুল প্রদাহ (তরুণ বা পুরাতন) । ক্ষীততা জন্মিবামাত্রই ইহা ব্যবহার করিতে হয় । ডিফথিরিয়ার (ঝিল্লী প্রদাহ) প্রায় সকল রোগীৰ পক্ষেই ইহা একমাত্র ঔষধ (ফির-ফসের সহিত পর্যায়ক্রমে) । ডিফথিরিয়ার এবং প্রায় সকল প্রকার গলরোগেই ইহার বাহ্য প্রয়োগও বিশেষ উপকারী (২× বা ৩× ক্রমের ১০।১৫ গ্রেণ এক গ্লাস জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া উহাতে এক খণ্ড নেকড়া ভিজাইয়া স্থানিক প্রয়োগ) । স্বর-নাশ ও কর্ণ-মূল ক্ষীতিতে (মঃম্পস) ফির-ফসের সহিত পর্যায়ক্রমে ; প্রচুর লালান্ন বা অশ্বের ক্ষীততা থাকিলে চাট-মিউরের সহিত পর্যায়ক্রমে । ফ্যারিঙ্গাইটিস (গলকোষ প্রদাহ) ; গলার ক্ষীততা সহ ক্ষীতস্থান হইতে স্বেত বা ধূসরাভ স্বেতবর্ণের স্লেষ্মা নিঃসরণ । গলগ্রন্থির প্রদাহ ইহা দ্বারা প্রায়ই আরোগ্য হইয়া থাকে । কাসিতে কাসিতে দুর্গন্ধ ছানার ত্রায় ক্ষুদ্র টুকড়া উখিত হয় । গিলিতে বেদনা বোধ হয় । উপদংশজনিত গলক্ষত । টন্সিলাইটিসে ক্ষীততা দৃষ্ট হইবামাত্র ইহা ব্যবহার্য । টন্সিলের এত অধিক ক্ষীততা যে,

তজ্জন্ম ঋস-প্রস্থাসে প্রায় অসমর্থতা । ফ্যারিংগের উপর মামড়ির উৎপত্তি (৩x বা ৬x ক্রমের বিচূর্ণ অতিশয় ফলপ্রসূ) ।

আমাশয়।—যকৃতের ক্রিয়ায় বৈষম্য সূচক জিহ্বায় ধূসর বা শ্বেত লেপ সহকারে ক্ষুধামান্দ্য । জিহ্বায় পূর্বোক্ত লেপ সহকারে অগ্নিমান্দ্য এবং তৎসহ দক্ষিণ কণ্ঠাঙ্গির (ক্রেডিকেল) নিম্নে প্রবল বেদনা ; চক্ষু বৃহত্তর এবং প্রলম্বিত বা বা বহির্গত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় । চর্কি বা বসাসংযুক্ত দ্রব্য সহ্য হয় না । চর্কির গ্রায় গন্ধ বিশিষ্ট বাতোদগার । পিষ্টক ও লুচি কচুরি প্রভৃতি বসাসংযুক্ত দ্রব্য আহার করিলে আমাশয়ের জ্বালা ও বেদনা ; অপাক । বসাময়, শ্বেতবর্ণ, অস্বচ্ছ স্লেমা বমন । শ্বেত লেপাবৃত জিহ্বা সহকারে আমাশয়ের প্রদাহ । উষ্ণ পানীয় গ্রহণের পর এই রোগ জন্মিলে অনতিবিলম্বে এই ঔষধ প্রয়োগ করা একান্ত কর্তব্য (ফিরফস) । যকৃতের ক্রিয়ায় বৈষম্য সহকারে উদরাধান ; কোষ্ঠবদ্ধ সহকারে আমাশয়ে বেদনা এবং গাঢ় শ্বেতবর্ণ স্লেমা বমন (বা কালিয়া তুলিয়া ফেলা) । মলিন সংযত রক্তবমন । মুখে তিক্তস্বাদ সহদুর্দম্য কোষ্ঠ-কাঠি। পূর্বোক্ত লক্ষণ সহ কামলা (জণ্ডিস) ।

উদর এবং মল।—পিত্তপ্রাবের অপ্রচুরতাসূচক মলের মলিনপীত (ফেঁকাশে), গিরিমাটির গ্রায় বা কর্দমবৎ বর্ণ ও তৎসহ জণ্ডিস । যকৃৎ-প্রদেশে বা দক্ষিণ স্বক্কাঙ্গির নিম্নে বেদনা । যকৃতের ক্রিয়ায় বৈষম্য সহকারে কোষ্ঠকাঠি, শ্বেত লেপাবৃত জিহ্বা এবং প্রলম্বিত (বহিরাগত) অক্ষিগোলক । পাত্তু (কামলা) রোগে শ্বেত লেপাবৃত জিহ্বা ও ফেঁকাশে বর্ণ বিশিষ্ট মল । টাইফয়েড জরে শ্বেত লেপাবৃত জিহ্বা এবং পাতলা মলস্রাব, অপ্রগাঢ় বর্ণ বিশিষ্ট মল ; উদরের স্ফীততা ও স্পর্শানুভবতা । কোষ্ঠবদ্ধ সংযুক্ত টাইফস কিবার ।

ফৈকাশে পীত বা কর্দম বর্ণ মলবিশিষ্ট অতিসার ; উদরের ক্ষীততা ; শেওলা শেওলা বা আঠা আঠা মল ; বসাময় জ্বর্য ভক্ষণের পর অতিসার । শেওলা শেওলা বা আঠা আঠা পুষময় মল ও উদর বেদনাসংযুক্ত রক্তাতিসার ; পুনঃ পুনঃ মল-বেগ । মলত্যাগকালে অতিশয় বেগ দিতে হয়, এজন্য মলদ্বারে অতিশয় বেদনা জন্মে । রক্তাতিসারে এই ঔষধ ফিরম-ফসের সহিত পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল দর্শে (ম্যাগ-ফসের সহিত তুলনা করুন) । মলিন, গাঢ়, রক্তাশ্রাবী অর্শ ।

মুত্রাশ্রাব—খেত, গাঢ় আঠা আঠা শ্লেষ্মাশ্রাবী তরুণ যুগ্মাশয় প্রদাহ (সিষ্টাইটিস) । এই রোগের দ্বিতীয়াবস্থায় এবং পুরাতনাবস্থায় ইহা বিশেষ উপকারী । মলিন ও ইউরিক এসিড সংযুক্ত মূত্র । বৃক্ক প্রদাহের দ্বিতীয়াবস্থা (প্রথমাবস্থায় ফিরকস) ।

পুং জননেদ্রিষ্ট—প্রমেহ এবং অণু প্রদাহের ইহা প্রধান এবং প্রায়ই অমোঘ ঔষধ । প্রমেহ-শ্রাবেয় বিলুপ্তি বশতঃ অণুর প্রদাহ ও ক্ষীততা । বাগীর কোমল ক্ষীততা, পুরাতন উপদংশ এবং তৎসহ স্বেতবর্ণ শ্রাব । খেত বা ধূসর লেপারূপ জিহ্বা । কোমল আদিম উপদংশজ ক্ষত । ৩× ক্রমের চূর্ণ আভ্যন্তরিক এবং স্থানিক প্রয়োগ বিশেষ ফলপ্রদ ।

স্ত্রী জননেদ্রিষ্ট—দুধের শ্রায় স্বেতবর্ণ, গাঢ় ও অপ্রাদাহিক শ্লেষ্মা শ্রাবী স্বেতপ্রদর । শ্রাব জন্তু জরায়ুমুখে ও জরায়ুগ্ৰীবায় ক্ষত । এই ঔষধের স্থানিক প্রয়োগও উপকারী । বিলুপ্ত, বিলম্বিত বা শীঘ্র শীঘ্র প্রত্যাগত ঋতু । মলিন, সংযত, কঠিন, ও প্রভূত রক্তাশ্রাবী ঋতু, জরায়ুতে রক্তসঞ্চয় (দ্বিতীয় বা পুরাতনাবস্থা), শীঘ্র শীঘ্র ঋতু প্রত্যাগত হয় (ক্যাঙ্ক-ফস) । দীর্ঘকালস্থায়ী ঋতু (কালীফস) ; এই সকল রোগীর জিহ্বার বর্ণ দেখা নিতান্তই প্রয়োজনীয় ।

পাক্তি—গর্ভিণীদিগের প্রাতঃকালীন বিবমিষা ও খেত শ্লেষ্মা বমন সহকারে খেত লেপাবৃত্ত জিহ্বা। স্তন-প্রদাহ (পুষ সঞ্চয়ের পূর্বে); স্তনিকাজরের প্রারম্ভাবস্থায় (ফিরফসের সহিত পর্যায়ক্রমে) ইহা একটা মূল্যবান ঔষধ। উন্নততা, মস্তিষ্ক বিকৃতি ইত্যাদি। স্তন-প্রদাহে এই ঔষধ ব্যবহার করিলে শীঘ্র শীঘ্র ক্ষীততা বিলীন হইয়া যায়।

শ্বাসযন্ত্র—শ্বাসযন্ত্রের প্রদাহের দ্বিতীয়াবস্থা। গাঢ় চশ্চেদ্য, খেত বা চুগের ঞায় নিষ্ঠীবন; পূর্বোক্ত লক্ষণ সংযুক্ত নিষ্ঠীবন বিশিষ্ট ক্ষয়কাস। উচ্চ, সশব্দ, আমাশয় হইতে উথিত, নিষ্ঠীবন বিশিষ্ট কাস। এই প্রকার রোগীর জিহ্বার খেত লেপাবৃত্ততা ও চক্ষুর প্রলম্বিততা। হৃপিংকাসের ঞায় হ্রস্ব, আক্ষেপিক কাস (ফির-ফস)। ক্রূপ কাসের ঞায় স্বরভঙ্গ বিশিষ্ট কাস; ক্রূপ রোগের ইহা প্রধান ঔষধ (ফিরফস)। নিউমোনিয়া; প্লুরিসি (জিহ্বার বর্ণ দ্রষ্টব্য) খেত লেপাবৃত্ত জিহ্বা ও খেত নিষ্ঠীবন বিশিষ্ট শ্বাস কাস। স্বর-নাশ; শৈত্য জনিত স্বরভঙ্গ (কালী-সল); হৃপিংকাফ। কাসিবার সময় শিশুর গলায় হস্তপ্রদান। হৃপিংকাসে ফির-ফসের সহিত পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করিলে চমৎকার ফল দর্শে।

রক্ত সঞ্চলন যন্ত্র—হৃদপিণ্ডের দপ দপ। হৃৎপিণ্ডের অভ্যন্তরে রক্তের সংঘত হইবার প্রবণতা বা আশঙ্কা। পেরিকার্ডাইটিসের দ্বিতীয়াবস্থায় হৃৎপিণ্ডে অত্যধিক রক্ত সংপ্রবেশ জন্ম দপ দপ ও হৃৎবুদ্ধি

পৃষ্ঠ এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ—খেত লেপাবৃত্ত জিহ্বা সহ শরীরের যে কোন স্থানের ক্ষীততা সংযুক্ত আমবাতিক বেদনা। সঞ্চলন কালে অল্পভূত হয় অথবা বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, এক্রূপ আমবাতিক বেদনা (ফিরফস)। পুরাতন বাতের বেদনা, সঞ্চলনে উহার বুদ্ধি। বাত

লহকারে জ্বর ও সন্ধির ক্ষীণতা । ক্ষীণতার কাঠিন্বে ক্যাল-ক্লোর সহ পর্যায়ক্রমে । পদের পুরাতন ক্ষীণতা, উরুসন্ধির ক্ষীণতায় পুষ জন্মবার পূর্বে ; হস্তপদের শীতক্ষেপট । গ্রীবাগ্রস্থির ক্ষীণতা । গ্রহির আমবাতিক ক্ষীণতা । রাত্রিকালে ও শয্যার উষ্ণতায় বাতের বেদনার বৃদ্ধি । কটি হইতে পা পর্যন্ত বিচ্ছাতের ত্রায় বেদনা ; এজ্ঞ উঠিয়া বসিবার আবশ্যকতা । লিখিবার কালে হস্তের শুষ্কতা (Stiffness) ; পদ এবং পদতলের পুরাতন ক্ষীণতা ও চুলকানি । হস্ত-পৃষ্ঠের কণ্ডার কড় কড় শব্দ । হস্ত, পদ বা যে কোন স্থানে নীহার-ক্ষোটক (চিলরেন) ।

স্বাস্থ্যমণ্ডল—যেত লেপারত জিহ্বা ও বহিরাগত চক্ষু লক্ষণাপন্ন মৃগীরোগের সর্বপ্রধান ঔষধ (ম্যাগ-ফস) । পামারোগ সংযুক্ত অথবা ইহা বিলুপ্ত হইবার পর মৃগীরোগ ; মেরুরজ্জুর ক্ষয় ।

অবস্থা—সর্বপ্রকার চর্মরোগে উদ্বেদ গুলির ভিতর হইতে খেতবর্ণ পদার্থ ক্ষণিত হইলে অথবা চর্ম হইতে ময়নার ত্রায় গুড়ি গুড়ি পদার্থ অথবা খেতবর্ণ শব্দ বাহির হইলে ইহা উপযোগী । মুত্রযন্ত্রের ক্রিয়ার বৈষম্য বশতঃ পামা (জিহ্বার বর্ণ দ্রষ্টব্য) । ফোকাকার বিদর্পে (ইরিসিপেলাস) ইহা প্রধান ঔষধ (জ্বর থাকিলে ফির-ফসের সহিত পর্যায়ক্রমে) । ক্ষোটক, বিক্ষোটক (কার্কাঙ্কল) প্রভৃতি রোগে পুষ্যোৎপন্ন হইবার পূর্বে ; রোগের দ্বিতীয়াবস্থায় ; হাপিজ (ত্রাট-মিউ) চাম ও হামের লোপজনিত অম্লত্ব । স্কালেট ফিবার । সাইকোসিসের প্রধান ঔষধ । বয়সফোড়া বিখাউজ প্রভৃতি চর্মরোগের উদ্বেদের অভ্যস্তর হইতে গাঢ় । খেতবর্ণ পদার্থ নিঃসৃত হইলে । রক্তঃরোধের ফলে একজিমা ।

হৃদ্ম্য একজ্জিমা অর্থাৎ বিথাউজ রোগে ইহার ফলবন্ত্য পুনঃ পুনঃ প্রমাণিত হইয়াছে। ফোকা অথবা যে কোনও প্রকারের পোড়া ঘায়ে ইহা সবিশেষ উপযোগী। দধ্ব ক্ষতে ইহার বাহ্য প্রয়োগও হইয়া থাকে। অতিশয় উগ্র প্রকৃতির দধ্ব ক্ষতে ৩× ক্রমের বিচূর্ণ বাহ্য প্রয়োগ করিলে তৎক্ষণাৎ জ্বালা যন্ত্রণা দূর হয়। ইরিসিপেলাসের ইহা প্রধান ঔষধ। দক্ষ, শিঙ্গেলস (কটিবন্ধের গ্রায় দক্ষ), বুক (লুপঃস) হাম ও তৎসহ স্রবভঙ্গ বিশিষ্ট কাসি ও গ্রন্থির ক্ষাততা অথবা এই সকল চর্মরোগের কুফলে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। মুখমণ্ডলে ও গলায় ঘামাচির গ্রায়ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভেদ (pimples)। বলন্ত রোগের ইহা প্রধান ও অব্যর্থ ঔষধ প্রথম হইতেই ফিরম-ফস সহ পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করিলে গুটি গুলি নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হয়। সাইকোসিসের প্রধান ঔষধ। কুণী; হস্তে আঁচিল।

জল—শরীরের যে কোন ও যন্ত্রের (বা অংশের) প্রদাহের দ্বিতীয়া বহায়। টাইফয়েড জ্বরে, আক্রান্ত বিধানের বিস্তৃক্ততা উৎপাদনার্থ। স্ক্যাল্‌ট ফিভারে ফির-ফসের সহিত পর্যায়ক্রমে ও উহার প্রতিষেধার্থ। টাইফস ফিবারের কোষ্ঠবদ্ধতায় এবং হৃদিকা জ্বরের প্রারম্ভাবস্থায় (ফির-ফসের সহিত পর্যায়ক্রমে) ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ (কালী-ফস)। আমবাতিক জ্বরে রস অশোষণার্থ; সকল প্রকার জ্বরে হৃসরাভঞ্চেত, শুষ্ক অথবা আঠা আঠা জিহ্বা লক্ষণে ইহা ব্যবহার্য। সবিরাম জ্বরে এই ঔষধের অগ্রাগ্র লক্ষণ বিস্তমান থাকিলে। প্রাতিশ্রাদ্দিক জ্বরে অত্যন্ত শীতাসুভব, একটু ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলেই অত্যন্ত শীত বোধ, এজন্ত অগ্নির চুল্লীর নিকট বসিবার প্রয়োজন। বিছানায় গা ঢাকিয়া বসিলে উপশম বোধ।

নিদ্রা।—বৎসামাত্র শকেই চমকিত হইয়া উঠা। অস্থির নিদ্রা।
অতিশয় নিদ্রালুতা।

অস্ত্রা।—রক্তাক্ততাসহ চর্মরোগ বিস্তারিত থাকিলে উপযুক্ত ঔষধের সাহিত পর্যায়ক্রমে ইহা ব্যবহার করা কর্তব্য। সর্বপ্রকার পোড়াঘায় আভ্যন্তরিক ও স্থানিক প্রয়োগ বিশেষ উপকারী। যে কোন ও রোগেই বিধান হঠাত গাঢ় স্বেদ মাঠা অথবা শ্রাব দ্বারা তটিলে দ্বিধা না করিয়া ইহা ব্যবহার করিবে। হাম ও বসন্ত রোগের ইহা সর্বপ্রধান ঔষধ। ক্রুফিউলা জনিত গ্রন্থির ক্ষীণতায় ও ক্ষতি রোগের ইহা প্রধান ঔষধ। চর্ম অথবা অধিক মসলা সংযুক্ত দ্রব্য ভক্ষণে পেটের অস্থির উৎপত্তি অথবা বৃদ্ধি এবং সঞ্চলনে বেদনার বৃদ্ধি এই ঔষধের বিশেষ লক্ষণ। ক্ষতে মাংসাক্তরের উৎপত্তি। খারাপ বীজে টাকা দেওয়ার ফলে কোন ও অস্থির উৎপত্তি, যেমন চর্মরোগ। উপদংশ।

উপচন্দ্র ও উপশ্মা।—যুতাদি বসাময় জিনিস অথবা লুচি কচুরী ও পিষ্টকাদি অথবা অপর কোনও প্রকার গুরুপাক দ্রব্যাদি ভোজনের ফলে উৎপন্ন বা বৃদ্ধি। আমদাত ও সর্বপ্রকার বেদনার সঞ্চলনে বৃদ্ধি। এন্টিক্রুফিউলাস, এন্টিসাইকোটিক ও এন্টিসিফিলিটিক এই ত্রিবিধ মহুর লক্ষণ ও মহুরগতি বিশিষ্ট ষাডু-দোষের ইহা একটা মহুর ক্রিয়াশীল ঔষধ। (It is a sulggish remedy for the sluggish symptoms and sluggish constitutions, being antiscrofulous, antisycotic, and syphilitic)

ক্রম।—এই ঔষধে ৩x, ৬x ও ১২x সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ডিফথিরিয়া রোগে ৩x ক্রমের বিচূর্ণ ১০-১৫ গ্রেণ এক গ্রাস উষ্ণ জলে মিশ্রিত করিয়া কুলি করিলে বিশেষ উপকার হয়

(এতৎ সহ এই ঔষধ আভ্যন্তরিক প্রতি অর্দ্ধ বা এক ঘণ্টাস্থর গরম জলে গুলিয়া সেব্য) । পোড়াধা, ফোটক, কার্কডল, আঁচিল ও অন্যান্য প্রকার চর্মরোগেও ইহার বাহ্য প্রয়োগ হইয়া থাকে । এই সব স্থলে জলে গুলিয়া লিণ্ট বা নেকড়াখণ্ড ভিজাইয়া স্থানিক প্রয়োগ করিতে হয় ।

সম্মুখ।—সর্বপ্রকার প্রদাহের দ্বিতীয়াবস্থায় যখন একজুডেশন অর্থাৎ রসক্ষরণ আরম্ভ হয়, তখন ব্রাই, মার্ক, এপিস, থুজা, স্পঞ্জিয়া, আইওডিন, পলসেটিলা, রসটক্স সলফার ও কালী-কার্ব প্রভৃতির সহিত তুলনীয়। ফাইটোলাকা, স্ফ্রুইনেরিয়া, টিলিজিয়া, পাইনঃস, এসক্লেপ, এইলাছ, এনিস, ষ্টেল, হেম-ভার্ক, মিমিসি ও বার্কেরিস এই কয়টা ঔষধ বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে ইহাদের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ কালী-মিউর বিদ্যমান আছে। এবং এই সকল ঔষধের অধিকাংশ লক্ষণের সহিতই কালী-মিউরের লক্ষণের অনেকটা সাদৃশ্যও আছে। ভবিষ্যতে যখন সমগ্র প্রাণীজ ও উদ্ভিজ্জ ঔষধগুলির এই প্রকার বিশ্লেষণ হইবে তখন সেই সকল ঔষধের আংশিক লক্ষণের সহিত এইসব (বাইওকেমিক) ঔষধের লক্ষণের তুলনা চলিবে। ইটেকিয়ান টিউবের পীড়ায় মার্কসলের সহিত তুলনীয়। উপদংশ রোগে ইহার পর কালী-সলফ ও সিলি ব্যবহার্য। লুপঃস অর্থাৎ বৃক রোগে ক্যালকফের সহিত তুলনীয়।

হোমিওপ্যাথিক মতে গভীরমূল ঔষধ বলিয়া সলফার যেক্রপ বহু প্রকার বিষদোষ দেহ হইতে নিষ্কাস্ত করিবার নিমিত্ত ও অন্তর্কর্ত্তী ঔষধ রূপে মধ্যে মধ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে মুসলারের আবিষ্কৃত বাইওকেমিক শাস্ত্রমতে কালী-মিউরও সেই স্থানটা অধিকার করিয়াছে। যখন উপযুক্ত কোনও ঔষধ ব্যবস্থা করিবার লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয় না, তখন এই

ঔষধ মধ্যে মধ্যে ব্যবহার করিলে এমন লক্ষণ সকল প্রকাশিত হইয়া পড়ে যে, তাহা দৃষ্টে একটা সুন্দর ঔষধ ব্যবস্থের হইতে পারে । কালী-মিউরের পর প্রায়ই ক্যান্স-সলফ প্রয়োজিত হইয়া থাকে ও তখন ইহা উহার অনুপূরক ঔষধরূপে কার্য্যকরিতা থাকে । প্রদাহে যখন উপস্থিত গভীরতর অংশ আক্রান্ত হইয়া থাকে, তখন নেট্রাম মিউরের পরিবর্তে ইহা ব্যবস্থেয় ।

আম্বাশয়াজের (gastro-intestinal) প্রবল উপদাহ বশতঃ যখন ক্ষত গ্যাংগ্রিণের আকার ধারণ করে তখন কালী-মিউর অপেক্ষা কালী ক্রোর অধিকতর উপযোগী । একষি (মুখক্ষত) রক্তাশায় ও এপিগে লোম্বা অর্থাৎ ঔপস্থিক টিউমারে কালী-ক্রোরের সহিত তুলনীয়

কালী-ফসফরিকম !

Kali Phosphoricum

ইহার অপর নাম ফস্ফেট অব্ পটাশ । সংক্ষিপ্ত নাম কালী-ফস । জাস্তবশরীরের প্রায় সর্বত্রই, বিশেষতঃ মস্তিষ্কের “গ্রেম্যাটার”, স্নায়ু এবং মংশ পেশীতে এই পদার্থ বহুলরূপে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে । যে সকল পদার্থের সাহায্যে টিস্ত সকল নিশ্চিত হইয়া থাকে তাহাতে এবং সর্বপ্রকার পুষ্টিকর তরল বিধানই এই জিনিষ বর্তমান আছে । অতএব অনুমান করা হয় যে, টিস্ত সংগঠনের পক্ষে ইহা অপরিহার্য্য ।

অণুলালের সহিত মিশ্রিত হইয়া ইহা মস্তিষ্কের ‘গ্রে-ম্যাটার’ (grey-matter) নামক পদার্থ প্রস্তুত করে । গ্রে-ম্যাটারের মধ্যে

আরও কতিপয় জাতীয় ও লাবণিক পদার্থের বিজ্ঞমানতা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু কালী-কসই উহার মধ্যে সর্বপ্রধান। জীবনীশক্তি সংরক্ষণ ও সংরক্ষণার্থে শরীরের আর যে যে পদার্থের প্রয়োজন, এই কালী-কসইের সাহায্যেই তাহা সংগৃহীত হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে, জীবনী-শক্তি সংরক্ষণে যে যে উপাদানের প্রয়োজন তন্মধ্যে এই কফেট অব গট'শট সর্বপ্রধান। মস্তিষ্কে এই পদার্থের অভাব বা স্বল্পতা ঘটিলেই নানাপ্রকার স্নায়বিক লক্ষণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। মস্তিষ্কের যে কোনও প্রকার মজল প্রকার। বিকৃতির ইহা সর্বপ্রধান ঔষধ। এন্ডোম্যাটারের ক্ষয় ক্ষয় নিবন্ধন বাহারা স্নায়বিক দৌৰল্য বা অপর কোনও সাংঘাতিক রোগাক্রান্ত (যেমন কলেরা প্রভৃতি) হইয়াছেন, তাহারা ইহা ব্যবহার মাত্র ইহার উপকারিতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। বৃদ্ধ ও স্নায়বিক দৌৰল্যগ্রস্তদিগেব পক্ষে কালী-কস ও X ট্যাবলেট সর্বদা সঙ্গে রাখা প্রয়োজ্য কর্তব্য। তাহা হইলে জগৎ হইতে বহু রোগ ভোগের অবদান হইবে। মস্তিষ্কের অতিচালনা বা আফিসের অত্যধিক ব্যাধিতে ভাষনার দেহ ও মন অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে? কালীকসের (৩X) ৪৫টা ট্যাবলেট মুখে ফেলিয়া দিন, স্নান দেহ ও প্রস্রাবস্থে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে পারিবেন। রক্ত আক্সীয়-স্বজনের সেবা শুশ্রূষা করিতে রাত্রি জাগরণ বা উৎসবাদি উপলক্ষে খাঁটুনি ও রাত্রি-জাগরণের ফলে আপনি অবসন্ন ও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন ও আপনার শরীর জর জর করিতেছে? কালী-কস ৩X, ৪৫টা ট্যাবলেট গরম জলে গুলিয়া সেবন করুন, দেখিবেন কেমন সহজ আপনি স্নান ও প্রকৃতিস্থ বোধ করেন। স্কুল-কলেজের ছাত্রগণের রাত্রি জাগরণ করিয়া মস্তিষ্ক পরিশ্রান্ততার বুকলে বা উকীল মোক্তার বারিষ্টার প্রভৃতির আফিসে মস্তিষ্কপরিচালনা করিয়া সওয়াল জবাব করার দক্ষ অথবা স্কুল মাষ্টার

হাঁ প্রফেসারগণের অধ্যাপনা জনিত মস্তিষ্কের অবসাদে ও স্মৃতিক্ষীণতায় ইহা অমূল্য ঔষধ ।

দৃষ্টজগতে প্রকৃতির কার্য নিরীক্ষণ করুন । উদ্ভিজ্জা, ফুলে-ফলে কেমন ধীরে ধীরে, অল্পে অল্পে, বাচ্চিয়া বাচ্চিয়া আকর্ষণ ও বিকর্ষণ অর্থাৎ গ্রহণ ও ত্যাগ দ্বারা অভাবের পূরণ চালাতেছে । দেহও প্রয়োজনীয় বস্তুর বিদ্যমানতায় স্বাস্থ্য ; অভাবে—রোগ ; রোগ হইলে শরীরে কোন্ কোন্ পদার্থের অভাব ঘটিয়াছে তাহা জানিয়া অভাবের পূরণ করুন—দেখিবেন, শীঘ্রই স্বাস্থ্য পুনঃ প্রাপ্তি হইয়াছে ।

যখন চিকিৎসকমণ্ডলী এই পদার্থের অসাধারণ গুণাগুণ বিশেষ রূপে পরিজ্ঞাত হইয়া, অভাব স্থলে ইহা ব্যবস্থা করিতে শিক্ষা করিবেন, তখনই দেশে পাগলা গারদ (Lunatic Asylum) রাখার আবশ্যকতা আর থাকিবেনা, এবং জগত হইতে বহু রোগের অবসান ঘটিবে, এই মর-জগতই আবার অমরধামে পরিণত হইবে । মানবজাতির কল্যাণার্থে ইহা ত্রীভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠ দান, মনুষ্যের আবিষ্কৃত পদার্থ সমূহ মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার এবং রোগারোগ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মহৌষধ, একথা বলিলে বোধহয় কিছুমাত্র অত্যাক্তি হইবেনা ।

শরীরে কালী-কসের স্বল্পতা ঘটিলে:—(১) লজ্জাশীলতা, উদ্বেগ, অস্থিরতা, ভয়, অশ্রুপ্রাবণীলতা, সন্দেহ, স্বপ্নে ফিরিয়া যাইতে ঔৎসুক্য (Home sickness) স্মৃতিক্ষীণতা এবং অবসাদ প্রভৃতি মানসিক লক্ষণ ; (২) প্রথমতঃ নাড়ীর ক্ষুদ্রতা ও দ্রুততা (Small and frequent) এবং পরিশেষে উহার বেগের প্রতিবন্ধকতা বা বিঘ্নিততা (retardation) ; (৩) বোধক স্নায়ুতে (sensory nerves) বেদনা সহ স্পর্শশক্তির বিলোপ ; (৪) পেশী ও স্নায়ুর দৌর্বল্য জনিত গতি-জনক স্নায়ুর পক্ষাঘাত বা অবশতা এবং (৫) সহানুভৌতিক স্নায়ুতে ইহার

স্বল্পতা নিবন্ধন পরিপোষণের অভাবহেতু ঐ সকল স্নায়ুর কোমলতা ও বিগলনশীলতা (degeneration) উৎপন্ন হইয়া থাকে ।

সর্বপ্রকার স্নায়বিক দোর্দল্যের (নিউরেসিনিয়া) মনোবোধ বলিষ্ঠ ইহা বথেষ্ট প্রমাণিত আছে ।

সর্বপ্রকার স্নাবের—(মল মূত্র, রক্ত, প্লেগ্মা ও নিষ্কীৰ্ণন প্রভৃতির এবং ক্ষত হইতে নিঃসৃত স্নাবের ও প্রদরাদি স্নাবেরও) ভয়ঙ্কর পুষ্টি-গন্ধ (পচাগন্ধ) এবং টিণ্ডুর পচন বা বিগলনশীলতা কালী-ফস প্রয়োগের অপর বিশেষ লক্ষণ । বৃক্কদিগের শীর্ণতা (এট্রফি) এবং যে কোন প্রকার ক্ষত বা স্নাবাদির সেন্টিক হইবার আশঙ্কায় ইহা সফলতার সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

প্রধান প্রধান লক্ষণ ।

অন্ন ।—কালী-ফস স্নায়ু ও মস্তিষ্কের রোগের সর্বপ্রধান ঔষধ । স্নায়ু এবং মস্তিষ্কের দুর্বলতা জনিত সর্বপ্রকার মানসিক বিকৃতিতেই ইহা বিশিষ্ট রূপে উপযোগী । * মস্তিষ্কের এই উপাদানের স্বল্পতা ঘটিলে নিম্নলিখিত লক্ষণ সমূহ উপস্থিত হয় ; যথা—মস্তিষ্কের দুর্বলতা (অত্যধিক শ্রমজনিত) নিরুৎসাহিতা, ক্রোধপ্রবণতা, অসহিষ্ণুতা এবং অতিশয় স্নায়বীয়তা, শিশুদিগের খিটুখিটে স্বভাব ; ক্ষণরাগিতা, ক্রন্দন ও চিৎকার ; ভয় ; স্মৃতিক্ষীণতা (ক্যালকসের সহিত পর্যায়ক্রমে) রাজিতে নিদ্রিতাবস্থায় শিশুদিগের চিৎকার (কখন কখন কুমিড্রকণ্ড) । পূর্বোক্ত লক্ষণের সহিত জিহ্বার বর্ণও দ্রষ্টব্য ।

অস্থিরতা, বিষন্নতা, নানারূপ কল্পনা, বিনাকারণে ভয়, পূর্বেরই ভবিষ্যৎ বিপদ সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয়তা বা বুদ্ধিতে পারা ; বিষন্নকর্ষ এবং আর্থিক বিনাশ সম্বন্ধে স্থিরসিদ্ধান্ত, লোকাগ্রে যাইতে বা লোকের সহিষ্ণু

মিশিতে ভয় বা লজ্জা ; গুরুশ্রমজনিত মানসিক দুর্বলতা ; সহজেই ক্রোধের উদ্বেক ও স্মৃতিক্ষীণতা, লিখিবারকালে শব্দ বা অক্ষর ভুল পড়ে, সমস্ত বিষয়ই গুলাইয়া যায় ; গোলমাল বা শব্দে বিভ্রম ; উত্তমহীনতা, সামান্য কাজও বৃহৎ বলিয়া মনে হয়, বিষয় হইতে বিষয়ান্তরের আলাপ বা প্রলাপ ; ভয়ের কুফল ; শোকে কুফল ; বিভ্রম দৃষ্টি ; হিষ্টিরিয়া পর্যায়ক্রমে হস্ত ও ক্রন্দন ; উদ্ভ্রান্ততা ; বিবাদ বায়ু, সর্বদা চুপকরিয়া থাকিবার প্রবৃত্তি ; নিত্বাচীনতা রাত্রিকালীন ভয়, জীবনের অসার-ভাগ দর্শন। উৎসাহ-হীনতা, স্নায়বীয় ব্যক্তিগণের মুচ্ছাপ্রবণতা, সকল বিষয়েরই মন্দ দিক দর্শন এবং অস্ত্রাত্মক বহু প্রকার মানসিক বিকৃতি। মনের সামান্য আবেগের ফলে হিষ্টিরিয়ার উদ্ভব।

ডিলিরিয়ম ট্রিমেন্স (বালাফ্রেন) মস্তিষ্কের কোমলতা, শূন্যে কল্পিত বস্তু ধরিবার নিমিত্ত হস্ত প্রসারণ। অতিশয় লজ্জাশীলতা ; অরকালে প্রলাপ বকা (ফির-ফস, ছাট-মিউ)। স্মৃতিকোন্মাদ ; হস্ত বা ক্রন্দনের আবেশ ; বিবাদবায়ু ; অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম জনিত অবসাদ ; স্বপ্নে বাকরোধ। মানসিক বিভ্রম।

অস্তবক।—স্নায়বীয় ব্যক্তিগণের শিরঃপীড়া ; শব্দে অমুভবাবিক্য, ক্রোধপ্রবণতা ; মস্তিষ্কের রক্তহীনতা। রক্তশ্রাব কালীন শিরঃপীড়া, তৎসহ ক্ষুধা। বাম মাষ্ট্রেডেড অস্থিতে দারুণ বেদনা। ভ্রম, দুর্বলতা, চিন্তা করিতে অপারগতা, ক্লাস্তি, হাঁহিতোলা, আড়ামোড়াভাঙ্গা (হস্ত-পদের প্রসারণ—ট্রেচিং) অবসন্নতা ও হিষ্টিরিয়া সহকারে শিরঃপীড়া। কর্ণে গুণ গুণ শব্দ সহকারে শিরঃশূল, মানসিক প্রফুল্লতার উহার হ্রাস এবং একাকী থাকিলে বৃদ্ধি ; অশ্রুশ্রাব প্রবণতা। আহ্বার করিলে ইহার কিঞ্চিৎ উপশম। মস্তক-পৃষ্ঠে বেদনা ও গুরুত্ব,

তৎসহ দুর্বলতা ও ক্রান্তি (ফিরফিরের পর) । আহার কালে উহার উপশম । চাত্ত্রগণেব, মানসিক পরিশ্রমকাংগিণেব ও অনিদ্রা-জনিত দুর্বলতৃত্বাক্রিগণের শিরঃপীড়া । আহাৰাঙ্কে, সামান্য সঞ্চলনে বা মনের প্রকুল্লতায় বেদনার হ্রাস । আবাত হেতু মস্তিষ্কের তত্ত্বন (মস্তিষ্কের বিকল্পন—কঙ্কশন) । প্রসারিত চকুতারা । মস্তিষ্কের রক্তহীনতা, তজ্জন্ত স্নায়বীরতা ও শিরোবর্ণন, দুর্বলতা ও ক্রান্তি বশতঃ শিরোবর্ণন (ফির-ফস) । নিদ্রাহীনতা, নিদ্রিত হইবামাত্র মস্তকে নানা প্রকার শব্দ শ্রবণ । মস্তকে জল সঞ্চয় । মস্তকে আবাত লাগা । মস্তিষ্কের রক্তহীনতা । বাম মাষ্টেয়েড অর্ধহতে প্রচণ্ড বেদনা ।

জ্বীলোকের ঋতুকালীন শিরঃপীড়া ও তৎসহ ক্ষুধা । স্নায়বিক শিরঃপীড়া । মস্তকত্বক কণ্ডুয়ন । নড়িলে চড়িলে ও খোলা বাতাসে বৃদ্ধি ।

চক্ষু ।—দৃষ্টিদোৰ্কলা, উত্তেজিত, একদৃষ্টিবিশিষ্ট চক্ষু । প্রসারিত অক্ষিতারা । পেশীর দুর্বলতা বশতঃ চক্ষুর পাতার পতন । ডিফথিরিয়ার পরবর্তী তিৰ্য্যাকদৃষ্টি । চক্ষুর পাতার পক্ষাবাত বশতঃ পতন ; চক্ষে বাণু, কুটা ইত্যাদি থাকার জ্বায় অনুভব । পাতার স্পন্দন । চক্ষুর সম্মুখে কৃষ্ণবিন্দু দর্শন । বাপসা দৃষ্টি ।

কর্ণ ।—মস্তকে এবং কর্ণে নানারূপ শব্দ শ্রবণ সংযুক্ত বধিরতা । স্নায়ু মণ্ডলের দুর্বলতা জন্ত প্রতিক্ষীণতা । কর্ণে ক্ষত ও উহা হইতে দুৰ্গন্ধি পৃথময়, রক্তাক্ত স্রাব সিঃস্রবণ । মেথ্রেনের ক্ষত । কর্ণের অভ্যন্তরে চুলকানি । যে কোন প্রকার শব্দ অসহ্য বোধ হয় ।

নাসিকা ।—দুৰ্গন্ধিপ্রাববিশিষ্ট, শ্লেষ্মাশ্রাবী বিলীতে সীমাবদ্ধ প্রতিশ্রায় (সিলিশিয়া জুইব্য) । দুৰ্গন্ধি পুতিনম্র (সিলি) । নাসিকা হইতে পাতলা কৃষ্ণাভ রক্তপাত । এই রক্ত জমাট হয় না । নাসিকা

হইতে রক্তস্রাবের প্রবণতা (ফির-কস সহ পর্যায়ক্রমে) । নাসিকা হইতে হরিদ্রা বর্ণের স্রাব নিঃসরণ ।

মুখমণ্ডল—মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল । মুখমণ্ডলের নীলাক্ততা ও নিমগ্নতা ; পাণ্ডুর ও রোগা মুখমণ্ডলের আরক্ততা, উত্তপ্ততা ও জ্বালা । বাম পার্শ্বের উপরের মাড়ি হইতে বাম কর্ণ পর্য্যন্ত বেদনা ।

মুখ-মন্ধ্য—মুখের পটাক্ত (কালী মিউরের সহিত পর্য্যায়ক্রমে) ওষ্ঠে জলক্ষ টক ; ওষ্ঠের ছাল উঠা ; মুখমণ্ডলের প্রদাহ । মুখ হইতে দুর্গন্ধ নিঃসরণ । প্রভূত লবণাক্ত গাঢ় লালা নিঃসরণ । স্পঞ্জের স্থায়ী মাড়ি ।

দন্ত ।—স্নায়ুপ্রধান ব্যক্তিদিগের দন্তবেদনা (ম্যাগ-কস) । দুর্ব্বলতা, মানসিক পরিশ্রম অথবা নিদ্রাহীনতার পর দন্তবেদনা । যৎসামান্য সঞ্চলনে এই বেদনার উপশম । ধীর অস্পষ্ট ভাষণ (কথা বলা) ; শীত বাতীত স্নায়ুবীর্য কারণে দন্তে দন্তে ঠক ঠক করা । সহজেই দন্তমূল হইতে রক্তপাত । ক্ষয়প্রাপ্ত দন্তে অত্যন্ত বেদনা ; স্নায়বিক প্রকৃতির ব্যক্তিগণের দন্তশূল ।

জিহ্বা—বাসি সরিয়া গোলার স্থায় লেপ বিশিষ্ট জিহ্বা । মুখ হইতে দুর্গন্ধ নিঃসরণ । প্রাতে জিহ্বার অতিশয় শুষ্কতা, মনে হয় জিহ্বা উপর তালুতে লাগিয়া থাকিবে । অতিশয় দুর্ব্বলতা বা শুষ্কতা সহকারে জিহ্বার প্রদাহ (ছাট-মিউ) ।

পাল-মন্ধ্য ।—ডিফথিরিয়ার পরবর্তী উপসর্গ, যথা দৃষ্টির ক্ষীণতা, আংশিক পদাঘাত ইত্যাদি । গল-মণ্ডলের পটাক্ত (প্রায়স্তাবহার) ; ক্রূপ রোগের শেষাবস্থায় মুচ্ছা, বিবর্ণ ও বলক্ষয়ে এই রোগের প্রধান ঔষধ কালী-মিউরের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য । স্বরভঙ্গ ও স্বর-নাশ । নাকাস্বরে কথা বলা, ধীরে ধীরে, অল্পস্বরে কথা বলা । স্বর-রজ্জুর

পক্ষাঘাত । মানসিক অথবা স্নায়বিক দুর্বলতা বর্তমান থাকিলে সকল প্রকার গল-রোগেই ইহা ব্যবহার্য্য । বৃহৎ ক্ষত বিশিষ্ট টঙ্গিল তত্‌ত্‌পরি গাঢ় খেত লেপ । সর্বদা ঢোক গিলিবার ইচ্ছা ।

আম্যামাশ্রয় ।—আম্যামাশ্রয়ের প্রদাহ ও ক্ষত । শোকতাপাদিবশতঃ দুর্বলতা ও অবসন্নতা হইতে উৎপন্ন আম্যামাশ্রয়ের বেদনা ; জ্বরাদি রোগের পর অতি ক্ষুধা ও অন্বাভাবিক ক্ষুধা । উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিলেও ক্ষুধা যায় না, আবার খাইতে ইচ্ছা হয় । উদরের ক্ষীণতা । বাতোলদ্যার । বিবিম্বা সহ তিক্ত বা অম্ল ভুক্ত দ্রব্য বমন । রক্ত বমন, তিক্ত বা অম্ল বাতোলদ্যার । পাকস্থলীর কোন ও এক ক্ষুদ্র স্থানে অবিরাম বেদনা । মস্তিষ্কের রোগসহ গাঢ় সবুজ বা নীল পদার্থ বমন । পাকস্থলীর প্রদাহ । ভ্রম বা উত্তেজনার পর পাকস্থলীতে বেদনা । অতিশয় পিপাসা ; বিবিম্বা সহ অম্ল তিক্ত পদার্থ বা রক্ত বমন । খালি পেটে থাকিলে পেট কামড়ায়, কিছু খাইলে উহার শান্তি ।

উদর ও মল !—উজ্জল রক্ত সংযুক্ত রক্তামাশ্রয় । উদরের ক্ষীণতা, রোগীর প্রলাপ বকা ; মলের পচা গন্ধ, জিহবার শুষ্কতা ইত্যাদি । পচা দুর্গন্ধ মল সংযুক্ত অতিসার ও তৎসহকারে অতিশয় দুর্বলতা ও অবসন্নতা । যে সকল রোগের সহিত উদরের উপসর্গ বিद्यমান থাকে, তাহাতে প্রধান ঔষধের সহিত এই ঔষধ পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করিবে । উদরের প্রদাহ ও মলে দুর্গন্ধ থাকিলে ইটা বিশিষ্টরূপে উপযোগী । উদরের বামপার্শ্বে হৃৎপিণ্ডের নীচে বেদনা । প্লীহার রোগ সহ আম্যামাশ্রয়ের বাম পার্শ্বে বায়ু সঞ্চয় ও বেদনা । ভ্রম বা অপূর্ণ কোন দৌৰ্জল্যকর কারণে বেদনা শুল্ক জলবৎ অতিসার ও তৎসহ বলকর । চেলেনি জলের দ্বারা বর্ণ বিশিষ্ট অতিশয় দুর্গন্ধ বিশিষ্ট মল স্রাব । টাইফয়েড ডিসেন্টি ।

উদরের স্বীততা সহকারে বামপার্শ্বে ক্লাস্তিকর বেদনা ও হৃৎপ্রদেশে যন্ত্রণা । চাউল ধোয়া জলের ত্রায় বর্ষ বিশিষ্ট প্রভূত মল সংযুক্ত ওলাউঠার ইচ্ছা বিশেষ উপকারী । এই মল সম্বন্ধে নির্গত হয় । টাইফয়েড ফিবারের আত্মিক লক্ষণে । সরলাঙ্গনির্গমন (ফির-ফস সহ পর্যায়ক্রমে) । আত্মিক জ্বরে ক্ষুদ্র দুর্বল নাড়ী ও মুখমণ্ডলের নীলাভা । সম্মুখদিকে অবনত হইলে উদর বেদনার উপশম । থাইতে বসিলেই মল বেগ, তৎক্ষণাৎ উঠিতে হয় । মলস্রাবও মলবেগের শাস্তি জন্মে না । নড়া চড়ায় মলদ্বারে জালা ; কোষ্ঠ কাঠিন্য । হাড়িশে ক্ষত, বেদনা ও চুলকানি ; কোলন ও সরলাঙ্গের পক্ষাঘাতের ত্রায় অবস্থা ।

মূত্র সম্বন্ধ —পুনঃ পুনঃ প্রভূত মূত্রস্রাব ও তৎপরে মূত্র-পথে ঝল-সিয়া যাওয়ার ত্রায় বেদনা । স্নায়ুর দৌর্বল্যবশতঃ মূত্রবেগধারণে অসমর্থতা । অব্যবহিত মূত্রস্রাব । যুবক ও শিশুদিগের শয্যামূত্র (ফির ফস সহ পর্যায়ক্রমে, ক্রমিকজনিত রোগে ছাট-ফসের সহিত) ; মধুমেহ । ব্রাইটস ডিজিজ (মূত্রে এবুমেন থাকিলে ক্যান্ড-ফসের সহিত পর্যায়ক্রমে) । বহুমূত্র সহ অতিক্ষুধা । কুঙ্কুমেরস্ত্রায় পীতবর্ণ মূত্র । মূত্রমার্গে কণ্ডূরন । প্রমেহরোগে রক্তমূত্র । মূত্রাশয় ও মূত্রনালীতে কঠিনবৎ বেদনা । ব্রাইটস ডিজিজ । স্নায়বিক দৌর্বল্য জনিত অব্যবহিত মূত্র । সিষ্টাইটিস

পুংজননেন্দ্রিয় —গলিত, আদিম উপদংশজ ক্ষত (স্রাব) রক্তস্রাবী প্রমেহ । তুর্কমা সঙ্গমেচ্ছা । ধ্বজভঙ্গ ; রাত্রিকালে লিঙ্গোত্থান ব্যতীত যন্ত্রণাকর শুক্রস্রাব । কামেচ্ছার সম্পূর্ণ বিলোপ । জ্বীদঙ্গমের পর অত্যন্ত দুর্বলতা অমুভব ও দৃষ্টিদৌর্বল্য । ব্যালেনাইটিস (লিঙ্গে মুণ্ডের মৈথুনিক ঝিল্লীর প্রদাহ) ।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় —পাণ্ডুবর্ণা ক্রোধী ও স্নায়ুপ্রধান জীলোক দিগের বহু বিলম্বিত ও স্বল্পস্রাব বিশিষ্ট ঋতু । উজ্জল লোহিত অধরা

ক্ষুভাত লোহিত, পাতলা, অসংযত, দুর্গন্ধি প্রভৃত ঋতু : অনিয়মিত ঋতু ; ঋতুকালে উদর বেদনা (ম্যাগ-ফস) ; রক্তলোপ । ঋতুকালে হিষ্টিরিয়া ; গলি বাহিনী, বলের হ্রাস গোলাকার একটি পিণ্ড উদ্ভিত হৈছে, রোগিনীৰ একরূপ অল্পভব । বিদাহী শ্বেত প্রদর (স্ট্রাট-মিউ পগ্যারক্রমে) । স্নায়বিক প্রকৃতির জীবাণুকদিগের নিয়মিত সময়ে বহুপূর্বে অত্যধিক পরিমাণ ঋতুস্রাব । দুৰ্বলতা, উন্নমহীনতা ও অপ্রফুল্লতা সহ ঋতুলোপ । ঋতুকালে মাথাধরা, অবসন্নতা, নিদ্রাসুপ্তা, পাথের কামড়ানি এবং মিল্লোদরের প্রায় সর্বত্র চিড়িকম্বারা বেদনা । উদরের বাম পার্শ্বে ও বাম ডিম্বাশয়ে (ওভেরি) বেদনা । কটির নিম্নে ত্রিকার্স্থ (সেক্রাম) প্রদেশে অসহ্য বেদনা । পীতাল, ক্ষত ও জ্বালাকর স্রাব বিশিষ্ট শ্বেত-প্রদর । ঋতুর পর দুর্দমা সঙ্গমেচ্ছ । অতিশয় স্নায়বিক প্রকৃতির রোগিনী দুৰ্বলতা ও দুৰ্ব্বিহীনতা সহ স্বল্প ঋতু (এমেনোথিয়া) ।

পাণ্ডি ।—দুৰ্বল জীবাণুকদিগের গর্ভস্রাবাশঙ্কা (ক্যান্স-ফ্লোর) । স্তনপ্রদাহে দুর্গন্ধি পিঙ্গলবর্ণ পুষ্পস্রাবে আভ্যন্তরিক ও বাহ্য প্রয়োগ ফলপ্রদ । স্মৃতিকা জ্বর ; গর্ভাবস্থায় বা প্রসবের পরবর্ত্তী উন্মত্ততায় বা সর্বপ্রকার মানসিক নিকৃতিতে ইহা বিশেষ উপকরী । ক্ষীণ প্রসব-বেদনা । প্রসবের একমাস পূর্বে হইতে নিয়মিত রূপে ইহা ব্যবহার করিলে প্রসবে কোন কষ্ট হয় না । প্রসব বেদনা উপস্থিত হইলে ১৫/২০ মিনিট পর পর ৪× ক্রম ৫৫ গ্রেণ মাত্রায় উষ্ণ জলের সহিত প্রয়োগ করিলে অতি শীঘ্র ও সহজে প্রসব ঘটয়া থাকে ।

স্মাস-সক্স ।—স্বরবন্ধের অতিচালনা বশতঃ স্বরভঙ্গ ও দুৰ্বলতা-ভুভব । ছপিং কাস । স্মাস প্রাথমে অতিশয় কষ্ট হইলে অধিক মাত্রায় এবং অল্প সময় পর পর ৩× ক্রম ব্যবহার করিলে উৎকৃষ্ট ফলদর্শে ।

স্বরনাশ । শ্বাসরোধের আশঙ্কা (জলবৎ ফেণা নিঃস্রবন পরিতাপ্ত হইলে স্প্রাট-মিউ সহ পর্যায়ক্রমে) । ক্রূপ রোগের শেষাবস্থায় (পর্যায়ক্রমে কালীমিউ) । শ্বাস-কাসে শ্বাসের হ্রস্বতা, পরিশ্রমে বা যৎসামান্য সঞ্চলনে বৃদ্ধি । শ্বাসনলীর উপদাহ বশতঃ কাস । বক্ষে ক্ষতবৎ বেদনা । হুসহুসে জলসঞ্চয় । প্রমজনক কার্য্য বা উপরতালায় উত্তিবার সময়ে আঘাতিত ও দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস । স্বাভাবিক প্রকৃতির রোগীদিগেও ছুপিং ক্রাস ও তৎসহ অত্যন্ত অবসন্নতা । স্বরজঙ্ঘর (ভোকাল-কর্ড) পক্ষাঘাত প্রদিত স্বর নাশ ।

স্বস্ত সঞ্চলন-স্বস্ত ।—মৃচ্ছ, সবিবাহ, বিষম নাড়ী । উৎকর্ষা, অস্থিরতা, শ্বাসের হ্রস্বতা ও নিদ্রাহীনতা সহকারে হৃৎপিণ্ডের দপ্ দপ্ । উক্তস্থানে উঠিতে হৃদপিণ্ডের দপ্ দপ্ । ভয় অথবা হৃদপিণ্ডের ঝঙ্কলতাবশতঃ মূচ্ছা । হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার সবিবাহতা ।

পৃষ্ঠ ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ।—মেরু-রজ্জুর কোমলতা ও রক্ত-হীনতা । হস্ত-পদের আংশিক বা সমগ্রের পক্ষাঘাত । চলৎ-শক্তির বিপর্য্যয়; হাঁটিতে গিয়া পড়িয়া যায় । আমবাতিত বেদনা, রোগাক্রান্ত স্থানের বজ্রতা ও আড়ষ্টতা; প্রবল পরিশ্রমে বৃদ্ধি, সামান্য সঞ্চলনে উপশম । খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া হাঁটিতে হয় । বিশ্রাম কালে মৃদুবৎ বেদনা, আস্তে আস্তে নড়িলে চড়িলে ক্রমে ক্রমে উপশম বোধ ; তরুণ বা পুরাতন বাতের বেদনা । প্রাতে বিশ্রামের পর, অথবা উপবিষ্ট অবস্থা হইতে উত্থানকালে রোগাক্রান্ত স্থানে আড়ষ্টতাহুভব (ষ্টিকনেস্) । হস্ত পদের স্নায়ু শূল ও তৎসহ অবশতাহুভব (ক্যাক্স-ফস) ; হস্ত পদ বা কর্ণে শীতশ্লেফাট (আভ্যন্তরিক ও বাহ্য) : হস্ত ও পদ তলের কণ্ডুয়ন ও জ্বালা ।

শ্বাস-মণ্ডল ।—শরীরের যে কোন ও স্থানের বা যে কোন ও

প্রকারের পক্ষাঘাতেই কালীফস প্রধান ঔষধ । শরীরের যে কোন যন্ত্রের স্নায়ুশূলে অবসন্নতা, বলহীন গোলমালে বা আলোকে ঘেঁষ এবং সামান্য সঞ্চালনে ও মনের প্রফুল্লতায় উপশম ও একাকী বা স্থিরভাবে থাকিলে অতিশয় বৃদ্ধি লক্ষণ থাকিলে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ অতিশয় স্নায়বীর প্রকৃতির যোগী, বিনা কারণে সহজেই উৎকণ্ঠিত হয় ।

সহজেই ক্রোধের উদ্বেক । সামান্য বিষয়কে বৃহৎ করিয়া তোলে ; রোগের বর্ণনাকালে যোগীর অশ্রুস্রাব । সামান্য মনোবিকারে হিষ্টিরিয়ার আবেশ, শিশুদিগের পক্ষাঘাত, মৃগী; কটিবাত ; উরুর পশ্চাৎদিয়া হাঁটু পর্য্যন্ত আকর্ষণবৎ বেদনা এবং সহজেই দুর্বলতা ও অবসন্নতা । মৃগী ও হিষ্টিরিয়া, বিশেষতঃ ভয় প্রাপ্তির পর । সহজেই চমকিত হইয়া উঠা । দম্বাতন্ত্রের ভয় । স্নায়বিক দুর্বলতা, বিশেষতঃ ইন্দ্রিয়ের অতি চালনার পর । ইন্দ্রিয়ের অতি চালনার ফলে নিদ্রাহীনতা, কটি, গৃষ্ঠ ও মস্তকপৃষ্ঠে বেদনা সময় সময় বেদনার আবেশ ও তৎপর অবসন্নতা । চলৎ-শক্তির লোপ (loco-motor paralysis) ; পক্ষাঘাত সহ রোগাক্রান্ত অঙ্গের শীর্ণতা । একাকী বা চুপকরিয়া থাকিলে বেদনার বৃদ্ধি । সায়োটিকা, উরুর পশ্চাৎ দিয়া হাঁটু পর্য্যন্ত বেদনা ; চকিত প্রবণতা, সহজেই চমকিয়া উঠে ।

সুড়মুড়ি ।—গাঙ্গ কণ্ডু আঙ্গুলতড়া, পেন্টিগঃস (জল বিহীন স্নায় ফোফা বিশিষ্ট একপ্রকার চর্ম্ম রোগ) । ফোফা, কুঞ্চিত স্বক, বসন্ত রোগের পচনশীল অবস্থা । সুড়মুড়ি অমুভব সহকারে স্বকের অতিশয় কণ্ডুয়ন ; সামান্য বর্ষণে উপশম অমুভব কিন্তু জোড়ে চুগকাইলে ক্ষতবৎ বেদনা (ক্যান্ধকস), হস্ত ও পদের তালুর কণ্ডুয়ন ; শীতক্ষেপট ; মস্তকে চাকপড়া ।

নিদ্রা ।—উৎকণ্ঠা বা উত্তেজনার পর স্নায়বিক কারণে অনিদ্রা । স্বপ্ন সঞ্চরণ ; শিশুর স্বপ্ন দেখিয়া উঠিয়া পড়ে । অনিদ্রা বশতঃ হাঁই-

তোলা, আড়ামোড়াভাঙ্গা, দুর্বলতা এবং উদরে শূন্যতাহৃদয। সমগ্র নিদ্রাকাল ব্যাপিয়া অগ্নি, দম্ভ্যতরুর ও ভূত প্রেতাতির স্বপ্নদর্শন ; স্বপ্নকালে মনে হয় নীচে পড়িয়া গেলাম। শিশুদের রাত্রির ভয় (night terrors)। গভীর নিদ্রাকালে ভয়ে চিৎকার দিয়া জাগিয়া পড়ে। রতি বিষয়ক বা কাম সংক্রান্ত স্বপ্ন দর্শন। প্রাতে শয্যা হইতে উঠিতে ইচ্ছা হয় না। নিদ্রিত হওয়া মাত্র পেশীর স্পন্দন বা উল্লস্কন।

স্বপ্ন :—সর্বপ্রকার মূহ প্রকৃতির অনিষ্টকর বা সাংঘাতিক জরে ইহা ব্যবহার্য। নিদ্রাহীনতা, বিড়বিড় করিয়া প্রলাপ বকা, তজ্জা, উচ্চ গাজ্জোভাপ, নাড়ীর বেগ স্বাভাবিক অপেক্ষা মূহ অথবা দ্রুত ও কদাচিৎ অনুভবযোগ্য (জাটমিউ)। সবিরাম জরে প্রভূত হুর্গকি, দৌর্বল্যকর ঘর্ষ। টাইফয়েড ও স্ক্যাল্‌টফিবারের পচনশীল অবস্থায়। উচ্চ গাজ্জোভাপ। হুর্গকযুক্ত, প্রভূত, দৌর্বল্যকর ঘর্ষ। সর্বপ্রকার সাংঘাতিক জর ও লক্ষণে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। টাইফয়েড জরে এই ঔষধের জিহ্বা লক্ষণ দ্রষ্টব্য। আহারকালে আমাশয়ে দুর্বলতা সহকারে প্রভূত দৌর্বল্যকর ঘর্ষ। টাইফয়েড জরের ইহা একটি প্রধান ঔষধ বিশেষতঃ শুষ্ক কটাবর্ণের (brown) বা সরিষা বাটার জায় বর্ণ বিশিষ্ট জিহ্বা, নিদ্রাহীনতা ও প্রলাপ থাকিলে।

অস্তিত্ব :—ক্ষয়কর রোগের পচনশীল অবস্থায় ; শরীরের যে কোন স্থান হইতে রক্তপাতে রক্ত কৃষ্ণতা ও উহা সংযত না হইলে ; সর্বাঙ্গীন দৌর্বল্য ও অবসন্নতার ; পচাক্তের প্রথমাবস্থায় এবং ভোগ লাগসার সংঘম বা অতিরিক্ত ইন্ড্রিচালনার কুফলে ইহা বিধা না করিয়া ব্যবহার করিবে। সর্বপ্রকার হিষ্টিরিয়া ও উন্মাদ রোগের ইহা সর্বপ্রধান ঔষধ। ইহার বেদনার উপচর ও উপশমের লক্ষণ গুলি বিশেষ মূল্যবান। মস্তিষ্কের রোগে ইহা সর্বপ্রধান ঔষধ। শরীরের অতিশয় শীর্ণতা ও

উহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি, তৎসহ দুর্গন্ধি মলশ্রাব । ক্ষতের পচনশীলতা । দূষিত রক্তশ্রাব (সেপটিক চেমেরজ) । বৃদ্ধিদগের জীবনী শক্তির ক্ষীণতা সহ শরীরের ক্রমশঃ শীর্ণতা, ত্বকের শুষ্কতা ও শুষ্ক শব্দবৎ উপস্থক স্বপ্নন । রক্তহীনতা, শীর্ণতা ; দুর্গন্ধি মল সংযুক্ত ক্ষয়কর রোগে ইহার বিশেষ প্রয়োজন । ক্যান্সার রোগে দুর্গন্ধি শ্রাব ও বেদনার উপশমার্থ ইহার বিশেষ প্রয়োজন । রিকেটস্ রোগে দুর্গন্ধি মলশ্রাব হইলে ইহার একান্ত প্রয়োজন । শীতল বাতাসে রোগীর লক্ষণের বৃদ্ধি ।

উপচল্ল ও উপশম ।—বিশ্রাম, উত্তাপ ও পুষ্তিকর খাদ্যাদি গ্রহণে এই ঔষধের লক্ষণ সমূহ উপশমিত এবং উত্তেজনা, শারীরিক বা মানসিক শ্রম, হৃদিত্তা, গোলমাল, উপবিষ্ট অবস্থা হইতে উত্থান, বিশ্রামের পর এবং ক্রমাগত পরিশ্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে । সকল প্রকার বেদনারই শীতল বাতাস লাগিলে বৃদ্ধি এই ঔষধ প্রয়োগের বিশেষ লক্ষণ । সামান্য সঞ্চলনে, ভোজনে এবং প্রফুল্লকর আলাপাদি শ্রবণে এই ঔষধের রোগী ভাল বোধ করে এবং একাকী থাকিলে সর্বদাই খারাপ বোধ করে । সাধেটিকা রোগে প্রথম সঞ্চলনে বেদনার বৃদ্ধি, কিন্তু ক্রমাগত চলিতে থাকিলে বেদনার লোপ ।

ক্রম ।—নিম্নক্রমে এই ঔষধে ভাল ফল দর্শে । একত্রে ডাঃ স্কুলার খাস-কাসিতে ইহার ২× বা ৩× ক্রম ব্যবহার করিতে বিধি দিয়া থাকেন । ৬×, ১২× ক্রম ব্যবহার করিয়াও অনেক রোগে ও রোগীতে উপকার পাওয়া গিয়াছে । গর্ভাবস্থায় ইহার ১× ক্রম এবং প্রসব বেদনা উপস্থিত হইলে সুখ-প্রসবের নিমিত্ত ৪× ক্রম ব্যবহার করিয়া আমরা চমৎকার ফল পাইয়াছি ।

সম্বন্ধ ও প্রভেদ বিচার ।—রসটক্স ও ফসফরাসের লক্ষণের সহিত ইহার অনেক সাদৃশ্য আছে । পলসেটিলার ভিতর কালী-

ফস বিদ্যমান আছে। এজন্য উভয় ঔষধেরই স্নায়বিক লক্ষণ সমূহে অনেকটা সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। পলসেটিলার বিশেষ মানসিক লক্ষণও ইহাতে বিদ্যমান আছে। ফাইটোলাকার অনেক লক্ষণের সহিতও কালী-ফসের লক্ষণের সাদৃশ্য পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। ইথেশিয়ার মধ্যেও সম্ভবতঃ কালী-ফস আছে। যেহেতু উভয় ঔষধের হিষ্টিরিয়ার লক্ষণ সমূহ প্রায় একই রূপ। স্নায়বিক লক্ষণসমূহের শাস্তি জন্মাইতে ইহার ক্রিয়া অনেকটা ইথেশিয়া, কফিয়া, হায়োসায়েনাস ও ক্যামোমিলার মত। রক্তশ্রাব কালীন সিরঃপীড়ার, জিহ্বা, সিমিসিফুগা জেলস ও সাইক্লোমেনের সহিত তুলনীয়। মুত্রাশয়ের রোগে কালী-ফসের পর অনেক সময় ম্যাগ-ফস অনুপূরক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রক্তশ্রাবে, রক্ত উজ্জল আরক্ত বা মলিন বাহাই কেন হউকনা, রক্তশ্রাবের পর উহা সংঘত না হইলে কালী-ফস ব্যবহৃত হয়। কখন কখন ইহার পর নেট্রাম-মিউর বা নাইট্রিক-এসিডেরও প্রয়োজন হইতে পারে। মানসিক বিভ্রমে সাইক্লোমেনের সহিত ইহার তুলনা করুন। স্মৃতিকা-জরে কালী-মিউরের সহিত তুলনীয়। ডিফথিরিয়ার পরবর্ত্তী কুফলে ল্যাকেসিস ও কষ্টিকমের সহিত ইহার তুলনা হইয়া থাকে। পচাক্তে কালী-ক্লোরিকমের সহিত তুলনা করা কর্তব্য।

କାଳୀ ସଲଫିଉରିକମ ।

Kali Sulphuricum

ଇହାର ଅନ୍ତ ନାମ ପଟାସିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ ବା ସଲଫେଟ୍ ଅବ୍ ପଟାଶ ।
ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ନାମ କ୍ୟାଲି-ସଲଫ । ଏପିଡାରିମିସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଉପଦ୍ରବ ଏବଂ ଓଷ୍ଠ, ଶ୍ୱନାଶ୍ୱ
ଏବଂ ଶ୍ଳେଷ୍ମିକ, ମୈହିକ ଓ ଯନ୍ତ୍ରିକ-ବିଶ୍ଳୀର ଉପରିସ୍ଥ ପାତଳା ଆଚ୍ଛାଦନ-ଦ୍ରବ୍ୟ
ଇହା ପରିଦୃଷ୍ଟ ହେଉଥାଏ । ଶରୀରେ ଏହି ପଦାର୍ଥର ଅଭାବ ହେଲେ ଜିହ୍ୱାର
ଉପର ପୀତବର୍ଣ୍ଣ ଚଟ୍ଟିରେ ଏକ ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ଶରୀରର ଅନ୍ତାନ୍ତ
ସ୍ଥାନର ଶ୍ଳେଷ୍ମିକ-ବିଶ୍ଳୀ ହେତେ ପୀତାଭ ସବୁଜ, ପାତଳା ଜଳବଦ୍ଧ ଥାଏ ନିଃସ୍ୱତ
ହେତେ ଥାଏ । ଫିରମ-ଫସ୍ଫର ଆଲୋଚନାକାଳେ ବଳା ହେଉଥାଏ, ଫିରମ-ଫସ୍ଫ ଓ
କାଳୀ-ସଲଫ ଏହି ଦୁଇ ଦ୍ରବ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟେ ଶରୀରେ ଅକ୍ସିଜେନ ନାମକ ଗ୍ୟାସ
ବାହିତ ହେଉଥାଏ । ଶ୍ୱତରାଂ ଶରୀରେ ଏହି ପଦାର୍ଥର ଅଭାବ ବା ନ୍ୟୁନତା
ଘଟିଲେ, ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣ ଅକ୍ସିଜେନ ବାହିତ ହେତେ ପାରେ ନା । ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ ସ୍ୱାସ-
ରୋଧର ଗ୍ରାସ ଅନ୍ତର୍ଭବ ଏବଂ ଶୀତଳବାୟୁ ପ୍ରାପ୍ତିର ପ୍ରବଳ ଆକାଞ୍ଛା ଜନ୍ମେ ।
ଦେହସ୍ଥ ତୈଳାକ୍ତ ପଦାର୍ଥର ଉପର ଓ ଇହାର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ଆସେ । ଏହି
ପଦାର୍ଥର ଅଭାବେ ଶରୀରସ୍ଥ ତୈଳାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ସମୂହ ଅକାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥାଏ ।
ଶରୀରେ ଏହି ପଦାର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣେ ଥାକିଲେ ତୈଳାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ସକଳ ଇହାର
ସାହାଯ୍ୟେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥାଏ ଚର୍ମରେ ମନ୍ଥଣ ଓ ପରିସ୍କାର ରାଧେ । ଚର୍ମ ମନ୍ଥଣ ଓ
ପରିସ୍କାର ଥାକିଲେ ଲୋମକୂପ ସକଳ ଓ ପରିସ୍କାର ଥାଏ । ଲୋମ-କୂପ ପରିସ୍କାର
ଥାକିଲେ ଶରୀରର ନାନାପ୍ରକାର ମଳ (ଯନ୍ତ୍ରଣା) ଲୋମକୂପ-ପଥେ ବାହାର ହେଉଥାଏ
ସାମ୍ନ ଏବଂ ବାୟୁ ହେତେ ଅକ୍ସିଜେନ ନାମକ ଗ୍ୟାସ ରକ୍ତେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ
ରକ୍ତରେ ପରିସ୍କାର ରାଧେ । କିନ୍ତୁ ଯଦି ଶରୀରେ ଏହି ପଦାର୍ଥର ଅଭାବ ହୁଏ
ତଦ୍ଦ୍ୱାରା ଚର୍ମର ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟସମୂହ ସମ୍ପାଦନେ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟେ । ଚର୍ମପଥେ
ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣ ଅକ୍ସିଜେନ ରକ୍ତେ ପ୍ରବେଶ କରିତେ ନା ପାରାଏ କୁସ-କୁସକେ

বাধা হইয়া বাহ্য-বায়ু হইতে অধিকতর অক্সিজেন সংগ্রহ করিতে হয়। এই প্রচুর অক্সিজেন সংগ্রহের জন্য ফুসফুসকে দ্রুততরবেগে কার্য্য করিতে হয়। ফুসফুসের এই দ্রুত ক্রিয়া দ্বারাই “অস্থিরতা”, শ্বাসের বৃদ্ধি ও “শীতল বায়ু প্রাপ্তির আকাজক্ষা স্পষ্ট প্রকাশ পায়।

পূর্বেই বলা হইরাছে, শরীরের তৈলাক্ত পদার্থ সমূহের উপর ইহার ক্রিয়ার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। এজন্য ইহার ন্যূনতায় শরীরস্থ তৈলাক্ত পদার্থ সমূহ অপরাপর ময়মলার সহিত দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়। এই জন্য ইহার অভাব সূচক যে শ্রাব নিঃসৃত হয়, তাহা চট্চটে অর্থাৎ আঠা আঠা ও পিচ্ছিল হয় এবং ইহার বর্ণ সাধারণতঃ হরিদ্রা বা সবুজ থাকে।

ইহা ব্যবহারে স্বর্ণশ্রাব বিবর্জিত এবং ও লোমকৃপসকল পরিস্কৃত হয়। কোন প্রকার চর্মরোগে (যথা, হাম বদন্তাদি) গুলি বা দানাগুলি বসিয়া গেলে ইহা ব্যবহারে উহা পুনঃ প্রকাশিত হয়। সন্ধার প্রাক্কালে রোগলক্ষণের বৃদ্ধি (বিশেষতঃ জ্বরের প্রত্যাবর্তন) এবং মধ্যরাত্রে হ্রাস প্রাপ্তি এই ঔষধের একটী প্রধান পৰিচালক লক্ষণ। এই ঔষধের অপর বিশেষ লক্ষণ হইল খোলা, শীতল বাতাসে রোগীর বিশেষ উপশম বোধ।

আময়িক প্রয়োগ।

প্রদাহের তৃতীয়াবস্থায়, যখন নিঃসৃত শ্রাব হরিদ্রাভ, পিচ্ছিল, চট্চটে অথবা জলবৎ কিংবা সবুজাভ জলবৎ হয়, তখন ক্যালী-সলফ বিশেষ উপযোগী হইয়া থাকে। এজন্য শ্বাস যন্ত্রের পীড়া, যথাক্রম কাস (যক্ষ্মা) ফুসফুস প্রদাহ (নিউমোনিয়া), বায়ুনলীভূজ প্রদাহ (ব্রঙ্কাইটিস)

প্রভৃতিতে পিচ্ছিল পাতলা হরিদ্রাবর্ণের, বা সবুজাভ হরিদ্রাবর্ণের পাতলা শ্রাব নিঃসৃত হইলে ইহা সুপ্রযোজ্য ।

ক্যালের্ট ফিভার হাম, সস্ত প্রভৃতি রোগে গুটিকা গুলি ভালরূপে বাহির না হইলে, অথবা কিছু কিছু বাহির হইয়া আবার বসিয়া গেলে, এই ঔষধ ব্যবহার করিলে গুটিকা গুলি সহজ প্রকাশ পায় এবং পূর্বোক্ত রোগ সমূহে যখন শুষ্কচর্ম বা বা উপদ্রব স্থলিত হইতে থাকে, তখন ইহা ব্যবহার করিলে শীঘ্র শীঘ্র শুষ্ক আইসবৎ খোসা স্থলিত হইয়া নূতন চর্ম উঠিয়া থাকে ।

এই ঔষধের একটা প্রধান লক্ষণ হইল অপরাহ্ন কালে বোগের বৃদ্ধি বা পুন্যাবৃদ্ধি এবং মধ্যরাত্রির পর হইতে বোগীর উপশম বোধ । ইহার কারণ এই যে মানুষ নিদ্রাকালে জাগ্রতাবস্থা অপেক্ষা জোরে ও দ্রুত শ্বাস গ্রহণ করে । পুন্ডেই বলা হইয়াছে যে, রক্তে বা শরীরে এই জিনিষের অভাব হইলে শ্বাস নিয়মিত অপেক্ষা অধিক মাত্রায় কার্য্যকরিতে বাধ্য হয় । যেরূপে নিয়মিতের অধিক কার্য্য করার জন্য শরীর অবসন্ন ও অব্যাদগ্রস্ত হয়—ইহার ফলেই মধ্যরাত্রির পর নিদ্রার আবেশ উপস্থিত হইয়া থাকে । নিদ্রাবস্থায় শ্বাস-বায়ু সজোরে ও ঘন ঘন গৃহীত না বলিয়া রক্তে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণ অক্সিজেন গৃহীত হয় এবং প্রকৃত ক্রিয়ণ পরিমাণে ক্যালী-সলফের অভাব পূরণ করে ও লোমকূপ সকল পুনরায় কার্য্যকারী হয় । অবশ্যকাবে সচরাচর উক্ত ক্রিয়াদির আরম্ভ হইতে প্রায় মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয় । পুনরায় প্রাতে উঠিলে, জাগ্রতাবস্থায় শ্বাস-বায়ু তত ঘন ঘন গৃহীত না হওয়ার দরুন শরীরস্থ রক্তে তত বেশী পরিমাণ অক্সিজেন গৃহীত হইতে পারে না, কাজেই পুনরায় এই দ্রব্যের (ক্যালী-সলফ) অভাব আরম্ভ হইতে থাকে । এই ভাবে

অপরাক্ষ কালেই পুনরায় পূর্বোক্ত লক্ষণ সকলের বৃদ্ধি হইতে থাকে । এই কারণেই, যে সকল রোগে অপরাক্ষ লক্ষণের বৃদ্ধি ও মধ্যরাত্রির পর হইতে লক্ষণ সকল হ্রাস পড়িতে থাকে, তাহাতেই কাগী-সলফ সফলতার সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

প্রধান প্রধান লক্ষণ ।

অন্ন ।—নিম্নে পড়িয়া বাইবার ভয় । অত্যন্ত গিটখিটে স্বভাব ।
অপরাক্ষে উদ্বিগ্ন ও উৎকর্ষা ; মানসিক শ্রমে উহার বৃদ্ধি । সর্বদাই
ব্যস্তসমস্ততা ও সকল কার্যেই দ্রুততা ও ভয়শীলতা ।

অস্ত্রক ।—শিরোগ্রন, বিশেষতঃ উঠিয়া দাড়াইলে ও তাকাইবার
কালে । কেশপতন ; মস্তকের স্থানে স্থানে টাকপড়া ; খুস্কি
; আভ্যন্তরিক ও বাহ্য, —স্নাট-মি) কেশপতন । শিরঃপীড়া, থোলা পীতল
বাতাসে উপশম এবং উষ্ণগৃহে বা সন্ধ্যাব সময় উপচয় এই
ঔষধের বিশেষ লক্ষণ । আমবাতিক শিরঃপীড়ার সন্ধ্যার সময় বৃদ্ধি ।
মস্তকে এক প্রকার উদ্বেদ এবং উহা হইতে পাতলা পীতবর্ণ রসনি
নিঃসরণ । জিহ্বার বর্ণ দ্রষ্টব্য । করোটি (মস্তকের কেশবৃত্ত ত্বক)
হইতে আইসবৎ উপত্যক স্থলন ও আঠা আঠা শ্রাব নিঃসরণ ।

চক্ষু ।—চক্ষু অথবা চক্ষুর পাতা হইতে পীত, পীতাত সবুজ,
আঠা আঠা অথবা জলবৎ শ্রাব নিঃসরণ । চক্ষুর পাতার পীতবর্ণ মামড়ি ।
পূর্বোক্ত প্রকারের শ্রাব সংযুক্ত চক্ষুর ষেডমণ্ডলের প্রদাহ । ছানি ও
অক্ষিমুকুরের অস্বচ্ছতা জন্ত অস্পষ্টদৃষ্টি (স্নাট-মিউ) । কণিয়ার স্ফোটক ।
অক্ষিব্রণ ।

কর্ণ ।—পীতবর্ণ জলবৎ শ্রাব সংযুক্ত কর্ণশূল । কর্ণের নীচে
ভীষ কঠিনবৎ বেদনা । কর্ণ ও কর্ণের প্রতিশ্রাব, ইষ্টকিয়ানাটিউব

পর্যাপ্ত উষ্ণতার সম্প্রসারণ এবং তৎসহ পীতবর্ণ আঠা আঠা শ্রাব নিঃসরণ ও তজ্জন্ত বধিরতা। কিঞ্চিৎ ঔষধ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পিচকারী দিয়া দিনে একবার কর্ণ ধৌত করা বিধেয়। মধ্যকর্ণের স্লেহিতাবশতঃ বধিরতা এবং এই ঔষধের প্রকৃতিসিদ্ধ শ্রাব (পাতলা পীত বা পীতভ সবুজ) নিঃসরণ ও অপরাহ্নিক উপচয়। জিহবার বর্ণ দ্রষ্টব্য। (পীতবর্ণ গাঢ় শ্রাবে ক্যান্স-সলফ উপযোগী)।

নাসিকা।—কণ্ঠ ও মস্তকের তরুণ বা পুরাতন প্রতিশ্রায়, তৎসহ এই ঔষধের প্রকৃতিসিদ্ধ শ্রাব নিঃসরণ এবং অপরাহ্নিক ও উষ্ণ গৃহে উপচয়। প্রতিশ্রায়ের প্রারম্ভাবস্থায় ফির-ফস সহ পর্যায়ক্রমে বা তৎপর ব্যবহার করিলে সূচনাতেই রোগ সারিয়া যায়। নাসাবরোধক প্রতিশ্রায়। ব্রাণশক্তির বিলোপ। পুতিনস্র (ওগিনা) ও নাসা কণ্ডুয়ন; নাসিকার ক্যান্সার।

মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডলের স্নায়ু-শূল; থাকিয়া থাকিয়া বেদনা উপস্থিত হয় ও এক স্থান হইতে স্থানান্তরে সঞ্চালিত হয়; উষ্ণ গৃহে ও অপরাহ্নে বৃদ্ধি; শীতল বাতাসে উপশম। এপিথেলোমা (ঔপত্যকিক অর্কুদ)।

প্রক।—মুখমণ্ডলের ও নাসিকার ক্যান্সার।

মুখমণ্ডল।—ওষ্ঠের ক্যান্সার ও উহা হইতে এই ঔষধের প্রকৃতিসিদ্ধ শ্রাব নিঃসরণ। নিয়োগের শুষ্কতা ও উহা হইতে উপত্ব স্থলন। মুখাভ্যন্তরে জ্বালাকর উত্তাপ।

দন্ত।—দন্ত বেদনা; উষ্ণতায় ও সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি, শীতল বিমুক্ত বায়ুতে উপশম।

গলামণ্ডল।—গলাভ্যন্তরে শুষ্কতা ও সঙ্কোচন অনুভব। কাসিয়া কাসিয়া শ্লেষ্মা তুলিতে হয়। টসিলের বৃদ্ধি। গিলিতে কষ্ট। নাসার

পশ্চাৎ-বিবরের অবরোধ জ্ঞাত হই। করিয়া খাস নিতে হয় ও খাসে ঘড়ঘড়ি
শব্দ জন্মে ।

জিহ্বা :—আঠা আঠা, পীত লেপাবৃত জিহ্বা, কখন কখন
উভয় পার্শ্বে শ্বেত লেপ । মুখের বিষাদ । . গুস্তদ্বয়, জিহ্বা ও মাড়ির
শ্বেতবর্ণ । স্বাদশূন্যতা ।

আমাশয় :—আমাশয়ের প্রতিষ্ঠায় সহকারে জিহ্বার প্রকৃতি-
সিদ্ধ লেপ । অগ্নিরোগ সহ জিহ্বার পূর্ব বর্ণিত লেপ । আমাশয়ে
পূর্ণতা ও গুরুত্ব অনুভব সহকারে অপাক । উদর বেদনা । (ম্যাগ-
ফস বিফল হইলে) উষ্ণ পানীয় গ্রহণে ভয় । পিপাসাহীনতা । গ্যাষ্ট্রিক
ফিবার । পাকস্থলীতে জ্বালাকর উত্তাপ । জ্বালাকর পিপাসা, বিবমিষা
ও বমন । আমাশয়ান্বয়ের প্রতিষ্ঠায় জ্ঞাত পাণ্ডু ।

উদর এবং মল :—সকল প্রকার পেটের অন্থেই এই
ঔষধের প্রকৃতি-সিদ্ধ জিহ্বার লক্ষণ ও মলের বর্ণ বর্তমান থাকিলে ইহা
অবশ্য ব্যবহার্য্য । পীতবর্ণ, শেওলা শেওলা বা আঠা আঠা, পুষবৎ,
মল । গরমের পর হঠাৎ ঠাণ্ডা পড়ার দরুণ শূল বেদনার হ্রাস উদর
বেদনা (জিহ্বার বর্ণ দ্রষ্টব্য) । স্পর্শে উদরে শীতলতানুভব । বাতকশ্মে
গন্ধকের হ্রাস গন্ধ । আভ্যন্তরিক ও বাহ্যবলিযুক্ত অর্শে । অর্শে এই
ঔষধের জিহ্বা-লক্ষণ বর্তমান থাকিলে ক্যাঙ্ক-ক্লোরের সহিত পর্য্যায়ক্রমে
ব্যবহার্য্য ; উদরের ক্ষীণতা । প্রবল উদর বেদনা ও অতিসার । মলত্যাগ
কালে সরলাগ্নে ও মলদ্বারে বেদনা । আন্ত্রিক জরে অপরাহ্নে জ্বরের
বৃদ্ধি ও প্রাতঃকালে হ্রাস ; স্পর্শে উদর শূন্য ও শীতল বোধহয় । মলদ্বারে
প্রবল কণ্ডুয়ন, সূচি-বিক্রবৎ বেদনা ও কুন্তন । কলেরার হ্রাস লক্ষণের
প্রকাশ । পাতলা, কৃষ্ণবর্ণ দুর্গন্ধি মল ।

মূত্র স্বচ্ছ।—সিষ্টাইটিসে মূত্রদ্বার দিয়া এই ঔষধের প্রকৃতিসিদ্ধ পীতবর্ণ আঁটাল শ্রাব নিঃসৃত হইলে উপকারী। রাত্রে পুনঃ পুনঃ জ্বালাকর মূত্রত্যাগ। ফোটা ফোটা মূত্রপাত। মূত্রে এম্বুয়েন দৃষ্ট হয়।

পুংজননেদ্রিহ।—গ্রমেহ; পীত, আঁটাল অথবা সব্জাত শ্রাব; উপদংশ ও গ্রীট রোগের আপরাহ্নিক উচ্চয়। অগুপ্রদাহ (গ্রমেহ-শ্রাব বিলোপের ফলে)। লিঙ্গমুণ্ডের প্লেগ্মিক বিস্তারিত প্রদাহ (ব্যালেনাইটিস)।

জ্বীজননেদ্রিহ—পূর্বোক্ত প্রকারের শ্রাব বিশিষ্ট গ্রমেহ। উদরে পূর্ণতা ও গুরুত্ব সহকারে বিলম্বিত ও স্নায়ু রজঃ। জিহ্বার বর্ণ দ্রষ্টব্য। শ্বেত-প্রদর। পূর্ববর্ণিত শ্রাব নিঃসরণ। যোনিতে জ্বালা। অপরাহ্নে বৃদ্ধি লক্ষণ সহকারে উপদংশ। বস্তিগহ্বরে আবেগ সহ জরাস্থ হইতে প্রভূত রক্তশ্রাব।

শ্বাস-স্বচ্ছ—আঠা আঠা পীতাত সব্জবর্ণের শ্রাব সংযুক্ত শ্বাস-পথের প্রদাহ। পূর্ববর্ণিত নিষ্টিবনবিশিষ্ট ব্রঙ্কাইটিস ও ফ্লুকাস। সন্ধ্যাকালে জরের বৃদ্ধি। জিহ্বার বর্ণ দ্রষ্টব্য। পীতবর্ণ শ্রাববিশিষ্ট শ্বাস কাস। (আয়ানিত শ্বাস-প্রশ্বাসে কালী-ফস)। পীতবর্ণ নিষ্টিবনবিশিষ্ট কাস; সন্ধ্যাকালে এবং উষ্ণ বায়ুতে বৃদ্ধি, বিমুক্ত শীতল বাতাসে হ্রাস। হৃৎস্থিত রক্তবৎ শ্লেষ্মা, এজত কাসিয়া তুলিবার পরে উহা গলার ভিতরে পড়িয়া যায়। কথা বলিতে ক্লান্তি। হুপিংকফ (পূর্বোক্ত প্রকারের নিষ্টিবন সহ)। নিউমোনিয়া; পীতবর্ণ শ্লেষ্মা, বস্ফে শ্লেষ্মার ঘড় ঘড় শব্দ ও উষ্ণ বায়ুতে শ্বাসরোধাশঙ্কা। শীতল বাতাস প্রাপ্তির আকাজ্জ। ক্রুপজনিত স্বরভঙ্গ।

বস্ত্র সংকোচন স্বচ্ছ।—দ্রুত, দপ্‌দপ্‌ কর নাড়ী। সন্ধ্যার প্রাকালে গাত্রোত্তাপের বৃদ্ধি। অতিশয় ধীর, মূঢ়, প্রায় অপ্রাপ্য নাড়ী; শুষ্ক রক্ত ও উত্তপ্ত ত্বক। সর্বশরীরেই ধমনীর স্পন্দন অনুভব হয়।

পৃষ্ঠ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ—সন্ধির আমবাতিক বেদনা। এই বেদনা একস্থান হইতে স্থানান্তরে সঞ্চালিত হয়। সকল প্রকার বাতের বেদনার ও ন্নাযুশ্লের সন্ধ্যাকালে ও উষ্ণগ্ধে বৃদ্ধি এবং ঠাণ্ডা বিমুক্ত বায়ুতে উপশম। পৃষ্ঠে, গ্রীবাপৃষ্ঠে অথবা হস্ত পদে স্থানবিকল্পশীল বেদনা (বেদনা নড়া চড়া করে)।

স্নান—এক স্থান হইতে স্থানান্তরে সঞ্চরণশীল ন্নাযুশ্ল ; কোরিয়া।

ত্বক—সকল প্রকার ক্ষত এবং চর্মরোগেই পাতলা, পীতবর্ণ জলবৎ শ্রাব নিঃসরণ, কখন কখন ক্ষতের চতুঃপার্শ্বস্থ স্থান হইতে শূলবৎ উপত্যক স্বগন। শুষ্ক উত্তপ্ত, জ্বালাকর ত্বক ; ঘর্ষের অভাব। স্ফাট ফিবার, হাম, বসন্ত, ইত্যাদি যে কোন প্রকার চর্মরোগ বসিয়া যাইবার পর। সকল প্রকার উদ্বেদ বিশিষ্ট রোগেই এই ঔষধ উপত্যক পড়িয়া যাইয়া নূতন চর্ম উৎপাদনে সাহায্য করে। নখের পীড়া (সিলিশিয়া উৎকৃষ্ট ঔষধ)। কেশ পতন। মস্তক হইতে পীতবর্ণ, আঠা আঠা পুষ্পময় শ্রাব নিঃসরণ।

ফির-ফস—সকল প্রকার জরেই সন্ধ্যার প্রাকালে উত্তাপের বৃদ্ধি (ফির-ফস সহ পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য)। মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত জরের স্থিতি। ফিরম-ফস সহ পর্যায়ক্রমে ঘন ঘন ব্যবহার করিলে প্রচুর ঘর্ম-শ্রাব হইয়া জরের বিরাম জন্মে (বিশেষরূপে পরীক্ষিত)। এই ঔষধ ব্যবহারকালে উষ্ণ বস্ত্র দ্বারা শরীর আবৃত রাখা কর্তব্য। টাইফয়েড টাইফস, স্ফীতি প্রভৃতি জ্বর, যাহাতে রক্ত দূষিত হয়, তাহাতেই এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী। শুষ্ক, ঘর্মশূণ্য ত্বক।

নিদ্রা—অতি সুস্পষ্ট স্বপ্ন (vivid dreams)। নিদ্রাকালে মুখ-চাপা . বোবায় ধরা)। অত্যন্ত অস্থির নিদ্রা। পুনঃ পুনঃ ও অতিপ্রত্যয়ে নিদ্রা হইতে জাগরণ।

মস্তন্য।—যে কোন প্রকার প্রাদাহিক রোগে জলবৎ পীতবর্ণ অথবা সবুজ ও পুষ্ণময় স্রাব থাকিলে ইহা ব্যবহার্য। সন্ধ্যার প্রাকালে এবং উষ্ণ গৃহে রোগলক্ষণের বৃদ্ধি এবং শীতল বিমুক্ত বায়ুতে হ্রাস এই ঔষধের বিশেষ পরিচালক লক্ষণ। যে সকল রোগ রক্ত বিষণ্ণ হওয়ার ফলে জন্মে, তাহাতেই ইহা অতিশয় ফলপ্রদ। কোন প্রকার চর্মরোগ বসিয়া গিয়া গুরুতর লক্ষণ বা রোগ উপস্থিত হইলে ইহার একান্ত প্রয়োজন। বেদনা বা রোগেব স্থান-বিচরণশীলতা (wandering pain) ইহার অপর প্রয়োগ-লক্ষণ। কালী-মিউর প্রয়োগে কোনও রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য না হইলে, তৎপর এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে উত্তম ফল দর্শে।

ক্রম।—খুসলার এই ঔষধের ৬X ও ১২X ব্যবহারের বিধিদেন। জ্বরবস্থায় (লক্ষণের সাদৃশ্য থাকিলে) এই ঔষধ পুনঃ পুনঃ উষ্ণজলে গুলিয়া প্রয়োগকরা কর্তব্য (ফিরম-ফস সহ পর্যায়ক্রমে)। এই সময় রোগীর সর্বোচ্চ উষ্ণ বস্ত্রে আবৃত রাখা কর্তব্য। প্রধান প্রধান চিকিৎসকগণ মস্তকত্বকের রোগে (যথা ক্রুথি বা খুসকী ইত্যাদি) ইহার বাহ্যপ্রয়োগের বিধিদিয়া থাকেন।

অস্মক্স।—পলসেটীলা ইহার প্রায় সমস্তগুণ ঔষধ। উভয়ের অধিকাংশ লক্ষণেই বিশেষ সাদৃশ্য আছে। উষ্ণগৃহে বৃদ্ধি এবং শীতল বিমুক্ত বায়ুতে উপশম বোধ, উভয় ঔষধেরই লক্ষণ। শ্লৈষ্মিকবিল্লীর স্রাবের প্রকৃতি, জিহ্বার লেপ, আমাশয়ে পূর্ণতা ও গুরুত্ব, সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই স্বরভঙ্গ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বেদনা, রক্তিতে ও উষ্ণতায় উহার বৃদ্ধি, ছত্ৰপিণ্ডের দপদপানি, শ্বাসশূল বা বাতের বেদনার স্থান-বিচরণশীলতা ইত্যাদি বহু লক্ষণ উভয়েরই একরূপ। পলসেটীলা বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে উহার ভিতর কালী-সলফ, কালী-ফস ও

ক্যাক-ফস বিद्यমান আছে। পলসেটিলার শ্লেষ্মা-লক্ষণ সম্ভবতঃ উহার অভ্যন্তরস্থ কালী-সলফের দ্রবণ, এবং উহার মানসিক ও স্বাভাবিক লক্ষণ সমূহ কালী-ফসের দ্রবণই উৎপন্ন হইয়া থাকে। কালী-মিউর প্রয়োগে সম্যক ফল না পাইলে তৎপর কালী-সলফ ব্যবহারে বেশ উপকার দর্শে। ত্বকের আরক্ততা ও কণ্ডুয়নে এসেটিক এসিড, আর্স ক্যাক-কার্ব, ডিকোস হিপার, পলস, রস. সিপিয়া, সিলি, সলফার ও আটিকার সহিত তুলনীয়।

বধিরতা, আমাশয়ে বেদনা, বক্ষে ঘড় ঘড় শব্দ ও প্রভৃত শ্লেষ্মা নিঃসরণে নেটাম-মিউরের সহিত তুলনীয়; নেটাম মিউরের শ্লেষ্মা কালী-সলফ অপেক্ষা তরল থাকে। নেটাম-মিউরের শ্লেষ্মা শ্বেত বর্ণের কিন্তু কালী-সলফের শ্লেষ্মা পীত বা পীতভ-সবুজবর্ণের।

ম্যাগ্নেশিয়া ফসফরিকা।

Magnesia Phosphorica.

ইহার অপর নাম ফসফেট অব ম্যাগ্নেশিয়া। পেশীর ও স্নায়ুর শ্বেত-সূত্রে (white fibres of muscles and nerves) প্রধানতঃ এই পদার্থ দৃষ্ট হইয়া থাকে। স্নায়ু এবং পেশী বিভিন্ন প্রকার এবং বিভিন্ন বর্ণের সৌত্রিক-পদার্থের সমবায়ে নিৰ্মিত হইয়া থাকে। এই বিভিন্ন প্রকারের সূত্র আবার বিভিন্ন প্রকারের কার্য সাংসাধিত করিয়া থাকে। এক একটীর কোনও বস্তুবিশেষের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ বা বিকর্ষণ ও আছে। ইহার সহিত দেহস্থ আণুলালিক পদার্থ মিলিত হইয়া পেশী ও স্নায়ুর শ্বেত সূত্র সমূহ (white fibres) নিৰ্মিত ও পরিপুষ্ট

হইয়া থাকে। শরীরে এই ম্যাগ্নেশিয়া ফসফরিকমের ন্যূনতা ঘটিলেই পেশী ও স্নায়ুর স্বৈতস্থত্র সকলের সঙ্কোচন জন্মে। অতএব শরীরের সঙ্কোচন জন্ত কোন রোগ জন্মিয়াছে দেখিলে, অমনিই বুঝিবে যে শরীরে ম্যাগ্নেশিয়া-ফসফরিকমের অভাব জন্ত এরূপ হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় রোগীকে এই পদার্থ সেবন করিতে দিলে চমৎকার ফল দর্শে।

আময়িক প্রয়োগ।

পেশী বা স্নায়ুর সঙ্কোচন সহকারে অনেক সময় হলফুটান, চিড়িকমারা বা তীক্ষ্ণ তীর-বিদ্ধবৎ বেদনা উপস্থিত হইতে দেখা যায়। পেশীর স্বৈতস্থত্রে ম্যাগফসের অভাব নিব্বন যখন পেশীর সঙ্কোচন জন্মে, তখন উক্ত সঙ্কোচন জন্ত বোধক-স্নায়ুতে (sensory nerves) চাপ লাগে। বোধক-স্নায়ুতে এই চাপের জন্তই পূর্বোন্নিখিত প্রকারের বেদনা উপস্থিত হইয়া থাকে। পাকস্থলীর (stomach) পেশীর ঐরূপ সঙ্কোচন জন্মিলে পাকস্থলীর গহ্বর (cavity) সঙ্কুচিত হইয়া ছোট হইতে থাকে। কিন্তু প্রকৃতি উহাকে সঙ্কুচিত হইতে না দিয়া পাকস্থলীর অভ্যন্তরস্থ বস্তু বিশেষের সাহায্যে এক প্রকার গ্যাস উৎপাদন করিয়া উহাকে স্ফীত করিয়া রাখে। এজন্ত উৎপন্ন বায়ু সঞ্চয় সহ শূল বেদনাবৎ বেদনা থাকিলে ম্যাগ-ফস উষ্ণজলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পুনঃ পুনঃ খাইতে দিলে অতি সত্ত্বর উপকার পাওয়া যায়।

ম্যাগ্নেশিয়া-ফসের সহিত ক্যালকেরিয়া-ফসের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। এজন্ত অনেক স্থলে শরীরে ম্যাগ্নেশিয়া-ফসের অভাব ঘটিলে প্রকৃতি (Nature) ক্যালকেরিয়া-ফস হইতে অংশবিশেষ লইয়া উহার অর্থাৎ ম্যাগ্নেশিয়া-ফসের অভাব পূরণ করিতে চেষ্টা করে। এজন্ত ম্যাগ্নেশিয়া

ফসের অভাব সূচক লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইলে উহার সঙ্গে সঙ্গে অনেক সময় ক্যালকেরিয়া-ফসেরও অভাব পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে । এক্ষণে ম্যাগ্নেশিয়া ফসের সহিত পর্য্যায় ক্রমে অথবা উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া ক্যালকেরিয়া-ফস প্রয়োগ করিলে অতিশয় সফল প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

আক্ষেপ (spasm) সংযুক্ত যাবতীয় রোগে (বম্বা, পেশীর খালধরা, তড়কা, দাঁত কপাটি, ধলুঠেকার, মৃগী, শূল, পেশীর আক্ষেপ জন্ত মূত্ররোধ পক্ষাঘাত, শিশুদিগের উদরের স্ফীততা সহ বেদনা, হৃপিৎকফ ইত্যাদি) ইহা প্রায় অব্যর্থ । কোরিয়া বা তাণ্ডব রোগে ইহা দ্বারা ৩৪ সপ্তাহে উৎকৃষ্ট ফল দর্শিতে দেখা গিয়াছে । পাকস্থলীর বামদিকের স্ফীততা (distension) জনিত জংপিণ্ডের দপদপানি ওভূতি সর্বপ্রকার উপদ্রবে ইহা অত্যাৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে ।

ক্ষণকাল স্থায়ী, সবিরাম, চিডিকমাবাবৎ বা হলফুটানবৎ খালধরার জ্বাশ্ব অথবা টানিয়া ধরা বা ছিড়িয়া ফেলার জ্বাশ্ব বেদনাযুক্ত যে কোন রোগে ইহা প্রায় অব্যর্থ । পূর্বোক্ত প্রকারের বেদনা উৎপ্রয়োগে ও প্রচাপনে উপশমিত হইলে ইহা সবিশেষ উপযোগী ।

প্রধান প্রধান লক্ষণ

অশ্ম ।—মানসিক বিশৃঙ্খলা সহকারে ইঞ্জিয়ের বিভ্রম । বিস্মৃতি ও কোনবিষয় সহজে বৃষ্টিতে অক্ষমতা । যন্ত্রণায় বিলাপ করা । বেদনা সহ হিঙ্কা, তজ্জন্ত সর্বদাই বিলাপ করা । রমণী চুপ করিয়া বসিয়া থাকে অথবা একাকী কথা বলে (talks to herself) ; একস্থান হইতে অত্থানে বস্তু সকল বহন করিয়া নেয় ।

অস্তব ।—স্নায়বীর শিরঃপীড়া সহকারে দৃষ্টিবিভ্রম । তীব্র, তীরবিদ্ধবৎ, ভল্লাঘাতবৎ, সবিরাম এবং আক্ষেপিক বেদনাবিশিষ্ট শিরঃ-

পীড়া । শিরঃপীড়া সহকারে শীতানুভব, বিশেষতঃ মেরুদণ্ডের অভ্যন্তর দিয়া । শিরঃশূল (ফির-ফস) । সকল প্রকার শিরঃপীড়ারই প্রচাপনে এবং উত্তাপে উপশম এবং শীতলতায় বৃদ্ধি । মস্তকে বিদ্ধকরণের দ্বারা বেদনা । গ্রীবা-পৃষ্ঠে তীব্র বেদনা । মস্তকের অনৈচ্ছিক কম্পন (কালী-ফস) । শিশুদের কনভলসন । স্নায়বিক শিরঃপীড়া । মস্তকপৃষ্ঠে বেদনা আরম্ভ হইয়া সমগ্র মস্তক পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে, তৎসহ বিবমিষা ও শীত শীত অনুভব । মস্তকে প্রচুর পুষ্কি । প্রচাপনে ও বিষুক্ত বায়ুতে বিচরণে শিরঃপীড়ায় কতকটা উপশম । মানসিক শ্রমের পর বৃদ্ধি । মস্তকে তীব্র বেদনা, বিশেষতঃ স্বলে গেলে বা মানসিক শ্রমের পর । মস্তকশীর্ষে বা মস্তক-পৃষ্ঠে বেদনা এই বেদনা মেরুদণ্ড পর্য্যন্ত প্রসারিত হয় । স্বল্পবয়সের মধ্যেই বেদনা বিশেষভাবে অনুভূত হয় । মনে হয় মস্তক বিদীর্ণ হইয়া মস্তিষ্ক স্থান-ভ্রষ্ট হইয়াছে ।

চক্ষু — চক্ষুর পাতার পতন (কালী-ফস) । সঙ্কুচিত চক্ষুতারা ; চক্ষুর সম্মুখে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দু ও নানা বর্ণ দেখা, দৃষ্টি বিভ্রম, আলোকে বিদ্রোষ দ্বি-দৃষ্টি আলোকের বিশিষ্ট বর্ণ দর্শন ইত্যাদি । চক্ষুর পাতার আক্ষেপিক স্পন্দন (ক্যাঙ্ক-ফস), চক্ষুর স্নায়ুশূল, (দক্ষিণপার্শ্বে বৃদ্ধি) তির্য্যকদৃষ্টি (প্রায় সকলপ্রকার চক্ষু রোগেই ক্যাঙ্ক-ফস আভ্যন্তরিক ও বাহ্য প্রয়োগ বিশেষ ফলপ্রদ) । অতিশয় বেদনা ও চক্ষু হইতে প্রভূত জলস্রাব লক্ষণ থাকিলে গ্রাউ-মিউর ব্যবস্থেয় । অপ্টিক-নার্ভের চর্কলতা জনিত অপরিচ্ছন্ন দৃষ্টি (কালী-ফস) । পাতার গুরুত্ব । অক্ষি-কোটর ও তদুর্দ্ধের স্নায়ু শূল ; বিশেষতঃ দক্ষিণ পার্শ্বের । উষ্ণতায় ইহার উপশম ।

কর্ণ — শ্রবণশক্তির ক্ষীণতা । স্নায়বিক কারণ জনিত অথবা

আক্ষেপিক কর্ণশূল । উত্তাপে উপশম ; সকল প্রকার বেদনারই শীতলতায় বৃদ্ধি ও উষ্ণতায় উপশম । দক্ষিণকর্ণের স্নায়ুশূল, শীতলজলে সুখ ও কর্ণ প্রফুলনে এই বেদনার বৃদ্ধি ।

নাসিকা—প্রতিশ্রাব (সর্দি) বাতীত ঘ্রাণশক্তির বিলোপ ।

নাসাবরুদ্ধতা ও পুনঃ প্রচুর স্রাবনিঃসরণ । বায়ু নাসায় জ্বালা ও ক্ষতবৎ বেদনা) মস্তকের প্রতিশ্রাব, স্রাব একবার শুকাইয়া যায় ও তরল হইয়া পুনরায় নিঃসৃত হয় ।

মুখমণ্ডল—মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল, এই বেদনা নড়িয়া বেড়ায় ; বিষ্র্যভের ত্রায় বেদনা ; স্পর্শে ও শীতলতায় উহার বৃদ্ধি এবং উষ্ণতায় উপশম । আমবাতিক বেদনা (ইহার সহিত চক্ষু হইতে জলস্রাব লক্ষণ বিद्यমান থাকিলে, ত্রাট-মিউ) । অক্ষি-কোর্টারের উপরের বা নিম্নের স্নায়ুশূল । দক্ষিণ পার্শ্বের উপরের মাড়িতে বেদনা, এই বেদনার কপাল বা কর্ণ পর্য্যন্ত সম্প্রসারণ । স্পর্শে, হাঁ করিলে বা শীতল বাতাসে উহার বৃদ্ধি ।

মুখমণ্ডল—মুখের এবং ওষ্ঠের কোণের (angles of mouth) আক্ষেপিক স্পন্দন । ধনুষ্ঠকারের আক্ষেপ, আক্ষেপিক তৌতলামি ; ধীরে ধীরে এবং দস্তাবৃত করিয়া কথা বলা । হনুস্তস্ত (দাঁত কপাটি) ; এই রোগে খানিকটা ঔষধ গরম জলে গুলিয়া আভ্যন্তরিক সেবন এবং ঘন ঘন মাড়িতে মর্দন বিশেষ ফলপ্রদ (পরীক্ষিত) মুখের কোণ ফাটা ।

দন্ত ;—শিশুদিগের দন্তোদ্ভেদকালীন দড়কা, আক্ষেপ ইত্যাদি (পর্য্যায়ক্রমে ক্যালক-ফস) । তীব্র তীরবিদ্ধবৎ, আমবাতিক ও আক্ষেপিক বেদনা বিশিষ্ট দন্তশূল, উষ্ণতায় উপশম (শীতলতায় উপশম হইলে ফির-ফস, ব্রাই, কফি) ; স্পর্শে ও শীতল বাতাসে অতিশয় দ্রব ।

দন্তশূল সহকারে মুখমণ্ডলের শ্বায়ু-শূল উত্তপ্ততায় উপশম ;
খোঁচামারার ত্রায় বেদনার সবিরামতা। দন্ত বেদনার ম্যাগ-কস
বিকল হইলে ক্যাক-কস প্রয়োগ করিবে। শয্যায় গেলে দন্ত বেদনার
বৃদ্ধি ; এই বেদনার সত্বর স্থান পরিবর্তন। ক্ষয়প্রাপ্ত-দন্তে 'অগবা
দন্ত চিকিৎসক দ্বারা পরিপূরিত দন্তে (filled teeth) তীব্র বেদনা।

দন্তের ক্ষতসহ গলা, মাড়ি ও জিহ্বার গ্রাহ্য স্বীকৃত।

জিহ্বা।—আমাশয়ে বেদনা সহ পরিষ্কার জিহ্বা। অতিসার সহ
জিহ্বায় ষেতলেপ। মুখক্ষত সহ জিহ্বার আরক্ততা। মুখক্ষত জগ্ন
আহারে কষ্ট।

গল-অশ্রয়—কণ্ঠের আকুঞ্চন ; শ্বাস-নলীর আক্ষেপ বশতঃ
গলরোধ। ঢোক গিলিবার চেষ্টায় শ্বাসরোধের আশঙ্কা। আক্ষেপিক
কাস। গল মধ্যে সঙ্কোচন অনুভব। কথা বলিবার অথবা গান করিবার
সময় হঠাৎ কৰ্ণশ শব্দ বাহির হইয়া পড়ে (কালী-কস)। ঘ্যাগ।
তরল দ্রব্য গান করিবার চেষ্টা কালে গলার আক্ষেপিক সঙ্কোচন।

আমাশয়।—আমাশয়ের শ্বায়ুশূল। জিহ্বার পরিচ্ছন্নতা ;
উত্তাপ অথবা প্রচাপনে বেদনার উপশম। আমাশয়ের আক্ষেপ, তজ্জন্ত
আকুঞ্চন অথবা মোচড়ানবৎ বেদনা ; মনে হয় দেহ কষিয়া বাক্স
হইয়াছে। অপাক, অপরিপাচিত পদার্থ পেট কামড়ানির উৎপত্তি করে।
পরিষ্কৃত জিহ্বা (ফির কস)। অত্যধিক বেদনা অথবা আমাশয়ের
পেশীর সঙ্কোচন বশতঃ বমন। সবিরাম, আক্ষেপিক বেদনা।
নিচিনে বেদনা সহকাণে বাতঃক্ষয়। উষ্ণ পানীয় গ্রহণে উপশম।
অল্প অথবা শীতল পানীয়ে বৃদ্ধি। দিবাবাত্র তৃদমা তিক্রা ও তৎসহ
বমন। ভুক্তদ্রব্য বমন হইয়া পড়িয়া যায়। হৃদাহ। বুঝালা ;
পাকস্থলীতে অধিক পরিমাণ বায়ু সঞ্চয় ও তৎসহ অগ্নিমান্দ্য।

আলাকর ঢেকুর। আমাশয়ে বায়ু সঞ্চয় জন্ত হৃৎপিণ্ডের দপদপানি ও অস্থিরতা অনুভব।

উদর এবং অঙ্গ।—উদরে তীব্র মোচড়ানবৎ বেদনা।

সহকারে রক্তামাশয়, এই বেদনা উদ্রাপে, ক্রচাপনে ও সম্মুখদিকে অবনত হইলে ত্রাস প্রাপ্ত হয় (কালী-মিটার)। চিৎ হইয়া শয়নে অসমর্থতা।

নাশী হহতে বেদনা চাবিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। সবিরাম, আক্ষেপিক বেদনা। শিশুদিগের উদর বেদনায় অতিশয় চিৎকার করে ও পা

উপরের দিকে টানিয়া আনে। উদরে কামড়ানবৎ বেদনা ও বাতোদগার।

উদরের অতিশয় ক্ষীণতা সহকারে বায়ু নিঃসরণ। উদরে অতিশয়

মোচড়ানবৎ বেদনাসহকারে জলবৎ অতিসার, অতিশয় বেগে মল বাহির হয়। প্রবল কৰ্ত্তনবৎ ও খোঁচামারার ছায় বেদনা সংযুক্ত

অর্শ। সত্ত্বজাত শিশুদিগের বায়ু সঞ্চয় জনিত উদর বেদনা। চাকের-
ছায় উদরের ক্ষীণতা, তজ্জন্তু কাপড় ঢিলা করিয়া দিতে হয়।

সামান্য বিচরণ করিলে বায়ু নিঃসৃত হয় ও উহাতে কিছু উপশম বোধ করে। মলত্যাগের পূর্বে উদরে মোচড়ানবৎ বেদনা; মলত্যাগের পর উহার উপশম।

সর্বপ্রকার অতিসার, রক্তাতিসার, শ্বাস-শূল এবং অন্ত্রের প্রদাহে, পুনঃ পুনঃ প্রকৃত উষ্ণ জলের পিচকারী প্রদান বিশেষ কলপ্রদ। ইহাতে অন্ত্র ধৌত ও পরিস্কৃত হওয়ায় সত্ত্বর বেদনার আশ্চর্যকণ উপশম জন্মায় এবং বিধান সমূহের (টিপ্) স্বাভাবিক আশ্রয়ণের (absorption) সাহায্য করে। অলবৎ অতিসার, তৎসহ পায়ের ডিমে খালধরে। মলত্যাগকালে শীত শীত অনুভব এবং পাকস্থলীতে বেদনা। অর্শরোগে বিদ্যতের ছায় ও কৰ্ত্তনবৎ বেদনা; বেদনার

তীব্রতা এত অধিক যে তজ্জন্তু সময় সময় রোগীর মুচ্ছা জন্মে । উদরে এবং মলদ্বারেই বেদনার আধিক্য । প্রতিবার মলত্যাগকালেই মলদ্বারে বেদনা । শিশুদের কোষ্ঠকাঠিগ্রহ সহ প্রতিবার মলত্যাগকালে উদরে আক্কেপিক বেদনা । এজন্তু প্রতিবার মলত্যাগকালেই শিশু চিৎকার করিয়া উঠে । শিশুর উদরে অধিক পরিমাণ বায়ু সঞ্চয় ও তজ্জন্তু কল কল শব্দ । শুষ্ক, কঠিন, মলিন বর্ণের মল, এই মল নিঃসারণে খুব কষ্ট হয় । পাতলা মল সজোরে ও সশব্দে নির্গত হয় ।

মূত্র।—মূত্রেব আক্কেপিক অববোধ (পর্যায়ক্রমে ফির-ফস) । মূত্রাশয়ের গ্রীবার (neck of the bladder) এবং মূত্র-পথের আক্কেপ জন্তু প্রসাব ত্যাগকালে অতিশয় কষ্ট ও জ্বালা (ফির-ফস, কালীফস) । মূত্রাশ্মরী (stone) নিঃসরণকালে বেদনা (জাট-মল) । দগ্ধায়মানবস্থায় ও বিচরণকালে অবিরাম মূত্রবেগ । শিশুর অধিক পরিমাণ মূত্রত্যাগ । স্নায়বিক কারণে শিশুর রাত্রে শয্যায় মূত্রত্যাগ । ক্যাথিটার ব্যবহারের পর মূত্রমার্গের স্নায়ুশূল । মূত্রে ফসফেট অধঃক্ষেপ অথবা উহার স্বল্পতা । মূত্রাশ্মরী (gravel) । সঙ্গমেচ্ছার প্রাবল্য । মূত্রে ফসফেটের অভাব বা আধিক্য ।

জ্বীজননেন্দ্রিক—বাধক বেদনা (ঋতুকালীন উদর-বেদনা) । এই রোগে বেদনা নিবারণার্থ কালী-ফসও ব্যবহৃত হয় । ইহা নিয়মিত-রূপে ব্যবহার করিলে বাধক বেদনার পুনরাক্রমণ নিবারিত হয় (ফির-ফস) । প্রসব বেদনার জ্বায় উদর বেদনা এবং বাহ্যোস্তাপে উহার উপশম । ডিম্বাশয়ের (ওভেরিস) স্নায়ুশূল । যোনিমুখের অনৈচ্ছিক আক্কেপিক অবরোধ ও তজ্জন্তু সঙ্গমক্রিয়ায় অসমর্থতা (ভ্যাজাইনিস্মাস) । এই রোগে ফির-ফসও ব্যবহৃত হয় । ঋতুর পূর্বে উদর বেদনা । ডিম্বাশয়ের (ওভেরি); বিশেষতঃ দক্ষিণ ডিম্বাশয়ের

‘ম্যাগ্নেশিয়াম বা প্রদাহ। মেসেনাস ডিসমেনোবিয়া। (ইহাদ্বারা বহু রোগী আরোগ্য হইয়াছে)। নিয়ামত সময়ে বহু পূর্বে প্রত্যাহত, ঋতু; ঋতু রক্তের মলিনতা ও রক্তের ত্রাণ প্রকৃতি। বাহ্য-দ্বী-অঙ্গের ক্ষীণতা। সমগ্র নিম্নোদরে আক্ষেপিক বেদনা। উভয় ডিম্বাশয়ে (ওভেরি) এবং কটিতে বেদনা। মলিনবর্ণ সংযত রক্তস্রাব। এই ঔষধ সেবনকালে উদরে উষ্ণ সেকন্দিলে ও উষ্ণকলে গুলিয়া ঘন ঘন এট ঔষধ সেবন করিলে অতি শীঘ্র ফলদর্শে। জরায়ুর বেদনার ইহা একটা তত্কাবশ্যকীয় প্রধান ঔষধ।

পাণ্ডা :—আক্ষেপিক প্রসববেদনা ; প্রসব বেদনার সময় হস্ত-পদের থলী। প্রসব বেদনার অতিশয় তীব্রতা। অক্ষেপ (কালী-ফস ফ্রেয়া)। প্রসবাস্তিক কনভলসন। জরায়ুর অতিরিক্ত সংকোচনে ইহা ব্যবহার করিলে জরায়ু শিথিল হইয়া থাকে। দুলেব অসাবাধ (retained placenta)।

শ্বাসযন্ত্র—শ্বাস-কাস সহকারে বাতোদগার ; বক্ষঃস্থলের ও গণ্ডার আকুঞ্চন, এজত রোগী উষ্ণিরা বসিয়া থাকিতে বাধ্য হয় (উষ্ণ জল পান উপকারী)। আক্ষেপিক, নিম্নবনপরিশ্রুত, কাস এবং আবেশে আবেশে উহার উপস্থিতি। বক্ষে তীব্র বেদনা, শ্বাস-প্রশ্বাসের হ্রাস (ফ্রি-ফস)। ছশিং কাস (কালী-মিউর)। পুরাতন রোগে দৈর্ঘ্য সহকারে দীর্ঘকাল ব্যবহার্য। স্বরবজ্র-মুখের (প্লাটিন) আক্ষেপ। বক্ষঃস্থলের আকুঞ্চন সহকারে নিম্নবনশ্রুত (অথবা স্বল্প নিম্নবনশ্রুত) কাসের পুনঃ পুনঃ উপস্থিতি বা আবেশ। রাত্রি আক্ষেপিক কাস ; শুইয়া থাকিলে বৃদ্ধি, সঞ্চলনে বক্ষঃবেদনার বৃদ্ধি। বুকে খোঁচামারার ত্রাণ বেদনা, বিশেষতঃ দক্ষিণ পাশে।

শ্বাস-যন্ত্রের পেশীর দুর্বলতা। শ্বাস-ত্যাগের পর আর শ্বাস গ্রহণ করিতে পারিবেনা বলিয়া মনে হয়।

হৃদ সঙ্কোচন স্বত্র—বক্ষের শ্বাযুশূল জনিত আক্ষেপ। শরীরের কোনও যন্ত্রে অসহ্য বেদনা জন্মিলে উষ্ণ জলের সহিত পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। হৃৎশূল। বার্ষিক কারণে হৃৎপিণ্ডের দগ দপানি। বামপার্শ্বে শয়নে উহার হ্রস্ব। পাক্ষিকীভুক্ত বায়ু জন্মাবার ফলে হৃৎপিণ্ডের দগ দপানি ও উৎকর্ষ। কাপড়ের মধ্যদিয়া হৃদগ্রেহের দগদপানি দেখা যায় (apex beat visible through clothing)।

পৃষ্ঠ ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ—পৃষ্ঠে এবং হস্তপদে তীব্র, খোঁচা মারার ভায় সন্নিহিত, শ্বাযুশূলের ভায় বেদনা। গ্রীবা, মস্তক পৃষ্ঠ এবং হস্তে চিড়িকমাত্র বেদনা, উত্তাপে উপশম। হস্তপদের আড়ষ্টতা সহকারে আক্ষেপ। সন্ধির বেদনা; হস্ত-পদের শ্বাযু শূল। সন্ধির বাতজনিত প্রাণ বেদনা। বাহ্য প্রয়োগও বিশেষ ফলপ্রদ। তড়িৎবাহকের ভায় হস্ত-পদে তীব্রনিদ্রবৎ বেদনা। চলৎ-শক্তির হ্রাস বা গোপ। বেদনার স্থান বিচরণশীলতা। হস্তের অনৈচ্ছিক কম্পন। সন্ধির বেদনা। বেদনাক্রান্তস্থানে কিব্ব কিব্ব অল্প ভব। পাখের ডিম্বে খন্ডী। সায়েটিকা রোগে অসহ্য বেদনা। তরুণ আমবাতে সন্ধির দাক্ষণ বেদনা। যৎ সামান্য স্পর্শে ও এই বেদনার বৃদ্ধি। পদের এত অধিক বেদনা যে স্পর্শ সহ্য হয় না। শয্যাংগেলে পাখের বেদনা। পার্শ্বশূল। মেরুদণ্ডের নিম্নভাগে অত্যন্ত বেদনা, এখানে স্পর্শ সহ্য হয় না।

শ্বাস-যন্ত্র—হস্তের অনৈচ্ছিক কম্পন। জাগ্রতাবস্থায় অবিরত হস্ত, বাহু, মস্তক বা সমগ্র শরীরের কম্পন। যে কোন কারণ

হইতে সমুৎপন্ন মুগী রোগ (এপিলেপ্সি)। ভাণ্ডব রোগ (কোরিয়া)। শীতকপাটি (লক-জ) রোগে উষ্ণজলের সহিত পুনঃ পুনঃ ব্যবহার্য। খানিকটা ঔষধ (চূর্ণ) মাড়িতে মর্দন করিলেও বিশেষ ফল দর্শে। লক্ষ্যালক স্নায়ুর (মোটর নার্ভ) আক্ষেপ। পিয়ানো বা বেহালা-বাদকের হস্তের আক্ষেপ।

সকল প্রকার স্নায়বীয় রোগেই কালী-কসেব সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখা কর্তব্য। অতি লেখকদিগের অঙ্গুষ্ঠ ও তজ্জনীর পেশীর আক্ষেপ (রাইটাসক্র্যাম্প)। রাত্রিতে হাত-পায়ের পেশী খল্লী। স্নায়ুর অসম্যক পরিপোষণ-জনিত রোগীর অতিশয় শীর্ণতা ও দুর্বলতা (কালী-ফস)। স্পর্শ-জ্ঞানের বিলোপ।

স্বপ্নাঃ—স্নায়বিক কম্পন ও তৎসহ দাঁত ঠক্ঠকি (কালীফস)। শীত ও খল্লী সংযুক্ত জ্বর (ফির-ফস)। পায়ের ডিমে খল্লী সংযুক্ত সঘিরাম জ্বর। মেরুদণ্ডের মধ্যদিয়া উচ্চ ও নিম্নাঙ্গিগুণে সঞ্চরমান শীত। ডিনার খাইবার পর অপরাহ্ন ৭ ঘটিকার সময় শীত শীত অনুভব। শীতের পর খাসে কষ্ট। রাত্রি ৯ ঘটিকায় প্রবল শীত; পৈত্তিক জ্বর; প্রভূত ঘর্ম।

নিদ্রা।—নিদ্রালুতা ও হাঁইতোলা। হাঁই তুলিবার কালে গহ্বর হইতে চহুর (চোয়ালের) বিচ্যুতি। দুর্বলতা অথবা মাতৃকের পরিপুষ্টির অভাব বশতঃ অনিদ্রা।

মস্তক।—এই ঔষধের সমস্ত লক্ষণ উদ্ভাস, প্রচাপনে, ঘর্ষণে এবং সন্মুখদিকে অবলীল ২টলে হ্রাস প্রাপ্ত হয় এবং শীতলতায়, শীতল বাতাস প্রভৃতিতে বর্দ্ধিত হয়। শরীরের দক্ষিণাঙ্গ বিশেষভাবে আক্রান্ত হইলে ইহা সমধিক উপযোগী। শিরোগূর্ন, শিরঃপীড়া প্রভৃতি মস্তক লক্ষণ থোলা বাতাসে উপশমিত হইয়া থাকে। এই

ঔষধ ব্যবহার কালে বেদনাক্রান্ত স্থানে উষ্ণ সেক দিলে ঔষধের ক্রিয়া সমধিক বর্দ্ধিত হয়। ম্যাগ-ফসের অভাব ঘটিলেই, যে কোনও বিধানে (টিসু) থল্লী এবং স্নায়ুশূল উৎপন্ন হয়। অতএব ঐ সকল রোগে ইহা ব্যবহার করিলে সুন্দর ফল দর্শে।

ক্রম।—সুস্ফাল ইহার ৬× ক্রম ব্যবহারের বিধি দেন। উষ্ণ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিলে ইহার দ্রুত ক্রিয়া দর্শে। ৬× প্রয়োগ করিয়া কখন কখন আশাশূন্য ফল না পাইলে ১× এবং ২× প্রভৃতি নিম্ন ক্রম ব্যবহার করিয়া ও সময় সময় ভাল ফল পাওয়া গিয়াছে। ডাঃ মর্গ্যান শূলবেদনায় ইহার ৩০ × ক্রম উষ্ণ জলের সহিত গুলিয়া পুনঃ পুনঃ দিতে বলেন। ৬× প্রভৃতি নিম্ন ক্রম ব্যবহার করিয়া আশাশূন্য ফল না পাইলে উচ্চ ক্রম (৩০ ×) ব্যবহার করা কর্তব্য। আমরা ৬× ক্রম ব্যবহার করিয়া প্রায় সর্বত্রই চমৎকার ফল পাইয়াছি।

সম্বন্ধ।—স্নায়বিক রোগে, বিশেষতঃ স্নায়ু শূলে অমোঘ ঔষধ বালসা এই ঔষধ বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছে। এই স্থলে ইহার সমকক্ষ ঔষধ কালী-ফস। কালী-ফস ও ম্যাগ-ফসে পার্থক্য এই যে, কালী-ফস মস্তিষ্ক ও স্নায়ুর প্রধান পরিপোষক (nutritive) রূপে ও ম্যাগ-ফস আকস্মিকনিবারকরূপে (antispasmodic) ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই উভয়ের উপচয় ও উপশমের ও পার্থক্য আছে। কালী-ফসে বেদনা ও উপসর্গ শীঘ্রলভায় উপশমিত হয়, আবার ম্যাগ-ফসের বেদনা উচ্চতায় উপশমিত হয়। ম্যাগ-ফসের বেদনার সহিত কলোসিসের বেদনা এবং উহার উপচয়-উপশমের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য দুই হইয়া থাকে। আশ্চর্যের বিষয় এই, কলোসিসের মধ্যে

শতকরা ৩ ভাগ ম্যাগ-ফস বর্তমান আছে । ম্যাগ-ফসের আমাশয়ে (stomach) বায়ুসঞ্চয়জনিত উদর বেদনার সহিত ডায়াবোরিয়ার কতকটা সাদৃশ্য আছে । জেলসিমিয়মও ইহার একটা সমগুণ ঔষধ । হিষ্টিরিয়া, হাইপোকণ্ড্রিসিস, স্পাইজাল ইরিটেশন প্রভৃতি রোগে ইহাদের মধ্যে তুলনা করিয়া ঔষধ নির্বাচন করা কর্তব্য ।

মেরুদণ্ডের অভ্যন্তর দিয়া শীতের উত্থান ও অবনমন উভয়েই
বিদ্যমান আছে । আক্ষেপে (spasm) বেলেডোনার সহিত ইহার বিশেষ সাদৃশ্য পরিস্ফুট হইয়া থাকে । বেলেডোনাধারা ফল না পাইলে তৎপরে ইহা ব্যবহারে উত্তম ফল পাওয়া গিয়াছে । প্রসারিত অক্ষিতারা, বিঘূর্ণিত একদৃষ্টি এবং সামান্য শব্দে বা সহজেই চমকিত হইয়া উঠা, উভয়েই বিদ্যমান আছে । ত্রিষাফদৃষ্টিতে, বিশেষতঃ উহা যদি ক্রমি জন্ত উপস্থিত হইয়া থাকে; তবে নেট্রাম-ফসের সহিত ইহা তুলনীয় । জলবৎ স্রাব এবং উদরাময়ে নেট্রাম-মিউরের সহিত, মৃগীরোগে কালী-মিউর, ক্যালক-ফস ও সিলির সহিত ; শরীরের দক্ষিণ পার্শ্বের রোগে বেল, ব্রাই, চেলিডোন, ক্যালক-কার্ক, লাইকো, এন্ড পডোর সহিত ; প্রচণ্ড বেদনার বেল ও ক্যালমোর সহিত ; হৃদয় বেদনার স্থানবিচরণশীলতার পলস, কালী-সলফ ও ল্যাক-ক্যানের সহিত ; সঙ্কোচন বা মোচড়ানবৎ বেদনার ক্যাস্টাস, ক্যালক, আরোড ও সলফের সহিত তুলনীয় । ইহার রক্তঃশূল ও প্রসববেদনা অনেকটা ভাইবার্ণম ও পলসেটিগার জ্ঞার । কিন্তু পার্থক্য এই যে, ম্যাগ-ফসের বেদনা উত্তাপে উপশান্ত হয়, অপর দুইটিতে তাহা হয় না ।

সিমিলিফুগার বেদনার সহিতও ইহার কতকটা সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু সিমিলির বেদনা একভাবে থাকে, আর ম্যাগ-ফসের বেদনা আক্ষেপিক প্রকৃতির, থাকিয়া থাকিয়া আক্ষেপিক বেদনা উপস্থিত

হয়। আরও, ম্যাগ-ফস দ্বারা ডিফাশন, জবায়ুর মূলদেশ (fundus) প্রভৃতি গভীর বস্তু সকল আক্রান্ত হইয়া থাকে, কিন্তু সিমিসি দ্বারা সিমামেন্ট প্রভৃতি আক্রান্ত হয়। মেম্ব্রেনঃস ডিনমেনোরিয়ায় ম্যাগ-ফস ব্যবস্থা পরিবার কালে বোবাকা, এসেটিক গ্রান্ড স্ট্রাবার্ম ও পুলাসের কথা স্মরণ করা কর্তব্য। গোবেলিয়া, সিমফাইটম ট্র্যামো এবং ভাইবার্ম প্রভৃতি উদ্ভিদে ম্যাগ-ফস বিরলমান আছে। এজন্ত ইহাদের রক্ষণ সকল মধ্যে বহু লক্ষণেই সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। রাস্ত্রিকাগীন স্নায়ুশূল ও উহার উত্থাপে উপশমে আর্সের সহিত এবং দাধাৎন স্নায়ু-মণ্ডলের রোগে জিহ্বায়ের সহিত ম্যাগ-ফসের তুলনা করিয়া দেখা কর্তব্য।

নিষ্মম গুণ।—এই ঔষধ বেলজিয়াম জেলস ও ল্যাকেসিসের ক্রিয়া-হারক।

নেট্রাম মিউরিয়েটিকম।

Na^{rum} Mu^{riaticum}

ইহার অপর নাম সোডিয়াম ক্লোরাইড্; বাজালা নাম লবণ; সংক্ষিপ্ত নাম গ্ৰাউ-মিউ। চাক-দেহে ইন-অরগ্যানিক সল্টের মধ্যে একমাত্র কসমেট অব্ লাইম ব্যতীত এই লবণের ভাগই অধিক।

ক্রিয়া ও আনুষঙ্গিক প্রয়োগ

শরীরের শতকরা ৭০ ভাই জল। দেহস্থ এই পদার্থের (নেট্রাম-মিউর) আধিক্যের কারণ সহজেই নির্দেশ করা যাইতে পারে। লবণ ব্যতীত দেহস্থ এই জল শরীরের কোন কাথোই আইসেনা, বরং এতদভাবে শরীরের গন্ধে উপজবকারী

হইয়া উঠে । কাজেই লবণ মানব-দেহের একটা প্রধান ও বিশেষ প্রয়োজনীয় উপাদান । লবণের সাহায্যেই জল মানব দেহ নির্মাণে জৈবনিক-ক্রিয়া সম্পাদনে এবং দেহ হইতে অপ্রয়োজনীয় পদার্থ নিঃসারণে সমর্থ হয় । দেহে নেট্রাম-মিউরেব পরিমাণ কিঞ্চিৎ হ্রাস প্রাপ্ত হইলে, শরীরস্থ জল এক বিষম গোলযোগ উৎপন্ন করে । কারণ, যে পদার্থের সাহায্যে ইহা ক্রিয়াশীল হয়, তাহারই অভাব ঘটিয়াছে । সর্দি-শর্শ্বি রোগে সোডিয়াম ক্লোরাইডের ন্যূনতা বশতঃ শরীরের অশ্রাচ্ছ স্থান হইতে (বিশেষতঃ গ্রীব:-পৃষ্ঠ হইতে) জলীয়াংশ আশোষিত হইয়া মস্তিষ্কের ভূমিদেগে সঞ্চিত হয় ও উহার উপর চাপ প্রদান করে । ফলে, ইহা সময় সময় সাংঘাতিক হইয়া উঠে । স্কাট-মিউর ওদ ক্রম ব্যবহারের সহায় ও নিঃসন্দেহে ঐ সঙ্কটাপন্ন অবস্থা দূরীভূত হয় । ডিনিরিয়ম ট্রিমেনস (পানাতায়) রোগ ও স্কাট-মিউরের স্বল্পতা নিবন্ধন উপস্থিত হইয়া থাকে । তাহাতেও পুনঃ পুনঃ এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া এক ঘণ্টার মধ্যেই আশ্চর্য্য ফল প্রাপ্ত হইতে দেখা গিয়াছে । নেট্রাম-মিউরিয়েটিকম্ শরীরস্থ লাসিকা বাচিনী প্রণালীতে (লিম্ফটিক-সিস্টেম), রক্তে, প্লীহা ও বক্রেতে এবং শৈল্পিকাবল্লীতে (মিউকাস মেম্ব্রেন) কার্য্য করিয়া থাকে । এজন্য এই সকল স্থানের পীড়ায় ইহার প্রয়োগ-সূচক লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে ইহা দ্বারা উত্তম ফল দর্শে ।

দেহে উপযুক্ত পরিমাণ নেট্রাম-মিউর বর্তমান থাকিলে তিশুর ক্রিয়াশীলতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং দেহ হইতে ইউরিয়া (urea) নামক বিষাক্ত পদার্থ সহজে নিষ্কাশ হয় । এজন্য ক্রকিউলাগ্রান্ত রোগীদিগের পুরাতন অবস্থায় গ্রন্থি, অস্ত্র এবং স্বক আক্রান্ত হইলে ইহার একান্ত প্রয়োজন । ম্যালেরিয়া এবং উহাতে কুইনাইন

অপ-ব্যবহারের ফলে যে এক প্রকার ধাতুদোষ উৎপন্ন হয়, তাহাতেও ইহা ব্যবহৃত হয় এবং ইহার ফলে ঐ দোষ সংশোধিত হইয়া রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে । শরীরের অসম্যক পরিপোষণ ও উহার ফলে যে শীর্ণতা জন্মে তাহাতেও ইহা অতিশয় ফলপ্রসূ । রক্তহীনতা, লিউকিমিয়া (রক্তে শ্বেত কণার আধিক্য ও লোহিত কণার হ্রাস), হাইড্রিমিয়া (রক্তে জলীয়াংশের আধিক্য) ক্লোরোসিস (হরিৎপাত) এবং স্বাভি (সরস উদ্ভিজ্জাদি আহার না করার ফলে এই চর্ম্ম রোগ জন্মে) প্রভৃতি রোগ যাহা ভুক্তদ্রব্য সমীকরণের অভাবে রক্তের বৈশিষ্ট্য বশতঃ উৎপন্ন হইয়া

থাকে (nutritive defects with their profound blood poverty) তাহাতে ইহা ব্যবহার করিলে রক্তের উৎকর্ষ সাধন করিয়া এই সব অবস্থা দূরীকৃত করিয়া থাকে । মাস্তকঝিল্লীর রসক্ষরণ (serous exudation) ইহার অপরিচালক লক্ষণ । প্রচুর লাগা বা অপ্রস্রাব, এবং জল বা শ্লেষ্মা বমন সহ শরীরের কোন অংশে বেদনা জন্মিলে ইহা সকলতার সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে । শরীরের যে কোন স্থানের শ্লেষ্মিকঝিল্লী চইতে স্রুচ্ছ, জলবৎ বা ফেণিল শ্লেষ্মা নিঃসৃত হইলে ইহা অতিশয় উপকারী । কোন কোন স্থানের শ্লেষ্মিক ঝিল্লী চইতে তবল জলবৎ শ্লেষ্মা নিঃসরণ. আবার কোনও স্থানের শ্লেষ্মিক ঝিল্লীর শুষ্কতা (যেমন তরুণ প্রাতিশ্রায় সহ প্রবল হাঁচি ; নাসিকা, চক্ষু ও মুখ হইতে জলবৎ স্রাব নিঃসরণ, কিন্তু সরলাস্ত্রের শ্লেষ্মিক ঝিল্লীর শুষ্কতা বশতঃ কোষ্ঠকাঠিন্য লক্ষণে ইহা অধিতীয় ঔষধ । এই ঔষধের জিহ্বার লক্ষণও বিশেষ উল্লেখ যোগ্য । পরিষ্কার চককে জিহ্বা উহার উত্তর পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লালাব বৃদ্ধ অথবা ক্ষীণ পাণ্ডুর বিবর্ণ (palid) ময়লাবৃত জিহ্বা । মুখে

লবণাক্ত স্বাদ। এই সব লক্ষণ দৃষ্টে নেট্রাম-মিউর ব্যবস্থা করিলে অতি উত্তম ফল দর্শে।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

অন্য।—যে কোন সময়ে প্রলাপ বকা; সন্দেশ বা শুষ্ক ও ঝলঝলবৎ জিহ্বা; সহকারে রোগীর মূহপ্রলাপ (বিড় বিড় করিয়া কথা বলা) ও খেরাল দেখা। অচেতনতা ও নিদ্রালুতা। টাইফয়েড বা টাইফস্ ফিবারে মূহ প্রলাপ। পানাহার (অতিরিক্ত মাদক দ্রব্য সেবন অথবা উহার বিরতি বশতঃ অনিদ্রা ও কম্পন সংযুক্ত প্রলাপ রোগ) রোগে মস্তিষ্কের শুষ্কতা নিবারণে ইহা সর্বপ্রধান ঔষধ (কার্ল-ফস)। বিষমতা আশাশূন্যতা ও উদ্ভ্রমহীনতা; নৈরাশ্র সহকারে কোষ্ঠকাঠিন্য বা জলীয় লক্ষণ সমূহের আধিক্য; সহজেই অশ্রুস্রাব। অতীত বিষয়ের প্রলাপ। রোগাতঙ্ক। যৌবনের প্রাকালে বিবাদাঘা। মস্তিষ্কের দুর্বলতা। মানসিক শ্রমে ক্লান্তি অনুভব। ক্রোধ, হাঙ্গ-পারহাস বা গান করিবার প্রবৃত্তি সহ স্মারিক উদ্বেজনা।

মস্তক এবং মস্তক-অংক।—অর্কাঘাতের (সঃনষ্ট্রোংক)
সর্বপ্রধান ঔষধ। কোন কোন স্থানের স্নৈগ্নিক-ঝিল্লীর শুষ্কতা এবং
কোন কোন স্থানেব স্নৈগ্নিক-ঝিল্লীর অতিরিক্ত স্রাব সংযুক্ত মাথা
ধরা। শিরঃপীড়া সহকারে কোষ্ঠরোধ। শিরঃপীড়া সহকারে প্রভূত
অশ্রুস্রাব বা জিহ্বায় ফেণিল লেপ। কপালে, উভয় শঙ্খদেশে
(temples), অথবা মস্তকের একপার্শ্বে বেদনা বিশিষ্ট শিরঃপীড়া।
মস্তকে রক্ত সঞ্চয় বিশিষ্ট শিরঃপীড়ার বিশেষতঃ প্রাতঃকালে; নিদ্রার
ইহার উপশম; এইরূপ শিরঃপীড়ার প্রায়ই ঋতুকালে উপস্থিতি।
পশ্চাৎ-গ্রীবায় মাংস-পেশীর দুর্বলতা জন্ত মস্তকের সম্মুখ-দিকে

পতনের প্রবণতা। অর্জ-শিরঃশূল (আধ কপালে মাথা ব্যথা)।
 বিচ্ছালয়ের বালিকাগণের ঋতুকালীন শিরঃপীড়া, তৎসহ মস্তক-দীর্ঘে
 জ্বালা। ফেণা ফেণা ও জলবৎ শ্লেষ্মা বমন সহকারে শিরঃপীড়া। প্র-প্ত-
 যৌবনা বালিকাদিগের শিরঃপীড়া; বিশেষতঃ ঋতুকালে। তৎসহ মস্তকে
 জ্বালা, নিরুত্তম ও জড়তা। নিদ্রালুতা ও অপারিতপ্ত নিদ্রা সহকারে
 মস্তকে হাতুড়ির আঘাতের স্থায় শিরঃপীড়া, প্রাতঃকালে উঠার ব্যক্তি;
 মস্তক-দ্বকে জলপূর্ণ উদ্বেদ; থুসকি। গ্রীবা-পৃষ্ঠে চুজের প্রাহদেশে
 কণ্ডুদনকর উদ্বেদ ও উগা হইতে আঠা আঠা জলবৎ স্রাব 'নঃসবন।
 চুল উঠা। মস্তক-দ্বকে ক্রম্বি।

চক্ষু—প্রভূত অশ্রুস্রাব সংযুক্ত চক্ষের দ্বাদ্ধশূল (ন্যাগ-ফন)।
 মস্তকের তরুণ প্রতিষ্ঠায় সহকারে অশ্রুস্রাব। চক্ষুর দুর্বলতা; ঠাণ্ডা
 বাতাসে বাহির হইলে তথবা চক্ষে বাতাস লাগিলে অশ্রুস্রাব।
 অশ্রুনালীর অবরুদ্ধতা সহ চক্ষু হইতে পরিষ্কার শ্লেষ্মা বা জলবৎ স্রাব
 নিঃসরণ। পাতার শুষ্কতা, জ্বালা ও কণ্ডুদন। পাতার প্রান্তদেশের
 আরক্ততা। পাতার দানা, তৎসহ অশ্রুস্রাব বা উহার অভাব।
 অক্ষিমুকুরের (lens) অস্বচ্ছতা। যে কোন রোগেই অশ্রুস্রাব লক্ষণ বিদ্যমান
 থাকিলে ইহা প্রয়োজ্য। ক্ষতঃস্থরবিশিষ্ট চক্ষুর পাতা (ফির-কস,
 কালী-মিউর)। কণিয়ার ফোকা (কালী-মিউর)। প্রতিষ্ঠায় জনিত
 অশ্রুস্রাবী-নালীর অবরুদ্ধতা। অশ্রুস্রাব সংযুক্ত চক্ষুবেদনার প্রতি দিন
 একই সময়ে উপস্থিতি। চক্ষুর পাতার ক্ষীণতা; স্রাবের অতিশয়
 দুর্বল ও বিদাহিতা। চক্ষু কুট কুট করে। দৃষ্টিদৌৰ্বল্যের (ম্যাগফস
 সর্বপ্রধান ঔষধ। খেতমগুলের প্রদাহ সহকারে প্রভূত অশ্রু ও
 শ্লেষ্মাস্রাব। বাপসাদৃষ্টি; অর্জাবাত (সর্দি গন্ধ)। আলোকে বিধেব।
 চক্ষুর দ্বাদ্ধশূল, তৎসহ অশ্রুস্রাব ও খেত মগুলের আরক্ততা।

কর্ণ।—কর্ণনের ক্ষৌভতা বশতঃ বধিরতা (কালী-মিউর, কালী-মলফ)। কর্ণের বহুপ্রকার রোগ সহকারে প্রভূত লালান্সাব। কর্ণনাদ ; কর্ণহইতে পুষ্যস্রাব। চক্ষণকালে কর্ণে চড় চড় শব্দ। কর্ণে কণ্ডুয়ন ও জ্বালা। কর্ণে চিড়িকমারা বেদনা।

নাসিকা।—অণ্ডলালের ছায় হচ্ছ শ্লেষ্মা ও পরিষ্কার জলবৎ এবং প্রবল ইঁচি সংযুক্ত তরুণ প্রতিশ্রায় (সর্দি)। নাসিকা হইতে জলবৎ লবণাক্ত স্রাব ক্ষরণ (ক্যাক্স-ফস)। রক্তহীন ব্যক্তিদিগের লবণাক্ত শ্লেষ্মাস্রাব সংযুক্ত পুরাতন প্রতিশ্রায়। হে ফিবার এবং ইন্ফ্লুয়েঞ্জা বোগে প্রথমে ইঁচি এবং তৎসহ নাসিকা ও চক্ষু হইতে জলবৎ স্রাব লক্ষণে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ (৩০ X ক্রম)। মস্তকের প্রতিশ্রায়। স্বাদ ও ঘ্রাণশক্তির বিলোপ। রক্তহীন ব্যক্তিদিগের নাসিকা হইতে জলবৎ পাতলা রক্তস্রাব (ফির-ফস) ; নাসান্যস্তরের অভ্যন্তর শুষ্কতা ও অবরুদ্ধতা এবং তৎসহ জ্বালা ; নাসায় চমটি পড়া। সম্মুখে অবনত হইলে অথবা কাসিবার সময় নাসিকা হইতে রক্ত পড়ে। নাসিকা হইতে ঐষ্যুহেনের ছায় শ্লেষ্মা স্রাব। প্রাতঃকালে প্রাতিশ্রায়িক লক্ষণের বৃদ্ধি।

মুখমণ্ডল।—কোষ্ঠবদ্ধ সহকারে মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল। পরিষ্কার জলবৎ শ্লেষ্মা বমন অথবা চক্ষু হইতে প্রভূত পরিষ্কার শ্লেষ্মা স্রাব সহকারে মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল। সাইকোসিস। শ্মশ্রু পতন। ভোজন কাণে মুখমণ্ডলে ঘর্ষ। মুৎপাণ্ডু। কুটনাইন সেবনের পর স্নায়ুশূলের উৎপত্তি। কপালে গুটিকার ছায় উদ্ভেদ।

মুখ-অশ্রা।—যে কোন বোগ কালে প্রভূত লবণাক্ত লাল নিঃসরণ। মুখ এবং গল-নদীর প্রতিশ্রায় সহকারে হচ্ছ, জলবৎ তরল শ্লেষ্মা

নিঃসরণ (এক্সমিনস—ক্যাক্স-ফস) । শিশুদিগের মুখের ভিতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাদা ক্ষত ও তৎসহ লালস্রাব (কালী-মিউরের সাহিত পথায়ক্রমে) । জিহ্বা-নিম্ন গ্রন্থি গ্রন্থিততা (রেণুগা) । জিহ্বার নিম্নে এক প্রকার অর্ধ অর্কৃদ (রেনিউলা) । আব্রাম মুখ হইতে জল ও তরল স্রোত তুলিয়া ফেলা । শিশুদের কথা বলিতে শিখিতে বিলম্ব । জিহ্বা ও মুখে শুষ্কতাবৃত্তব । মুখের চারিদিকে মুক্তার জায় বিন্দু বিন্দু উদ্বেদ । ওষ্ঠের বিদারণ ও ক্ষীততা । খোৎমায় উদ্বেদ ।

দন্ত ।—প্রভূত লাল বা অশ্রাব সহকারে দন্তশূল ! দন্তের স্নায়ুশূল । শিশুদের দন্তোদ্বেদ কালে লালস্রাব । দন্তমূলে ক্ষত । মাড়ীতে পেনা সহ দন্তমূল হইতে সহজে রক্তপাত । শিথিল দন্ত । লালস্রাবী-গ্রন্থির পুরাতন প্রদাহ । রেণুগা । দণ্ডমূলে গুম-টিক (gum-boil), তৎসহ দণ্ড, দণ্ড, কর অথবা রক্তকরণের স্থায় বেদনা ।

জিহ্বা ।—জিহ্বার উপর পরিষ্কার, আঠা আঠা ও জলবৎ স্রোত লেপ এবং প্রাস্তে লালার বৃদ্ধি । জিহ্বার অগ্রভাগে ফোঁক । মুহুরে মুখ ও জিহ্বার শুষ্কতা এবং অশ্রু হইতে জলবৎ স্রাব । শিশুর কথাবলিতে শিখিতে বিলম্ব । স্বাদের বিলোপ । জিহ্বাগ্রে দানা । মানচিত্রের স্থায় চিত্রিত জিহ্বা । অবশ ও আড়ষ্ট জিহ্বা । জিহ্বায় যেন চুল আছে এরূপ অনুভব ।

গল-অশ্রু । কণ্ঠের স্রোতস্রাবী বিলম্বের প্রদাহ সহকারে এই ঔষধের বিশেষত্ব জাপক জলবৎ স্রাব । প্রভূত লালস্রাব সহকারে আলজিহ্বার শিথিলতা (ক্যাক্স-ফোর প্রধান ঔষধ) । গল-গণ্ড (ক্যাক্স-ফস প্রধান ঔষধ) । মুখের অতিশয় শুষ্কতা অথবা প্রভূত লালস্রাব সংযুক্ত গলক্ষত । ডিকথিরিয়া নিদ্রালুতা লক্ষণের দৃষ্টমানতা ; জলবৎ স্রাব ; লালস্রাব অথবা জল বমন ; মুখমণ্ডলের পাণ্ডুরতা ও ক্ষীততা । ওন্দাবিধি

(মঃসঃ) । গলাভ্যন্তরের চাকচিক্য । ফ্যারিংসএ দানার উৎপাদিত সহ
প্রদাহ, বিশেষতঃ তাম্বকুট সেবোদিণের । পুরাতন গলক্ষত ।
 গলাভ্যন্তরে পিণ্ড বা ছিপিরত্নায় অনুভব, তৎসহ অতিশয় শুষ্কতা ।
 গলার ক্ষত, আকুঞ্চন ও চিড়িকমারারত্নায় বেদনা । তল্ল'নয়গ্ৰাণ্ঠি,
গলগ্রাণ্ঠি ও টিসিলের ক্ষীণতা । আগ্নেয়গিরির বিরুদ্ধি । মুখ হইতে
 দুর্গন্ধ নিঃসরণ । সন্ধ-শ্রীবা । ডিফথিরিয়ায় পর ভুক্তদ্রব্য ঠিক পথে
 গলাভ্যন্তরে যায় না, কেবল মাত্র তরল দ্রব্য গিলিতে সমর্থ ।

আমাশাসন্য ।—প্রচুর লালাত্রাব অথবা জলবৎ বমন লক্ষণ
 বিস্তারিত থাকিলে আমাশয়ের যে কোন রোগেই ইহা ব্যবহার্য্য । মুখের
 লবণাক্ত স্বাদ এবং জলবৎ পদার্থ বমন সহকারে অজীর্ণ । বোগীর
 সময় সময় তিক্ত বা লবণাক্ত পদার্থ খাইবার আকাঙ্ক্ষা । প্রবল ক্ষুধা ;
 আহারান্তে বুকজালা । আমাশয়ে বেদনা সহকারে অজীর্ণতা । অধিক
 পরিমাণ জলপানের প্রবল পিপাসা । আহারের পর বেদনা সংযুক্ত
 অগ্নিমান্দ্য । স্বচ্ছ, জলবৎ, চট্‌চটে প্লেয়া অথবা ফেণা ফেণা জলবৎ
 পদার্থ বমন । পাণ্ডু, সহকারে শোথ । মুখে জল উঠা । হিকা,
বিশেষতঃ কুটনাটন সেবনের পর । মুখ হইতে দুর্গন্ধ নিঃসরণ । রুটিতে
 অক্লিষ্ট । তামাকে অক্লিষ্ট । খাসে দুর্গন্ধ সহ পাকস্থলীতে বেদনা ।

উদর ও মল ।—অন্ত্রের শিথিলতা সহকারে তরল মগস্রাব ।
 পর্য্যায়ক্রমে অতিসার ও কোষ্ঠকাঠিন্য । অন্ত্রের শ্লেষ্মিক-বাল্লীক শুষ্কতা
 জনিত কোষ্ঠকাঠিন্য ; তৎকালে অত্যাগ্ন স্থান হইতে জলবৎ স্রাব ।
 প্রভূত অশ্রুস্রাব বা ফেণিল জলবৎ পদার্থ বমন সহকারে মস্তকে গুরুত্ব
 অনুভব সহ শিরঃপীড়া । শক্ত মল নিঃসরণ কালে মলদ্বারের বিদারণ ।
 ফেণিল মল এবং আঠা আঠা প্লেয়াস্রাব সংযুক্ত অতিসার । শক্ত মল

নিঃসারণে মলবারের বিদারণ, চিড়িক, ক্ষতবৎ বেদনা ও টাটানি জন্মে। কোষ্ঠবদ্ধ সংযুক্ত অর্শ। চোঁচ ফুটার ছায় বেদনা সংযুক্ত অর্শ। গরম জলের স্নিগ্ধ এই ঔষধ মিথাইল মলদ্বারে পিচকারী দিলে এই রোগে বিশেষ উপকার দর্শে। মলদ্বারের চতুর্দিকে দক্ষিণে পীড়ক। বজ্রান প্রদেশে (কুচকি) বেদনা। বিদাহী, জলবৎ অতিসার। অসাড়ে মংতাগ; মল, কি অপান নিঃসৃত হইবে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। প্লীহা ও যকৃৎপ্রদেশে বেদনা।

মূত্র।—স্বচ্ছ, জলবৎ মূত্রস্রাব সংযুক্ত মূত্রাশয়ের প্রতিচ্ছায়। অতিরিক্ত মূত্রস্রাব। মূত্রত্যাগের পর জ্বালা ও কর্ভনবৎ বেদনা। বহুমূত্র। অতিশয় পিপাসা সহকারে প্রভূত জলবৎ মূত্রস্রাব। শরীরের শীর্ণতা ও মুখ হইতে পুনঃ পুনঃ জল উঠা সহ অব্যাহত মূত্র। অস্ত্রের সম্মুখে মূত্রত্যাগ করিতে পারা যায় না। রক্তমূত্র। মূত্রনিঃসরণেব পূর্বে কতকক্ষণ বসিয়া থাকিতে হয়। অণ্ডকোষে বেদনা ও কামড়ানি। অণ্ডকোষে দুর্দম্য কণ্ডুয়ন। মুষ্ক-প্রদেশের লোম পতন। অণ্ড ও রেতঃবাহী শিরার স্ফীততা ও বেদনা। অণ্ডে জল সঞ্চয় হাটবার ও কাদিবার সময় অজ্ঞাতসারে মূত্র নিঃসরণ। প্রমেহ; মূত্রপথে কলসিয়া বাগ্গার ছায় জ্বালা। স্বচ্ছ জলবৎ স্রাব। পুরাতন উপদংশ।

পুংজননেত্রিক।—পুরাতন প্রমেহ সহকারে স্বচ্ছ, জলবৎ, বিদাহী স্লেছাময় পদার্থ স্রাব। মাস্তকস্রাবী পুরাতন উপদংশ। কুরণ। মেট্র ডকে (লিঙ্গ) জলসঞ্চয় (হাট-সলফ)। প্রোটিক বস ক্ষরণ। চ পদিলে মূত্রপথে ক্ষতবৎ বেদনা। মূত্রস্রাবের পর দুঃস্বাদ ও শীতানুভব। ধ্বংস। অণ্ডে বেদনা, অণ্ডকোষে অত্যন্ত চুলকানি। স্পায়েটিক কর্ড ও অণ্ডে বেদনা।

স্ত্রীজননেদ্রিয়।—এই ঔষধের বিশেষত্ব জ্ঞাপক শ্রাব সংযুক্ত প্রমেহ ও উপদংশ পাতলা, জলবৎ রক্তঃশ্রাব। বিষণ্ণতা ও শিরঃপীড়া সংযুক্ত বিলম্বিত ঋতু। ঋতুকালে শিরঃপীড়া ও অশ্রুশ্রাব প্রবণতা। প্রশ্রাব ত্যাগের পর যোনিতে টাটানি ও ক্ষতবৎ বেদনা। শ্বেতপ্রদর সংযুক্ত ঋতু; শ্রাবের বিদাহিতা। বিদাহী শ্রাব ঃগিয়া বাহ্য-স্ত্রী অঙ্গের লোম পড়িয়া যায়। ঋতুশ্রাবের পূর্বে বিষণ্ণতা এবং শ্রাবকালে ও তৎপর শিরঃপীড়া। জলবৎ, আঠা আঠা ও ক্ষতবৎ শ্বেতপ্রদর। যোনির শুষ্কতা, সঙ্গমকালে যোনিতে অত্যন্ত জ্বালা ও বেদনা। যোনিতে খোঁচামারার স্রাব ও জ্বালাকর বেদনা। যোনির কণ্ডুয়ন। দুই ঋতুর অন্তর্বর্তীকালে পাতলা, জ্বালাকর শ্বেতপ্রদর। জরায়ু নির্গমন, এতদ্ব্য বসিয়া থাকিতে হয়। যোনির অত্যন্ত শুষ্কতা। ক্লোরোসিস্। মুখমণ্ডলের পান্থবৎ; বালীসের উপর চিৎ তইয়া শুইলে জরায়ুর উপসর্গের অনৈকটা লাঘব। প্রাতঃকালে জরায়ুর নিয়াভিমুখে নামিয়া পড়ার স্রাব আবেগ। অগারিত মূত্র, হাঁসিতে, কাসিতে ও হাঁচিদিলে মূত্র পাত।

পার্ভ।—গর্ভাবস্থায় প্রাতঃকালে জলবৎ, ফেণিল শ্লেষ্মা বমন ও প্রাতঃকালীন বিবমিষা। সূতিকাবস্থায় মণিপুয়ের (pubis) রোম পতন। স্তনের শীর্ণতা।

শ্বাস-যন্ত্র।—জলবৎ, ফেণিল শ্লেষ্মাশ্রাব সংযুক্ত শ্বাস-কাস! (শ্বাসের জন্ত পর্য্যায়ক্রমে কালী-ফস); ব্রঙ্কাইটিস, শ্বাস-যন্ত্রের সক্ষা রোগেই পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রকার নিষ্টিবন লক্ষণ বিद्यমান থাকিলে ইহা উপবোগী। কুসকূসে জলসঞ্চয় সহকারে সময় সময় লবণাক্ত জলবৎ নিষ্টিবন। কাসিবার সময় অশ্রু ও মূত্র শ্রাব (ফির-ফস)। লুপিংকফ; বক্ষঃস্থলে ঘড় ঘড় শব্দ ও শিথিল শ্লেষ্মা সংযুক্ত নিউমোনিয়া। জিহ্বা লক্ষণও দ্রষ্টব্য। প্লুরিসিস;

স্বল্পভঙ্গ; কাসিতে কাসিতে বৃকে বেদনা। প্রাতি শীতকালে কাসের প্রত্যাহ্বতি। ফুসফুসে জলসঞ্চয়। শ্বাস-কষ্ট।

রক্ত সংকলন স্বল্প।—রক্তহীন ব্যক্তিদিগের হৃৎপিণ্ডের দপ দপ, জলবৎ পাতলা রক্ত এবং শোথ। হৃৎপিণ্ডের বিরুদ্ধি; পুনঃ পুনঃ শুইবার প্রয়োজন। শীতল ও অবশ হস্ত-পদ (ফির-ফস)। দ্রুত, সবিরাম নাড়ী, বামপার্শ্বে শয়নে উহার বৃদ্ধি। সমগ্র শরীরেই হৃৎপিণ্ডের দপ দপানি অনুভব করা যায়। রক্ত সংযত হয় না। হৃদগ্র-প্রদেশে বেদনা। নড়িলে বা জোরে শ্বাস গ্রহণকালে উহার বৃদ্ধি। হৃৎপিণ্ডে ধড়ফড় শব্দ। হৃৎপিণ্ডে আকুঞ্চন বা চাপিয়া ধরার ভ্রায় বেদনা অনুভব।

পৃষ্ঠ এবং হস্ত-পদ।—নিদ্রালুতা সহকারে অতিশয় চঞ্চলতা ও ক্রান্তি। হাতে এবং আঙ্গুলে জলপূর্ণ ফোকা। পদের অনৈচ্ছিক সংকলন; স্থির চইয়া বসিয়া থাকিতে পারা যায় না। শিশুদের সরগ্রীব। হাঁটু-সন্ধির পুরাতন বাত। পদের অনৈচ্ছিক কম্পন। সন্ধির শুক্কতা। নিদ্রাকালে হস্তপদের উৎক্ষেপণ (মাগ-ফস) জলবৎ স্রাবের বিজ্ঞমানতা থাকিলে আমবাত এবং গ্রন্থিবাতও উপকারী। সন্ধির বিদারণ। পৃষ্ঠ এবং হস্ত-পদে বেদনা। কোন কঠিন বস্তুর উপর শয়ন করিলে পৃষ্ঠ বেদনার উপশম। হাঁটুগ্রন্থির বাত; হাঁটুর শুক্কতা ও ক্ষীণতা। পৃষ্ঠে শীতলতানুভব। মধ্যে মধ্যে বাতের বেদনার উপস্থিতি। উরুপ্রদেশে বেদনা। সায়েটিকা। পদাঙ্গুলির মধ্যভাগে বিদারণ; পুনঃ পুনঃ পদে ঝাজিলাগে। কক্সিক্স অস্থিতে বেদনা। নিদ্রিতাবস্থায় পদের অনৈচ্ছিক উল্লফন ও বেদনা। নখ-শূল (hang nails)।

মুখ্যমণ্ডল—অশ্রু বা লালান্দ্রাব সংযুক্ত বা নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত ন্যায়শূল (খান-ফন)। রোগাক্রান্ত স্থানের অবশ্যতা। মেরুদণ্ডে হস্ত-স্পর্শ সহ্য করা যায় না। কঠিদেশে শাফাঘাতিক বেদনা। ন্যায়-শূলে ন্যায়-পণে বেদনার গতি, অশ্রু বা লালান্দ্রাবের সহিত বেদনাব্য উপস্থিতি। হিষ্টিয়িয়া ; শ্রান্তে বা শীতল স্বভূতে উপচয়। শুষ্কবায়ু জনিত আক্ষেপ ও দুর্বলতা। পেশীর স্পন্দন। হিকা। হিষ্টিয়িয়া জনিত আক্ষেপ ও দুর্বলতা। মৃগী, মুখহইতে ফোণা নিঃসরণ। দুর্বলতা সহ মাংসপেশীর শিথিলতা। সর্বদা ক্লান্ত অল্পভব, তজ্জন্ম কাজ কন্ঠে অগ্রবৃত্তি। অক্ষি-কোটরের নিম্নদেশের ন্যায়-শূল।

অক্ষি—অক্ষের অতিশয় শুষ্কতায় অথবা উহার জলবৎ রসপ্রাণী যে কোন পীড়ায় ইহা উপযোগী। শুভ্র শলবিশিষ্ট কণ্ড। বাহ্য প্রয়োগ ও উপকারী। হাঁটুতে দ্রুত। শরীরের যে কোন স্থানে দ্রুত। কোন রোগভোগকালেও ইহা উপস্থিত হইতে পারে। মস্তক-হকে শুভ্র আইস (খুষ্কি) ; হাতের তালুতে অর্কদ। মস্তকে টাকপড়া ; চুল উঠা। গোপ দাঁড়ির লোম পতন। অতিরিক্ত লক্ষণ খাওয়ার ফলে উৎস একজিমা। ভ্রু, কর্ণের পশ্চাৎ অথবা কেশের প্রান্তভাগে একজিমা। নপের শুষ্কতা ও বিদারণ। নখ-শূল। কোটাদির চলবেধ (যত শীঘ্র সম্ভব স্থানিক প্রয়োগও কর্তব্য)। নিদ্রাপ্রতা ও লালান্দ্রাব সংযুক্ত বসন্ত। অহিপুতন (চর্মে চর্মে ঘর্ষণ লাগিয়া কুচকি ও অণ্ডের মধ্যে যে ক্ষত উৎপন্ন হয়) ও উহা হইতে ক্ষতকর রসাদি শ্রাব। স্ফাল্টে ফিবার। চর্ম অথবা শ্লেষ্মিক ঝিল্লী হইতে প্রদাহের পরবর্তী ঘর্ষণে ত্রায় পদার্থ ক্ষরণ। হাতের তালুতে আঁচিল। অতিশয় কণ্ডূরন সংযুক্ত শীতপিত্ত। অত্যধিক লবণাহারজনিত কণ্ড। পুরাতন চর্ম

রোগ। বিষাক্ত কীটাদির দংশনে বা হুলবেধে অত্যন্ত উপকারী (এই ঔষধের বাহ্য প্রয়োগও কর্তব্য)। হার্পিজ জোষ্টার। হার্পিজ সার্মিনেটাস। একজিমা হইতে জলবৎ শ্রাব নিঃসরণ। শোথ। মলদ্বাবেব চারিদিকে দ্রুত।

জ্বর।—যে কোন প্রকারের জ্বরেই শীত, অচেতনতা, নিদ্রালুতা, জলবৎ পদার্থ বমন ও পেশীর স্পন্দন বা হস্ত-পদের উৎক্ষেপণাদি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে ইহা ব্যবহার্য। মেরুদণ্ড, পাকস্থলী, হাত-পা প্রভৃতি নানা স্থানে শীতানুভব; একই সময় শীতানুভব সহপিপাসা। প্রভূত ঘর্ষ-শ্রাব, বিশেষতঃ রাত্রে। কুইনাইন অপব্যবহারেব পরবর্তী সন্নিহিত জ্বর। সান্দারণঃ পর্বাক্ত ১০ ঘটিকার সময় শীতের উপস্থিতি এবং ডপুর পর্য্যন্ত

উহার অব্যবহিত, প্রবল গাত্রোত্তাপ এবং ওঠে জরফোট (জর চুট) ; হাতুড়ির আঘাতের স্থায় শিরোবেদনা, প্রবল পিপাসা এবং দৌলদায়ক ও অম-ঘর্ষ টাট-মিউরের জ্বরেব বিশিষ্ট লক্ষণ। অতিশয় ঢকলতা ও শীর্ণতা। প্রভূত নৈশ-ঘর্ষ। প্রতিদিন লবণ মিশ্রিত জলদ্বারা গা মুড়িয়া ফেলা উপকারী। শীত শীত অনুভব, বিশেষতঃ পুটে। একই সময় শীত ও পিপাসা; সাম্প্রতিক লক্ষণ সহ হস্ত-পদাদির উৎক্ষেপণ, নিদ্রালুতা ও জলবৎ পদার্থ বমন।

নিদ্রা।—অতিশয় নিদ্রালুতা, বিশেষতঃ মস্তিষ্কে অত্যধিক জলসঞ্চয় জনিত। পর্য্যাপ্তকাল নিদ্রা গেলেও অপরিতৃপ্ত; সর্বদা নিদ্রাঘাইবার প্রবন্ধি প্রাতে ক্লান্তি অনুভব। গৃহে দস্ত্যতন্ত্র প্রবেশবিষয়ক স্বপ্ন। নিদ্রিতাবস্থায় পুনঃ পুনঃ চমকিত হইয়া উঠা। অনিদ্রা।

অস্ত্র।—শরীরের যে কোন স্থানের শোথ; শৈথিল্য বিস্তার কোন স্থানের ক্ষত, আবার কোন কোন স্থান হইতে জলবৎ পাতলা সান্নিঃসরণ; যে কোন টিপ্তে রসক্ষরণ; জিহ্বার লক্ষণের বিদ্যমানতা; প্রাতে, আর্দ্র স্নাত্তে ও লোণা-প্রদেশে উপচয়; অপরাহ্নে উপশম। কোন পক্ষাঘাত ঔষধ সেবনের পরবর্তী অথবা বিষাক্ত কীটদংশনের পরবর্তী

উপসর্গে এবং কোন নির্দিষ্টকাল অন্ত্রে রোগের উপস্থিতি ; নেট্রাম-মিউর নির্ধারিত বর্ণের বিশিষ্ট লক্ষণ। এনিমিয়া ও ক্লোরোসিস রোগের সর্বপ্রধান ঔষধ (ক্যাস্‌ফস) । উত্তম পাণ্ড গ্রহণ সত্ত্বেও শরীরের শীর্ণতা, বিশেষতঃ গ্রীবার। ম্যালেরিয়া জ্বরে কুইনাইন সেবনের ফলে যে ধাতু-দোষ উৎপন্ন হয়, তাহা সংশোধনে ইহা সর্বিশেষ উপযোগী । ইহাও সর্বাঙ্গের সাবই স্বচ্ছ ও সিদ্ধ খেত-সারের চার (like boiled starch) ।

উপচর ও উপশম।—সাধারণতঃ প্রাতঃকালে (বেলা ১০-১১টায় জ্বরের প্রকাশ) নির্ধারিত সময়ে, সমুদ্রের তীব্রবর্তী স্তনে এবং আত্ম স্বত্বতে বৃদ্ধি । কোন কঠিন বস্তু উপর শরীরে পৃষ্ঠ বেদনাব্যাপ্তি । মূত্রভাগের পর জ্বালা বন্ধনা ইত্যাদি, সিলভার নাইট্রেট ব্যবহারের কুফল এবং কুইনাইনের কুফলে ইহা অতিশয় উপকারী ।

ক্রম।—পূসলার এই ঔষধের ৬X ক্রম ব্যবহারের উপদেশ দেন । কিন্তু হানিম্যান, এলেন প্রভৃতি প্রধান প্রধান অভিজ্ঞ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের মতে ইহার ত্রিশ (৩০) বা তদুর্ধ্ব (২০০) অধিকতর ফলোপকারক । আমরাও সাধারণতঃ ইহার ৩০X ক্রম ব্যবহার করিয়া উত্তম ফল পাইয়া থাকি । বোগ পুরাতন হইলে ২০০X ব্যবস্থা করা সম্ভব । কীটাদির হ্রাসবেধে ইহার বাহ্য প্রয়োগও হইয়া থাকে । বৃশ্চিক, বোলতা প্রভৃতি কীটের হ্রাসবেধে কিঞ্চিৎ উষ্ণ জলের সহিত খানিকটা ৬X ক্রমের চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া স্থানিক প্রয়োগ করা মাত্র বেদনা দূরীকৃত হইয়া থাকে (ইহা আমাদেব বিশেষ পরীক্ষিত) । এই সব স্থলে আভ্যন্তরিক ঔষধ সেবন ও প্রয়োজন ।

সম্বন্ধ।—ইষ্টেকিয়ান টিউব এবং টিম্পেনামের প্রতিষ্ঠানে কালী-লক্ষ ও কালী-মিউরের সহিত এবং আমাশয়ান্তের রোগে নেট্রাম লক্ষের সহিত তুলনীয় । প্রাপ্তবয়স্ক কুমারীদিগের ঋতুকালীন শিরঃপীড়ায়

ক্যালক-কস এবং ফিরম-কসের সহিত; জীলোকের অত্যধিক রজঃস্রাব সহ শিরঃপীড়ায় কালী-সলফ; স্বল্প রজঃসহ শিরঃপীড়ায় নেট্রাম-মিউর ফলপ্রদ। বিষাক্ত কীটাদির দংশন বা ছলবেধে নেট্রামমিউরের পর প্রয়োজন হইলে লিডম ব্যবহার্য। এই অবস্থায় ফিরম-কস এবং কালী-কস সফলতার সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নেট্রাম-মিউরের সহিত লাইকোপোডিয়মের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। এতদ্ভিন্ন অনেক সময় উহার পর লাইকো অনুপূরক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ধমনী হইতে জলীয় রস-ক্ষরণে (exudation) তাহা আশোষণার্থ নেট্রাম-মিউর এবং শিরা হইতে নিঃসৃত জলীয় রস শোষণে নেট্রাম-সলফ অধিকতর উপযোগী।

নেট্রাম-মিউরের পর প্রায়ই এপিস ও আর্জুনাইট অনুপূরক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পুরাতন রোগে অধিকাংশ সময় সিপিয়া ও সলফারের পূর্বে নেট্রাম-মিউর উপযোগী হইয়া থাকে। দ্বারা খাচ্ছের সঙ্গে অধিক পরিমাণ লবণ ভক্ষণ করেন, তাহাদের পক্ষে ফসফরাস ও স্পিরিট-নাটিক ডঃলসিস (১ ফোটা মাত্রায়) প্রয়োজ্য। এই স্থলে নেট্রাম-মিউর ৩০ প্ররোগ করিলেও অভিলষিত ফল লাভ হইতে পারে। সমুদ্রের লোণাজলে স্নানের ফলে কোন রোগ জন্মিলে আর্সেনিক সেবনে সেই দোষ দূর হয়। শৈথিল্য-বিলম্বিত কোনও স্থান সিলভার-নাইট্রেট দ্বারা পোড়াইয়া দেওয়ার কুফল নেট্রাম-মিউরে সংশোধিত হইয়া থাকে। শৈথিল্য-বিলম্বিত গুচ্ছতার গ্রাফাইটিস, এলুমিনা ও ব্রাইওনিয়ার সহিত এবং রেগুলাস এম্বুর সহিত গনীয়।

নেট্রাম ফসফরিকম ।

Natrum Phosphoricum

ইহার অপর নাম ফসফেট অব সোডা । সংক্ষিপ্ত নাম ট্রাট-ফস । শারীরিক রসে (fluids of the body) অল্প (এসিড) এবং ক্ষার (এলকালি) উভয়ই বিद्यমান আছে ; দেহে কখনও বথোপযুক্ত অম্লের পরিমাণ হ্রাস প্রাপ্ত হয় না । কেননা, ইহা অরগ্যানিক (জান্তব) পদার্থ । এলুমেনের ত্রায় সততই আহাৰ্য্যরূপে লোকে ইহা গ্রহণ করিয়া থাকে । ফসফেট অব লাইমের সহিত এলুমেনের যেরূপ সম্বন্ধ, ফসফেট অব সোডার সহিত অম্লেরও সেইরূপ সম্বন্ধ । কোন কারণে শরীরে ফসফেট অব সোডার পরিমাণ হ্রাস প্রাপ্ত হইলে, কর্ম-কারকের (worker) অভাবে, অল্প দেহে সঞ্চিত হইতে থাকে এবং ব্যয়িত না হওয়ায় শরীরে নানাপ্রকার উপদ্রব ঘটাইতে থাকে । ইহাকেই লোকে অগ্নাধিক্য বা অগ্নলের পীড়া বলিয়া থাকে । বস্তুতঃ, এই অবস্থাকে অগ্নাধিক্য না বলিয়া সোডিয়ম ফসফেটের নুন্যতা বলাই সম্ভব । সুবিবেচক চিকিৎসক এই সকল রোগীর অম্লের পরিমাণ হ্রাস করিতে চেষ্টা না করিয়া, অভাবেরই পূরণ করিয়া থাকেন, অর্থাৎ উপযুক্ত পরিমাণে সোডিয়ম ফসফেটই ব্যবস্থা করিয়া থাকেন । ইহাতে রোগীও অতি দ্রুত নিরাময় অর্থাৎ রোগমুক্ত হইয়া উঠেন । পুরোক্ত বিষয়টি আরও সহজ করিয়া বুঝান যাইতেছে । কোন আফিসের কার্য্য নির্বাহ করিতে ১০ জন কর্মচারীর প্রয়োজন । অসুস্থতা নিবন্ধন ৩ জন কর্মচারী অনুপস্থিত থাকায় বহু কাজ জমিয়া রহিল । ৭ জন কর্মচারী আর উহা শেষ করিয়া উঠিতে পরিতোছেন না । এক্ষেত্রে কি আপনি বলিবেন যে, আফিসের কাজ অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে ? প্রকৃত পক্ষে, কাজতো বাড়ে নাই—কর্মচারীর অভাব ঘটিয়াছে ।

মানবদেহে ল্যাক্টিক এসিড নামক পদার্থ সর্বদাই বিद्यমান আছে। ল্যাক্টিক-এসিডের সহিত নেট্রাম-ফস মিশ্রিত হইয়া উহাকে কার্বণিক এসিড ও ডল এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া কার্বণিক এসিডকে ফুসফুস-পথে বাহির করিয়া দেয়। রক্তমধ্যস্থ শর্করার (sugar) সহিতও নেট্রাম-ফসেব বিশেষ সম্বন্ধ আছে। কোনও কারণে রক্তে শর্করার ভাগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে নেট্রাম-ফসফেট রক্ত হইতে উহা বহিস্কৃত করিয়া দেয়।

আম্বাশয়িক রসে (gastric juice) এই পদার্থের (নেট্রাম ফস) অভাব হইলে, পাকস্থলীতে উৎসেচন (ফার্মেন্টেশন) জন্মে ও তত্ত্বজ্ঞ পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে। ল্যাক্টিক এসিডের উপর নেট্রাম-ফসফরিককের বিশেষ প্রভাব থাকে। দ্রুপ ল্যাক্টিক-এসিডের আদিক্য হেতু যে সমস্ত পীড়া জন্মে, তাহাতেই নেট্রাম-ফস ব্যবহার করিয়া সফল পাওয়া যায়।

আম্বাশয়িক প্রদ্রোণ।—অন্ন উদগার, মুখে অন্নজ্বলোদগম, অন্ন বমন, সবুজাত অন্নগন্ধি অহি বার (ডায়েরিয়া), উদর বেদনা, আক্ষেপ এবং অন্ন প্রভৃতি যে কোন রোগেই ‘অন্ন লক্ষণ’ বিद्यমান থাকে, এবং জিহ্বায় ও তালুতে সোণার ন্যায় পাতলা হরিদ্রাবর্ণ ময়লা দৃষ্ট হয় এবং ক্রিমির লক্ষণ বিद्यমান থাকে, তাহাতেই সাফল্যের সহিত নেট্রাম-ফস ব্যাহৃত হইয়া থাকে।

এলোপ্যাথেরা অন্নরোগে বন্ধুতের ক্রিয়া সংশোধনার্থ বাই-ক্লোরাইড অব মারকিউরি প্রভৃতি ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। যেখানে কেবল মাত্র সোডিয়ম ফসফেটেরই অভাব, সেখানে বাইক্লোরাইড অব মারকিউরি প্রদ্রোণ করিয়া সমস্ত বন্ধুটাকে আলোড়িত করিয়া তুলিবার প্রয়োজন কি

নাসিকা, চক্ষু, মূত্রযন্ত্র প্রভৃতির স্রাবের হরিদ্রাবর্ণ ও এই দ্রব্যের অভাব

জ্ঞাপক লক্ষণ। রক্তে ল্যাট্টিক এসিডের আধিক্য হেতু রিউমেটিজম
বোগ চন্নিয়া থাকে ; এজন্য এই জিনিষ উক্ত রোগের প্রধান ঔষধ ।

যে সকল শিশুর অধিক পরিমাণ দুগ্ধ ও শর্করা ভক্ষণের ফলে শরীরে ল্যাট্টিক এসিডের আধিক্য হেতু নানাক্রপ রোগ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে ইহা অতীর প্রয়োজনীয় ঔষধ ।

অল্প ঢেকুর, অল্পবমন, সবুজাভ মল বিশিষ্ট অতিসার, উদর বেদনা, আক্ষেপ (spasm), ও তৎসহ জ্বরলক্ষণ বিद्यমান থাকিলে এই ঔষধ সুন্দর উপযোগী । অস্থির রোগ, গ্রন্থির রোগ (diseases of glands) কুসংস্কার রোগ এবং উদরের যন্ত্রের রোগে, লক্ষণের সাদৃশ্যে, ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে । স্ক্রুফিউলা ক্ষণিত গ্রন্থির বিবন্ধনে এবং টিউবারকিউলোসিস অর্গাং ফর রোগের ইহা প্রধান ঔষধ । অল্পমাত্রায় নেটাম-ফসফের অধঃস্থ-চ.প্রক্ষেপ (Subcutaneous injection) অর্থাৎ ত্বকের নিম্নে ইঞ্জেকশন দিলে আফিম সেবনের অভ্যাস দূর করা যায় । ডাঃ স্মিথার তাঁহার পুস্তকের শেষ সংস্করণে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন যে প্রমেহ রোগের ইহা প্রধান ঔষধ । এইরোগে কালী-মিউরও শ্রেষ্ঠ ঔষধ বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে বটে, কিন্তু উভয়ের লক্ষণের মধ্যে পার্থক্য আছে (উভয়ের মূত্র-যন্ত্রের লক্ষণ দ্রষ্টব্য) । কলেরা রোগে এই ঔষধ প্রথম হইতে মধ্যে মধ্যে ব্যবহার করিলে সহজেই মুত্রোৎপন্ন হইয়া থাকে । রক্তে ল্যাট্টিক এসিডের আধিক্য হেতু বাতরোগ জন্মে ; এজন্য এই রোগে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ ইহা সর্বদা স্মরণ রাখা কর্তব্য । জিহবার পশ্চাভ্যাগে আর্দ্র, সরের কায় পীতবর্ণের লেপ এই ঔষধের সর্বপ্রধান প্রয়োগ-লক্ষণ ।

প্রধান প্রধান লক্ষণ ।

অন্য।—ভবিষ্যতে কোনও বিপদ ঘটবে এরূপ আশঙ্কা বা ভয় ।

জড়তা এবং আশা ও উত্তমপরিশ্রুততা । রাত্রে নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইলে গৃহমধ্যস্থ আসবার পত্রে মল্লম্ব বলিয়া ভ্রান্ত ধারণা ; রোগী বলে সে পার্শ্বস্থ গৃহাভ্যন্তরে লোকের পাদশব্দ শুনিতে পাইয়াছে । সহজেই ক্রোধ বা বিরক্তি জন্মে । অতিশয় বিশ্বাসিত, কোন কথাই মনে থাকেনা । অতিরিক্ত মানসিক দুর্বলতা ।

মস্তক ও মস্তক শিখরে ।—মস্তক-শিখরে বেদনা (মাথা বরা) । গাঢ় অল্প তৃষ্ণ পানের পরবর্তী শিরঃপীড়া । মস্তকে পূর্ণতানুভব সহকারে সম্মুখ-কপালে বা মস্তকশাষ্ঠাতে বেদনা । তরল অল্পপদার্থ বমন সহকারে মাথাধরা (পর্যায়ক্রমে-ফিরফস) । প্রাতে নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইবা মাত্রই মস্তক-শিখরে বেদনানুভব । জিহ্বার বর্ণ বিশেষ দ্রষ্টব্য । জিহ্বার পশ্চাৎভাগে সরের তায় ময়লা সঞ্চিত দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ অবশ্যই প্রয়োগ করিবে । অতিশয় প্রচাপন ও উত্তাপ সহকারে মস্তক-শিখরে প্রবল বেদনা (ফিরফস), মনে হয় মস্তক বিদীর্ণ হইবে । শিরঃপীড়ার সহিত প্রায়ই আমাশয়ের (stomach) বিশৃঙ্খলা বর্তমান থাকে । শিরঃপীড়া সহকারে আমাশয়ে বেদনা ও ফেনিল তরল অল্প পদার্থ বমন । আমাশয়ের উপদ্রব সহকারে শিরোবর্ণন (পর্যায়ক্রমে ফির-ফস) ।

চক্ষু ।—চক্ষুর প্রদাহ ও উহা হইতে সরের দ্বায় পীতবর্ণ শুষ্মাব । প্রাতে সরের দ্বায় শ্লেষ্মা দ্বারা চক্ষুর সংযোজন । চক্ষুর যে কোন বোগেই সবেদনায় বর্ণবিশিষ্ট স্রাব থাকিলে ইহা প্রযোজ্য । উদরে কৃমির বিস্ত্রমানতা বশতঃ তির্য্যকৃদৃষ্টি (ম্যাগ-ফস) ; কৃমি বিনাশার্থে টৈহা ব্যবহার্য্য । অক্ষিপণ (Hypopyon) । জ্বালাকর জ্বরস্রাব । চক্ষুর সম্মুখে ক্ষুদ্র দর্শন । খেত মণ্ডলের প্রদাহ সহ অক্ষিপটে দানার উৎপত্তি (গ্র্যাণুলেশন), এই দানাসমূহ ফোকার দ্বায়

দেখায়। ফ্রিউলা জন্মিত চক্ষু উঠা। চক্ষুর উপরে বেদনা। অস্পষ্ট দৃষ্টি, মনে হয় চক্ষুর সম্মুখে আবরণ বা পর্দা রহিয়াছে।

কর্ণ।—অন্ন ও আমাশয়ের নানারূপ বিশৃঙ্খলা সহকারে এক কর্ণের আরক্ততা, উত্তপ্ততা ও কণ্ডুয়ন। বাহ্যিকর্ণের স্রের ত্রায় মামড়ি সংযুক্ত ক্ষত। আমাশয়ের বিশৃঙ্খলা সহ কর্ণে উত্তাপ, জ্বালা ও কণ্ডুয়ন। কর্ণনাদ।

নাসিকা।—নাক খুঁটন (সাধারণতঃ ক্রিমি অথবা আমাশয়ের উপদ্রব থাকিলে এই লক্ষণ প্রকাশ পায়)। মস্তকের প্রতিষ্ঠায় সহকারে নাসিকা হঠাতে পীতবর্ণ হরিতাভ শ্রাব ও দুর্গন্ধ নিঃসরণ। তল এবং জিহ্বার বর্ণ দ্রষ্টব্য। নাসা কণ্ডুয়ন।

মুখ অণ্ডুল।—জ্বর ব্যতীত মুখমণ্ডলের ক্ষীণতা ও আরক্ততা। ক্রিমির বিদ্যমানতা জ্ঞাপক মুখ এবং নাসিকার নিকটবর্তী স্থানের শুষ্কতা। মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল। নিম্ন মাড়ির দক্ষিণ পার্শ্বে বেদনা। পাণ্ডুর বা নীলাভ মুখমণ্ডল।

মুখ-অন্ন্য।—উপর তালুর পশ্চাভাগে স্রের ত্রায় পীতবর্ণ লেপ। টান্সিল এবং গলকোষ (ফ্যারিংজ্) হঠাতে পীতবর্ণ শ্রাব ক্ষরণ। মুখে অন্ন বা তামার ত্রায় স্বাদ।

দন্ত।—আমাশয়ের অথবা ক্রিমির উপদ্রব সহ শিশুদিগের নিভ্রাকালীন দাঁত কড়মড়ি। দাঁত উঠিবারকালে পেটের অমুখ।

জিহ্বা।—জিহ্বার পশ্চাভাগে শাদ্র স্রের ত্রায় পীতবর্ণ লেপ। এই ঔষধের সর্বপ্রধান নির্যাসক লক্ষণ। জিহ্বার অগ্রভাগে ফোঁকা বা চুলের বিদ্যমানতা অমুখ্য। কথা বলিতে কষ্ট।

পালম্বা।—গলায় ক্ষতবৎ বেদনা। আলজিহ্বা, থলা এবং টিলিলে (জিহ্বার ত্রায়) স্রের ত্রায় পীতবর্ণের লেপ। তালুতে এবং

জিহ্বার পশ্চাভাগে পীতবর্ণ লেপ সহকারে কৃত্রিম ডিপথিরিয়া (false diphtheria) । গলমধ্যে যে কোন স্থানের প্রদাহ সহ পূর্ববর্ণিত লেপ বিद्यমান থাকিলে এই ঔষদের একান্ত প্রয়োজন । গলার ভিতরে পিণ্ডের গ্রায় অমুভব । তরল দ্রব্য গিলতে বেশী কষ্ট । গলার পশ্চাভাগ হইতে গাঢ়, পীতবর্ণ স্লেখা পাতত হয় ।

আমাশয় ।—জিহ্বার বিশেষ লক্ষণ সহকারে অম্লোদগার অথবা আমাশয়ে যে কোন রোগ (পর্যায়ক্রমে ফিরফস) । আমাশয়ের বিপুলতা সহকারে শিরঃপীড়া ও শিরোঘূর্ণন, পেটফাঁপা, গতিগীদিগের প্রাতঃকালীন বিবমিষা ও অল্প বমন । বিবমিষা সহকারে অম্লোদগার, অল্প অথবা কৃমিজনিত উদর বেদনা । ষৎসামান্য আহাৰ্য গ্রহণে আমাশয়ের কোনও এক স্থানে বেদনা লক্ষণ সংযুক্ত আমাশয় ক্ষত (gastric ulcer) শিশুদিগের ছানার গ্রায় জন্মট দ্রুত বমন । অল্প, জল অথবা মলিন পদার্থ বমন । অম্লোদগার এবং পীতবর্ণ জিহ্বা সহ ডিসপেন্‌শিয়া ; মুখে অল্প স্বাদ । আহাবের দুই ঘণ্টা পর আমাশয়ে বেদনা । অল্প লক্ষণ সহ মুখ হইতে জল উঠা । অম্লোদগার সহ পেটফাঁপা । সবুজ বর্ণ অম্লগন্ধি মল সহ শিশুর উদরবেদনা । পিত্তের স্বল্পতা জন্ত শিশু বসায় দ্রব্য জীর্ণ করিতে অক্ষম । পেটে শূন্যতামুভব সহ কড়ার নিম্নে বেদনা ।

উদর এবং মল ।—সবুজবর্ণ অম্লগন্ধি মল সংযুক্ত অতিসার বিশেষতঃ শিশুদিগের । উদরে বায়ুজনিত উদর বেদনা সহকারে সবুজবর্ণ অম্লগন্ধি মলস্রাব অথবা সংযত দ্রুত বমন । পুনঃ পুনঃ মল-বেগ, অথবা অতিশয় কুহন সংযুক্ত অতিসার সহ জেলির গ্রায় আম-স্রাব (কালী-মিউর) । সর্বপ্রকার ক্রমির লক্ষণের বিद्यমানতা সহ উদর বেদনা । ক্ষুদ্র শিশুদের স্বাভাবিক কোষ্ঠকাঠিগ্রহ সহ মধ্যে মধ্যে পাতলা

দাস্ত । শিশুব বক্রতের শীর্ণতা । সবুজবর্ণ, জেলির ত্রায় অল্পগন্ধি মলের মধ্যে সাদা ছানার টুকড়ার বিস্তৃমানতা । হঠাৎ মলবেগ ; মলবেগ দারণ করা যায় না । দক্ষিণ কুচকি-প্রদেশে বেদনা । অল্প লক্ষণ সহ ক্ষুদ্র বা কৈচোর ত্রায় ক্রিমি ও তৎসহ নাসা কণ্ডুয়ন । ক্রিমিহীন মলদারকণ্ডুয়ন, বিশেষতঃ রাত্রি শয্যায় । দুর্দ্দম্য কোষ্ঠকাঠিষ্ঠ । মলদ্বারে ক্ষতবৎ বেদনা ও কণ্ডুয়ন ।

মূত্র বিষ্ম ।—মূত্রবেগ দারণে অসমর্থতা সহ পুনঃ পুনঃ মূত্রবেগ, বিশেষতঃ শিশুদিগের (ফিরফস) । বাত রোগ সহকারে মলিন-গোহিত মূত্রত্যাগ (ফিরফস) । বক্রতের দোষ হইতে উৎপন্ন বহুমূত্র রোগ । পুনঃ পুনঃ মূত্রবেগ ; মূত্রধারার সবিরামতা । মূত্র খানিকটা নির্গত হইয়া ধারা বন্ধ হইয়া যায়, কিছুক্ষণ পর আবার নির্গত হয় ; এইরূপ সবিরাম ধারার মূত্র নির্গত হয় । মূত্রত্যাগকালে কুহন দিতে হয় । অল্প লক্ষণ সহ শিশুদের অব্যবহিত মূত্র । সন্ধি প্রদাহ সহ মলিন-আরক্ত মূত্র । মূত্রাশয়ের পেশীর দুর্বলতা (atony of bladder.)

পুং জননেন্দ্রিয় ।—স্বপ্ন ব্যতীত নিদ্রিতাবস্থায় শুক্রস্রাব । অল্লোপসর্গ সহ সঙ্গমেচ্ছার বিলোপ বা আধিক্য । জলের ত্রায় পাতলা শুক্র । লিঙ্গোদ্দেক সহ প্রবল সঙ্গমেচ্ছা বা উহার বিরতি । অণু এবং শুক্রবাহী-নলীতে (স্পার্শ্বটিক কর্ড) আকর্ষণবৎ বেদনা (drawing pain)

স্ত্রী জননেন্দ্রিয় ।—জরায়ু বা যোনি হইতে পীতবর্ণ, জলবৎ বা অল্পগন্ধি স্রাব ; যোনি হইতে অল্পগন্ধি স্রাব ও তজ্জন্ম বন্ধাস্রাব । জলবৎ, সরের ত্রায়, পীতবর্ণ ও অল্প স্রাব বিশিষ্ট খেতপ্রদর । এই স্রাব যে স্থানে লাগে তথায় ক্ষত ও কণ্ডুয়ন জন্মে । অনিয়মিত ঋতু

সহকারে অল্প বমন। নিয়মিত সময়ের পূর্বে প্রত্যাগত ঋতু তৎসহ আপরাঙ্গিক শিরঃপীড়া (চক্ষের উপরে), ঋতুর পর শরীর পারাণ বোধহয়; মনে হয় যেন হাঁটুর স্নায়ু হ্রাস হইয়াছে। জরায়ু-প্রদেশে দুর্বলতা ও অস্বচ্ছন্দতা অনুভব। জরায়ু-নিগমন (নামিয়া পড়া)। মলত্যাগের পর অত্যন্ত দুর্বলতা ও অবসন্নতা অনুভব। আমবাতের দ্বারা বেদনা সহ জরায়ুর স্থান লইতা। খেতপ্রদরে সরের দ্বারা বা মধুরন্যায় অথবা জলবৎ অল্প স্রাব। জরায়ু হইতে অল্পগন্ধি স্রাব নিঃসরণ। ঋতুর পূর্বে নিদ্রা-হীনতা সহ প্রবল সঙ্গমেচ্ছা।

পার্শ্ব।—অল্প বমন সহ প্রাতঃকালীন বিবমিষা ও অম্লোদগার।

শ্বাস-শস্ত্র—ক্ষয়কাস, নিম্নীবন লাগিয়া ওঠে, মুখে বা জিহ্বায় ক্ষতবৎ বেদনা। যুবতীদের কৌলিক ক্ষয়কাসে বারম্বার হাই তোলা, বিশেষতঃ ঋতুর পূর্বে। বক্ষাস্থির নিম্নে ও পঞ্জরাস্থির মধ্যস্থ পেশীতে ক্ষতবৎ বেদনা। বক্ষবেদনা, বিশেষত চাপদিলে বা গভীর নিঃশ্বাস গ্রহণে।

স্রব সঞ্চালন-শস্ত্র—জীর্ণশক্তির ক্ষীণতাবশতঃ অংপিণ্ডের ক্রিয়ার বিষমতা ও দপ্ দপ্। হৃৎ-প্রদেশে কম্পন, আহারের পর উপচয়। শরীরের নানা স্থানে ধমনীর দপ্ দপানি অনুভূত হয়।

পৃষ্ঠ এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ—সন্ধির সর্বপ্রকার তরুণ বা পুরাতন বাতে এই ঔষধ অপর কোন ব্যবস্থের ঔষধের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য। সন্ধির আমবাতিক বেদনা ও পায়ের অবশতা, অঙ্গগন্ধি বর্ধস্রাব। সন্ধির বিদারণ, গাউট (ন্যাটসন)। গল-গ্রন্থির ক্ষীণতা।

ব্যাগ। পৃষ্ঠ এবং হস্তপদাদিতে দুর্বলতা অনুভব। পদের শীতলতা। হাটবার কালে পদে অত্যন্ত দুর্বলতানুভব, পা যেন ভাঙ্গিয়া পড়ে। ঠিক সিধা ভাবে হাঁটা যায় না। হাঁটু, গোড়ালি, পদের দীর্ঘস্থি, হাঁটু-

গহ্বর ইত্যাদি সৰুল স্থানেই বেদনা । বাহর ক্রান্তি । বাহর প্রসারণী
পেশীর সঙ্কোচন । মণিবন্ধে কামড়ামি । লিখিবার সময় হস্তে
বেদনা । প্রতি সন্ধিস্থানেই ক্রতবৎ বেদনা (sore feeling) ।
হস্ত'ঙ্গুলির সন্ধিতে আমবাতিক বেদনা । এই বেদনা ক্রতবেগে ছুপিও
পর্যন্ত সঞ্চারিত হয় ।

স্নানশুল্ল ।—কুমিজনিত অঙ্গের উপদাহ বশতঃ দিগ্বাক্দন্ত
বা মুখ-মণ্ডলের শৈশীর স্পন্দন । মানসিক শ্রম বা অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়
সেবার ফলে স্নায়বীয়তা । পক্ষাঘাতবৎ দেহের গুরুত্ব । অতিশয়
অবসন্নতা । দুর্বলতা সহ পাকস্থলীতে খালি খালি অনুভব ।

অক ।—গাত্রকণ্ড, উহা হইতে পীতবর্ণ, অন্ন স্রাব নিঃসরণ ।
অকণিমায় (এরিথিমা) ফির-ফস সহ পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য । দুগ্ধ-পামা
(শিশুদিগের মস্তকের একপ্রকার পামা বা একজিমা রোগ) । সর্বশরীরে
মক্ষিকা দংশনের তায় উদ্ভেদ ও উহাতে অতিশয় চুলকানি ।
কামলা বশতঃ স্বকের পীতবর্ণ ।

অব । অন্ন বমন ও অন্ন ঘৰ্ণ সংযুক্ত সরিরাম জ্বর । দিনে
ঘরফেরতায় পদের শীতলতা ও রাত্রে জ্বালা । প্রত্যহ অনায়ে
তাপাবেশ ও শিরঃপীড়া ।

নিদ্রা ।—কুমি জন্ত অস্থির নিদ্রা । নিদ্রিতাবস্থায় দাঁত কড়মড়ি
ও চিৎকার ; মলদ্বার ও নাসিকা কণ্ডূরন । অতিশয় তন্দ্রালু ভাব ।
উপবিষ্টাবস্থায় ঘুমাইয়া পড়া । গাত্রকণ্ডূরন বশতঃ নিদ্রাহীনতা । সহ-
জেই জাগরিত হইয়া পড়ে । স্বরতসংক্রান্ত অর্থাৎ রতি বিষয়ক
(sexual) স্বপ্নদেখা ।

অস্ত্রব্য ।—সকল স্থানের শৈশ্বিক খিল্লী হইতে পীতবর্ণ, সরের
তায় স্রাব ও রোগীর সর্বাঙ্গীন অন্ন লক্ষণ এই ঔষধের বিশিষ্ট লক্ষণ ।

লিউকিমিয়া (রক্তে স্বেতকণার আধিক্য ও লোহিতকণার হ্রাস)।
লিম্ফটিক গ্র্যাণ্ডের প্রপক্ষে ক্ষীণতা ও পরে কঠিনাকার ধারণ করা।
শিশুদের শরীরক্ষয় (ম্যারাস্মাস্)। পাণ্ডু (কামলা)। এইরোগে ১×
ক্রমের বিচূর্ণ অতীব ফলপ্রদ। অস্থির রোগে হাড়ে ক্যাল-ফসের অভাব
হইলে সঙ্গে সঙ্গে এই ঔষধ ব্যবহার করিলে (ক্যাল-ফসসহ) উৎকৃষ্ট
ফল দর্শে। ক্রফিউলা রোগে এই ঔষধ ব্যবহার করিলে সঞ্চিত বিকৃত
পদার্থ দূরীকরণে বিশেষ সাহায্য হয়। বাত জনিত সন্ধির ক্ষীণতা
এবং রক্তহীনতায়ও এই ঔষধ বিশেষ প্রয়োজনীয়।

উপচহ-উপশম।—ঝড়ুটি ও মেঘগজ্জন-কালে এই
ঔষধের অনেকানেক বেদনার বৃদ্ধি জন্মে। ঋতুকালীন লক্ষণের
আপরাহ্নিক ও সায়াহ্নিক উপচয়। খোলা বিমুক্ত বায়ুর অনিচ্ছা।

ক্রম।—সাধারণতঃ এই ঔষধের ৩×, ৪× এবং ৬× ক্রম
ব্যবহৃত হয়। রক্তে যে পরিমাণে এই পদার্থ বিद्यমান আছে সেই
অনুপাতে ইহার ৪× ক্রম ব্যবস্থা করিতে কোন কোন বিজ্ঞ চিকিৎসক
উপদেশ দেন। ক্রমিউপসর্গে মলদ্বারে ইহার ইঞ্জেকসন দিবারও
বিধি আছে। কেহ কেহ এই ঔষধের ৩০× বা তদূদ্ধ ক্রম ব্যবহার
করিয়াও উত্তম ফল পাইয়াছেন।

সম্বন্ধ।—ক্রফিউলা সহ রোগীর “অল্প” লক্ষণ বিद्यমান থাকিলে
ক্যাল-কার্বের সহিত ভুলনীয়। আমাশয়ের প্রাতিশ্রাব্যিক লক্ষণের
বিद्यমানতায় ক্যালকেরিয়া, কালী-কার্ব, নক্স-ভ, ক্রফিউলাস, কার্বোভেজ ও
কার্বলিক-এসিডের সহিত ভুলনীয়। শিশুদের রোগে “অল্প” লক্ষণের
বিद्यমানতায় বিশেষতঃ মলে ও সর্বশরীরে অগন্ধ থাকিলে পিউমের
সহিত তহার বিশেষ সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। এই অবস্থায় ইহার যে কোনওটি
ব্যবহৃত হইতে পারে। গ্রাঁস্ত্রবাত সহ ডিসপেশিয়া অর্থাৎ অগ্নিমান্দ্য

এ অম্ল-লব্ধের বিদ্যমানতায় ইহা অতিশয় উপকারী ঔষধ । এইরূপ অবস্থায় টহার সহিত কলচিকম্, বেঞ্জয়িক এসিড, গোয়েকম, লাইকো এবং সলফারের তুলনা হইতে পারে । সর্দশরীরের কণ্ডুয়নে ডলিকোস্, ভাটিকা এবং সলফার প্রভৃতি ঔষধের সহিত ইহার তুলনা করিয়া দেখা কষ্টব্য ।

নেট্রাম-সলফিউরিকম

Natrum Sulphuricum.

ইহাকে সোডিয়ম সলফেট্ সলফেট্ অব্ সোডা এবং গ্লাস সল্ট ও কহিয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ ।

এই ইন্-অর্গ্যানিক সল্ট অন্তঃকৌবিক-বিধানে (ইন্ট'র সেলুলার টিসু) পরিদ্রষ্ট হয় এবং ইহা কর্তৃকই দেহস্থিত রস, রক্ত ও জলের সামঞ্জস্য পরিবর্তিত হইয়া থাকে । সোডিয়ম ফল্ফেট্ জল প্রস্তুত করিয়া থাকে, সোডিয়ম ক্রোমাট্ট বা লবণের সাহায্যে জল সমস্ত বিধানে পবিব্যাপ্ত হয় এবং টোপ (নাট-সলফ) সাহায্যে দেহের উদ্ভূত (অনাবশ্যকীয়) কল দেহ হইতে নিঃসারিত হইয়া থাকে । রক্তে, এবং সম্ভবতঃ অন্তঃকৌবিক বিধানে, স্বাভাবিক পরিমাণাপেক্ষা জলের পরিমাণ বদ্ধিত হইলেই জ্বর, কলেরা, পীতজ্বর প্রভৃতি উক্ত ঋতুঘটিত ব্যারাম সকলের সৃষ্টি হইয়া থাকে । কেমন করিয়া এই সকল রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহা ঐ সকল রোগের বর্ণনা কালে উল্লেখ করা যাইবে ।

পিত্তের উপর ইহার বিশেষ ক্রিয়া বা প্রভাব নিবন্ধন পিত্তের সমতা রক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু পিত্তে ইহার পরিমাণের ন্যূনতা হইলে পিত্ত গাঢ় ও বিকৃত হইয়া নানা রোগের সৃষ্টি করিয়া থাকে। নানা প্রকার পিত্ত-বিকারের ইহা একটি প্রধান ঔষধ।

যে সকল পীড়ায় জিহ্বায় সবুজাভ মুসর (Greenish grey) অথবা পাংশুটে সবুজ (Greenish brown) বর্ণের লেপ দেখা যায়, তাহাতেই ইহা বিশেষ উপকারী। অপর, পিত্তাধিক্য জন্ম হস্ত-পদাদির জালা, সবুজবর্ণ পিত্তমিশ্রিত মল বিশিষ্ট উদরাময়, পাণ্ডু বা কামলা (জণ্ডিস), পাথরী, পিত্তবিকার জন্ম সশর্কর-মূত্র, যকৃতের পীড়া জন্ম শোথ, মাথাধরা পিত্ত বমন, মুখের তিক্তস্বাদ প্রভৃতি রোগে অতিশয় সফলতার সহিত ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মোট কথা পিত্তবিকৃতির জন্ম যে সকল রোগে উপপন্ন হয়, তাহাতেই এবং যে কোন কারণেই কেন হউক না, যখনই রক্তে বা অন্তঃকোষিক-বিধানে (inter-cellular tissue) জল সঞ্চিত হইয়াছে বলিয়া মনে করিবে, তখনই এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। বেশ স্মরণ রাখিবে যে, পিত্তবিকৃতি জনিত দোষ দূর করিতে ও বিধানতন্ত্রের মধ্যস্থিত সঞ্চিত অনাবশ্যকীয় জল নিঃসারিত করিতে ইহা সন্মার্গ ঔষধ।

দেহে নেট্রাম সলফের ক্রিয়া নেট্রাম-মিউরের ক্রিয়ার সম্পূর্ণ বিপরীত। উভয়ের ভিতরেই জলকে আকর্ষণ করিবার শক্তি বা দক্ষ্য বিद्यমান আছে সত্য, কিন্তু উহা সম্পূর্ণ বিপরীত কার্যের জন্ম। শরীরের অভ্যন্তরে দৈহিক কাজের জন্ম যে জলের প্রয়োজন নেট্রাম-মিউর সেই জলকে আকর্ষণ করিয়া কার্যে লাগাইয়া থাকে, কিন্তু শরীরের কার্যে ব্যাহত হইয়া যে জল অবশিষ্ট থাকে (অর্থাৎ যাহা আর

কোন প্রয়োজনে লাগিবেনা) নেট্রাম-সলফ সেট জলকে আকর্ষণ করিয়া উহাকে দেহ হইতে বাহিব করিয়া দেয় (eliminates) ।

নেট্রাম-মিউরের ক্রিয়ায় অণুকোষ (cell) গুলির সংখ্যাধিক্য জন্মে । নেট্রাম-সলফ আবার ক্ষয়প্রাপ্ত বা জীর্ণ শ্বেতকণা হইতে উহার জলভাগ পৃথক করিয়া লয় । এইজন্য লিউকিমিয়া অর্থাৎ বক্তে শ্বেতকণার আধিক্যে ইহা উপযোগী ঔষধ । নেট্রাম-সলফের ক্রিয়ায় এপিথিলিয়েল সেল এবং স্নায়ুর উপদাহ জন্মে । এই উপদাহের ফলে বৃক্কস্থ ইউরিনিফেরেন্স টিউবের এপিথিলিয়েল সেল হইতে অতিরিক্ত জলমুত্রবাহীনল দ্বারা বাহিত হইয়া মূত্রাশয়ে সঞ্চিত হয় । মূত্রাশয়ের এই সঞ্চিত জলই মূত্র নামে অভিহিত হইয়া থাকে । পিত্তবাহী শ্রণালী (bile-duct), ক্রোমযন্ত্র (pancreas) এবং অন্ত্রের এপিথিলিয়েল সেলের উপর নেট্রাম-সলফের উত্তেজনার ফলে ঐ সকল যন্ত্র হইতে নিয়মিত স্রাব ক্ষয়িত হইয়া থাকে । যদি মূত্রাশয়ের বোধক-স্নায়ু (sensory nerves) নেট্রাম-সলফ বহুতর উত্তেজিত না হয়, তবে মূত্র-ত্যাগেচ্ছার জ্ঞান জন্মে না । ইহার ফল স্বরূপ অব্যবহিত (অনিচ্ছায়) মূত্র রোগ জন্মে । ইহার ক্রিয়ায় ফলে বৃক্কের গতিজনক স্নায়ুর উপদাহ না জন্মিলে মূত্রনাশ (suppression) উৎপন্ন হয় ।

পিত্তকোষের (gall-bladder) স্নায়ুতে নেট্রাম-সলফের অনিয়মিত (irregular) ক্রিয়ায় ফলে পিত্তস্রাবের আধিকা বা উহার অভাব ঘটে ।

যদি ক্রোমবসের (pancreatic fluid) স্বল্পতা ভক্ত মধুমেহ (ডায়াবিটিস) রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তবে নেট্রাম-সলফ তাহাব প্রকৃত ঔষধ । নেট্রাম-সলফের ক্রিয়ায় ফলে যদি স্নায়ুজের (কোলন)

মোটর-নার্ভের ক্রিয়া উত্তেজিত না হয় তবে তাহার ফলে কোষ্ঠকাঠিন্য অথবা আশ্বান শূল (flatulent colic) উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহার অসামক ক্রিয়ার ফলে অন্তঃকোষিক বিধান হইতে অনাবশ্যক জল অপসারিত না হইলে রক্তের জলীয়াংশ বৃদ্ধি পাষ্ট হয়। ইহাকেই হাইড্রিমিয়া বলে। এই হাইড্রিমিয়া এবং পিত্তকোষের ক্রিয়ার ব্যতিঃক্রমের ফলেই পৈতিক এবং সবিরাম জ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা, পিত্ত বমন শৈতিক অতিসার, শোথ, ইরিসিপেলঃস, পীতবর্ণ জলবৎ রস পূর্ণ উদ্বেদ, জলবৎ শ্রাব সংযুক্ত একজ্বিমা, দ্রুত, আঁচিল ও প্রতিশ্রায় উৎপন্ন হয় এবং তৎসহ পীতভিত্ত সৰু বা সৰু বর্ণের শ্রাব নিঃসৃত হয়। ডাঃ গভোল বাহাকে হাইড্রোজিনয়েড কনস্টিটিউশন বলেন এই নেট্রাম সলফের স্বল্পতার ফলে ঠিক তদনুরূপ অবস্থা উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই “হাইড্রোজিনয়েড পাতুর রোগীরা আর্দ্রকালে (বর্ষাকালে) জলের নিকট-বর্তীস্থানে সমস্ত্রপকূলে বাসে, এবং আবদ্ধ সৈঁতসেতে গৃহে বাসে খারাপ অনুভব করে এবং এই সকলের বিপরীতাবস্থায় ভাল থাকে। এই সকল রোগীর মধ্যে নেট্রাম-সলফ অমূল্য ঔষধ।

যেখানে সামান্য বিরচক ঔষধের প্রয়োজন, সেখানে এই ঔষধ ব্যবহার করিলে এই উদ্দেশ্য সাধিত হয়। ইহার ক্রিয়ায় অন্ত্র, যকৃৎ এবং ক্রোমবস্ত্রের ক্রিয়া উত্তেজিত হয় এবং তাহার ফলেই ঐ সকল বস্তু হইতে প্রচুর রস (secretion) নিঃসৃত হয়। এই জন্তই কোষ্ঠকাঠিন্যে ইহা ব্যবহার করিলে উপকার হইয়া থাকে।

ভিহ্রাব মূলদেশে সবুজাভ রসের অথবা পাংশুটে সবুজ বর্ণের লেপ (greenish grey or greenish-brown coating on the root of the tongue) এবং বামপার্শ্বে শয়নে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি এই ঔষধ ব্যবস্থা করিবার পরিচালক লক্ষণ। ম্যালেরিয়া জরে হোমিও-

প্যাথিমতে যে স্থলে সলফার বা নেট্রাম-মিউর ব্যবস্থের হয় সেইস্থলে এই ঔষধ ব্যবহৃত হইতে পারে। রক্তরোধক-ঔষধরূপেও ইহা একটা অমূল্য ঔষধ। ডাঃ রেভার্ডিন ফ্রান্সের স্যাক্সিকেল এসোসিওরেশনেব এক সভায় নেট্রাম-সলফের রক্ত-রোধক গুণসম্বন্ধে এবং কি করিয়া ইহা রক্ত শ্রাব বন্ধ করিয়া থাকে তৎসম্বন্ধে এম বিস্তৃত ও সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন। ইহার ফলে নেট্রাম-সলফের এই গুণ সর্ব্ববাদীসম্মতরূপে গৃহীত হয়। ৩×ক্রম দেড়গ্রেণ মাত্রায় প্রতি ঘণ্টায় এই উদ্দেশ্যে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। একটা টিউবার অক্সিজেনাধারা তুলিয়া ফেলিবার পর প্রভূত রক্তশ্রাব হইতে থাকে। প্রায় ৮ সপ্তাহকাল পর্য্যন্ত এই রক্তশ্রাব বন্ধ কারবার জন্ত বহু ঔষধ ব্যবহার করা হইয়াছিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই। পরিশেষে এই ঔষধ পুরোক্তরূপে ব্যবহার করায় অতি সত্ত্বর রক্তশ্রাব বন্ধ হয়। জরায়ু হইতে প্রভূত রক্তশ্রাবের ও (মেনোরেজিয়া) ইহা একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ। ঢাকার জটনৈক সবজজের স্ত্রী বহুদিন যাবৎ মেনোরেজিয়া রোগে ভুগিতে ছিলেন। সহরের প্রধান প্রধান এলোপ্যাঠা, চিকিৎসকগণ তাঁহার চিকিৎসা করেন। কিন্তু কিছুতেই কেহ এই রক্তশ্রাব বন্ধ করিতে পারেন নাই। বহুদিন যাবৎ প্রভূত রক্তশ্রাবের ফলে রোগিনী অত্যন্ত দুর্বল ও নীরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহার মুখ-মণ্ডল পাণ্ডুর, গাত্র শীতল এবং নড়িবার সামর্থ্য পর্য্যন্ত ছিল না। দুঃপিণ্ডের ক্রিয়া লোপ হইবে আশঙ্কায় ডাক্তারেরা মধ্যে মধ্যে ইঞ্জেকসন দিতে বাধ্য হইতেন। এই অবস্থায় চিকিৎসা-প্রণালী পরিবর্তন করিয়া গ্রন্থকারের হস্তে চিকিৎসার ভার অর্পণ করা হয়। রোগিনীর সর্ব্বাঙ্গীন লক্ষণ দৃষ্টে নেট্রাম-সলফ ৩×দেড়গ্রেণ মাত্রায় প্রতি অল্প ঘণ্টান্তর উক্ত জলে গুলিয়া ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা করা হয়। ইহার পর হইতেই অতি সত্ত্বর রক্তশ্রাব বন্ধ হয় এবং রোগিনী সত্ত্বর পূর্ণ আরোগ্য লাভ

করেন। সর্বপ্রকার রক্তস্রাবেই আমরা নেট্রাম-সলফ ৩× ৩ইন্ট
কবিনা ট্যাবলেট অর্দ্ধ ঘণ্টাস্তর ব্যবহার করিয়া আশ্চর্য্যফল পাইয়াছি।

হিমোফাইলা রোগের এবং ফিতার গ্রাস ক্রিমির ও ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

অন্ন।—পিত্তাধিক্য বশতঃ মানসিক উত্তেজনা। আত্মহত্যার
তানবার প্রবৃত্তি, বলপূর্ব্বক উহা দমন কথিতে হয়। গীতবাৎসে অপ্রকৃষ্টতা
প্রাতে উহার আধিক্য। অতিশয় নিরুৎসাহিতা। প্রাতে এবং
আত্মতুতে রুদ্বি। মনঃক্ষুধতা ও বিষমতা। প্রাতঃকালে সর্বপ্রকার
লক্ষণের উপচয় বা রুদ্বি। পতন অথবা মস্তকে আঘাতাদি লাগার
ফলে মানসিক লক্ষণের উৎপত্তি।

অস্ত্রক।—মস্তক শিখরে অতিশয় জালা ও দপ্ দপ্ কর শিরঃপীড়া
(জিহ্বার বর্ণ দ্রষ্টব্য)। পিত্ত বমন-বিরেচন ও মুখের তিক্তস্বাদ সংযুক্ত
সংস্কার। শিরোগর্ঘন বা নিদ্রালুতা সংযুক্ত শিরঃপীড়া। সাধারণতঃ
পাণ্ডু রোগের পূর্বে এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। অতিরিক্ত পিত্তস্রাব
কৃত শিরোগর্ঘন। জিহ্বার পশ্চাভাগে পরিষ্কার সবুজাভ ঘূসর বা পাংগুটে
বর্ণের লেপ। মুখের তিক্তস্বাদ। মস্তিস্কের ভূমিদেশে (base of
brain) প্রবল বেদনা। মস্তকে রক্তের প্রধাবন সংযুক্ত স্পাইন্ডাল
মিনিঙ্ক্য়াইটিস। আক্ষেপ সংযুক্ত প্রলাপ (ফির-ফস, ম্যাগ-ফস)। দক্ষিণ
কপালে ভেদনবৎ (রক্ত করণের গ্রাস) বা ক্রুবিকবৎ বেদনা। আঘাত
বা পতনাদির ফলে মস্তিস্ক রোগের উৎপত্তি। মনে হয় মস্তিস্ক শিথিল
বা ঢিলা (loose) হইয়াছে।

চক্ষু।—স্নেহমণ্ডলের পীতবর্ণ। অপ্রস্রাব সহকারে চক্ষুর পাতার
প্রান্তভাগে জালা। অক্ষিপুটে (পাতার) ফোকার গ্রাস বৃহৎ পীড়কা,

তৎসহ জ্বালাকর অশ্রুশাব । খেতমগুলের পুরাতন প্রদাহ সহকারে পাতায়
দানার উৎপত্তি ও তৎসহ অত্যন্ত আলোকাসহ্যতা ।

কর্ণ।—কর্ণশূল ; কর্ণে বিহ্যতের হ্রায় চিড়িকমারা বেদনা ।
আর্দ্র ঋতুতে উপচয় । কর্ণাভ্যন্তর হইতে কিছু বেন বলগুরুক বাহির
হইতেছে এরূপ অনুভব । কর্ণে ঘণ্টার হ্রায় ধ্বনি ।

নাসিকা।—ঔপদংশিক পুতিনশ্র (দুর্গন্ধি পুয়শ্রাবী ক্ষত) আদ
ঋতুতে বৃদ্ধি । ঋতুকালে নাসিকা হইতে রক্তপাত । নাসিকার অবরুদ্ধতা
কাসিয়া কাসিয়া লবণাক্ত শ্লেষ্মা নিঃসারণ । নাসিকার প্রতিশ্রায় ।
নাকের ভিতরে শুষ্কতানুভব ও জ্বালা । আলোক-সংস্পর্শে নাসা হইতে
নিঃসৃত পূবের সবুজবর্ণ ধারণ । নাসা-পক্ষদ্বয়ে কণ্ডুয়ন ; (কাসিয়া
কাসিয়া) লবণাক্ত নিষ্টিবন তুলিয়া ফেলা ।

মুখ অণ্ডল।—পিত্তাধিক্যবশতঃ মুখমণ্ডলের পাণ্ডু বা পীতবর্ণ
(জিহ্বা দ্রষ্টব্য) । মুখমণ্ডলের আরক্ত, মল্লণ উজ্জল ও ক্ষীত বিসর্প
(ইরিসিপেলস) । বিসর্পের জ্বরে ফির-ফস ব্যবহার্য্য । মুখমণ্ডলে ক্ষুদ্র
ক্ষুদ্র পীড়কা ।

মুখ-মল্য ।—মুখের বিন্যাস সততই মুখে গাঢ় আঠা আঠা,
দুশ্ছেদ্য শ্লেষ্মা সঞ্চয় । তিক্তাশ্বাদ । সর্বদাই জোর করিয়া কাসিয়া
গলা হইতে আঠা আঠা, দুশ্ছেদ্য খেত শ্লেষ্মা তুলিয়া ফেলিতে হয় ।
সাধারণতঃ পাকস্থলী হইতে এইরূপ দুর্গন্ধি শ্লেষ্মা উঠিয়া থাকে । মুখের
চতুর্দিকে ও চিবুকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা । তালু স্পর্শে বেদনা ।
শীতল দ্রব্য পানাহারে উপশম । মুখ বিবরে জ্বালা ।

দন্ত ।—জিহ্বার ভূমি-দেশে মলিন, সর্জাত, ধূসর বা পাংগুটে
বর্ণের লেপ । তিক্তাশ্বাদ । জিহ্বার অগ্রভাগে জ্বালাকর ফোকা ।
জিহ্বার আরক্ততা ।

দস্ত।—তাত্ত্বিকট সেবনে এবং শীতল বাতাসে দস্ত বেদনার উপশম মুখে ঠাণ্ডা জল রাখিলেও দস্ত বেদনার উপশম বোধ (কফিয়া) ; মাড়িতে জ্বালা ও ফোকা ।

পানেশ্রম।—ডিকথিরিয়ায় সবুজ বর্ণ জল বমন কবিলে কালী-মিউরের সহিত পর্যায়ক্রমে এই ঔষধ ব্যবহার করিবে । গলাধঃকরণকালে গলার পিণ্ডের তায় কোন বস্তুই বিদ্যমানতামুভব । গলক্ষত । ফ্যারিংসের প্রতিশ্রাব্য, প্রভূত গাঢ় চ্ছেদ্য শ্লেষ্মা নিঃসরণ । প্রাতঃকালে লবণাক্ত শ্লেষ্মা কাসিয়া তোলা ।

আমাশ্রম।—মুখে তিক্তাস্বাদ সহকারে উদর বেদনা । শীতের বিধাক্ততা জনিত উদর বেদনায় নিম্নক্রমের ($১ \times$ বা $২ \times$) ঔষধ ১০।১৫ মিনিট অন্তর অন্তর ব্যবহার্য্য । মুখের তিক্তাস্বাদ, শিরোবুর্ন ও শিরঃপীড়া সহকারে পিত্তবমন । আমাশ্রয়ের বিশৃঙ্খলাজনিত উর্দ্ধোদরে বেদনা ও শিরঃপীড়া । বক্রৎপ্রদেশে কঠনবৎ বেদনা । বক্রুতের বিব্রক্তি, বামপার্শ্বে শয়নে উচ্চয় । বাম কুক্ষিদেবে বেদনা । আমাশ্রয়ের রোগে জিহ্বা লক্ষণ বিশেষ দ্রষ্টব্য । মুখে তিক্তাস্বাদ সহ পিত্তশূল । পাকস্থলাতে জ্বালা । আর্দ্র ঋতুতে বৃদ্ধি । প্রত্যহ অপরাহ্নে পিপাসা । লোণা সবুজাভ জল বমন । পিত্তশূল ; অল্লোদগার, বুকজ্বালা ও পেটকাঁপা ; উদরে বায়ু সঞ্চয় জনিত শূল বেদনা ; প্রাতে খালিপেটে বৃদ্ধি, বক্রৎ-প্রদেশে কঠনবৎ ও কালক'রে নেওয়ার মত বেদনা ; বক্রুতে পূর্ণতা, বামপার্শ্বে শয়নে বক্রৎ বেদনার বৃদ্ধি ; একপ্রকার কাসি ও তৎসহ পূষাক নিষ্ঠাবন ; বাম কুক্ষিদেবে বেদনা ; পাকস্থলী ক্ষোত বোধ হয় ; কোমরে কাঁষ্মা কাপড় পরা সহ্য হয় না ; পিত্তশীত' বেদনা সহ কামলা ; বক্রৎ হইতে বামদিকে ও নিম্নাভিমুখে বেদনার গতি ; পিত্তশূল ও পিত্তশীলার বেদনায় এক ঔষধ $৫ \times$ বা $৬ \times$ ক্রমা ১০।১৫ মিনিট পর পর গরম জল সহ (চাউটি ট্যাবলেট) খাঃতে দিলে অতিশুদ্ধ ফল দর্শে ;

এই ঔষধের সহিত পর্যায়ক্রমে ম্যাগনেস ৬ X এবং ক্যাল-কন ১২ X ব্যবহার করিয়া আমরা পিত্তশূলের সকল রোগীতেই অতি উৎকৃষ্ট ফল পাইয়াছি ।

উদর ও মল ।—মলিন সবুজ, পিত্তময় মল অথবা পিত্ত বমন সংযুক্ত অতিসার (জিহ্বা দ্রষ্টব্য) ; প্রাতঃকালীন অতিসার, আর্দ্র, শীতল শ্লত্বতে উপচয় ; মলদ্বারে এবং অস্ত্রের নিষ্কাশে উত্তাপ সহকারে পিত্তময় মলস্রাব ; আত্মান সংযুক্ত উদর বেদনা ; যকৃতে তীব্র তিরবিদ্ধবৎ বেদনা সহকারে স্পর্শ-দেষ ; কোমরে কষা কাপড় সহ্যকরা যায় না ; পৈতিক জ্বরসহ উদরে বায়ু সঞ্চয় ; আগ্নানশূল ; দক্ষিণ কুর্চাক-প্রদেশে প্রথম বায়ু সঞ্চয় হয়, তৎপর সমগ্র উদরে উহা ছড়াইয়া পড়ে ; সবুজ মলসহ তলপেটে উষ্ণতান্নভব ; যকৃতে রক্তসঞ্চয় (ফিরফস) উদবে কৰ্ত্তনবৎ বেদনা (ম্যাগ-কস, ফির-ফস) ; বৃদ্ধদিগের অতিসার ; আর্দ্র শ্লত্বতে সকল লক্ষণের বৃদ্ধি ; বৃদ্ধা জীলোকদিগের কৌলিক অতিসার . মলদ্বার কণ্ডুয়ন ; সহজেই যকৃতের ক্রিয়ার বৈষম্য, বিশেষতঃ মানসিক পরিশ্রমের পর ; স্পর্শ বা সঞ্চলনে যকৃতে চিড়িকমারী বেদনা, প্রাতঃকালে তরল দান্ত, বিশেষতঃ আর্দ্রকালে ; মলদ্বারে আঁচিলের ছায় উদ্ভেদ ; সাইকোসিস ।

মূত্র-শস্ত্র ।—বহুমূত্র (প্রধান ঔষধ) ; বহুমূত্রের শর্করা কমানিতে ইহা অতিশয় মূল্যবান ঔষধ ; মূত্রে লিথিক এসিড সংযুক্ত অধঃক্ষেপ, এই অধঃক্ষেপ বা তলান হষ্টক চূর্ণের মত দেখায় (লাইকো) এবং পাত্রেয় তলে লাগিয়া থাকে ; পিত্তপ্রধান লোকদিগের বাত ও মূত্রাশ্রবী (stone) বহুমূত্রের রোগীদিগের প্রভূত মূত্রস্রাব ; মূত্রে বায়ুকণার ছায় অধঃক্ষেপ (জিহ্বা দ্রষ্টব্য) ; মূত্রে পিণ্ডের বিদ্যমানতা । পুনঃ পুনঃ মূত্রবেগ । লিঙ্গ মুণ্ডে বা অণ্ডকোষে জল সঞ্চয় । প্রোট-গ্রন্থির বিরুদ্ধি । মূত্রে পুষ্ণ ও শ্লেষ্মা বিদ্যমানতা ।

পুং জননেন্দ্রিয় ;—করুণ (ক্যাক-ফস) ; মেচ ত্বকে জলসঞ্চয় (পর্যায়ক্রমে ট্রাট-মিউর) ; পুরাতন উপদংশ ; যোনি বা গুহ্যদ্বারে ঔপ-
বংশিক আঁচিলবৎ উপমাৎস ; পুরাতন প্রমেহ ; প্রাচৈটিক গ্লাম্বোর বিরুদ্ধি ;
জননেন্দ্রিয় কণ্ডুয়ন ; বিলুপ্ত প্রমেহ ও সাইকোসিস । প্রমেহ রোগে
চৈত একটী প্রধান ঔষধ ।

কক্ষ-গ্রহির স্ফীততা ও পুষসঞ্চয় ; অঙ্গুলীর নখের গোড়ায় প্রদাহ ও
পুষসঞ্চয় । উপবিষ্টাবস্থা হইতে উত্থান বা শয্যায় পার্শ্বপরিবর্তনকালে
কটিবাতের অভ্যন্তর রুদ্ধি ; কোন অবস্থায়ই শান্তি পাওয়া যায় না ; উরু
হইতে হাঁটুপর্যন্ত বেদনা ; সন্ধিতে কড় কড় শব্দ ; সন্ধিবাত ।

স্ত্রী জননেন্দ্রিয় ।—প্রাতঃকালীন অতিসার অথবা উদর
বেদনা এবং কোষ্ঠকাঠিন্য সহ প্রভূত ঋতুশ্রাব (জিহ্বা দৃষ্টব্য) ;
বাহ্য স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ের প্রদাহ ও স্ফীততা এবং তদুপরি বিস্তার আচ্ছ-
ন্নটিকার উৎপত্তি । উদর বেদনা সংযুক্ত প্রভূত বিদাহী রক্তশ্রাব ; বিদাহী
শ্বেত প্রস্রাব ।

পার্শ্ব ।—প্রাতঃকালীন বিবমিষা ও পিত্তবমন, মুখের তিক্তস্বাদ ;
বাহ্য-স্ত্রী অঙ্গে দক্ষ ও তৎসহ বেদনা ।

শ্বাস-যন্ত্র ।—প্রবল শ্বাস-কাসের আবেশ সহ প্রভূত হরিতাভ
(সবুজ) পৃথময় নিঃশ্বাস ত্যাগ । প্রাতঃকালে পাতলা মলশ্রাব এবং
আর্দ্র ঋতুতে বৃদ্ধি লক্ষণাপন্ন শ্বাস-কাস ; বায়ুজননীর প্রতিশ্রাব ; হিস
হিস শব্দ সংযুক্ত শ্বাস প্রশ্বাস ; নিঃশ্বাস এবং জিহ্বার বর্ণ অবশ্য দৃষ্টব্য । ক্ষয়
শ্বাস, জলবৎ পীত বা সবুজবর্ণ নিঃশ্বাস ; হিউমিড্ এজমা (শ্রাবশীল)
বৃক্ষে শ্লেষ্মার ঘড়ঘড়ি ; কাসিবার কালে বৃক হাত দিয়া চাপিয়া
ধরিতে হয় ; বাম বক্ষে ডিম্বকর বেদনা । বক্ষে পিত্তশিলায়
বিন্ধ্যমানতানুভব ; গাঢ় রক্তবৎ সবুজাভ পুষের ত্রায় শ্লেষ্মা নিঃসরণ ।

বক্ষে ক্ষতবৎ বেদনা, এজন্ম রোগী কাসিবার সময় হাত দিয়া বুক চাপিয়া ধরে । আর্দ্র ঋতুতে স্থান কষ্ট ।

ব্রন্ত সঞ্চলন-যন্ত্র ।—হৃৎপ্রদেশে প্রচাপন এবং অস্থিতাহু তৎ ; শাস্তির নিমিত্ত খোলা বাতাসে বাওয়ার আবশ্যকতা ।

পৃষ্ঠ এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ—বাতরোগে পৈত্তিক লক্ষণের বিস্তারিতা থাকিলে প্রধান ঔষধ ট্রাট-ফসের সহিত পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্য ; তরুণ বা পুরাতন গ্রেটে বাত (ফিরফস) ; পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জাব কিল্লীর প্রদাহে গ্রীবার পশ্চাদ্বক্রতার, পৃষ্ঠের আক্ষেপে এবং মস্তকে রক্তের প্রধাবনে ইহা কলপ্রদ ; তরুণ সন্ধিবাত ; স্পাইন্ডাল মিনিঞ্জাইটিস কক্ষ-গ্রন্থির ক্ষীণতা ও উহাতে পুষ সঞ্চয় । বাম উরুতে চিড়িক, হস্তের কম্পন, পদের দুর্বলতা ও জল সঞ্চয়, হস্ত পদের নখ-মূলের প্রদাহ ও পৃথ সঞ্চয় । পদতলে কণ্ডুয়ন । উঠিবার সময় বা শয়ান পার্শ্বপরিবর্তনকালে সাধেটিকার বেদনা অহুভূত হয় ; কোন অবস্থায়ই শাস্তি জন্মে না । হস্ত-পদে তামবাতিক বেদনায় অপরাপর লক্ষণের সাদৃশ্য থাকিলে ।

শ্রাস্ত্রমণ্ডল ।—নিদ্রিতাবস্থায় হস্ত-পদের উৎক্ষেপণ ; পৈত্তিক উপদ্রব সহকারে দুর্বলতা ও ক্লান্তি ; অত্যন্ত অবসন্নতা ; বিশেষতঃ হাঁটুতে অবিরাম নড়িবার প্ররতি । সর্কাদের কম্পন ; নিদ্রিতাবস্থায় হাত পায়ের উল্লম্বন । লিখিবার সময় হস্তের কম্পন । উদর বেদনা সহ অবসন্নতা ।

হৃৎক ।—হৃৎকের সর্ববিধ রোগেই জলবৎ পীতাত্ত শ্রাব নিঃসরণ , পৈত্তিক লক্ষণ সহ হৃৎকে আর্দ্র পীতাত্ত শব্দবৎ উপদ্রব ; শিশুদিশের হৃৎকের বৃষ্টতা । (ট্রাটমি, ট্রাট-ফস) পীতাত্ত জলবৎ শ্রাব সংযুক্ত বিধিকা । ইরিসিপেথোস ; বস্ত্র ত্যাগকালে হৃৎকের কণ্ডুয়ন ; দীর্ঘকাল স্থায়ী নালীঘা, একজিমা , পোম্ফগোস ; দ্রুত ; কামলারস্থায় হৃৎকের পীতবর্ণ । চক্ষু

চতুর্দিকে, মস্তক-ত্বকে, মুখমণ্ডলে, বুকে এবং শুভ্রাদারে আচিনের উৎপত্তি প্রবণতা ।

স্বপ্ন ।—সবিরাম জ্বরের সকল অবস্থায়ই ইহা প্রধান লক্ষণ ; মুখের ত্রিক্রিয়া সহকারে পিত্ত অথবা রক্তবর্ণ পদার্থ বমন ; পীত জর (ফিব-কস পর্যায়ক্রমে) ; জ্বরে জিহ্বা লক্ষণ বিশেষ দ্রষ্টব্য ; আত্যন্তিক শীতলতা ; শীত সহ সক্ষার প্রাকালে বরফেও জায় শীতলতা ; মস্তক শিখরে উত্তপ্ততা পিপাসাহীন ঘর্ম ; যকৃৎপ্রদেশে স্পর্শে বেদনা ; উদরে বায়ু নড়াচড়া কবে ।
অতিশয় লীড ও কম্পসংযুক্ত ম্যাগনেসিয়াম জ্বরে ও তৎসহ পিত্তবমন লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে ৩× ক্রম ঘন ঘন ব্যবহারে চর্মরোগের দলদর্শে ।

শিথিলতা ।—পৈশ্বিক লক্ষণ সহকারে নিদ্রাগততা ও ক্লান্তি ; (সাধারণতঃ পাণ্ডুরোগের পূর্বে) ; প্রাতে, বিশেষতঃ অধ্যয়ন করিবার কালে নিদ্রালুতা ও বিমূঢ়তা ; অপরাহ্নে ভাল থাকে । প্রাতে ও অধ্যয়নকালে বৃদ্ধি । স্বপ্নে বাকরোধ । স্বপ্নে ভয় পাওয়া জাগ্রত হওয়া ।

অস্বস্ত্য — বায়ুতে জলীয় বাষ্পের আধিক্য হইলে এবং উক্ত জলীয় বাষ্প নিঃশ্বাসিত বায়ুর সহিত ফুসফুসে প্রবেশ করিলে রক্তের জলীয়াংশের বৃদ্ধি হয়। এই অনাবশ্যকীয় জল রক্ত স্রোতে প্রবেশ করিয়া শরীরে নানাপ্রকার উপদ্রব (disturbance) উপস্থিত করে এবং প্রকৃতির সাহায্যে দেহ হইতে নিষ্কাশিত হইতে চেষ্টা করে । প্রকৃতির সাহায্যে উক্ত জলীয়াংশ মলদ্বার দিয়া বাহির হইলে ওলাউঠা, গ্রন্থিতে সঞ্চিত বা আবদ্ধ হইলে গ্লেগ ও ত্বক মধ্যে আবদ্ধ হইলে বেবিবেরি, বসন্ত ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়া থাকে । নেট্রাম-সলফ শরীর হইতে অতিরিক্ত জল নিঃসারণে সাহায্য করে অতরাং এই সকল রোগে নেট্রাম-সলফ আরোগ্যকর এবং প্রতিষেধকরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । প্রাতে, আর্দ্র ঋতুতে এবং যে কোন প্রকারে

ক্লস ব্যবহারে লক্ষণ সকলের উপচয়; নিম্ন জলাপ্রদেশে বাস জন্ত
ম্যালেরিয়ার আক্রমণ এবং শুষ্ক উত্তপ্ত ঋতুতে সকল লক্ষণের উপশম
এই ঔষধের বিশেষ লক্ষণ। জিহ্বালক্ষণ এই ঔষধ নির্বাচনে বিশেষ
সাচ্যতা কবে। মৎস্ত অথবা জলজ উদ্ভিজ্জাদি ভক্ষণে রোগোৎপত্তি
হইলে ইহা সুব্যবস্থেয়। এই ঔষধের রোগী বেদন'র শাস্তির জন্য সর্বদা
এপাশ ওপাশ কবে (বস) বামপাশে শরনে বাগলক্ষণের বৃদ্ধি এই
ঔষধেব আপন বিশেষ পরিচালক লক্ষণ।

প্রমাণ।—সীসশূজে ১× বা ৩× ক্রমের ঔষধ পুনঃ পুনঃ ব্যবহার্য।
হুসলার এই ঔষধের ৬× ব্যবহারের উপদেশ দেন। ডাঃ ভনগ্রাভোল
সাধারণতঃ ২× হইতে ৬× ক্রম পর্যন্ত ব্যবস্থা করিতেন। ডাঃ
হেরিং এবং অগাথ সুবিজ্ঞ চিকিৎসকগণ এই ঔষধের ৩০ এবং ২০০
ক্রম ও ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। আমরা সাধারণতঃ ইহার ৩× ও
৬× ক্রম ব্যবহার করিচ্চা উত্তম ফল পাইয়া থাকি। ম্যালেরিয়া জরে
ইহার ৩× ক্রম একটু বেশীমাত্রায় ও পুনঃ পুনঃ (ফিরম-ফসের সহিত
পর্যায়-ক্রমে) ব্যবহার করিতে সকলকে অনুরোধ করি।

অনুসন্ধান।—আর আর নেট্রামের সহিত এবং সলফারের সহিত
নেট্রাম-সলফের অনেকানেক লক্ষণেরই সাদৃশ্য আছে। চক্ষু লক্ষণে ইহার
সহিত গ্ৰাফের তুলনা করণ। পুরাতন চক্ষুরোগে এই দুই ঔষধেই
আলোতে অত্যন্ত উপচয় জন্মে। কাসে ব্রাইওনিয়ার সহিত ইহাও সাদৃশ্য
আছে। কাসিবার কালে বক্ষে হাতদিয়া ধরিবার আবশ্যকতা উভয়েই
আছে; নেট্রাম সলফের শ্বাসের আকৃতি ও প্রকৃতি অনেকটা পূয়ের
সদৃশ (গাঢ় রক্তজ্বৎ পীতাত সবুজবর্ণের); এজন্ত ইহা প্রায়ই রোগের
প্রবর্তিতাৎসহায় ব্যবহার্য; কিন্তু ব্রাইওনিয়া প্রায় রোগেরই প্রারম্ভ
বহায় (যখন উপদাহকর কাস থাকে) ব্যবহার্য। শ্বাস কাসে সিলিশিয়ার

সহিত তুলনীয় (সিলি এই রোগের প্রায় অমোঘ ঔষধ) ; প্রেমিই রোগে থুজা ও মার্কেস সহিত ইহার তুলনা হয় ; নেটাম-সলফের স্রাব বেদনাবিহীন এবং উহার বর্ণ গীতাভ-সবুজ থাকে ; রস-প্রধান ধাতুর (হাইডোজিনয়েড) রোগীর গভীরমূল মাযক ঘোষ দূরীকরণে থুজার পর প্রায়ই ইহা ব্যবহার্য্য ; পুনঃ পুনঃ প্রভূত মূত্রত্যাগে কিরম-ফস ও এসিড-ফসের পর প্রায়ই ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; উরুসফির রোগে স্টিল-স্মিয়ার সহিত ইহার তুলনা করিয়া দেখা সম্ভব ।

|গ|

Silicea

ইহা কোয়াটস (স্ফটিক) বা বালুকা-প্রস্তরের একটা উপাদান বিশেষ । সিলিশিয়া মানবদেহে নিষ্কাশিত কি কার্য্য করে তাহা অতাপিও সূক্ষ্মষ্টরূপে জানা যায় নাই ; সুতরাং বাইওকেমিক গ্রন্থকারগণ মানবদেহে ইহার সাধারণ ক্রিয়া ও তৎসংগত কতিপয় লক্ষণের উল্লেখ করিয়াই স্থগিত রহিয়াছেন । মানবদেহে চুল, নখ, ত্বক, অস্থি-বেষ্ট, স্নায়ুর আবরণ-ঝিল্লী এবং অস্থিতে সাধারণতঃ ইহার বিস্তারিত লক্ষিত হয় । শরীরস্থ অণুলাল এবং মৌত্রিক পদার্থের উপর (ফাইব্রিন) ইহার বিশেষ ক্রিয়া আছে ।

আময়িক প্রয়োগ ।

শরীর হইতে পুষ বাহির করিতে ও অতিরিক্ত পুষপ্রাব হ্রাস করিতে ইহার অত্যাস্রব্য ক্ষমতা । স্ফটিক, ব্রণ, কার্কসল প্রভৃতি চর্মরোগে চর্ম বিদীর্ণ করিয়া পুষ বাহির করিতে ইহা ছত্রিকার কার্য্য করে, এজন্য

হোমিওপ্যাথেরা ইহার lancet of Homoeopathy আখ্যা দিয়া থাকেন। ইহার পরমাণুগুলি হৃদয় কোণ বিশিষ্ট। এজন্ত ত্বকের নিম্নে সঞ্চিত হইয়া ত্বককে বিদীর্ণ করিতে সমর্থ হয়।

ত্রণ ও ফোটকাদির প্রাদাহিক অবস্থায় যখন জ্বর ও অত্যন্ত বেদনা থাকে, তখন ফিরম-কস আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক ব্যবহার করিলে প্রদাহ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রথমাবস্থা (প্রাদাহিক অবস্থা বা inflammatory stage) উত্তীর্ণ হইবার পর অর্থাৎ বেদনাদি কমিবার পর যদি প্রদাহিত স্থানের ক্ষীণতা না কমে এবং পূজ জন্মে নাই এরূপ মনে হয়, তবে ফিরম-কসের সহিত পর্যায়ক্রমে ক্যালীমিউর ব্যবহার করিলে প্রায়ই পূর্বাৎপত্তি নিবারিত হইয়া বিকৃত সঞ্চিত রস পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয় ও রোগ আরোগ্য হয়। কিন্তু ইহাতেও যদি ক্ষীণতা হ্রাস প্রাপ্ত না হয় ও পূব জন্মিবে এরূপ অনুমান হয়, তবে সিলিশিয়াই একমাত্র অবলম্বনীয়। এই অবস্থায় সিলিশিয়া ব্যবহার করিলে শীঘ্র শীঘ্র পূর্বাৎপত্তি হইয়া ফোটকাদি বিদীর্ণ হইয়া থাকে। ইহা শরীরস্থ বিকৃত রসকে পুষকরূপে পরিবর্তিত করিয়া শরীর হইতে বাহির করিয়া দেয়। যে পর্য্যন্ত ফোটকাদির চতুর্দিকের কঠিনতা দূর না হয়, সে পর্য্যন্ত ইহা ব্যবহার করিতে হয়। কিন্তু এইকণ কঠিনতা দূর হইয়াও যদি পুষ্য্রাব হ্রাস প্রাপ্ত না হয় ও ফোটকাদি আরোগ্য না হয়, তবে ইহার পরিবর্তে ক্যাকেরিয়া-সলফ (৩X বা ৬X) ব্যবহার করিলে শীঘ্রই পুষ্য্রাব হ্রাস হইয়া রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

গভীর স্থানের ফোটকাদির পুষ্য্রাবে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। অঙ্গনী, পুরাতন ঔপদংশিক কঠিন ক্ষীণতা, হার্ড-গ্রাফারের পরবর্তী বাগী (যাহাতে সহজে পুষ জন্মে না), কার্বিকল, রাত্রিকালে ও পূর্ণিমার সময় উপস্থিত হয় বা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এরূপ জ্বর বা মুর্ছারোগ, ঋতুকালে কোষ্ঠবদ্ধ, শরীরের

শীতলতা, দুর্গন্ধি পাদ-বর্ষ্ম এবং হস্তাঙ্গুলীর গ্রন্থির বাতজ্ঞতা স্খীততায় ইহা অতিশয় সফলতার সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে । বাহাদের হস্ত ও পদতলে সর্বদা ঘর্ষ্ম উৎপন্ন হয় কিম্বা উক্ত ঘর্ষ্ম রুদ্ধ হইয়া কোন পীড়া জন্মে তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী । যক্ষ্মাদি পীড়ার বাজিকালীন ঘর্ষ্ম দূর করিতে ইহার আশ্চর্য্য ক্ষমতা । যে সকল শিশুর মস্তক-পৃষ্ঠ হইতে প্রভূত ঘর্ষ্মস্রাব হইয়া বালিশ পর্য্যন্ত ভিজিয়া যায়, তাহাদের রোগে ইহা সর্বিশেষ উপযোগী ।

যে সকল রোগীর রোগলক্ষণ বাজিকালে, পূর্ণিমার সময় ও খোলা বাতাসে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং উত্তাপে উপশমিত হয়, তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ । সমীকরণের অসম্ভাব জনিত কপোষণে ইহা অভীষ ফলপদ । পূষ্যস্রাব সংশ্লিষ্ট সর্বপ্রকার রোগে, গভীর মূল ক্রফিউল-দোষ-দুষ্ট ব্যক্তিগণের রোগে এবং খারাপ বোজে টিকা দেওয়া ফলে উৎপন্ন উপসর্গসমূহে ইহার বিশেষ প্রয়োজন । মলদ্বারের পারালাসিস্; জ্বপিপেত্তের বিরুদ্ধি এবং অধিক দিন রোগ ভোগ জনিত দুন্দ্যুতায় ইহার বিশেষ আবশ্যক । চক্ষুর ছানি এবং ঝাপসা দৃষ্টিতেও ইহা একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

প্রধান প্রধান লক্ষণ ।

মন।—জীবনে বিভ্রা ; শারীরিক দুর্বলতা, কিন্তু মানসিক শক্তির প্রখরতা, চিন্তা ও মনঃসংযোগে অসমর্থতা । দৃঢ় সঙ্কল্প । উৎকণ্ঠাসহ গোলমালে অতিশয় হেয় । মস্তিষ্কের দুর্বলতা । বিদ্যালয়ে বালিকা-দিগের আবিষ্কারকালে সমস্ত বিষয়ে নিম্মতি । এজ্ঞা কিছুই বলিতে না পারা ।

অস্ত্রক ।—শিরোগূর্ণন, মস্তক সম্মুখ বা বাম দিকে পড়িবার উপক্রম । মস্তকে মটরের স্থায় আকার বিশিষ্ট গুটিকার প্রকাশ ও

ভৎকালে শিরঃপীড়া। মস্তক-দ্বকে অতিশয় স্পর্শদ্রব্য ; মস্তক-দ্বকে পীতবর্ণ পুষ্পাভী ও বেদনাকর পচ্যমান পীড়কা। কেশের পতন. (কালী-সল) . শিউদিগের শিরো ঘর্ষ (ক্যাকফস)। সর্কদা মস্তক আবৃত রাখার আবশ্যিকতা। মস্তকপৃষ্ঠ হইতে শিরঃপীড়ার উৎপত্তি. তথা হইতে উহা ক্রমশঃ মস্তকশিখর পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে ও মস্তকের দক্ষিণভাগ পর্য্যন্ত যায়। আলো, শব্দ, অধ্যয়ন ও পরিশ্রমে এই বেদনা বাড়ে ও উষ্ণতার উপশমিত হয়। সেরিব্রাল এম্পোপ্লেক্সি প্রকাশের পূর্বে মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্বে গভীরস্থান পর্য্যন্ত চিড়িকমারা বেদনা। শিশুর বৃহৎ অসংবেগিত বন্ধুরক্।

চক্ষু.—অঞ্জনী (আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক) ; অতিশয় বেদনা ও ক্ষীণতা থাকিলে ফির-ফস সহ পর্য্যায়ক্রমে। অক্ষরাবী গ্রন্থির পীড়ায় ইহা একটি অতিশয় মূল্যবান ঔষধ। চক্ষুর নালী ক্ষত। চক্ষুর প্রদাহ সহকায়ে গাঢ় পীতবর্ণ পুষ্পাভ। চক্ষুর পাতার ফোড়া ও ব্যাধি (টিউমার)। চক্ষুর পাতার প্রদাহ (blepharitis) ; কিলেটাইটিস। পায়ের ঘর্ষ বা উদ্ভেদ (শুটকা দি চম্বরোগ) বিলাপের ফলে ছানি।

চক্ষুর ও উহার পাতার চতুর্দিকে স্ফিটিক টিউমার ; কর্ণিয়ায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাকার ক্ষত ; এই ক্ষত খাইয়া নীচ পর্য্যন্ত প্রদারিত হইয়া পড়ে। ছানি বোগে ক্যাক্স-ফ্রোরের সহিত পর্য্যায়ক্রমে বাবহার করিলে সফল দর্শে। পাদ ঘম্ব বিলাপের ফলে দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতায় (এম্ব্লোপিয়া) ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। বসন্ত রোগের পরবর্তী কর্ণিয়ার দাগ ও অশ্রুচ্ছতার সফলতার সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চক্ষুর স্নায়ুশূল, বিশেষত দক্ষিণ চক্ষুর উপরের। অধ্যয়ন বা লিখিবার সময় অক্ষর সমূহ একত্রে সঞ্চালিত

হইতেছে এক্রপ মনে হয়। চক্ষুর-গহ্বরের অস্থির বিনাশ (কেরিজ)।
চক্ষুর স্নায়ু-শূল।

কর্ণ।—বাহ্য কর্ণের প্রাদাহিক ক্ষীততা। কর্ণ-নল এবং
টম্পেনিক কেভিটির ক্ষীততা ও প্রতিশ্রাব জনিত ক্ষতিক্রীণতা। সময়
সময় ফটু করিয়া উচ্চশব্দ হইয়া কান খুলিয়া যায়। কর্ণের চতুর্দিকে
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোটক। কর্ণের প্রদাহ ও উহা হইতে গাঢ় পীতবর্ণ পুষ
শ্রাব। কান পাকা। এই ঔষধ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রতিদিন
পিচকারী দেওয়া বিধেয়। কর্ণে নানারূপ শব্দ শ্রুত হয়। ম্যাষ্টয়েড
অস্থির ক্ষত সহ কানপাকা। স্নানের পর কর্ণ প্রদাহ।

নাসিকা।—মস্তকের প্রতিশ্রাব সহকারে প্রবল হাঁচি এবং পরে
গাঢ় দুর্গন্ধি শ্লেষ্মা নিঃসরণ। পচা দুর্গন্ধি শ্রাব সংযুক্ত পুতিনশ্রু। নাসা-
পথের চতুর্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণ্ডুয়নকর পীড়কাসহ নাসা ক্ষত। নাসিকার
অস্থির ক্ষত ও উহা হইতে দুর্গন্ধি শ্রাব নিঃসরণ (কালী-ফস)।

নাসাপথের শুষ্কতা, উহাতে ক্ষত ও শব্দবৎ চাপটিকা। নাসাগ্রভগেব
আরক্ততা ও দুর্দম্য কণ্ডুয়ন। ওষ্ঠ এবং নাসারন্ধ্রের চতুর্দিকে দড়।
উপদংশ দোষের ফলে নাসাস্থির ক্ষত। নাসাভ্যন্তরে দুর্দমনীয় বিদাহী
শ্রাবশীল ক্ষত।

মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডলের স্নায়ু-শূল। গাঢ় পুষশ্রাব; বৃক।
মুখমণ্ডলের যে কোন প্রকার উদ্বেদ হইতে এই ঔষধের প্রকৃতি বিশিষ্ট
শ্রাব নিঃসরণ। হুহুর (Jaw-bone) অস্থির ক্ষত ও বিনাশ। বয়োত্রণ;
মুখমণ্ডলের স্বকের বিদারণ। ওষ্ঠের অকঁদ। মুখমণ্ডলের পাণ্ডুর
ও মৃণ।

মুখমণ্ডল।—মুখের গ্রন্থিতে পুষ সঞ্চয় ও উহা হইতে এই ঔষধের
প্রকৃতি বিশিষ্ট শ্রাব ক্ষরণ। মুখমণ্ডলের পচাক্ষত, ঐ ক্ষত ক্রমশঃ প্রসারিত

হৃৎপ্রায় তালু ছিদ্র হইয়া যাওয়া । কোষ্ঠকাঠিন্য সহ পুরাতন ফ্যারিজাই-টিস । মুখের কোণের ক্ষত ।

দস্ত।—রাত্রিতে প্রবল বেদনায়ুক্ত এবং উজ্জ্বল বা শীতলতার অনুপশয় প্রাপ্ত দস্তশূল । প্রচুর ঘর্ম্মস্রাব জন্ত পদের কঠাৎ শীতলতা বশতঃ দস্ত-শূল । মাড়ীর ক্ষত জন্ত দস্তশূল । দস্তোদ্ভেদ কষ্ট । মাড়ির ফোটক । যৎসামান্য প্রচাপনে মাড়িতে বেদনা ; শিথিল দস্ত ।

জিহ্বা।—জিহ্বার কঠিনতা । জিহ্বার ক্ষত । জিহ্বার যেন চুল রাহিয়াছে এরূপ অনুভব ।

গলমর্ষা।—গলক্ষত ও উহা হইতে এই ঔষধের প্রকৃতি বিশিষ্ট স্রাব নিঃসরণ । টন্সিলাইটিস (পুণ্য সংকিত হইবার পর) । ইহাতে বিশেষ উপকার না হইলে ক্যাক্স-সলফ দিবে । গলগণ্ড (ব্যাগ) ; পুনঃপুনঃ প্রণ্যাবর্তনশীল কুইঞ্জি (quinsy) অর্থাৎ তালুমূল বা গলাব প্রদাহ । Paralysis of velum pendulum palati.

আম্রাশয়।—অগ্নোদগার, হৃৎপ্রদেশে জালা ও শীতলতানুভব সংযুক্ত পুরাতন অগ্নিমান্দ্য (জাট-ফস, ক্যাক্স-ফস) । সুজ্ঞপান কবিনামাত্রট শিল্প বমন । এই বমন অগ্ন নহে (ফির-ফস ক্যাক্স-ফস) । বৃক জালা ও অগ্নোদগার সংযুক্ত পুরাতন অগ্নিমান্দ্য । উক্স ক্রবো ও মাংসে অকচি ; অত্যন্ত ক্ষধা ; উদরে বায়ু নড়িয়া চড়িয়া বেড়ায় । অর্শে অত্যন্ত বেদনা । ক্রমি জনিত উদর বেদনা । মলদ্বারের বিদারণ । শিশুদের বৃহৎ উদর । Induration of the pylorus.

উদর এবং মল।—যকৃতের ফোটক ও কঠিনতা । শিশুদিগের উদরের বৃহত্তা এবং অতিশয় চর্গাক্রি মলস্রাব সংযুক্ত শিরোবন্দ । 'গাঢ় পীতবর্ণ' পদার্থ স্রাবী অতিশয় বেদনাকর অর্শ । উপরোক্ত স্রাব সহকারে মলদ্বারের নালী-বা (ভগন্দর) মংদ'রের প্যারালিসিস জন্ত

কোষ্ঠবদ্ধ ; মল কতকটা বাহির হইয়া পুনরায় ভিতরে যায় (shy stool) । টিকা লইবার পর শিশুর অতিশয় দুর্গন্ধি মলবৃত্ত তত্ক্ষণাতঃ কৃমি স্তম্ভ উদর বেদনা ।

মূত্র-বন্ধ —বৃককে পুথ সঞ্চয় , শ্লেষ্মা এবং পৃথিব্যুক্ত মূত্র । প্রায়েই প্রদাহ । মূত্রে লোহিত বালুকণার ভায় অধঃক্ষেপ । মূত্রে ইউরিক এসিড । কোরিয়া অথবা কৃমি জনিত অব্যাহত মূত্র । পুরাতন উপদংশ সহ মূত্রে পুথের বিস্তারিততা । পুরাতন প্রমেহ, তৎসহ গাঢ়, পুথের ভায় দুর্গন্ধি আব ।

পুংজননেদ্রিষ্ণু —বিধানের (টিউ) কঠিনতা ও পুথসঞ্চয় বিশিষ্ট পুরাতন উপদংশ । প্রায়েই টিউস (পুথ সঞ্চয়ের পর) । কুরণ্ড (হাইড্রোসিস) । গাঢ় পীতবর্ণ আব বিশিষ্ট পুরাতন প্রমেহ ! অণুর অতিশয় কণ্ডুয়ন ও উহাতে অতিশয় ঘর্ম্ম । কামভাবের প্রাবল্য বৎসঃ সর্বদা কামচিন্তা ও তৎসহ রাত্র নিদ্রিতাহার্য স্তম্ভ আব ।
ধ্বজভঙ্গ । রাতক্রিয়ের পর অত্যন্ত দুর্গলতানুভব ।

প্রীজননেদ্রিষ্ণু —ঋতুকালে অতিশয় দুর্গন্ধি পাদ-ঘর্ম্ম কোষ্ঠ, কাঠি ও সর্বাঙ্গের বরফের ভায় শীতলতা । এই ঔষধের প্রকৃতি বিশিষ্ট শ্রাব সংযুক্ত শ্বেতপ্রদর । শীতল জলে দাড়াইয়া থাকার দরুণ অতিরিক্তঃ । লগোষ্ঠের ফোটক ও উহা নাগী ঘায়ে পরিণত হইবার সম্ভাবনা । বাহ্য-দ্রব্য-অঙ্গের কণ্ডুয়ন ও জ্বালা । শীঘ্র শীঘ্র প্রত্যাহত স্বল্প ঋতু ; কদাচিত্ প্রভূত ঋতু । প্রভূত জ্বালাকর শ্বেতপ্রদর । ঋতুদয়ের অন্তর্ধর্ত্তী সময়ে রক্তের ভায় আব ; যোনিতে কোমল সর্কুদ (serous cysts) বক্ষ্যাত্ত্ব । ভগাধরে ফোটক, উহা নাগীঘায়ে পরিণত হইবার আশঙ্কা । কামভাবের অত্যন্ত আধিক্য, কামোন্মাদ) ।

গর্ভা ।—স্তন-প্রস্রাব । স্তনের ক্ষীণতা, কাঠিন্দ ও অত্যন্ত বেদনা ।
বিবর্জিত পুষ্প্রাবের হ্রাস জন্মাইবার নিমিত্ত প্রাক্তন বহুয় কালো-মউর
ও তৎসহ এই ঔষধ ব্যবহার্য্য ; গাঢ় পীতবর্ণ পুষ্প্রাব স্তনের নালীস্থিত ;
স্তনের গ্রন্থির কঠিনতা ও উহাতে পুষ্প্র জন্মিবাব আশঙ্কা । স্তনের বোটা
ক্ষত বা উচীর বিদারণ । গর্ভাবস্থায় ঐটিতে কষ্ট ।

স্প্রাস-বন্ত্র—প্রভূত, গাঢ় পীত বা সবুজাত চরিত্রাবর্ণ স্লেছা ও
জ্বর সংযুক্ত শ্বাস যন্ত্রের রোগ ; অতিশয় দুর্বলতা ও নৈশ ঘর্ষ (ক্যান্স-ফস
হাট-মউর) ; উল্লিখিত লক্ষণ বিশিষ্ট স্লেছাশ্রাবী গরু কাম ; কুসক্কসের
ত্রণশোথ (পুষ্প্রাবের সহায়তা ও যা শুকাইবার নিমিত্ত) ; নিউমোনিয়া
পুষ্প্রাবস্থায় ; ব্রঙ্কাইটিস ইত্যাদি ; প্রভূত, চরিত্রাবর্ণ তরল স্লেছা ;
বুকে ঘড় ঘড়ি ; পুৰাতন ব্রঙ্কাইটিস ও ঘর্ষ ; ব্রঙ্কাইটিস ; শীর্ণ শিশুদের
কাসি ও তৎসহ নৈশ ঘর্ষ । স্বরধ্বজ কণ্ঠস্থিত হইয়া কাসের উদ্ভব । মনে
হয় জিহ্বায় একটা চুল আছে ; শীতল পানীয়ে ও শরনে কাসের বৃদ্ধি ;
পুষ্প্রাব প্রভূত, গাঢ় নিম্নবন, তৎসহ দুর্বলতা ও বুকের অভ্যন্তরে
গভীরতম প্রদেশে বেদনা । সম্ভাবিত কুসক্কসের অভ্যন্তরে ফোঁটক ।
গলক্ষত ও কাস তৎসহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্গন্ধি নিম্নবন পরিভাক্ত হয় ।

ব্রঙ্কাইটিস—প্রবল সঞ্চালনের পর জ্বরের
দগদগানি । পুৰাতন হ্রদোগ ।

পৃষ্ঠ এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—উপেক্ষিত ক্ষত বা কাটা
ক্ষতে পুষ্প্র জন্মিবাব সম্ভাবনা । হস্ত-পদের গভীর ক্ষত হইতে গাঢ়
পীতবর্ণ শ্রাব নিঃসরণ । উরু-সন্ধির রোগে পুষ্প্রাব নিবারণার্থ ।
আঙ্গুলগাড়ায় (৩দ ক্রম) সর্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ । কার্ককল । নালী বা সংযুক্ত
আঙ্গুল-ক্ষত ; নালী-বা হইতে আঙ্গুল টুকড়া নিঃসৃত হইলে ক্যান্স-ফোব
সহিত পর্যায়ক্রমে ইহা প্রয়োগ করিবে ; মেরুদণ্ডের বক্রতা, বেকাই-

টিস্ ও মেরুদণ্ডের উপদাহ (spinal irritation); বোড়ার চড়িলে কোকিলচক্ষু অস্থিতে বেদনা; মেরুদণ্ডের উপর কার্কস্কল; সোয়াস্ এবসেস্; স্পাইনা বাইফিডা; পটস্ ডিজিড। ঘায়ে মাংসাস্তরের উৎপত্তি; পুরাতন সন্ধি-প্রদাহ; বেদনা, বিশেষতঃ জজ্বাস্থির; এই বেদনা চাপদিলে বাড়ে না; কুণি; দুর্গন্ধি পান-বর্ষ; এই বর্ষ বিলোপের ফলে অপর কঠিন রোগের উৎপত্তি; দুর্গন্ধি বক্ষ-বর্ষ; নখের স্থূলত্ব ও ভঙ্গুরতা; মেরুদণ্ডে আঘাত প্রাপ্তির ফলে উৎপন্ন স্নায়বীয় বাগ; লিখিবার কালে হস্তের অধিকক্ষণস্থায়ী আক্ষেপ (Tonic spasm); হস্ত এবং বাহুর গুরুত্ব ও পক্ষাঘাতিতব্য অসুভব; স্বক এবং বাহুর বেদনা রাত্রিতে আবৃত করিয়া রাখিলে উপশান্তি হয়; হস্ত ও পদের পক্ষাঘাতের স্নায় গুরুত্ব ও অবশতা; (বিচরণকালে) হাঁটু ভাঙ্গিয়া পড়ে; দীর্ঘ রাত্তা চলিবার সময় পদ এবং পদাঙ্গুলীর অধিকক্ষণস্থায়ী আক্ষেপ; পৃষ্ঠে ঠাণ্ডা বাতাস লাগিবার ফলে উৎপন্ন রোগ।

স্নায়ুঅণ্ডুল — দুর্দমা স্নায়ুশূলের রাত্রিতে উপস্থিতি। এই বেদনা উত্তাপ বা ঠাণ্ডা কিছুতেই কমে না। রাত্রিতে বা যৎসামান্য উত্তেজনায় মুগী এবং আক্ষেপের (স্পাক্রম) উপস্থিতি; solar plexus হইতে সরসবানি আরম্ভ হয়। রোগের অতিশয় দুর্দমনীয়তা (ম্যাগ-কস, ক্যাক্স কস, কালী-মিউর)। শরীরের নানা স্থানে বেদনা। মেরুদণ্ডের উপদাহ ও স্পর্শ-দ্রোষ। দুর্দমা চিষ্টিরিয়া ও স্নায়ুশূল। রোগাক্রান্ত স্থানের শীতলতা ও ঠাণ্ডার অসহ্যতা। দুর্দগতার জন্য সর্বদা শুইয়া থাকিবার প্রবৃত্তি। হস্ত-পদের কম্পন সংযুক্ত পেশীর অবশতা। সামান্য উত্তেজনায় আক্ষেপের উৎপত্তি। দুর্বলতা সহ কোন কোন

স্থানের বা যন্ত্রের অস্বাভাবিক উত্তেজনা। মলদ্বারাদির মুখরোধক-
পেশীর আক্কেপিক অবরোধ (spasmodic closure of the
sphincters).

অক :—অকের যে কোনও প্রকার প্রদাহ বা ক্ষতে পীতবর্ণ শ্রাব
লক্ষণে ইহা ব্যবহার্য্য। অকের ক্ষত বিলম্বে শুকায় ও সহজে উহাতে
পুয়োৎপন্ন হয়। শরীরের যে কোন স্থানেই ক্ষোটক জন্মিবার সম্ভাবনা,
বিশেষতঃ বসন্তকালে। কার্কস্কল, ক্ষোটক, ক্ষত, আঙ্গুলহাড়া ইত্যাদি,
কুষ্ঠ। একজ্রিয়া। শিশুদের শিরোদক্ষ হইতে দুর্গন্ধি শ্রাব নিঃসরণ।
বয়োব্রণ। অত্যন্ত বেদনা পূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ি।

সন্ধির বাসার (bursa) বিবর্জন। বসন্ত রোগে পুয়োৎপত্তিকালে। গ্রন্থির
(gland) ক্ষীণতা। টিকার বীজের দোষে উৎপন্ন চর্ম্মরোগ (খুজাও
ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কুষ্ঠে পুয়োৎপত্তি হইলে এবং স্থানে স্থানে ফুলিয়া
শক্ত হইয়া উঠিলে; অকের তন্ত্রের স্তায় বর্ণ জন্মিলে এবং নাসারন্ধ্রে ক্ষত
উৎপন্ন হইলে। শরীরে কোথাও শল্যাদি বিদ্ধ হইলে (কাটা ইত্যাদি)
এই ঔষধ সেবনে তাহা বাহির হইয়া থাকে।

অক্ষ :—যক্ষ্মা রোগে অতিশয় দুর্বলতা এবং নৈশবর্ষ্য সংযুক্ত জ্বর।
শিশুদিগের মস্তকে ঘর্ম্ম। পদতলে অতিশয় জ্বালা সংযুক্ত বিলেপী জ্বর।
পদদ্বয়ে দুর্দম্য ঘর্ম্ম সংযুক্ত জ্বর। সারাদিন ও নড়িলে চাড়িলে শীত শীত
অনুভব। শারীরিক উচ্চাপেব অভাব। সায়াছে তাপের বৃদ্ধি ও পায়
জ্বালা। পুয়সঞ্চয় বা পুয়শ্রাবকালীন নৈশ-ঘর্ম্ম।

নিদ্রা :—বৃদ্ধদিগের যক্ষ্মার রাত্তিকালে নিদ্রাহীনতা। নিদ্রাকালে
হস্ত-পদের উৎক্ষেপণ, ক্ষত নাড়ী ও উচ্চগাজ্জোস্তাপ সহ হৃৎপিণ্ডের দপ

দপানি। ঘূমের মাধ্যমে কথা বলা। কু-স্থপ দর্শন। মস্তকে রক্তসঞ্চয়
জন্তু অনিষ্ট।

অস্ত্রাণা।—ক্ষতাদি হইতে গাঢ় পীতবর্ণ পৃথক। স্লেথার
গাঢ়তা ও পীতবর্ণ। খোলাবাতাস, শীতল বাতাস, শীতকাল, পাদবস্ত্রের
বিলোপ বা পদের শীতলতার বৃদ্ধি। শিরঃসীড়ার মাথার কাপড়
কড়াইয়া বানান সেই উষ্ণতা শিরঃসীড়ার শক্তি ভঙ্গে। উদর বেদনা,
কাসি, ও বাতের বেদনা উষ্ণতার উপশমিত হইয়া থাকে। ঠাণ্ডালাগিলে
রোগীর বাবতীয় লক্ষণেরই বৃদ্ধি এই ঔষধের বিশেষ লক্ষণ।

রাত্রিতে এবং পূর্ণিমার প্রাক্কালে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি। উত্তাপে
উষ্ণগুহে এবং গ্রীষ্মকালে এই ঔষধের লক্ষণ সমূহের উপশম বা
তিরোভাব।

ক্রম।—ফসলার এই ঔষধের ৬ X ও ১২ X ক্রম ব্যবহারের বিধি
দেয়। কিন্তু ৩০ X ও ২০০ X দ্বারা অতি আশ্চর্য্য ফল পাওয়া গিয়াছে।
হোনিওপ্যাথি মতে এই ঔষধের ৩০, ২০০, ১০০০ এবং সি, এম (লক্ষ)
শক্তি দ্বারা অতি উৎকৃষ্ট ফল লাভ হইয়া থাকে। কার্বকল, ক্ষত, জরায়ুর
ক্ষত, স্ফোটক ও নাসাক্ত প্রভৃতিতে ইহার বাহ্য প্রয়োগও হইয়া থাকে।
এই সব স্থলে নিম্নক্রমের বিচূর্ণ ক্ষতের উপর ছড়াইয়া দিতে হয়।
অফিউলা অন্তিত গ্রন্থির ক্ষয়িতার (পুষ্ণোৎপত্তি না হইয়া থাকিলে)
অধিক নাত্রায় ও পুনঃ পুনঃ প্রয়োজিত হইয়া থাকে। কিন্তু পুষ্ণোৎপত্তি
হইয়া থাকিলে বা উহার সম্ভাবনার ত্রিশক্রম (৩০) দিনে একবার
অথবা ১ দিন পর ১ দিন ১ বার করিয়া ব্যবহার্য্য। অনতি তরুণ রোগে
প্রত্যহ প্রাতে ও বৈকালে অথবা ২৩ ঘণ্টাস্থরও প্রয়োজিত হইয়া
থাকে।

অশ্বখন্ড — পুষ্পোৎপত্তি হইয়া থাকিলে ক্যান্স-সলফের সহিত ইহার
 প্রস্তুত বিচার হইয়া থাকে । সিলিশিয়া পুষ্পাব বদ্ধিত করে । এজন্য
 ফোটকা দি পাকাইবার বা ফাটাবার ক্ষমতা ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।
 ক্যান্সেরিয়া-সলফ পুষ্পাব হ্রাস করে) এজন্য ফোটকা দি শীঘ্র না শুকাইলে
ঐ পুষ্প হ্রাস করিবার নিমিত্ত ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে । নালী ক্ষতে
 সিলিশিয়া ব্যবহারে (২০০ বা তদুর্দ্ধ ক্রমবরা) আশঙ্করূপ ফল না পাইলে,
 তৎপর, বিশেষতঃ সকল ছিদ্রের দ্বারা মুখদ্বারা পুষ্প নিঃসৃত হইলে ক্যান্স-সলফ
 ৩× বা ৬× ব্যবস্থা করিবে । ইহাতে ক্ষত শীঘ্র শীঘ্র শুকাইয়া নূতন
 মংসাকর উৎপন্ন হইয়া থাকে । অধিকৃত বীজ দ্বারা ঢাকা দেওয়ার কুফলে
 সিলি ও খুজা দ্বারা আশঙ্করূপ ফল না পাইলে কাগী-মিউর ব্যবহার্য ।
 শিরঃপীড়ায় স্পাইজিলিয়া, পেরিস, পিক্রিক এসিড, ককিউলাস, জেলস ও
 সাসুইনেরিয়া সহিত সিলির তুলনা হয় । নেত্রনাশী রোগে নেট্রাম
 মিউর ও পেন্টালিয়মের সহিত । আঙ্গুল ভাড়া ও কুণী রোগে সিলি বিফল
 হইলে ইহার পর অনেক সময় গ্রাফাইটিস দ্বারা উৎকৃষ্ট ফল দর্শে ।
 অস্থির ক্ষতে (caries) এবং অস্থিবেষ্টপ্রদাহে (পেরিস্টাইটিস)
 এসাকিটিড, গ্রাফ, কোনায়াম এবং স্টাটিনা-মিউরের সহিত তুলনীয় ।
 ক্ষয় বা শীর্ণতা (tabes) রোগে এলুমিনা, ও ক্রটার সহিত তুলনা করুন ।
 যে সকল তরুণ রোগে পলসেটিলায় উপকার হয়, সেই সকল রোগে পুরাতন
 হইলে সিলিতে উপকার দর্শে (Silicea is a chronic Pulsatilla)
 বালুময় ভূমিতেই পলসেটিলা উৎপন্ন হইয়া থাকে । সম্ভবতঃ পলসেটিলায়
 ভিতর সিলিশিয়া আছে । অস্থির রোগে ইহার লক্ষণ অনেকটা মারকিউ
 রিয়াসের দ্বারা । কিন্তু মার্কের পর ইহা কখনও ব্যবস্থা করিবেনা ।

কেনন', তাহাতে রোগারোগো ব্যাঘাত ঘটে (রোগ অত্যন্ত জটিল হইয়া পড়ে) ।

ইকুইসিটমের ভিতর সিলি আছে । সম্ভবতঃ এই জন্যই মূত্র রোগে ইকুইসিটমে ফলদর্শে । কতিপয় বারণার জলে সিলিশিয়া পাওয়া যায় । মূত্রযন্ত্রের রোগে ঐ সকল জল ব্যবস্থের ও উপকারী হইয়া থাকে । সুব সম্ভবতঃ উহার ভিতরকার সিলিশিয়ার দ্রবণই এই সুফল দর্শিয়া থাকে । নখের চতুর্দিকের ক্ষতে সোড়িয়াম অম্ল্য ঔষধ ।

ক্লোরিক-এসিড, পিক্রিক এসিড, হাইপারিকম, রুটা ও মার্ক ইহাব লক্ষণ ঔষধ ।

দ্বিতীয় অধ্যায় । চিকিৎসা-প্রকরণ । Abscess—এবসেস—স্ফোটক

ব্যাখ্যান।—কোন কারণ বশতঃ রক্ত ও রক্তস্থ সিরিংমে (রক্তের
চলবৎ পাতলা অংশ ; মস্ত) সুস্থাবস্থায় যে পরিমাণ ইন-অরগ্যানিক সল্ট
থাকে, তাহার ন্যূনতা ঘটিলে উক্ত রক্ত বা সিরিংমিশ্রিত অরগ্যানিক পদার্থ
সমূহ (যাহার সহিত এই ইন-অরগ্যানিক সল্টের রাসানিক সম্বন্ধ আছে)
সর্বীর পোষণ ও নিষ্কাশনের পক্ষে অকার্য্যকরী হইয়া উঠে এবং শরীর হইতে
বাহির হইতে চেষ্টা করে। এই অকার্য্যকরী দূষিত পদার্থ শরীরের
অভ্যন্তরে কোনস্থানে সঞ্চিত হইলে উহাকে স্ফোটক কহে। তরুণ ও
পুরাতন ভেদে স্ফোটক দুই প্রকার।

লক্ষণ।—তরুণ স্ফোটকের প্রারম্ভে বোগাক্রান্ত স্থানে ব্যথা ও
উত্তপ্ততা জন্মিয়া পরে ক্ষীণতাই জন্মে। স্ফোটক উৎকট আকারের হইলে
উহার সহিত অগ্নাধিক জ্বরও বিদ্যমান থাকিতে পারে। এই প্রাদাহিক
অবস্থা হ্রাস প্রাপ্ত হইবার পর পূষজনক (সংপুড়েটিভ টেজ) অবস্থা আরম্ভ
হয়। পূষোৎপত্তি হইতে সূত্র হইলেই বেদনা পূর্ব্বাপেক্ষা হ্রাস প্রাপ্ত হয়
ও পূষ সঞ্চয়ের পরিচয় স্বরূপ ক্ষীণতাই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই অবস্থায়
তীব্র বেদনার পরিবর্তে এক প্রকার মৃদু দগ্ধপে ব্যথা থাকে। তরুণ ও
পুরাতন স্ফোটকে পার্থক্য এই যে, পুরাতন স্ফোটকের প্রারম্ভাবস্থায় তরুণ
স্ফোটকের ত্রায় প্রাদাহিক অবস্থা (বেদনাদি) বিদ্যমান থাকে না।
পুরাতন স্ফোটক অতিশয় আশ্রয় আশ্রয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এজন্য ইহার

হৃদ্যার কিছুই বুঝা যায় না। এক্ষণে ফোটকে পূর্ণ ক্রিয়ার পর কখন কখন কম্প দিয়া জ্বর অথবা পূর্ব জ্বরিত হেট্টিক দিষ্টা হইয়া থাকে।

পুরাতন ফোটক সাধারণতঃ শরীরের কোন যন্ত্র, যথা—মস্তক, যকৃৎ ইত্যাদি অথবা কোনও পেশী, যথা ইলিয়ক বা সোয়াস পেশী অবলম্বন করিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে।

(চিকিৎসা)

ফিল্ম-ফাস ১২ X।—ফোটক, কার্ককল প্রভৃতির প্রারম্ভ বা প্রাথমিক অবস্থায় জ্বর এবং বেদনার উপশমার্থ ইহা ব্যবহৃত হয়। রোগ প্রবর্তিত না হইতেই কালী-মিউরের সহিত পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করিলে পুষ্টিপত্রের সম্ভাবনা থাকেন। সাধারণতঃ এই ঔষধের ১২ X ব্যবহার্য। রক্তস্রাবে নিম্নক্রম (৩ X) অধিকতর ফলপ্রদ।

কালী-মিউর ৩ X।—ফোটকাদির দ্বিতীয় অবস্থায় যখন বেদনা থাকেনা, কেবল মাত্রাধীনতা অবশিষ্ট থাকে, তখন ইহা সুপ্রযোজ্য। ৩ X ক্রম আত্যন্তরিক এবং ৩ X ক্রমের বিচূর্ণ কিঞ্চিৎ জলের সহিত মিশাইয়া উহাতে নেকড়া খণ্ড ভিজাইয়া স্থানিক প্রয়োগও বিশেষ ফলপ্রদ। স্তন-ফোটকে অতিশয় ক্ষীণতা থাকিলে ৮ পৃথ সঞ্চিত না হইয়া থাকিলে ইহা সুব্যবহৃত।

সিলিসিন্‌সিড্রা ৩০ X।—কালী-মিউর ব্যবহারের পর যদি পৃথ জন্মিতে থাকে, তবে ইহা ব্যবহার করিলে শীঘ্র শীঘ্র ফোটক পাকিয়া উঠে ও আপনা আপনি ফাটিয়া যায়। ফোটকাদি ফাটিয়া যাইবার পরে ও ইহা আত্যন্তরিক ও বাহ্যিক প্রযোজ্য। ফোটক ফাটাইবার উদ্দেশ্যে ঔষধ সেবনের সঙ্গে সঙ্গে এই ঔষধের লোশনে নেকড়া খণ্ড ভিজাইয়া ফোটকের উপর দিয়া রাখিবে। ফাটিয়া গেলে ইহার বিচূর্ণ কতের উপর ছড়াইয়া দিতে হয়।

ক্যাঙ্ক-সলফ ৩x ।—সিলিশিয়া ব্যবহারের পর ক্ষত শুকাইতে
বিন্দু হইলে ও তখন ও প্রায় ক্ষরিত হইতে থাকিলে ইহা ব্যবহাৰ্য্য।
সিলিশিয়া পুষ্যোৎপন্ন করে ক্যাঙ্ক সলফ পুষ্যাব হ্রাস করে ; উভয়ের মধ্যে
ইচাই প্রভেদ । আঙ্গুলহাড়া, শুন-স্ফোটিক প্রভৃতিতে ইহার প্রয়োগন ।
সকল চিহ্ন দিয়া পুষ্য নির্গত হইতে থাকিলে ইহা প্রযোজ্য । মলমলের
নিকটবর্তী বেদনাজনক স্ফোটিকে ইহা অতিশয় উপযেগী হিপার-সল
অপেক্ষা ইহার ক্রিয়া অধিকতর গভীর মূল্য ।

ক্যাঙ্ক-ফ্রোন্স ৬x —ক্ষত অস্থি আক্রমণ করিলে বা তাহে
দাগ লাগিলে । কঠিন-প্রান্ত বিশিষ্ট ঘা ; অস্থির নাস্ত । কোনও অস্থি
আক্রান্ত হইয়া তখনেটে স্ফোটিক জন্মিলে ইহা অনুগ্ৰহীয় ।

স্যাট-সল ৩x ।—দীর্ঘকালস্থায়ী মালীক্ষত, বিশেষতঃ নিম্নাঙ্গের ।
মীলাভ-মালন প্রান্ত বিশিষ্ট ক্ষত হইতে অলবৎ পুঙ্খপ্রসার । পুরাতন নার্গী
ক্ষতে মুখ শুকাইয়া গেলে ৩x ক্রম ব্যবহাৰ্য্য । ইহাতে শীঘ্র শীঘ্র
রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে ।

কালী-ফস ৩x ৬x ।—অতিশয় দুর্গন্ধি প্রাণ বিশিষ্ট ক্ষত ।
ক্ষত হইতে পীড়া, রক্তাক্ত পুষ্য নিঃসরণ । কার্কশ ও আঙ্গুল হাড়া,
বিশেষতঃ স্রাবে অত্যন্ত দুর্গন্ধ থাকিলে ইহা ব্যবহাৰ্য্য ।

অন্তব্য ।—লক্ষণ দৃষ্টে প্রযোজ্য ঔষধ আত্যন্তরিক সেবনের সঙ্গে
কিছু গরম জল বা ভেসিলিনের সহিত মিশাইয়া স্থানিক প্রয়োগও কর্তব্য ।
গরম জলের সহিত ব্যবহারই শ্রেষ্ঠ । স্ফোটিক পাকিবার মত হইয়া উঠিলে
এবখানি নেকড়া গরমজলে ভিজাইয়া উহাতে সিলিশিয়া চূর্ণ ছড়াইয়া
স্থানিক প্রয়োগ করিলে শীঘ্র শীঘ্র ফটিয়া যায় । ক্ষত ঘায়ে ৩x ক্রমের
সিলিশিয়া বিচূর্ণ ছড়াইয়া দিলে শীঘ্র শীঘ্র ঘা শুকাইয়া থাকে ।

চিকিৎসিত রোগী ।

(১) ১৬ বৎসর বয়স্কা জনৈক রোগিণীর বাম কর্ণের মধ্যভাগে ভয়ঙ্কর বেদনা ও শ্রদাহের লক্ষণ বিজ্ঞমান দেখা যায় । ক্যাক্স-সলফ পুথোৎপত্তির প্রতিষেধক ঔষধ অর্থাৎ পুথোৎপত্তির পূর্বে ইহা ব্যবহার করিলে আর পূষ উৎপন্ন হইতে পারেনা ইহা স্মরণ করিয়া ইহার উপকারিতা প্রত্যক্ষ করিবার জন্ত এই ঔষধের ৩x ক্রমের ২ পুরিয়া মাত্র (১ দিনের জন্ত) দেওয়া হয় । দ্বিতীয় দিন জানা যায়, রোগিণীর সকল উপদ্রবেরই শান্তি হইয়াছে । ইহার পর তাহার আর কোন লক্ষণ উপস্থিত হয় নাই ও আর ঔষধও সেবন করিতে হয় নাই । (এখানে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে ক্যাক্স-সলফ অতিরিক্ত পুথশ্রাব হ্রাস করিবারও প্রধান ঔষধ) ।

(২) জনৈক যুবক ১ বৎসর ধরিয়া সায়েটিকা (গুত্রসী, কটিবাত) রোগে ভুগিতেছিল । এজন্য এলোপ্যাথিকমতে মধ্যে মধ্যে মর্ফিয়া ইঞ্জেকশন করা হইত । ফলে, রোগাক্রান্ত স্থানে ১টা স্ফোটকের উৎপত্তি হয় । ইহা হইতে প্রচুর পুথশ্রাব হইত ও সহজে ঘা শুষ্ক হয় নাই । অবশেষে যখন ঘা শুষ্ক হইবার মত বৃদ্ধি গেল ও রোগী ক্রমশঃ ভাল বোধ করিতে লাগিল, তখন তাহার সর্দিলাগে । এখন স্ফোটক হইতে পুথোৎপাদনা আরও অধিক পরিমাণে শ্রাব নিঃসৃত হইতে লাগিল । ইহা দেখিয়া রোগীর মাতা অত্যন্ত চিন্তিতা হইয়া পড়িলেন, যেহেতু রোগী এই সময় বড়ই দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল ও তাহার কিছু মাত্র ক্ষুধা হইতনা । তাহার ভাল দুম্ব হইতনা ও প্রতিনিয়ত পিপাসা ছিল । এই রোগীকে প্রাত্যহ প্রাতে খালি পেটে ১ মাত্রা করিয়া সিলিশিয়া দেওয়া হয় । ১ সপ্তাহ পর দেখা গেল পুথশ্রাব এক হ্রাস হইয়াছে যে একেবারে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না । পিপাসা একেবারে নিবারিত ও ক্ষুধার পুনঃ উদ্রেক হইয়াছে । এখন রীতিমত সুস্থিতা হয় ও তাহার যে

কম্পনশীল শীত শীত বোধ হইত, তাহাও একেবারে বিদূরীত হইয়াছে । এ ক্ষেত্রে সিলিশিয়ায় পুষ্পাব হ্রাস করিবার ক্ষমতা বিলক্ষণ প্রমাণিত হইয়াছে

(৩) ১৬ বৎসর বয়স্কী জনৈক রোগী কয়েকমাস ধরিয়া দক্ষিণ পায়ের রোগে ভুগিতেছিলেন । যে সকল চিকিৎসক তাঁহার চিকিৎসা করিতে ছিলেন, তাঁহারা প্রকাশ করেন যে পা-খান একেবারে কাটিয়া ফেলিতে হইবে । পায়ের ক্ষীণতা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছিল, আবেরণ অত্যন্ত আধিক্য ছিল, হাঁটুর নিকট পা-খান বক্র হইয়া সমকোণের (right angle) আকার ধারণ করিয়াছিল । ইহা একটু মাত্রও সিধা করিতে পারা যাইতনা । এলোপ্যাথিক মতে যে সকল আত্যন্তরিক ও বাহ্য ঔষধ প্রদান করা হইত তাহা বন্ধ করিয়া দিনে ১ মাত্রা করিয়া সিলিশিয়া ৩০ প্রয়োগ করা হয় । ৩ মাস পর রোগিণী সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া কোন প্রকার আশ্রয় ব্যতীত হাঁটিতে হাঁটিতে চিকিৎসকের নিকট আসিয়া উপস্থিত হন ।

(৪) জনৈক রোগীর কর্ণ হইতে পুষ্পাব হইত । অনেক দিন যাবৎ ইহার নানা প্রকার চিকিৎসা কয়ান হয়, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই । রোগীর কণে দিন রাত বেদনা ছিল । সিলিশিয়া ৩০ x সেবনে সে সম্পূর্ণ রূপে আরোগ্য লাভ করে ।

(৫) একজন পোষাক নিষ্পাতার হাতে আঙ্গুলহাড়া (Felon) হর । ফিরম-ফর্ম ১২ x ক্রম ৩ ঘণ্টা অন্তর জলের সহিত মিশাইয়া থাইতে দেওয়া যায় ; ইহাতে রোগীর বিষ বেদনার অতি সত্তর উপশম জন্মে ; রোগী দৃঢ়তার সহিত বার বার এই ঔষধ সেবন করিতে থাকেন ; ইহাতে ৩ দিন পর পুনরায় ঐ রোগের প্রত্যাবৃতি ঘটে ও রোগলক্ষণ সকল প্রবলতররূপে দেখা দেয় ; এইক্ষণ বেদনা অত্যধিকরূপে বর্দ্ধিত ও কঠিন ক্ষীণতা পরিলক্ষিত হয় ; হহা দেখিয়া কালী-মিউর ১২ x দেওয়ার হারী ও দ্রুত আরোগ্য জন্মে ।

(৬) একবার্ত্তির ঠাণ্ডালাগার ফলে উপরের কর্ত্তনদন্তের পশ্চ'ভাগে একটা ফোটকের উৎপত্তি হয়। ফির-ফস ১২x ব্যবস্থা করা যায়। ইহাতে বেদনার অনেকটা উপশম জন্মে। কিন্তু ইহা সঙ্গেও বুঝাগেল ফোড়াটা নিশ্চয়ই থাকিবে। ক্ষীততা ও বেদনা পুনরায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। মা'ড়ির ফোটকের (gum boil) ব্য'ক-সলফ ৩x সল্কো২ক্লর ঔষধ ইহা মনে পড়ায় দিনে ৩৪ বার করিয়া (৫ গ্রেণ মাত্রায়) এই ঔষধ দেওয়া হয়। অনতিবিলম্বেই ইহার উৎকৃষ্ট ফল প্রত্যক্ষ হয়। কয়েক মাত্রা ঔষধ ব্যবহারের পরই ক্ষীততা ও বেদনা কমিয়া ফোটকটা বিলীন হইয়া যায়।

(৭) জনৈক রমনীর হাঁটুর নিম্নভাগ ফুলিয়া যায়। জনৈক ডাক্তার কয়েক মাস পর্য্যন্ত পোর্টিশ ব্যবহার করিয়া পরে অস্ত্র করেন। কিন্তু অস্ত্রকরার পর কোনপ্রকার আব নির্গত হয় না। রোগিনী হাঁটিতে অসমর্থ ছিলেন। ইহার পর রোগাক্রান্ত স্থান আইওডিন দ্বারা পেইন্ট করা যায়। ইহাতেও কোন ফল না হওয়ায় উক্ত ক্ষীত স্থান কাষা ব্যাণ্ডেজ করিয়া উহার উপর দিনে ৩ বার করিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত শীতল জলের ধাক্কার ব্যবস্থা করা হয়। ব্যাণ্ডেজ খুলিবার পর কোন কোন স্থান নীলাভ দৃষ্ট হয়। এখন এই রোগাক্রান্ত স্থান খুব শক্ত ও শীতল বোধ হয়। দেখিলে মনে হইত যেন শীঘ্রই ফাটিয়া যাইবে।

এই অবস্থায় রোগাক্রান্ত স্থানে উষ্ণসেক প্রদান ও কালী-মিউর ৩x সেবনের ও বাহ্য প্রয়োগের ও ব্যবস্থা করা হয়। ৩ সপ্তাহ কাল মধ্যেই রোগিনী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেন।

(৮) এক বালিকার দন্তের ক্ষত (ulcerated tooth) ও তৎসহ দস্তমূলে ফোটক উৎপন্ন হয়। বহু প্রকার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রয়োগ করা সত্ত্বেও বহুদিনেও ফোটকটা আরোগ্য না হওয়ায়

বাইওকেমিক ঔষধ ব্যবহার করিয়া দেখিবার ইচ্ছা হয় । ১২৫ ট্যাবলেট পূর্ণ ক্যান্ড সলফ ও X এর একটি শিশি (প্রায় ১২ দিনের উপযোগী ঔষধ তাহাকে দেওয়া হয় । ঔষধ খাইতে মিষ্ট, এবং রোগীও বালিকা, স্ত্রীরাং তিন দিনেই সে উঠা শেষ করিয়া ফেলে । ফলে, এই তিন দিনের মধ্যেই তাহাব রোগেরও শেষ হয় ।

(৯) কঠিনক ভদ্রলোকের হস্তাঙ্গুলীর প্রদাহ জন্মে । উহা ফুলিয়া উঠে, পাকে ও অত্যন্ত বেদনা জন্মে । একত্রে পোর্টিণ্টপ, মফিরা ইঞ্জেকশন ও অস্ত্রোপচার করা হয় । ইহাতেও কোন ফল না হওয়ায়, অঙ্গুলীর হাড়টি ভুলিয়া ফেলিবার জ্ঞাত সহরে আনা হয় । কিন্তু যে ডাক্তার দ্বারা হাড় ভুলিয়া ফেলিতে হইবে মনে করিয়া আসিয়াছিলেন, তিনি তখন সহরে না থাকায়, বাইওকেমিকমতে উহার কোন প্রতিকার হইতে পারে কিনা, জানিবার জ্ঞাত উপদেশ চাহেন । যদিও রোগীর ভিতর দিককার পেশী গুলি (flexor muscles) সম্পূর্ণ রূপে খাইয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, তথাপি তাহাকে বলা হয় যে হাড় ফেলিতে হইবেনা । এই রোগীকে ইউক্যালিপটস্ স্থানিক ইনজেকশন করা হয় ও সিলিশিয়া ও X প্রাতি ৩ ঘণ্টাস্তর আভ্যন্তরিক সেবনের ব্যবস্থা দেওয়া যায় । প্রত্যহ ইউক্যালিপটস্ দ্বারা বা পরিষ্কার করিয়া বান্ধা হইত । চারি সপ্তাহে বা সম্পূর্ণ শুকাইয়া যায় । সঙ্কোচনী পেশীগুলি পূর্বেই নষ্ট হইয়া যওয়ায় রোগী হাত মুষ্টিবদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিল না বটে, কিন্তু এই ঔষধের আরোগ্যকর শক্তি দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইয়া ছিলেন ।

(১০) ঢাকার জনৈক প্রফেসরের পুংজননেস্ত্রিয়ের এক পার্শ্বে একটা ক্ষুদ্র ক্ষীততা জন্মে, কিন্তু তথায় কোনরূপ বেদনা ছিলনা । বেদনা না জন্মিয়া ক্ষীততা ক্রমেই কিছু বর্ধিত হইতে থাকে । ব্যাপার

কি, তাহা জানিবার জন্ত ঢাকার তৎকালীন বিখ্যাত ও লক্ষপ্রতিষ্ঠ সার্জেন ডাঃ জে, এন মিত্রকে ডাকা হয়। তিনি ভালরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া ইহা কোল্ড এবসেস্ (cold abscess) বলিয়া মত প্রকাশ করেন এবং বলেন, সত্বর অস্ত্রোপচার করিয়া যা শুকাইয়া ফেলা কর্তব্য। কেননা, এবসেস্টি যদি এইভাবে ক্রমেই বাড়িতে থাকে, ও শেষে মূত্র-নলী (urethra) পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়, তবে মূত্রের সংস্পর্শে আসার ফলে এই যা শুকান এক কঠিন ব্যাপার হইবে। তাই তিনি অতিসত্বর অস্ত্র কবাইবার জন্ত উপদেশ দেন। কিন্তু অস্ত্র করিলে যা শুকাইতে কিছু বিলম্ব হইবে, এই আশঙ্কার সহরের জনৈক লক্ষ-প্রতিষ্ঠ হোমিওপ্যাথকে ডাকান। তিনি প্রায় ৩ সপ্তাহ কাল ঔষধ দিতে থাকেন; কিন্তু কোনও ফলই হয় নাই। অগত্যা ডাঃ মিত্রকে পুনরায় আশ্বাসিত করা হয়, তিনি আসিয়া অস্ত্রোপচার (Operation) করেন। এই যা শুকাইতে ৩ মাস লাগে।

ইহার ঠিক এক বৎসর পর, ঐ ভদ্রলোকের পুরুষাঙ্গের ঠিক অপর দিকে, পূর্ব্ববারের স্থায় বেদনাহীন ক্ষীণতা জন্মে। ইহা দেখিয়া উক্ত ভদ্রলোক জনৈক উকীর বক্তৃতা পরামর্শে ঢাকার মিটফোর্ড হাসপাতালের চিকিৎসক হাউস সার্জেন লক্ষপ্রতিষ্ঠ ডাঃ এন, সি বোসকে আহ্বান করেন। তিনি রোগীর পূর্ব্ব বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, আগামীকালই অপারেশন করিবেন বলিয়া মত প্রকাশ করেন। কিন্তু রোগীর পূর্ব্ববারের অভিজ্ঞতা হইতে (তিনি যে ৩ মাস কাল শয্যাশায়ী ছিলেন) তিনি ডাঃ বোসকে বলেন,—“আমি ২১৩ দিন হোমিওপ্যাথিক পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারি কি? যদি আপনার মত হয়, তবে এখনই একজন হোমিওপ্যাথ ডাকি। যদি ২১৩ দিনে হোমিওপ্যাথিক ঔষধে কোন ফল না হয়, তবে অগত্যা অপারেশন করাইতেই হইবে।” এই বলিয়া গ্রহকারকে আহ্বান

করিবার জন্ত তৎক্ষণাৎ একজন লোক পাঠাইয়া দেন । গ্রন্থকার তথায় উদ্ভূত হইলে, ডাঃ বন্স গ্রন্থকারকে বলিলেন,—“আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি ; আমার মনে হয় ২/১ ড্রপ পুষ জন্মিয়াছে।” এই বলিয়া ডাঃ বন্স গ্রন্থকারকে বলিলেন,—“আপনাদের এমন ঔষধ আছে কি, যাহাতে সত্ত্বর এই পুষ শুকাইয়া যাইতে পারে ?” ইহা শুনিয়া গ্রন্থকার বলিলেন—“হ্যাঁ” । তখন ডাঃ বন্স গ্রন্থকারকে রোগাক্রান্ত স্থানটী পরীক্ষা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিয়া বলিলেন,—“আমি আপনাকে ২৪ ঘণ্টা সময় দিলুম, কাল ঠিক এই সময় উভয়ে আসিয়া দেখিব । যদি দেখি এই পুষ কমিয়াছে, তবে ভালই ; আর যদি দেখি পুষ না বাড়িয়া ঠিক একই ভাবে আছে, তবে আপনাকে আরও ২৪ ঘণ্টা সময় দিব । কিন্তু আগামীকাল আসিয়া যদি দেখি, পুষ বাড়িয়া গিয়াছে, তবে আগামীকলাই অপারেশন করিব এবং এজন্য আমি প্রস্তুত হইয়াই আসিব ।” ডাঃ বন্সর কথার পর, রোগী (প্রফেসর ভল্ললোক) গ্রন্থকারকে সঙ্কোচন করিয়া বলিলেন,—“নুপেন্ বাবু ! যদি আপনি আনাকে আরোগ্য করিয়া দিতে পারেন, ও অপারেশন করিতে না হয়, তবে আমি আপনাকে ১০০ টাকা পুরস্কার স্বরূপ দিব ।” যাহা হউক, রোগীর যাবতীয় লক্ষণ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া মার্ক-সল ২০০ এক ডোজ তখনই (প্রাতে) খাইতে দেওয়া হয় এবং রাজিকার জন্ত ক্যাঙ্ক-সলফ ৩ X, ৪ টা ট্যাবলেট দিয়া আসা হয় । পর দিন প্রাতে ডাঃ বন্স (ডাঃ নুপেন্ বোস) আসিবার কালে গ্রন্থকারকে তাঁহার গাড়ীতেই লইয়া আসেন । উভয়ে রোগীর সম্মুখে আসিয়া বসিলে পর ডাঃ বন্স প্রফেসর বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“কেমন আছেন ?” তিনি উত্তর করিলেন,—“আপনারা দেখিয়া বলুন ।” তখন ডাঃ বন্স রোগাক্রান্ত স্থান অনেকক্ষণ যাবৎ পরীক্ষা করিতে ও মুহু মুহু হাঁসিতে লাগিলেন । ইহা দেখিয়া রোগীর জনৈক উকীল বন্ধু যিনি নিকটেই উপবিষ্ট

ছিলেন, তিনি ডাঃ বসুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—“কি, ডাক্তার বাবু! হাঁস-ছন কেন?” ডাক্তার বসু উত্তর করিলেন—“হ্যাঁ, হাঁস্‌বার কারণ হয়েছে; পৃথ বা ক্ষীততার কোন চিহ্নই আমি পাইছি না।” এই বলিয়া তিনি গ্রন্থকারকে দেখিবার ভ্রম অহুয়োধ জানাইলেন। গ্রন্থকারও পরীক্ষা করিয়া ক্ষীততার কোন চিহ্নই উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। ডাঃ বসু তখন গ্রন্থকারকে বলিলেন,—আগামীকাল্য টিক এই সময়ে উভয়ে আসিয়া আবার দেখিয়া যাইব। গ্রন্থকারও সম্মতি জানাইলেন। আর ঔষধ দেওয়া হইবে কি না, জিজ্ঞাসা করিলে, গ্রন্থকার বলিলেন—“আর ঔষধের আশঙ্ক্যতা নাই।” পর দিন উভয়ে গিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে ক্ষীততার কোন চিহ্নই নাই। তখন সকলে শতযুখে হোস্টিওপ্যাথি এং বাইওকেমিক ঔষধের আশ্চর্য্য ফলবত্তার কথা বলিয়া গ্রন্থকারকে অভিনন্দিত করিতে লাগিলেন। অল্পোপচার করিলে আবার ২৫ মাস শয্যাশায়ী হইয়া থাকিতে হইবে, ইহাই ছিল রোগীর একান্ত ভয়ের কারণ।

Addision's Disease.

(এডিসনস্ ডিজিজ)

(চিকিৎসা)

নেট্রাম মিউর ৩০।— এই রোগের প্রধান ঔষধ। ভূহ্রস্বা সমীকরণে ব্যাঘাত (when nutrition is greatly impaired), রক্তক-প্রদেশে উত্তপ্ততা ও আকর্ষণরৎ বেদনা এবং মূৰ্ছা মুখাকৃতি;

হৃষ্টের পশ্চাৎভাগে কপিল বর্ণের চিহ্ন (Brown spots on the back of hands); অত্যন্ত মানসিক অবসাদ সহ শারীরিক দুর্বলতা; পদের কম্পন, ঝাপসা বা অপরিচ্ছন্ন দৃষ্টি, ক্ষুধার অভাব, বিবাহমহা ও বমন, মাংসে বিতৃষ্ণা বা অরুচি, কোষ্ঠকাঠিন্য; নড়িতে চাড়িতে বা কাজকর্মে অপ্রবৃত্তি; ঘন ঘন হাঁই তোলা ও আড়া মোড়া ভাঙ্গা (stretching); হস্ত পদের শীতলতা; মানসিক অবসাদ সহ ক্রোধ প্রবণতা এবং প্রাতে শয্যা হইতে উঠিবার কালে বা হাঁটিবার চেষ্টা করিলে শিরোগূর্ণন; এই সকল লক্ষণে এই ঔষধ সকলতার সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

Amenorrhoea—এমেনোরিয়া।

(Suppression of the Menses)

(নফরক্ত—প্রথম রজোদর্শনে বিলম্ব, রজলোপ, রজরোধ)

এদেশীয় বালিকাদের সাধারণতঃ ১৩ বৎসর বয়সে প্রথম ঋতু প্রকাশ পায় ও ৪৩ বৎসর পর্য্যন্ত থাকে; কাহারও কাহারও যৌবনকাল উপস্থিত হইলেও ঋতু প্রকাশ পায় না। স্নায়ুগুলির দুর্বলতাবশতঃ ডিম্বাশয়ের (ওভেরি) অন্তর্ভেজনা ইহার মুখ্য কারণ। শারীরিক দুর্বলতা বা প্রাচীন রোগ, যথা যক্ষ্মা ইত্যাদি ইহার গৌণ কারণ; আকস্মিক কোনও ঘটনা, যথা হঠাৎ মনস্তাপাদি প্রাপ্ত হওয়া, ঠাণ্ডা লাগা, পা ভিজিয়া শীতল হওয়া, আহাৰাদিব অনিয়ম প্রভৃতি কারণেও অভ্যন্ত ঋতুস্রাব বন্ধ হইয়া থাকে; অনেক সময়

অপুষ্টিকর আহাৰ্য্যাদি গ্রহণ জন্তুও আন্তে আন্তে ঋতুশ্রাব বন্ধ হইয়া যায় এবং গৰ্ভ হইয়াছে বলিয়া ভ্রম জন্মে; একুপাবস্থান, কারণ দূর করিলে ক্রমশঃ স্বাস্থ্যের উৎকর্ষ জন্মিয়া ঋতু পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে।

(চিকিৎসা)

ক্যাল-ফস ৬X ।—রক্তহীন যুবতীদিগের রাজোদর্শনে বিলম্ব হইলে; অপুষ্টিকর আহাৰ্য্য গ্রহণ জন্ত রক্তরোধ; ক্রমশঃ শ্রাবের স্বল্পতা ঘটয়া শেষে একেবারে বন্ধ হওয়া। পাণ্ডুবর্ণ মুখমণ্ডল।

কালী-ফস ৩X ।—দুৰ্বলতা, নিরুৎসাহিতা, এবং ক্লান্তি সহকারে ঋতুস্তম্ভ বা মাসিক ঋতুশ্রাবে বিলম্ব; কোন প্রকার মনস্তাপ প্রাপ্তি জন্ত রক্তলোপ; বাসি সরিষা বাটার লেপের ভ্রায় লেপাবৃত্ত জিহ্বা; ঋতু-বিদো-শুর ফলে বক্ষঃ লক্ষণের প্রকাশ; সৰ্ব্বদা মাথাধর ভাব বোধ। সহজেই ক্রোধের উদ্ভেক; আত্মসংযমে অপারগতা।

কালী-মিউর ৩X ।—রস প্রধান খাতু; শ্বেত লেপাবৃত্ত জিহ্বা; গ্রন্থি যন্ত্রাদির ক্রিয়া কীণতা; সর্দিলাগা বা পী ভিজিবার ফলে রক্তলোপ; যকৃতের ক্রিয়াকীণতা।

কালী-সলফ ৬X ।—স্বল্প বা বিলুপ্ত রজঃ, তৎসহ উদরের পূর্ণতা ও গুরুত্ব।

নেট্রাম-মিউর ৩০ X ।—ঋতুর অপকাশ অথবা স্বল্প ও বহু বিলম্বে বিলম্বে প্রকাশ।

অস্ত্রব্য ।—রক্তলোপ জন্ত পেটে ঘোচড়ানবৎ বেদনা থাকিলে গরম জলের সহিত ম্যাগ-ফস ৬X ৪।৫ গ্রেণ মাত্রায় ১৫।২০ মিনিট পর পর সেবন করিলে বিশেষ ফল দর্শে; মাথাধরা থাকিলে তৎসহ ফিরম-ফস এবং কালী-ফসও ব্যবহার্য্য। স্ত্রীলোকের সৰ্ব্বপ্রকার রোগেই মাসিক ঋতুশ্রাবের কণা চিকিৎসকের অবগত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

চিকিৎসিত রোগী

(১) ২০ বৎসর বয়স্কা জৈনিক রমণীর রজঃঐষম্যা ছিল । কোনও মাসে রজঃস্রাব একেবারেই হইতনা, আবার কোনও মাসে নিয়মিত সময়ের দীর্ঘ কাল পর পর অতি অল্প পরিমাণ স্রাব হইত । রোগিণীর গৌরবর্ণ, স্নায়বিক প্রকৃতি, মমেরস্তায় বর্ণবিশিষ্ট গাত্রদ্রব, খিটু খিটে স্বভাব, সহজেই ক্রান্তি অশ্রুভব, মাথাধরা, দিবাভাগে নিদ্রালুতা, নিম্নাঙ্গে (পদে) অল্প অল্প শোথের ভাব, শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট, স্নায়বিক অস্থিরতা, সময়ে সময়ে তাহাকে ধরিয়া রাখিবার প্রয়োজনীয়তা, নিরুৎসাহ. লোকালয়ে থাকিতে অনিচ্ছা (বিশেষতঃ পুরুষের নিকট থাকিতে) প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান ছিল । পন্নীক্ষায় রজঃলোপ ও তাণ্ডব (কোরিয়া) বলিয়া রোগ নির্দ্ধারিত হয় । আরও জানা যায় যে ১৮ বৎসর বয়স্ক পর্য্যন্ত রোগিণীর আদৌ রজঃস্রাব হয় নাই ; এই সময় হইতে যে স্রাব হইত তাহাও অতিশয় অল্প অল্প হইত । এই প্রকার প্রথম রজঃস্রাবের ২ বৎসর পূর্বে মাঝে মাঝে হিষ্টিরিয়ার আবেশ হইত । এই সব লক্ষণ দৃষ্টে রোগিণীকে প্রত্যহ প্রাতে ও রাত্রিতে এক এক মাত্রা ক্যাল-ফস ৬× এবং ক্যালী ফস ৩× দেওয়া হয় । সপ্তাহ কাল ঔষধ প্রয়োগের পর রোগিণীর যাবতীয় উপসর্গের উপশম লক্ষিত হয় । এইক্ষণ হইতে তাহার স্রাব নিয়মিত সময়ে ও উপযুক্ত পরিমাণে হইতে থাকে ।

(২) ২৩ বৎসর বয়স্কা জৈনিক বিধবা রমণীর ১৫ মাসের একটা শিশু সন্তান ছিল । শিশুটির ১০ মাস বয়স পর্য্যন্ত মাতার ঋতু স্রাব স্বাভাবিকই ছিল । শিশুর ১৪ মাস বয়ঃক্রম কালে স্তন্য দগ্ধ ছাড়ান হয় । এই সময় হইতেই ঋতু একেবারে বন্ধ হয় । ক্যালী সলফ ৩× ট্যাবলেট্ ২৫টা অন্তর দুইদিন মাত্র ব্যবহার করায় ঋতু প্রত্যাবৃত্ত হয় ও পূর্বে ঋতুকালে যে বিষম বেদনা জন্মিত তাহাও সম্পূর্ণরূপে নিবারিত হয় ।

(৩) ১৯ বৎসর বয়স্ক স্থূলকারী পূর্ণরক্তা জনৈক যুবতীর রক্তলোপ হয়। কালী-লক্ষ ৩×প্রতি ২ ঘণ্টাস্তর ব্যবহার করায় ৩ দিবসের মধ্যেই ঋতু প্রত্যাগত হয়। (এই রোগিণী পূর্বে বহু প্রকারের ঔষধ ব্যবহার করিয়াছিল; কিন্তু কিছুতেই ফল পাইয়াছিল না)।

(৪) ১৮/১৯ বৎসর বয়স্ক জনৈক যুবতীর মুহূচ্ছন্ন ও বক্ষালক্ষণ প্রকাশিত হয়। কাসির সঙ্গে সময় সময় রক্তও পড়িত। নৈশ ঘর্ষ এবং ক্রমবর্দ্ধমান শরীরক্ষয় (শীর্ণতা) বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। ঢাকার অভিজ্ঞ এলোপ্যাথেরা রোগিণীর ক্ষয় রোগ বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন এবং তদনুযায়ী চিকিৎসাও চলে। চিকিৎসায় কোন ফল না হওয়ার, সহরের অভিজ্ঞ কবিরাজগণও ক্ষয় রোগ সিদ্ধান্ত করিয়া চিকিৎসা করিতে থাকেন। ইহাতেও কোন ফল না হওয়ার শেষে কলিকাতা নিয়া তথাকার সর্বশ্রেষ্ঠ ও অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণের হস্তে চিকিৎসায় ভায় অর্পণ করা হয়। রোগিণীর মল, মূত্র, রক্ত ও নিষ্ঠীবন (Sputum) পরীক্ষা করা হয়। কিন্তু নিশ্চিতরূপে রোগ সাব্যস্ত হয় না। রোগিণীর যাবতীয় লক্ষণ পর্যবেক্ষণ করিয়া টিউবারকিউলোসিস বা ক্ষয়রোগ মনে করিয়াই চিকিৎসকগণ এই রোগিণীর চিকিৎসা করিতে থাকেন। কিন্তু কিছুতেই কোনরূপ ফল দর্শে না। অতঃপর কলিকাতার জনৈক অভিজ্ঞ কবিরাজের হস্তে চিকিৎসার ভায় অর্পিত হয়। কিন্তু উহাতেও কিছুমাত্র ফল দর্শে নাই। রোগিণীর গাত্রোপ ৯৮ই হইতে ৯৯/১০০ ডিগ্রী পর্যন্ত একই ভাবে চলিতে থাকে এবং শরীরের শীর্ণতাও উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেই থাকে। অবশেষে কলিকাতার চিকিৎসকগণ কোনও স্বাস্থ্যকর স্থানে গমনের পরামর্শ দেন। তদনুযায়ী প্রায় ১৮ মাস কাল একখানি পিজিস নৌকায় ঢাকার লক্ষ্যা নদীতে রাখা হয়। ইহাতেও কোনরূপ উপকার লক্ষিত না হওয়ায় পুনরায় ঢাকা সহরে স্বীয় বাসায় রোগিণীকে আনা হয় এবং ঐস্থানকে

চিকিৎসার জন্য আহ্বান করা হয়। রোগিণীর লক্ষণ গ্রহণকালে প্রকাশ পায় যে, প্রথম রজোদর্শনের পর ৬ মাস কাল পর্যন্ত রজঃস্রাব বন্ধ থাকে। তৎপর একবার মাত্র রজঃস্রাব হইয়াছিল, তাহাও পরিমাণে বৎসামাত্র। তৎপর অপর্গ্যস্ত রোগিণীর আর রজঃস্রাবই হয় নাই। এই কথা শুনিয়া Suppression of menses অর্থাৎ রজঃরাধই রোগিণীর মুখ্য রোগ বলিয়া ধারণা জন্মে এবং তদুৎসাহী রোগিণীর সর্বাঙ্গীন লক্ষণ দৃষ্ট পলসেটিলা ২০০ একমাত্রা মাত্র দেওয়া হয় এবং রোগিণীর সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য বাইওকেমিক পাঁচটা ফংসেট অর্থাৎ ফিরম-ফস ১২×, ক্যালী-ফস ৬×, ক্যাকেরিয়া-ফস ১২, ম্যাগফ ফস ৬× এবং নেট্রাম-ফস ৩× প্রত্যেকের ৪ ট্যাবলেট করিয়া মোট ২০ ট্যাবলেট প্রাতে এবং ২০ ট্যাবলেট বৈকালে খাওয়ার জন্য ব্যবস্থা করা হয়। পর দিন প্রাতে লোক আসিয়া খবর জানায় যে অল্প প্রাতে গাত্রোত্তাপ ৯৭° ডিগ্রীতে নামিয়াছে। ৫৬ বৎসর পর এই প্রথম গাত্রোত্তাপ এত নিম্নে নামিয়াছে; ইতঃপূর্বে তাপ ঐ একভাবেই ছিল। অতঃপর, ৭ দিন পর পুনরায় আর এক মাত্রা মাত্র পলসেটিলা ২০০ দেওয়া হয় এবং বাইওকেমিক ঔষধগুলি পূর্বের ব্যবস্থা মত দিনে ২ বার করিয়া চলিতে থাকে। ইহাতেই এক মাস মধ্যে রোগিণীর সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতে থাকে এবং ১ মাস পক্ষ স্বাভাবিকের ছায় ঋতু স্রাব হয়। ইহার পর আরও ২ মাস কাল পূর্বোক্ত ৫টা বাইওকেমিক ঔষধ চলিতে থাকে; ফলে রোগিণীর সর্বপ্রকার রোগ-লক্ষণ বিদূরিত হয় এবং তিনি পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করেন।

(৫) ৩৫ বৎসর বয়স্কা আর এক রমণীর মূহ জ্বর, নৈশঘর্ম ও শরীরের ক্রমবর্দ্ধমান ক্লান্ততা দৃষ্টে এলোপ্যাথগণ ক্ষয় রোগ সিদ্ধান্ত করিয়া ২৩ বৎসর কাল পর্যন্ত বহু রকমের চিকিৎসা করেন। পরে

কবিরাজী চিকিৎসায়ও কোন ফল হয় নাই। এই রোগিণীকে কলিকাতায় নিয়া এলোপ্যাথি ও কবিরাজী মতে ও চিকিৎসা করান হয়, কিন্তু কিছুতেই কোন উপকার দর্শে নাই। তৎপর রোগিণীকে ঢাকায় আনিয়া গ্রহকারের হস্তে চিকিৎসায় তার অর্পণ করা হয়। রক্তঃ বিলোপ রোগের মূল কারণ সিদ্ধান্ত করিয়া পূর্বোক্ত ৫টা ফক্ষেট দিনে ২ বার করিয়া দেওয়ায় (পূর্বোক্ত মাত্রায়) রোগিণী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করেন।

Anœmia—এনিমিয়া।

রক্তহীনতা।

রক্তের পরিমাণের স্বল্পতা বা উপাদানের অপকৃষ্টতাকে (যথা রক্তের লোহিত কণার স্বল্পতা ও স্বেত কণার আধিক্য) এনিমিয়া বা রক্তহীনতা বলে। ক্যাল্ক-ফস এবং নেট্রোম-ফস রক্তের প্রধান উপাদান। ডাঃ মুসলার পূর্বে মনে করিতেন যে রক্তের লোহিত কণা নির্মাণ করিতে ফিরম-ফস বিশেষ উপযোগী। কিন্তু পরিশেষে তিনি জানিতে পারেন যে রক্তের লোহিত কণার অভাব, ক্যাল্কেরিয়া-ফসের অভাব জনিত গৌণ-লক্ষণ মাত্র। রক্তহীনতার আরও বহু কারণ আছে। যথা অপুষ্টির আহাৰ্য্য গ্রহণ, মানসিক হৃদ্বলতা, ভুক্ত দ্রব্যের অজীর্ণতা, অনেকক্ষণ স্কুল-কলেজে থাকা, প্রভূত শতুশ্রাব এবং শরীর হইতে অধিক পরিমাণ রক্তপাত ইত্যাদি।

(চিকিৎসা)

ক্যাক-ফস ১২ × ১।—মুখমণ্ডলের পাণ্ডুরতা, এবং মোমেরতায় বা মূৰ্ধণ ; অসম্যক পরিপোষণ জনিত রক্তহীনতা ; রক্তে শ্বেতকণার প্রাচুর্য (লিউকিমিয়া), ক্ষয় বা দৌৰ্বল্যকর রোগের পর ; এই ঔষধ সেবনে রক্তের অণুকোষ (সেল) প্রবদ্ধিত হয় ; ক্রোরোসিস রোগের ইহাই একমাত্র প্রধান ঔষধ ; পার্গিসাস্ এনিমিয়া ; উঠিবার কালে মাথা ঘুরা, চক্ষে ঘোর দেখা, নাসিকা হইতে রক্তপাত, নাসাগ্রের শীতলতা, বিষাদ, শ্বেত জিহ্বা, মুখমণ্ডলে শীতল ঘর্ষ, শরীরের শীতলতা ; বিবমিষা ও বমন ; পাকস্থলীতে শূন্যতা অনুভব, পাতলা মলশ্রাব, আহারের পরই মলবেগ, প্রস্রাবে সূতার ছায় তলানি, প্রভূত রক্তঃস্রাব, রক্তের উজ্জল লোহিতবর্ণ অথবা মলিনতা, ছৎপিণ্ডের দপ্ দপানি, দুর্বলতা বশতঃ শরীরের কম্পন, অবসন্নতা ও ক্লান্তি ।

ফিক্স-ফস ১২ × ১।—ক্যাক-ফস প্রয়োগের পর যদি রক্তে লোহিত কণা সম্যকরূপে পরিপূরিত না হয় ।

স্ট্রাট-নিউ ৩০। মূত্ৰপাণ্ডু গ্রন্থাদিগের জলবৎ পাতলা রক্ত লক্ষণে । ঘোবনোন্মুখ বালিকাদিগের মূত্ৰপাণ্ডু সহ পৃষ্ঠদেশে শীতানুভব ; ইহাদের রক্তঃস্রাব না হইলে বা অনিয়মিত ঋতুস্রাবে ব্যবহার্য্য । জিহ্বার লক্ষণ দ্রষ্টব্য । কোষ্ঠকাঠিন্য এবং অতিশয় বিষন্নতা ; ম্যালেরিয়া ; কুইনাইন সেবনের কুফলে উৎপন্ন রক্তহীনতা বা ধাতুদোষ । বৃকের ময়লাচ্ছন্নতা, ছৎপিণ্ডের দপ্ দপানি, বক্ষোবেদনা ; প্রাতঃকালীন কাল, সহজেই ক্লান্তি অনুভব ।

কালসী-ফস ৩ × ১।—দীর্ঘকালস্থায়ী মানসিক শক্তির চালনা বশতঃ মনের অপ্রকৃততা নিবন্ধন রক্তহীনতা ; ক্ষয়কর রোগের পরবর্ত্তী রক্তহীনতা । মস্তিষ্কের রক্তহীনতা ; স্পাইটাল এনিমিয়া, লিউকিমিয়া ।

কালী-মিউর ৩×।—রক্তহীনতার সহিত কোন প্রকার চর্ম বোগ (যণা, একজিমা প্রভৃতি) বিদ্যমান থাকিলে প্রধান ঔষধের সহিত ইহা পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্য।

স্যাট-সলফ ৬×।—আর্দ্র ক্ষত বা বাস-গৃহের আদ্রতা জনিত জলবৎ পাতলা বক্ত লক্ষণে ইহা ব্যবহার্য। ‘মাসকধাতু ও রক্তে জলীয়ামের আধিক্য’ (লিগিয়েস্থল)। রসপ্রধান ধাতু (হাইড্রোজেনয়েত কনস্টিটিউশন)।

স্যাট ফস ৩×।—রক্তহীনতা সহকারে অঙ্গীর্ণতা, অম্লোদগার ইত্যাদি। স্পাইন্ডাল এনিমিয়া। সর্বাঙ্গীন চর্কলতা, হাঁটিতে অতিশয় ক্লান্তি অল্পভব, বিশেষতঃ সিঁড়ি বাহিরা উপরে উঠিতে। পা যেন ভাঙ্গিয়া পড়ে।

সিলিসিফ্লা ৩০×।—শিশুদিগের অসম্যক পরিণে ‘যণ জনিত রক্তহীনতা। ঋতুর পরিবর্তে প্রদরশ্রাব। দৃষ্টান্তের ক্ষণিক লোপ। ক্ষুদ্র, রিকেটস্ গ্রন্থ শিশুদের রক্তহীনত।

(চিকিৎসিত রোগী)

(১) ১৯ ও ২১ বৎসর বয়স্কা ২ জন যুবতীর রক্তহীনতায় পাণ্ডুর, রক্তহীনমুখাকৃতি, অবসন্নতা, উত্তমহীনতা ও প্রচণ্ড শিশিপীড়া লক্ষণ বর্তমান ছিল। এই বেদনা সম্মুখকপাল হইতে মস্তক-পৃষ্ঠ পর্যন্ত সম্প্রসারিত হইত। ইহার মধ্যে ছোটটি প্রায় ৬৭ বৎসর যাবৎ এবং বড়টি কয়েকদিন যাবৎ ভুগিতে ছিল। ছোটটির এই কাল পর্যন্ত হোমিওপ্যাথিক ও এলোপ্যাথিক উভয় প্রকার চিকিৎসাই হইয়া আসিতেছিল। এলোপ্যাথেরা তাঁহার চিকিৎসায় পর্যাপ্ত পরিমাণ আয়রণ (লৌহ) প্রয়োগ করিয়াও কোন সফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন না। উভয় রোগিণীকেই প্রথমে ক্যাক-ফস ১২×, ২ সপ্তাহ দেওয়া হয় তৎপর ফিরম ফস ১২×, ২

লক্ষ্যই দেওয়া হয় । তৎপর আবার ক্যাল-ফস ১২ X, এইরূপে পর্যায়ক্রমে ৮ মাস কাল উভয় ঔষধ ব্যবহার করায় এই রোগিনীই স্থায়ী আরোগ্য লাভ করেন ।

(২) ১৭ বৎসর বয়স্কা জর্নৈক যুবতী যেয়ে দীর্ঘকাল বিছালয়ে অধ্যয়ন করার ফলে এত বেশী নীরক্তা ও পাণ্ডুর হইয়াছিলেন যে, তার জন্ম তিনি বিহাণয়ে যাওয়া বন্ধ করিতে বাধ্য হন । তাঁহার একেবারেই ক্ষুধা হইত না, কেবল ঘরে শুইয়া পড়িয়া থাকিতে ইচ্ছা হইত । কোথাও যাইতে বা কোন কাজকর্ম করিতে প্রবৃত্তি হইত না । পড়িতে পড়িতে তাঁহার মাথা ধরিত, এজন্ত তিনি পড়া একেবারে কাস্ত করিতে বাধ্য হন । তাঁহার ঋতুও অত্যন্ত অনিয়মিত ছিল । কয়েক মাস হয়তো একেবারেই হইত না, তৎপর যে আব হইত, তাহা হয়তো কোনও মাসে কম বা কোনও মাসে অত্যন্ত অধিক হইত । এই রোগিনীকে প্রথমতঃ ক্যাল-ফস ৬X দেওয়া হয় । তৎপর আবার সময় সময় ফিরম-ফস ১২ X দেওয়া হইত । ইহাভেদে তাহার সমুদয় উপসর্গ দূর হয় ও তিনি আবার মিয়মিত রূপে স্থলে মাইতে থাকেন ।

(৩) অপর এক রোগিনীর আহার্যের সহিত অত্যধিক পরিমাণ বণন ভক্ষণের ফলে রক্তহীনতা, চর্ক্বলতা, ক্লান্ততা, ঋতুর অনিয়মিততা ও কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হয় । নেট্রাম-মিউর ২০০ ব্যবহারে তাহার সকল উপসর্গ দূরীভূত হয় ।

(৪) ঢাকার তদানীন্তন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বনমালী বাগচি মহাশয়ের স্ত্রী (সুপ্তং এর মহারাজার কন্যা) প্রায় ১১১২ বৎসর যাবৎ জরায়ুব রোগে ভুগিতে ছিলেন । মালদহ, কলিকাতা এবং ঢাকার অভিজ্ঞ এলোপ্যাথ ও কবিরাজগণ রোগিনীর চিকিৎসা করেন । গ্রন্থকারের উপর হখন এই রোগিনীর চিকিৎসার ভার অপিত হয়, তখন

রোগিণীর প্রতিনিয়ত লোহিতাভ জলবৎ শ্রাব হইতেছিল ; রক্তশ্রাব হইতে হইতে রোগিণী এত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, বাগিশ হইতে মাথা তুলিবার বা পার্শ্ব পরিবর্তন করিবার শক্তি মাত্রও ছিলনা। রোগিণীর গৌরবর্ণ কৈকালে হইয়া গিয়াছিল। প্রতিমুহূর্ত্তেই হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া মৃত্যু ঘটিবার আশঙ্কা ছিল, এজন্য প্রত্যহ ইন্সেকশন দেওয়া হইত। শত চেষ্টাতেও এলোপ্যাথ এবং কবিরাজগণ এই রোগিণীর রক্ত শ্রাব বন্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন না। গ্রন্থকার আহত হওয়ার পর, রোগিণীকে ভালরূপে দেখিয়া অভিযত প্রকাশ করেন যে, বহুদিন যাবৎ রোগভোগ ও রক্তশ্রাব বশতঃ রোগিণীর টিঙ সকল রূপ দুর্বল ও শিথিল হইয়া পড়িয়াছে যে রোগিণীর সাধারণ স্বাস্থ্যের (দৈহিক) উন্নতি না হইলে কিছুতেই এই রক্তশ্রাব বন্ধ করা যাইবেনা। মাংস-পেশীর লস্কোচন-শক্তি একেবারেট নাই, তাই রক্ত-রোধক শ্রেষ্ঠ ঔষধেও এতদিন রক্তশ্রাব বন্ধ হয় নাই। গ্রন্থকার বনমালী বাবুকে পরিকায় ভাবে জানাইয়া দেন যে, ৩৪ সপ্তাহের পূর্বে রক্তশ্রাব বন্ধ হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই, এবং গ্রন্থকার কোনও miracle দেখাইয়া এখনই রক্তশ্রাব বন্ধ করিতে পারিবেন না। যদি তিনি (বনমালী বাবু) অল্পমতি করেন, তবে গ্রন্থকার রোগিণীর সাধারণ স্বাস্থ্যের উৎকর্ষের জন্য ঔষধ ব্যবস্থা করিতে পারেন। যদি রোগিণীর আয়ু থাকে, তবে দৈহিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রক্তশ্রাবও কমিয়া আসিতে থাকিবে। বনমালী বাবু বলিলেন—“এখানকার যাবতীয় অভিজ্ঞ এলোপ্যাথ এবং কবিরাজ কাহাকেও দেখান বাকী রাখি নাই; সকলেই জবাব দিয়া চলিয়া গিয়াছেন—তাই জৈনিক বন্ধুর পরামর্শে বাইওকেমিক সিস্টেম দ্বারা শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবার জন্য আপনাকে আহ্বান করিয়াছি। আপনাকে ছাড়িয়া অতঃপর আর কাহাকে ডাকিব? অতএব, মরে যাঁতে

আপনার হাতেই হবে।” এই কথা শুনিয়া রোগিণীর সাধারণ স্বাস্থ্যাবস্থার জ্ঞাত ফিরম-ফস ১২×, ক্যাক ফস ১২×, নেট্রাম-ফস ৩×, কালী-ফস ৩×, এবং ম্যাগ-ফস ৬× প্রত্যেকের ৩টি করিয়া একত্রে ২০ ট্যাবলেট দিনে ৩ বার এবং রক্তস্রাব বন্ধ করিবার জ্ঞাত নেট্রাম-সলফ ৩× প্রতি অর্ধ ঘণ্টান্তর ২ ট্যাবলেট গরম জলে গুলিয়া সেবন করিবার ব্যবস্থা করা যায়। ৭।৮ দিন ঔষধ সেবন করিবার পর হইতে রোগিণীর সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতি পরি লক্ষিত হইতে থাকে এবং চক্ষে এবং হাত পায়ের আঙ্গুলেও রক্তের লোহিত কণার বৃদ্ধি পরিস্ফুট হইতে থাকে ; সঙ্গে সঙ্গে স্বকের পাংশুটে ভাবও দূর হইতে আরম্ভ হয়। এইরূপ সাধারণ স্বাস্থ্যের উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে স্রাবিত রক্তের পরিমাণ ও ক্রমঃ কমিতে থাকে। এইরূপে প্রায় ১ মাসের মধ্যেই রক্তস্রাব একেবারে বন্ধ হইয়া যায় এবং বোগিণী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করেন।

Aneurism—এনিউরিজম।

ধনাত্ত্বব্দ।

(সংক্ষিপ্ত চিকিৎসা)

ক্যান্সার।—ধমনীর আবরণে ক্যান্সারেরিয়াস্ ডিজেনারেশন হওয়ার ফলে ধমনীর প্রাচীর (wall of artery) বিদীর্ণ হওয়ার দরুন একটা থলির ত্রাণ অবস্থা জন্মে। ইহা হইতেই ধনাত্ত্বব্দ কহে। সাধারণতঃ বৃহৎ ধমনীতেই এইরূপ অবস্থা জন্মে। অর্ক্ণ বড় হইলে

ব্রহ্মাই, ট্রেকিয়া, লেরিংস্ ও ফুসফুস প্রভৃতি অর্ধদ্ব দ্বারা নিপীড়িত হয় এবং উহার ফলে শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয় এবং শ্বাসে মর্ম্মর (murmur) শব্দের হ্রাস হয়। স্বকে জন্মিলে হস্ত দ্বারা সামান্য চাপদিলে উহা অনুভূত হয়।

(চিকিৎসা)

ফ্রিক্সকস ১২ X।—হৃৎপিণ্ডের দ্রুত ক্রিয়ায় উৎপন্ন উপসর্গ সকল দূরীভূত করিয়া উহার স্বাভাবিক ক্রিয়া প্রতিষ্ঠার্থ ইহা ব্যবহৃত হয়। ক্যাক্সোফ্রোর সহ পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য।

ক্যাক্সোফ্রো ৬ X।—প্রধান ঔষধ। প্রারম্ভাবস্থায় ফ্রিক্সকস সহ পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করিলে রোগ আর বাড়িতে পারে না। আইওডাইড অব পটাস্ দ্বারা চিকিৎসিত হইয়া না থাকিলে ইহাতে উত্তম ফলই পাওয়া যায়।

Angina Pectoris-এঞ্জাইনা পেট্টোরিস

হৃদ শূল

লক্ষণ।—হৃৎপিণ্ডের আকস্মিক তীব্র আক্কেপিক বেদনাকে হৃৎশূল বলে। হৃৎপিণ্ড-প্রদেশে সহসা ভয়ঙ্কর বেদনা এবং বক্ষঃস্থলের সম্মুখভাগে, স্বক্কে ও বাম বাহুতে সেই বেদনার প্রসারণ, উৎকর্ষ, মুচ্ছা জন্মিবার আশঙ্কা, হৃৎকম্প, শ্বাসকষ্ট এবং হস্ত পদের শীতলতা ইহার প্রধান লক্ষণ। এই রোগের আবেশ কাল কয়েক মিনিট বা কয়েক ঘণ্টা থাকে, ক্রমশঃ অধিকতর বেগে প্রকাশ পায় এবং কোনও এক আবেশকালে বোগীর মৃত্যু হয়।

ক্ষাণ্ডন :—শারীরিক রক্তে ইনঅরগ্যানিক সল্টের অভাব হইলে, উহার ফলে, করোনারী আর্টারির স্ক্লেরোটিক অবস্থা (ঘনীভূততা বশতঃ দৃঢ়ত্ব ; দৃঢ়তা) জন্মে। ইহারই ফলে, ধমনীর ছিদ্র সঙ্কুচিত বা রুদ্ধ হইয়া পড়ে এবং এই জন্মই রক্ত সঞ্চালনের ব্যাঘাত জন্মিবার দরুণ হৃৎপিণ্ডের পেশী সমূহের পোষণাভাব ঘটিয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় কোনরূপ মানসিক উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠা, উদরাগ্নান, শ্রমজনক কার্য বা দ্রুতদর্শন প্রভৃতি কারণে হঠাৎ হৃৎপিণ্ডে আক্ষেপিক বেদনা উপস্থিত হয় এবং ঐ বেদনা বাম বাহু পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হইয়া থাকে। পুরুষদেরই এই রোগ বেশী হইয়া থাকে। স্নায়বিক প্রকৃতির অথবা হিষ্টিরিয়া গ্রস্ত স্ত্রীলোকদিগের কখন কখন হৃৎ-প্রদেশে অস্বচ্ছন্দতা, হৃৎকম্পন শিরোবর্ণন, শ্বাস-কষ্ট, হস্ত পদাদির শীতলতা এবং নাড়ীর ক্ষীণতা লক্ষিত হইয়া থাকে। প্রথম দেখিলে ইহা হৃৎশূল বলিয়াই ভ্রম জন্মে। কিন্তু ইহা প্রকৃত হৃৎশূল নহে। ইহাকে সিউডো এঞ্জাইনা (কৃত্রিম) বলে। রক্তঃ রোধের ফলেই ইহা জন্মিয়া থাকে এবং লক্ষণানুযায়ী উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিলেই ইহা আরোগ্য হইয়া থাকে।

চিকিৎসা

ম্যাগ-ফস ৫x :—ভীত বেদনা, আক্ষেপিক স্নায়ুশূল। খানিকটা ঔষধ গরম জলের সহিত মিশাইয়া পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করিবে। ইহাতে অতি শীঘ্র উপকাব পাওয়া যায়। কৃত্রিম এঞ্জাইনারও ইহা প্রধান ঔষধ। হস্ত দ্বারা সামান্য চাপ দিলে উহা অন্তর্ভূত হইয়া থাকে।

স্ক্যালী ফস ৬x :—দৌর্বল্য বশতঃ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার দুর্বলতা ও সতিরামতা। মূর্ছা-প্রবণতায় ম্যাগ ফস সহকারে পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য ; জ্বালাকর উদ্ভাপ।

ফিনলফেস ১২× ১—মথকে রক্তের প্রধাবন সহকারে মুখমণ্ডলের আবদ্ধতা ও জ্বালাকর উত্তাপে ম্যাগফস সহ পর্যায়ক্রমে।

মন্তব্য—এই পীড়া আক্কেপিক রোগ ; স্তরাত ম্যাগ-ফস ইহার একটা প্রধান ঔষধ। যে পর্যন্ত বেদনা হ্রাস না পড়ে সে পর্যন্ত ম্যাগ-ফস ৬× এবং ক্যালী-ফস ৬× ১০।১৫ মিনিট পর পর পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করিলে উত্তম ফল পাইবে। ইহার ফল আমরা পুনঃ পুনঃ প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

(চিকিৎসিত রোগী)।

০ নৈক রমণীর বক্ষে ভয়ঙ্কর কর্তনবৎ ও ছুরিকা-বিদ্ধবৎ (Stabbing pain) বেদনা জন্মে। শ্বাস গ্রহণ করিতে বা সামান্য একটু নড়িতে যেটা কবিলেই বেদনা পূর্ণমাত্রায় বোধ হত। তাঁহার নাড়ী প্রায় বিলুপ্ত ছিল (Pulse almost imperceptible)। বোগিনীর আত্মীয় স্বজন সকলেই তাঁহার বাঁচিবার আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন। রোগিনীর হৃৎপিণ্ড অত্যন্ত দুর্বল দেখিয়া পর্যায়ক্রমে পুনঃ পুনঃ ক্যালী-ফস ৬× ও ম্যাগ-ফস ৬× ব্যবহার করায় অতিশীঘ্রই বেদনা দূরীভূত ও হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া স্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছিল। আর একজন বৃদ্ধ পবজ্বরের এই রোগ এই দুই ঔষধেই আরোগ্য হইয়াছে।

Aphonia-এফোনিয়া ।

স্বর-নাশ, স্বর-লোপ ।

(চিকিৎসা)

সিক্স ফস ।—বক্তা বা গায়কদিগের অতিরিক্ত স্বর-চালনা দ্রুত
স্ব-ভঙ্গ, ঠাণ্ডা বা আর্দ্র হইবার পর বেদনা বিশিষ্ট স্বরনাশ । সন্ধ্যার
প্রাকালে স্বরলোপ । গলায় ক্ষতবৎ বেদনা (স্বরভঙ্গ দ্রষ্টব্য) ।

Aphthae—এপথি ।

উপক্ষত, মুখ-ক্ষত, মুখের জারী-ঘা ।

লক্ষণ ও কারণ ।—শিশুদিগের দ্বিহা, ও মুখ-মণ্ডো
শ্লিমিক ঝিল্লীর স্বেত লেগারত ক্ষতকে এপথি বা মুখ-ক্ষত কহে ।
মাতৃস্তন্যপায়ী শিশুদিগের অপেক্ষা বাহ্যিক অস্ত্র দ্বারা পান করে তাহাদের
এই রোগ বেশী দেখা যায় । মাতৃস্তনের দোষেও এই রোগ উৎপন্ন
হইয়া থাকে । বেশী দিন কোন রোগ ভোগের পরও দুর্বলবস্থায়
এই রোগ জন্মিয়া থাকে । এই ক্ষত প্রথমে ওড় ও নখে জন্মিয়া
পরিশেষে বিস্তৃত হইয়া তালু, গলা এবং এমন কি মলদ্বার পর্যন্ত
সম্প্রসারিত হইতে পারে । রোগ প্রবদ্ধিত হইয়া পড়িলে সর্বদা মৃত্যু
হইতে লাল্য আব ও পথ্যাদি গিণিতে কষ্ট বোধ হইয়া থাকে ।
ক্ষত উদর পর্যন্ত সম্প্রসারিত হইলে ক্ষুধামান্দ্য ও উদরাময় জন্মিয়া
থাকে । অপরিষ্কার বোতল ও রবারের নল ইত্যাদি পান করান এই

বোগের একটী কারণ বটে। অল্পপুষ্ট আহারের ফলে এবং মাতৃস্তন্যের দোষেও এই রোগ জন্মিয়া থাকে।

এই রোগে তত্তপানের পর শিশুর মুখ উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া ফেলা কৰ্ত্তব্য। মুখ পরিষ্কার করিবার পর, সোহাগার খই চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া ক্ষত স্থানে লাগাইয়া দিলে ক্ষত শীঘ্র শীঘ্র আরোগ্য হয়। বাহাদের বোতলে বা নলে ছুঙ্ক পান করান হয়, তাহা পুনরায় ব্যবহার করিবার পূর্বে গরম জলে উত্তমরূপে ধৌত করিয়া পরে ব্যবহার করা কৰ্ত্তব্য।

চিকিৎসা

ফিন্স-ফস।—শিশুদিগের বা তত্তপাত্রীদিগের মুখক্ষত। শিশুর মুখ ক্ষত সহ জ্বর এবং জিহ্বার অত্যন্ত আরক্ততা।

কালী-মিউন।—প্রভূত লাল শ্রাব বিশিষ্ট মুখক্ষত; ইহা এই বোগের প্রধান ঔষধ।

ন্যাট-মিউন।—ইহা এই বোগের শ্রেষ্ঠ বা একমাত্র ঔষধ। আভ্যন্তরিক ও বাহ্য ব্যবহার্য। প্রভূত লাল শ্রাবে ইহা সবিশেষ উপযোগী। (মুখের রোগ দ্রষ্টব্য)।

Apoplexy—এপোপ্লেক্সি, সংক্রাস।

এই রোগ তিন প্রকারে প্রকাশিত হইতে পারে। যথা:—

- (১) মস্তিষ্কের রক্তবহা নাড়ী সকলের (blood vessel) রক্তাধিক্য জনিত সংক্রাস; (২) মস্তিষ্কের রক্তবহানাড়ীর বিদারণ বশতঃ

মস্তিষ্কে রক্ত ক্ষরণজনিত সংন্যাস ; (৩) মস্তিষ্কে অকস্মাৎ অধিক পরিমাণ স্তম্ভ বা রক্তাস্রু (সিরঃম) সঞ্চয় জনিত সংন্যাস ।

লক্ষণ।—এই রোগে রোগী প্রথমতঃ হঠাৎ ভূমিতলে পতিত হয় । তাহার সংজ্ঞা বা সঞ্চরণ শক্তি থাকে না । সে নিদ্রাভিভূতের স্থায় পড়িয়া থাকে । তাহার মুখমণ্ডল আরক্ত, শ্বাস আগ্রাসিত এবং নাড়ী পূর্ণ ও মন্দ গতি বিশিষ্ট থাকে । চক্ষুর তারা (pupil) প্রসারিত অথবা একতারা প্রসারিত ও একতারা সঙ্কুচিত থাকে । মুখ একদিকে আবৃত্তি এবং অন্ধাঙ্গে বা সর্বদাঙ্গে আক্ষেপ থাকে । রোগীর সম্যক বাক্রোধ বা বাক্যের জড়তা নিবন্ধন অস্পষ্টভাষণ বিত্তমান থাকিতে পারে । মস্তিষ্কের যে পার্শ্বে রক্তস্রাব হয় তাহার বিপরীত দিক অবশ্য হয় । কখন কখন রোগের

আক্রমণ কালে অজ্ঞাতসারে বা বমনকালে মলমূত্র স্রাব হইয়া থাকে ও গলার ঘড় ঘড়ি জন্মে । মুখ একদিকে বাঁকিয়া যায় । এতদ্ব্যতীত এই রোগের আরও বহু লক্ষণ আছে । কিন্তু পূর্বেক্ত লক্ষণ সমূহ দ্বারা এই রোগ বুঝা যায় । এই রোগ ব্যতীত শাণ্ধ্যাতিক । পূর্বস্থচনা ব্যতীতই রোগ প্রকাশিত হইয়া থাকে, এজন্ত পূর্বে সতর্কতা অবলম্বন করিবার কোনও সুযোগ পাওয়া যায় না । যাহা হউক, এই রোগে, রোগ চিনিবামাত্রই বিচক্ষণ চিকিৎসক ডাকা কর্তব্য ; যে কোনও কারণেই হউক না কেন, মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য জন্ম অথবা মস্তিষ্কের অভ্যন্তরস্থ ধমনী (artery) ছিন্ন হইয়া মস্তিষ্কের মধ্যে রক্তস্রাব অথবা মস্তিষ্কের রক্তাধিক্যের পর (after congestion) অধিক মাত্রায় রস (serum) স্রাব হওয়ার ফলে মস্তিষ্কের উপর চাপ পড়ার দরুন রোগীর সংজ্ঞা অর্থাৎ জ্ঞান চৈতন্যের লোপ এবং নড়িবার চড়িবার ক্ষমতা হ্রাস বা লুপ্ত হওয়ার ফলে নিদ্রিতের স্থায় পড়িয়া

পাকে, কিন্তু এই সময় তাহার হৃদপিণ্ড ও ফুসফুসের ক্রিয়া পূর্ববৎ চলিতে থাকে ।

কারণ।—নিয়মিত কারণ সমূহের ফলে সাধারণতঃ এই রোগ জন্মিয়া থাকে । যথা,—মস্তিষ্কের অভ্যন্তরস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তবাহী নালীর (small arterics or capillaries) মধ্যে গম্ভীরা (অস্থিবেষ্টার্জ) মস্তকরুদ্ধ অথবা ক্যালকেরিয়াস্ পদার্থ সঞ্চয় বা মেদাপক্কটতা জন্ম হওয়া বিদীর্ণ হওয়া, অথবা স্নায়ু রক্তবাহী ধমনীর মধ্যে সংঘত রক্তের গুচ্ছ (clotted blood বা রক্তের চাক) বদ্ধ হওয়ার ফলে তথায় বন্ধায়তা জন্মিয়া পরিপোষণাভাবে স্থানিক কোমলতা জন্মে এবং কোমল অংশের চতুর্দিকে রক্তাধিক্য হইয়া থাকে এবং সামান্য কারণেই উক্ত ধমনী বিদীর্ণ হইয়া থাকে ।

উদ্ভেজক কারণ।—অতিরিক্ত মত্তাদিপান, মানসিক কষ্ট, মস্তকে কোনরূপ আঘাত লাগা, অতিরিক্ত অধ্যয়নের ফলে মস্তকে বস্ত্র সঞ্চয়, জাঁটা সাঁটা বস্ত্রাদি পরিধান, অহিফেন সেবন, অত্যধিক বোনের উত্তাপ লাগান, অত্যধিক আলস্য, ভারি বস্ত্র উত্তোলন, কুশ্বন, 'অভ্যস্ত বেগে বমন, অত্যধিক উষ্ণজলে স্নান, স্বাভাবিক বা অভ্যস্ত রক্তস্রাব রুদ্ধ হওয়া, হঠাৎ ক্রোধের উদ্বেগ বা উচ্চ চেচামেচির ফলে এই রোগ প্রকাশ পাইতে পারে । রুদ্ধ বয়স, রক্ত প্রধান খাদ্য ও গজস্বন্ধ অর্থাৎ খাট গ্রীবার লোকদেরই এই পীড়া অধিক হইয়া থাকে ।

সচরাচর এই রোগ মূর্ছা, মদ্রিরা ও অহিফেনের বিষাক্ততার সহিত ভ্রম হইতে পারে । পার্থক্য এই,—মূর্ছা, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি লোকদের যৌবনাবস্থায়ই প্রকাশিত হইয়া থাকে । সংক্রান্ত রুদ্ধ বয়সে হয় এবং পীড়া ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় । অতিরিক্ত মত্ত

পানের ফলে মুর্ছা উপস্থিত হইলে,—রোগীর পূর্ব ইতিহাস, স্বাস্থ্যে
মদের গন্ধ এবং তাহার চক্ষুর তারকা দুইটাই সমান দৃষ্ট হয়, একটি
ছোট আর একটি বড় থাকে না। অহিফেন দ্বারা বিষাক্ত রোগীর
তারকা দুইটাই সঙ্কুচিত দৃষ্ট হয়, অনেক ডাকিলে কষ্টে সে উত্তর
দেয় এবং তাহার মুখ দিয়া ফেণা উঠে না। মুর্ছা রোগীর মুখ
দিয়া শ্বাস প্রশ্বাস চলে না। এই রোগাক্রমণের পূর্বে অত্যন্ত আলস্য
ও সর্ব্বদা নিদ্রা যাইবার প্রবৃত্তি, নাক ভাঁকাইয়া গাঢ় নিদ্রা, নির্দিষ্টা-
বস্থায় চমকিয়া উঠা, দাঁত কড়মড়ি, অনবরত হাই তোলা, অত্যন্ত
দ্রুতলতা অসম্ভব, মস্তকের বিভিন্ন স্থানে ভার বোধ, মস্তকে গুরুত্বানুভব,
মস্তকের শিরা সকলের ক্ষীণতা, উৎসাহশূন্যতা, ক্রন্দনের প্রবৃত্তি,
শরীর ভার বোধ, শরীরের নানাস্থানে হল ফুটানের ন্যায় বেদনা ও
কথা কহিবার শক্তি কমিয়া আইসে। এইরূপ অবস্থায় সঙ্গত লক্ষণাবলী
ঔষধ সেবন করা একান্ত প্রয়োজন। সময় মত উপযুক্ত ঔষধ সেবন
করিলে রোগাক্রমণের ভার নিদ্রিত হইয়া থাকে। আমরা বাইওকেমিক
ঔষধ প্রয়োগ করিয়া বহু আশাশূন্য রোগীকে আবোগ্য করিয়াছি।
রাড প্রেশারের বোগীদের লঘু, স্বল্পাহার ও নিয়মিত আহার করা
একান্ত প্রয়োজনীয়। ৪৫ বৎসর বয়সের পর সকলেরই রাডে গধু
স্বল্পাহার করা কর্তব্য। পীড়ার আক্রমণ বন্ধিবা মাত্র মস্তক উত্তোলিত
ও পদাদি অধঃশাখা নিম্ন করিয়া শান্তিত করিবে। চিৎ করিয়া না
শোয়াইয়া এক পার্শ্বে কাৎ করিয়া শোয়াইবে। মস্তকে ঠাণ্ডা জলের
দ্বারা দিবে। বরফ দেওয়ার অনেক সময় কুফল ফলে। এইরোগে
পুনঃ পুনঃ ঔষধ সেবন কর্তব্য। গিলিতে পারিলে জলসহ ঔষধ আর
গিলিতে অক্ষম হইলে ঔষধের চূর্ণ জিহ্বায় লাগাইয়া দিবে। রোগীকে
অন্ধকার ও বায়ুসেবিত গৃহে রাখিবে। ঘরে যেন কোন শব্দ না

হয়, সে দিকে দৃষ্টি রাখিবে। ঘরে বেণী লোক থাকিতে দিবে না।
রোগীর গায়ের কাপড় ফেলিয়া দিবে।

চিকিৎসা।

ফিরম-ফস ৩০ X।—মস্তিকে রক্তসঞ্চয় বা রক্তবহানাড়ীর
হ্রাস জনিত রক্তস্রাবের ইহা শ্রেষ্ঠ ঔষধ। মুখমণ্ডলের আরক্ততা বা
পাণ্ডুরতা, ধমনীর অবলম্বন, গ্রীবার এবং মস্তকের শিরার ক্ষীণতা।
বোগের আবেশ কালে এবং বিরাম কালেও রোগের প্রতিষেধাৎ
ব্যবহৃত হয়। ফিরম-ফসের ন্যূনতা ঘটিলেই শিরা ও ধমনীর প্রাচীরের
শিথিলতা (relaxation) জন্মে। এজন্য উহা প্রশারিত হইয়া থাকে।
ইহার ফলে শিরা বা ধমনীতে প্রচুর রক্ত প্রবেশ করিয়া উহার উপর চাপ
প্রদান করে। ইহাকেই ব্লাড-প্রেশার বলে। এজন্য ব্লাড-প্রেশারের
রোগীকে ফিরম-ফস খাইতে দিলে বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে।

ক্যাফ্রো-ফস ৬ X।—ফিরম-ফসের সহিত পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্য।
ইহা ব্যবহারে রক্তবহানাড়ীর রক্তাকার পেশীর সঙ্কোচন জন্মিয়া উপকার
দর্শে। এই জিনিষের ন্যূনতা ঘটিলে শিরা বা ধমনী বিদীর্ণ হইয়া থাকে।
এজন্য এই রোগে ইহা বিশেষ উপকারী। ব্লাড-প্রেশারের রোগীদের ইহা
ব্যবহার করা একান্ত প্রয়োজন। ইহাতে রোগের আক্রমণ বন্ধ হয়।

ম্যাগ-ফস ৬ X।—পেশীর অতিশয় আক্ষেপ থাকিলে এই
রোগের প্রধান ঔষধ ফিরম-ফসের সহিত পর্যায়ক্রমে দিবে।

কালী-ফস ৬ X।—রোগের আবেশকালে বা রোগাক্রমণের
পূর্বে নিদ্রাহীনতা ও পক্ষাঘাতের লক্ষণ বৃদ্ধিতে পারিলে এই ঔষধ প্রয়োগ
করা কর্তব্য। ফিরম-ফস সহ পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্য।

নেট্রাম-সলফ ৩× ।—রোগের আবেশের পূর্বে মস্তকে প্রবল রক্ত-সঞ্চয় বা পৈত্তিক লক্ষণের বিद्यমানতা দৃষ্ট হইলে । এই ঔষধ রক্তের জলীয়াংশের হ্রাস জন্মাইয়া উপকার দর্শাইয়া থাকে ।

সিলিসিয়া ৩০× ।—ডাঃ ভগ্নার গলজ এই রোগে ইহা ব্যবহার করিয়া সুফল পাইয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । সম্ভবতঃ ধমনীর হিষ্ট্রোটিক অবস্থা প্রাপ্ত হইবার ফলে যখন এই রোগ জন্মে তখনই ইহা দ্বারা সুফল প্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা ।

মস্তব্য ।—রোগের আবেশকালে রোগীকে খোলা, শীতলবায়ু সেবিত গৃহে লইয়া গিয়া বস্ত্রাদি শিথিল করিয়া দিবে ও মস্তক উন্নত করিয়া উষ্ণ শয্যায় শয়ান করাইবে । হস্ত, পদ এবং কুক্ষিদেহে উষ্ণসেক এবং মস্তকে বরফ বা শীতল জলের পটি দিবে । আন্তে আন্তে রোগীর গাত্র মার্জনা করা কর্তব্য । হৃদ্ধাদি পুষ্টিকর লঘুপথ্য ব্যবস্থের । রোগীর চক্ষে আলো লাগিতে দিবে না ও ঘরে কোম প্রকার শব্দ হইতে দিবে না ।

(চিকিৎসিত রোগী)

ঢাকার সুবিখ্যাত কবি এবং স্বায়ত্ত-শাসন পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীভূষণ মুখোপাধ্যায়ের ভগিনীর আহার কালে হঠাৎ এই রোগের আক্রমণ উপস্থিত হয় । রোগের আবেশ উপস্থিত হওয়া মাত্রই রোগিনী সংজ্ঞাশূন্যভাবে পড়িয়া যান । একটা কথা বলিবার ও আর শক্তি ছিল না । তৎক্ষণাৎ ঢাকার প্রধান প্রধান এলোপ্যাথিক চিকিৎসককে ডাকান হয় । রোগিনীর স্থলকার এবং বয়স (৫৪) ও অগ্রাগ্র অবস্থা দৃষ্টে চিকিৎসকগণ সকলেই আরোগ্যের আশা একেবারে পরিত্যাগ করেন এবং আর ৪৫ ঘণ্টার বেশী রোগিনী জীবিত থাকিবেন না বলিয়া নিশ্চিত মত প্রকাশ করেন । কালীবাবুর জনৈক ডাক্তার

রক্ত বাইওকেমিক মতে চিকিৎসা করাইয়া দেখিবার জন্ত গ্রহকারকে আহ্বান করিবার জন্ত উপদেশ দেন। তৎক্ষণাৎ আমাকে ডাকা হয়। আমি গিয়া প্রথমেই ১ ডোজ আর্শিকা ৩০ প্রয়োগ করি। রোগিনীর সম্পূর্ণ অচেতনতা অবস্থা এবং মুখ ডান দিকে বাকা দেখিয়া আর্শিকা প্রদানের অর্দ্ধ ঘণ্টা পর ফেরম-ফস ১২x ৪টা ট্যাবলেট, কালী-ফস ৩x, ৪ ট্যাবলেট এবং ম্যাগ-ফস ৬x ৪ ট্যাবলেট এক সঙ্গে গরম জলে গুলিয়া খাইতে দেই। ইহার অর্দ্ধ ঘণ্টা পর গুনরায় ক্যাঙ্ক-ফ্লোর ৬x ৪ ট্যাবলেট পূর্বের তায় গরম জলে গুলিয়া খাইতে দেওয়া হয়। এই দুই দফা বাইওকেমিক ঔষধ অর্দ্ধ ঘণ্টাস্তর পর্যায়ক্রমে খাইতে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এতদ্বির প্রত্যহ প্রাতে, বৈকালে ও রাত্রে আর্শিকা ৩০ দেওয়ার ও উপদেশ দেওয়া যায়। দ্বিতীয় দিন রোগিনীর উচ্চ নাসারব দৃষ্টে ২১ ডোজ ওপিয়ম ৩০ দেওয়া হইয়াছিল। এই সব ঔষধ নিয়মিত ভাবে ব্যবহারের বলে রোগিনী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন। বায় পার্শের প্যারালিসিস্ দৃষ্টে, মধ্য মধ্য ল্যাকেসিস ৩০ দেওয়া হইয়াছিল। ইহার পর রোগিনী বত দিন জীবিত ছিলেন ততদিন এই রোগের আক্রমণ আর উপস্থিত হয় নাই। ইহার চার বৎসর পর নিউমোনিয়া রোগে অফঃস্বলে এই রোগিনীর মৃত্যু ঘটে।

আরও ষাটটি রোগীও লক্ষণ দৃষ্টে পূর্বোক্ত ঔষধ সকল ব্যবহার করায় সম্পূর্ণ নিরাময় হইয়াছেন। এই সব রোগীর প্রারম্ভাবস্থায় লক্ষণ দৃষ্টে আর্শিকা ৩০, গুনরেন ৩০, ওপিয়ম ৩০ এবং ল্যাকেসিস ৩০ এবং স্বেলেডোনা ৩০ ও দেওয়া হইয়াছিল।

Appendicitis—এপেন্ডিসাইটিস্ ।

উপাঙ্গ-প্রদাহ

অস্ত্রের ভার্শিফর্ম্ এপেন্ডিক্স (Vermiform appendix) নামক উপাঙ্গের প্রদাহকে এপেন্ডিসাইটিস্ বলে। নিম্নোদ্ভবের দক্ষিণ শ্রোণিগহ্বরে (right iliac-fossa) এই ভার্শিফর্ম্-এপেন্ডিক্স অবস্থিত। এই রোগের সূচনায় (১) তলপেটে, বিশেষতঃ দক্ষিণ শ্রোণিগহ্বরে হঠাৎ বেদনা জন্মে। (২) দক্ষিণ শ্রোণিগহ্বরে হস্ত দ্বারা স্পর্শে অত্যন্ত বেদনা অনুভূত হয়, কোন প্রকার চাপ সহ্য হয় না। (৩) দক্ষিণ রেক্তাস্ পেশীর (Rectus muscle) অত্যন্ত দৃঢ়তা বা কাঠি (rigidity) জন্মে একত্র বোগী পা মেলিতে পারে না। (৪) প্রদাহ সহ অস্বাভাবিক জ্বর উৎপন্ন হয়। (৫) দিহ্বার-লেপ ও কোষ্ঠ কাঠি উৎপন্ন হয়। কদাচিত্ অন্তিসারও জন্মিয়া থাকে। (৬) রোগের প্রারম্ভাবস্থায় প্রচাপনে প্রথম নিম্নোদ্ভবের ক্ষীণতা ও পরে টিউনার বা ফোটকের স্পর্শ কঠিন স্থান অনুভূত হয়।

প্রথম হইতে উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিলে ক্ষীণতা প্রায়ই বিলীন হইয়া রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে, নতুবা পূৰ্ণ জন্মিয়া থাকিয়া থাকে। উপযুক্ত বাইওকেকিম বা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় এই রোগ প্রায়ই আরোগ্য হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।

রোগের প্রারম্ভাবস্থায় কিরম-ফস ১২× ও কালী-মিউর ৩×, পর্যায় ক্রমে ঘন ঘন উষ্ণ জল সহ ব্যবহার করিলে সহজেই ক্ষীণতা বিলীন ও বেদনা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। উদরের ক্ষীণতায় ও বেদনায় আধিক্যে স্যাগ-ফস ৬× এবং ক্যাস্ক-ফস ১২× একত্রে

মিলাইয়া গরম জলসহ খাইতে দিলে গহ্বর বেদনা হ্রাস প্রাপ্ত হয় ও ক্ষীণতা কমিয়া থাকে। পুষ সঞ্চিত হইয়া পাকিবার উপক্রম হইলে অথবা পাকিয়া থাকিলে সিলিশিয়া ৬× বা ৩০× ব্যবহার করিলে স্ফোটক ফাটিয়া যায়। এই অবস্থায় লক্ষণের সাদৃশ্য থাকিলে সিলির পর ক্যাব-সলফ ৩× ব্যবহৃত হইতে পারে। এষ্ট রোগে হোমিওপ্যাথি মতে দেনোডোনা ১× শ্রেষ্ঠ ঔষধ। প্রারম্ভাবস্থায় ইহা ব্যবহার করিলে তত্ত্ব ঔষধের বড় প্রয়োজন হয় না! পুষোৎপত্তিতে ও অভ্যস্ত বেদনায় হিপার সলফ ৬× বা ২০০ অথবা সিলিশিয়া ২০০ ব্যবহাবেও বেশ ফল পাওয়া যায়। আমরা এই রোগের যতগুলি রোগী দেখিয়াছি সকলেই আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। বাহুল্য ভয়ে নানোন্মেষ করিলাম না।

এই রোগে রোগীকে চল, ডাবের জল লিমনেড্ অথবা সুগার অব-মিল্ক জলে গুলিয়া প্রদান ভিন্ন অন্য কোন প্রকার শক্ত খাদ্য (Solid food) ব্যবস্থা করিবেনা। প্রারম্ভাবস্থায় ঠাণ্ডা বাফা প্ররোগ (Ice bag) অতিশয় উপকারী। রোগীকে নড়িতে চড়িতে দিবে না। প্রথমাবস্থায় ডুশ্বারা অল্প পরিষ্কার করিয়া ফেলা উচিত।

Appetite—এপিটাইট—ক্ষুধা ।

ক্ষুধার বৈলক্ষণ্য শরীরের আত্যন্তরিক কোনও রোগের জ্ঞাপক। কোনও বস্তুবিশেষ বা সকল প্রকার খাদ্য দ্রব্যেই অরুচি-লক্ষণ থাকিলে নিশ্চয় জানিবে ‘প্রকৃতি’ উহা চায় না। অরুচি সহকারে কোনও বিশেষ দ্রব্যের প্রতি আকাজ্জা থাকিলে উহা খাইতে দেওয়া মন্দ নহে। প্রকৃতি যে জিনিষ চায়, আকাজ্জা দ্বারা উহাই প্রকাশ পায়। কোনও রোগের

ভোগকালে অনেক সময় দৃষ্ট ক্ষুধা (false appetite) দেখা যায়।
এবিশেষে সতর্ক থাকা দরকার। যে তিনিযে রুচি থাকে, তাহা খুব বেশী
করিয়া দিবে না, স্বেচ্ছা রাখিয়া থাইতে দিবে।

(চিকিৎসা)

ফির-ফস।—জরতাব সহ ক্ষুধাহীনতা।

কার-ফস।—বদহজম বা রক্তহীনতা সচকারে ক্ষুধাহীনতা।

নেট্রাম-ফস।—আমাশয়ের (ষ্টমাক্) অল্প লক্ষণ সহ ক্ষুধা
মান্দা, বুক জালা।

কালৌ-ফস।—টাইফয়েড্ ফিবার বা অপর কোনও ক্ষয়কারী
রোগের পর দুর্বল্য ক্ষুধা। থাইলেও ক্ষুধার নিবৃত্তি জন্মে না। না থাইলে
অতিশয় কষ্ট বোধ হয়।

Arthritis--আর্থ্রাইটিস।

সন্ধিবাত, সন্ধিপ্রদাহ

(সংক্ষিপ্ত চিকিৎসা)।

ফির-ফস। তরগাবস্থায় জ্বর, উত্তাপ ও বেদনা কমাইবার পক্ষে
ইটা বিশেষ উপকারী। পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করা কর্তব্য; জ্বর ছাড়িয়া
গেলে অপর কোনও ব্যবস্থার ঔষধের সহিত পর্যায়ক্রমে দিবে।

ন্যাট্র-সল।—তরুণ রোগে ফির-ফসের সহিত পর্যায়ক্রমে।
পুরাতন রোগে শুধু এই ঔষধই বিশেষ ফলপ্রদ। সন্ধিবাত ও কটিবাত,
বিশেষতঃ রোগীর পৈত্তিক ধাতু প্রকৃতি এবং শুষ্ক ভোজন বিলাসের ফলে

রোগোৎপন্ন হইয়া থাকিলে ইহা সবিশেষ উপযোগী । জিহ্বার বর্ণও দ্রষ্টব্য ।

শ্যাটি-ফস :—সন্ধির সকল প্রকার বাতেই, বিশেষতঃ রোগীর অগ্নরোগ থাকিলে ইহা বিশেষ উপকারী । জিহ্বার মূল-দেশে অগ্নের স্থান পীতবর্ণের লেপ ইহার বিশেষ পরিচালক লক্ষণ ।

Ascites—শোথ

(ড্রপসি দ্রষ্টব্য)

Asthma—এজমা

শ্বাস-কাসি, হাঁপানি ।

“এজমা” ইহা একটা গ্রীক শব্দ । ইহার অর্থ বাদ্য প্রাপ্তির জ্ব হাঁপানি বা শ্বাসি খাওয়া । আক্ষেপিক শ্বাসকষ্ট সহকারে বক্ষঃস্থলে সাঁই সাঁই শব্দ ও কষিয়া ধরার স্থায় জাঁট জাঁট বোধ এই রোগের লক্ষণ ।

নানা কারণে এই রোগের উৎপত্তি হইতে পারে । ফুসফুসের বায়ুবাহী নলগুলি (bronchial tubes) পেশী দ্বারা বেষ্টিত । এই পেশীর আক্ষেপ জন্মিলে বায়ুবাহী নলগুলি সংকুচিত হইয়া পড়ে । বায়ুবাহী নলের সংকোচন জন্মাই শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট ও বৃক্কের ভিতর সাঁই সাঁই শব্দ হইয়া থাকে । এই রোগ অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক, কিন্তু প্রাণনাশক নহে । পিতামাতার এই রোগ থাকিলে সন্তানসন্ততিক্রমে চলিতে থাকে ।

বাইওকেমিক প্যাথলজি অনুসারে হাঁপানি রোগের নিদান।—রক্তে কোনও একটা বা ততোধিক ইন্-অর্গ্যানিক পদার্থের অভাব হইলে কতকগুলি অর্গ্যানিক পদার্থ অকার্য্যকারী হওয়া বিধায় প্রকৃতি উহাদিগকে শরীর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে চেষ্টা করে। উক্ত অর্গ্যানিক পদার্থ সমূহ শ্বাস-পথে বহির্গত হইবার কালে শ্বাস-যন্ত্রের উত্তেজনা জন্মায়। এই উত্তেজনা বশতঃই বায়ুবাণী নলীর আক্ষেপ জন্মিয়া হাঁপানি রোগের সৃষ্টি হইয়া থাকে।

(চিকিৎসা)

ক্যাল-ফস।—পরিষ্কার, হৃৎস্থ শ্লেষ্মা নিপীড়ন বিশিষ্ট রোগ। শ্বাস হইতে উঠিবার কালে শিশুর শ্বাস-রোধের আবেশ (ল্যাট-ফস)। গাঢ়, পীতবর্ণ নিপীড়ন। অল্প ঔষধ ব্যবহার করা হইলেও মধ্যে মধ্যে ইহা ব্যবহার্য্য।

কালী-ফস।—শ্বাস রোধের আশঙ্কায় ৩ x ৫ ক্রমের বিচূর্ণ অধিক মাত্রায় পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিলে অতি উত্তম ফল দর্শে। যৎসামান্য আহারেই শ্বাসের আবেশ। ইহা শ্বাস-কষ্টের সর্বাগ্রধান ঔষধ।

কালী-মিউন।—আমাশয়ের (ষ্টমাক্) বিশৃঙ্খলা সংযুক্ত শ্বাস-কাস; শ্বेत লেপাবৃত জিহ্বা, যকৃতের ক্রিয়ার বৈষম্য, কোষ্ঠকাঠিন্য। গাঢ় শুভ্র, হৃৎস্থ শ্লেষ্মা, তুলিয়া ফেলিতে অতিশয় কষ্ট হয়। শ্বাসের জন্ত কালী-ফসের সহিত পর্যায়ক্রমে।

কালী-সল।—পাতলা, পীতবর্ণ শ্লেষ্মাবিশিষ্ট শ্বাস-কাস। কাসিলে সহজেই শ্লেষ্মা উঠিয়া আসে। উষ্ণ গৃহে বা গ্রীষ্মকালে বৃদ্ধি; বিমুক্ত ঠাণ্ডা বায়ুতে উপশম।

ন্যাট-মিউর।—পরিষ্কার, ফেনিল ধোয়া নিষ্ঠীবনবিশিষ্ট খাস-কাস ; চক্ষু এবং নাসিকা ইহাতে জলবৎ শ্রাব। খাসের জন্তু কালী-ফসের সহিত পর্যায়ক্রমে।

ম্যাপ-ফস।—কষ্টকর উদারাম্বান বা বক্ষে অত্যন্ত আক্ষেপিক আকৃষ্টন অমুভব সংযুক্ত হাঁপানি।

ক্যাক-ফ্রো।—কাসিলে বহু কষ্টে পাতবর্ণ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিষ্ঠীবনবৎ থণ্ড উঠিয়া আইসে। খাসে পর্যায়ক্রমে কালী-ফস ব্যবহায্য।

ম্যাটি-সল।—পরীক্ষা দ্বারা বিশেষরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, এই ঔষধ শিশুদিগের রোগে বিশেষ ফলপ্রদ। আর্দ্রতায় ও আর্দ্র ঋতুতে বৃদ্ধি। এই ঔষধের প্রকৃতিসিদ্ধ নিষ্ঠীবন, জিহবার বর্ণ ও প্রাতঃকালীন অতিশয় ইহার বিশেষ পরিচালক লক্ষণ।

নেট্রাম-ফস।—গাঢ় পীতবর্ণের নিষ্ঠীবনযুক্ত খাস-কাসে ইহা সুন্দর উপযোগী।

সিনিসিশিফ্রা।—খাস গ্রহণে অতিশয় কষ্ট, বিমুক্ত বায়ুতে থাকিবার একান্ত আবশ্যকতা। কৌলিক রোগে, রোগের মূলোচ্ছেদের নিমিত্ত ম্যাট-সলের সহিত পর্যায়ক্রমে। খাসের জন্তু কালী-ফসের সহিত পর্যায়ক্রমে।

পথ্যাপথ্য।—খাস রোগে গুরুপাক দ্রব্য ও অতিভোজন নিষিদ্ধ। দ্বারা স্নান, বিমল বায়ু সেবন ও অল্প অল্প বিচরণ (হাঁটা) উপকারী। স্ত্রী-সংসর্গ ও অতি পরিশ্রম নিষিদ্ধ। মূলা, পটোল, বেগুন, গোধূম, যব ও উষ্ণজল পান সুব্যবস্থেয়। বারংবার অল্প অল্প আহার করিবে, কিন্তু কখনও উদর পূর্ণ করিয়া থাইবে না।

চিকিৎসিত রোগী।

(১) ৪২ বৎসর বয়স্কা জনৈক মহিলা কয়েক বৎসর যাবৎ খাস-কাসে ভুগিতেছিলেন। তাঁহার নিষ্ঠীবনের সবজ্ঞান ছিল ও উহা প্রভূত

পরিমাণে নিম্ন হইত। টেট্রামসক ৬X, ৩ ঘণ্টার দেওয়ান নিম্নমানের (শ্লেষ্মা) রোগের পরিবর্তন ও পরিমাণের স্বল্পতা জন্য। এই ঔষধ প্রয়োগের পূর্বে যখনই রোগের আবেশ হইত, তখন কতিপয় সপ্তাহ পর্যন্ত স্থায়ী হইত; কিন্তু ইংগন কয়েক মাত্রা মাত্র ব্যবহার করায় শ্লেষ্মা অব একবারেই হ্রাসিত হইয়াছিল। ইংগনে বুঝা গেল এক্ষেত্রে এই ঔষধ রোগের মূলদেশে কার্য করিয়াছে।

(২) একজন ভদ্র লোকের ২১-বাসের এক প্রবল আবেশ উপস্থিত হইত যে, বহু দূর হইতেই তাঁহার আগমনের বিষয় জানা যাইত। ভদ্রনোকটির আকৃতি ২২ ও ২৭ গুণ বর্জিত ছিল। বংশ কাহারও শ্বাস-রোগ ছাড়া অন্য রোগ নাই। রোগী বসিষ্ঠ ছিল। ১ টি, বিস্তৃত তারক বকু প্রদর্শিত ছিল। শ্বাস-রোগে কালে বঙ্গ পর্বতীয় বৃহৎ বায়ুনী-ভূতের দিকটে ব্যর্থিত আর কে থাকে (Coarse race) ব্যর্থিত আর কোনও প্রকার ধ্বনি শুনে পায়েরা যায় নাহ। এংগন তাঁহার এক প্রকার শ্বাসেব আবেশ হয় যে, ভীতনে আর কখনও এক প্রকার হয় নাই। টেট্রামসক ২০০ X একমাত্রা মাত্র সেবনে ইংগন সপ্ত উপশম হয় এবং পরে মাঝে মাঝে এই ঔষধ সেবনে বহুকাল পর্যন্ত তাঁহার আর এই রোগের আবেশ উপস্থিত হয় নাই।

(৩) একজন সন্ত্রাস্ত জমিদারের যুবক পুত্র কতিপয় বৎসর যাবৎ হাঁপানি রোগে ভুগিতেছিলেন। এই রোগে সচরাচর ব্যবহৃত ঔষধ ব্যবহারে বিশেষ কোন উপকার পাওয়া যায় নাই। কালো-ফস ও কালো-মিউর ব্যবহারে অতি মৃদু এই রোগী আবেগা হয়।

Atrophy—এট্রফি।

(একান্ত বা সর্বদাঙ্গের শীর্ণতা)

পরিদৃশ্যমান কোনও কারণ ব্যতীত শারীরিক কোনও বিধান, যন্ত্র বা পেশীর শীর্ণতাকে এট্রফি, ম্যারাস্মস্ বা ইমাসিয়েসন বলে। পুষ্টিকর বা পর্যাপ্ত আহরণের অভাব, পরিপাক যন্ত্রের পীড়া বা দ্রবলতা; বশতঃ ভুক্ত দ্রব্যের অজীর্ণতা, উদরে কৃমির বিদ্যমানতা ইত্যাদি এই রোগের কারণ। শিশু ও বালকদিগের ইন্ফ্যান্টাইল লিভার, স্ক্রফিউলা, টেবিস্ মেসেনট্রিকা প্রভৃতি হইতেই শীর্ণতা জন্মিয়া থাকে।

(সংক্ষিপ্ত চিকিৎসা)

ন্যাট ফস। শুষ্ক হৃৎকের পরিবর্তে দোতলে করিয়া কৃত্রিম দৃষ্ক পান করাতে শিশুর শীর্ণতা জন্মিয়া থাকিলে। উদরের ক্ষীণতা; বৃহৎ বক্রং। খাইবার পর উদর বেদনা। অপরিপাচিত ভুক্ত দ্রব্য সংযুক্ত মল।

ন্যাট সল।—কোলিক মাষক দোষ; ক্ষীণ উদর, উদরে অতিশয় শুড়্ শুড়্ ছড়্ ছড়্ শব্দ। পীতঃর্ণ জলবৎ, সবেগে নিঃসারিত মল; প্রাতে নড়িবার চড়িবার উপক্রমে বৃদ্ধি।

সিলিশিয়া।—শরীরের শীর্ণতা, কিন্তু মস্তকের বৃহত্তা। সহজেই শিশুর শরীর উদ্বেক; অতিশয় স্নায়বীয়তা (খিচাথচে স্বভাব) ও ক্রোধের উদ্বেক। মুখমণ্ডলের শীর্ণতা ও জরাগীর্ণতা। মাতৃস্তনে অঙ্গুগ, উহা খাইলেই বমি হয়। জলবৎ, হর্গন্ধি মল। ঋতু একটু পরিবর্তনেই শীর্ণতা।

কালী-ফস।—পেশীর শীর্ণতা সংযুক্ত অথবা যে কোন কারণেই হউক শীর্ণতার সহিত মলে অতিশয় দর্গন্ধ থাকিলে ইহা আবশ্যক।

ক্যাক্স-ফস ১।—কৌলিক রোগে অল্প কোন ব্যবস্থের ঔষধের সহিত পর্যায়ক্রমে । শ্লফিউলাগ্রস্ত শিশুদের অস্থি আক্রান্ত হইলে ; খাওয়া দাওয়া ছীর্ণ হয় না । অত্যন্ত দুর্বলতা ও দস্তোদ্যমে বিলম্ব সংযুক্ত শীর্ণতা ।

নাট মিউন —মুখমণ্ডলের মূৰ্ছ, শিশুদিগের গ্রীবার শীর্ণতা এবং ছাট-মিউরের আর আর বিশেষ লক্ষণ বিদ্যমান থাকলে । শিশুর কথা বলিতে শিখিতে বিঘ্ন । কোষ্ঠ কাঠিও ।

Back ache—বাক্ এক ; কটি বেদনা

(সংক্ষিপ্ত চিকিৎসা)

ক্যাক্স-ফস ৬x, ১২x ।—অবশতা, শীতলতা ও তৎসহ সিঁড়ি সিঁড়ানি বা তুড়তুড়ানি সংযুক্ত কটিবেদনা । রাত্রে ও বিশ্রাম কালে বৃদ্ধি । ফির-ফস ১২x সহ পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য । প্রাতে জাগিবা মাত্র কটিদেশে বেদনা অন্ততঃ ।

কালী সলফ ৬x ।—উষ্ণ গৃহেও অপরোক্ষে বেদনার বৃদ্ধি এবং শীতল বিষম বায়ুতে উপশম । বেদনা নড়িয়া চড়িয়া বেড়ায় ।

ম্যাগ-ফস ৬x ।—খননবৎ ও তিরবিদ্ধ বঃ বা চিড়িকমারার স্থায় বেদনা । এই বেদনা নড়িয়া চড়িয়া বেড়ায় ও উষ্ণতার উপশমিত হয় ।

নেট্রাম ফস ৬x ।—প্রাতে জাগিবা মাত্র কটির অভ্যন্তর দিগে বেদনা অন্ততঃ ।

সিলিশিয়া।—আফেপিক ও আকর্ষণবৎ বেদনা, বৈশীক স্থির ভাবে শুইয়া থাকিতে হয়। মেরুদণ্ডের অভ্যন্তর দিয়া অবিরাম মুহূ বেদনা।

ফিল্লকস — বটিকা, কুচক্কে এবং বৃক্ক-অঙ্গদেশে বেদনা। কেবল নড়িলে চাড়িলে বেদনা অনুভূত হয়। ইহা একই যোগ্য প্রায় অমোঘ ঔষধ।

কাক ফ্লোন্স।—বটিকাদেশে বেদনা। কোষ্ঠদ্বারা যে যাক্ত তাহা পূর্ণতা ও জ্বালা। সদ্যনেন উপায় বেদনান প্রাপ্ত, 'বচ' কমলাক
হাঁটিতে থা'র' উদ্যম উপায় (কা'র' তা)।

ন্যাউ মিউ।—কোন কঠোর এবং উষ্ণ পদ কটিদেশে বা উপশম। ভিহ্নার প্রকৃতদিক্ দেশ, কেন্দ্র লালা। বহুক্ষণ অবশিষ্ট হইয়া থাকার পর বটিকে প্রদত্ত বেদনা। কঠোর জ্বালা, প্রাতে বৃদ্ধি। মেরুদণ্ডের অভ্যন্তর সম্পর্কিত। ঐীর তরুণ ও পিতৃ। অত্যন্ত দুর্বলতা ও ক্রান্তি।

ন্যাউ সল।—সমস্ত রাজি ব্যাপিয়া কটিতে ক্ষতবে বেদনা। কেবল দীক্ষণ পার্শ্বে তর দিয়ঃ শুইয়া থাকিতে পারা যায়। মেরুদণ্ডের এবং ঔঁবার উপর হইতে নীচ পর্যন্ত অতবে ব্যথিত।

কালী মিউ ৩X।—কিঞ্চ ফসে উপকার না দর্শনে তৎপর ব্যবহার্য।

কালী ফস ৩X।—বেদনার খোঁড়াইয়া হাঁটিতে হয়। আস্তে আস্তে হাটিলে ক্রমঃ বেদনা ও সূক্ষতার অনেকটা উপশম। বেশী হাঁটিলে বৃদ্ধি। প্রথম সঞ্চলনকালে বেদনার বৃদ্ধি। (বেদনা বৃষ্টব্য)।

চিকিৎসিত রোগী ।

(১) এক ব্যক্তির প্রবল ঘূৰ্ণেৎ পৃষ্ঠবেদনা ছিল । এই বেদনা সময় সময় কেবল পূৰ্ব্বাহ্নেই উপস্থিত হত, আবার সময় সময় সারারাত্রিও ভোগ করিত । কাজ কারবার কালে সন্তকের উপরে হাত তুলিতে পারিত না । সৰ্বদা নড়া চড়া কারলে ও সম্মুখের দিকের কাজ কারবার কালে অনেকটা উপশম বোধ করিত । হাঁজ চেয়ারে বসিয়া থাকিবার কালেও উপশম বোধ হত । উপরের দিকে তাঁঁকাইবার কালে ঘাড় আড়ষ্টবৎ (stiffness) বোধ হত । দুই সপ্তাহ পৰ্য্যন্ত একদিন রাত্রে ক্যাঙ্ক-ফ্রো ১২ X এক মাত্রা ও পরদিন রাত্রে নেট্রান-মটর ৩০ X একমাত্রা, এইরূপ প্রাতি রাত্রে এই এই ঔষধ পৰ্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করা হয় । ২৩ মাত্রা ঔষধ সেবনের পরেই রোগী ভাল বোধ করিতে থাকে ; কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই রোগী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হয় ।

Bites of Insects-বাইটস্ অব-ইনসেক্টস, কীটাদির ছল-বেধ ।

(সংক্ষিপ্ত 'চিকিৎসা)

নেট্রান মিটর ৩০ X ।—আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক । যত শীঘ্র সম্ভব এত ঔষধে লোশন (নিম্ন ক্রম) প্রস্তুত স্থানে প্রয়োগ করিবে অথবা শুষ্ক বিচূর্ণ উক্ত স্থান মর্দন কারবে । হাতে অতি সঘর বেদনা দূরীকৃত হয় । নিম্নক্রমের ঔষধও ফলপ্রদ । এত ঔষধ ব্যবহারে আমরা সকলপ্রকার বিষাক্ত কীটের ছলবেধেই ফল পাইয়াছি ।

Bones Diseases of-বোনস্ ডিজিজেস্ অব ; অস্থির রোগ ।

(সংক্ষিপ্ত চিকিৎসা)

অ্যাপ-ফ্রস।—স্পাইনা ভেনটোসা। ক্যাক্সফ্রার সহ পথ্যাক্রমে।

ক্যাক ফ্রস।—অস্থির কোমলতা ও দুর্বলত, অস্থি-গ্লে ইহা ব্যবহার করিলে দ্রুত জোড়া লাগে। টিকোটম, মেরুদণ্ডের বক্রতা ইত্যাদি। অস্থি-দাগ লাগা।

সিলিসিডিয়া।—প্রায় সকল প্রকার অস্থির রোগেই সিলিসিডিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অস্থি-অত হইতে গাঁড়, দীতবর্ণ দুর্গন্ধ দৃশ্য এবং ইহার প্রয়োগ লক্ষণ। উরু অস্থির রোগ। সকল প্রকার প্রাণের অতিশয় দুর্গন্ধ। অস্থি-দাগ লাগিলে ইহা দ্রুত উৎকৃষ্ট ফল প্রাপ্ত হয়। অস্থির বোন অংশ নষ্ট হইলে ইহা সেবনে ইহা বাধিত হইয়া যায়।

ক্যাক্স ফ্রস।—অস্থি হইতে নিঃসৃত আব অস্থির উপর কঠিন, ককর্ণ আবরণ উৎপন্ন করিলে। উপদংশ ও পারদেয় ফলে অস্থি অক্ষত হইলে। প্রাতিষ্ঠানিক রোগে নাস্তি অক্রমণ করিলে ও উৎকৃষ্ট অতিশয় দুর্গন্ধ থাকিলে। অস্থির টিউমার। অতিময় বিবর্জন। অস্থির রোগের ফলে উদরে ফোটকের উৎপত্তি।

ক্যাক্স সল।—এই ঔষধের প্রকৃতিগত লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে অস্থি-অত ব্যবহার্য। দ্রুত অস্থির শর্পতা।

ফ্রস।—অস্থির রোগে, কোমলাংশের প্রদাহ, উত্তপ্ততা ও বেদনা থাকিলে। উরুদ্বির রোগে ইহা প্রদান ঔষধ। অস্থির ও অস্থি-বেষ্টের প্রদাহ।

কালী মিউন :—অস্থি ও অস্থিবেষ্টের প্রদাহের দ্বিতীয়াবস্থায়।

কালী ফস :—দুর্গন্ধি অতিসার সহ অস্থির শীর্ণতা।

নেত্রীম সলফ :—সাইকোসিস। অস্থিতে বেদনা; সন্ধিতে বড় কড়শক; সন্ধির শুষ্কতা।

ন্যাট সল :—মাংসক ধাতু; অস্থিতে বেদনা, সন্ধির বিদরণ; জাহ্নব আড়ষ্টতা।

(চিকিৎসিত রোগী)

(১) একটি বালিকা ৫ বৎসর বয়ঃক্রম কালেও হাঁটিতে বা মাথা সোজা করিতে সমর্থ হইয়াছিল না। মস্তকের অস্থির অসংযোজনতা ছিল। প্রায় প্রত্যাহই আক্ষেপ বা স্প্যাজ্ম জন্মিত। অস্থির অস্থি দেখিয়া ৫ মাসের শিশুর অস্থি অপেক্ষা দেখী পৃষ্ঠে বড়ো মনে হইত না। ক্যান্স-ফস, ম্যাগ-ফস ও ক্যালী-ফস এই ৩টা ঔষধ পর্যায়ক্রমে কতিপয় মাস ব্যবহার করায় বালিকাটির অবস্থার এত উন্নতি হইয়াছিল যে, তাহার পিতামাতা চিকিৎসককে কি বলিয়া প্রত্যাশা দিবেন সে ভাবা খুলিয়া পাইলেন না। কিন্তু তৎপরে তাহার স্থানান্তরে চলিয়া যাওয়ার এই রোগীর আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

(২) ১৮ মাসের একটি শিশুর আকৃতি খুব ছোট ও হাড়ের বিধানের (উপাদান পদার্থ) নূনতা ছিল। ৪টা শীত আর দাঁত উঠে নাই, এক প-ও হাঁটিতে পারিত না। মস্তকের সন্ধি সংযোজক স্থল বিমুক্ত ছিল। মুখের পাণ্ডুরতা ও স্নায়বিক প্রকৃতি ছিল। প্রত্যাহ জলের সহিত ক্যান্স-ফস ও ক্যালীফস দেওয়া যায়। প্রথম ঔষধ সেবনের কাল হইতে দুই মাস পর জানা গেল শিশুটির ১১টা দাঁত উঠিয়াছে, মস্তকের বিমুক্ত

অস্থি সকল সংযোজিত হইয়াছে এবং এখন সে হাঁটিতে পারে। দীর্ঘ উত্তীর্ণ কালে শিশুদের সচরাচর যে সকল উদ্ভ্রা উপস্থিত হইয়া থাকে, এই শিশুও তাহা কিছুই হইয়াছিল না। যে কয়েক পরে শিশুটিকে দেখিত সে-ই তাহার চিকিৎসার একটা অশ্রুত ফল স্বরূপে মন্তব্য প্রকাশ করিত।

(৩) ১৪ বৎসর বয়স্কা একটা পিতৃমৃত্যুহীন বাগিকা অনেক দিন যাবৎ পায়ের বোনে ভুগিতেছিল ও চিকিৎসিত হইয়া আসিতেছিল। চিকিৎসকগণ কোন প্রকার চিকিৎসার ফল না পাইয়া অবশেষে স্থির করিলেন যে পা-খানি কাটা ফেলিতে হইবে। ইহাতে তাহার আত্মীয়গণ বিবেচ্য আতঙ্কিত হইয়া চিকিৎসা প্রণালী পারবন্ধন করিতে স্থির করিলেন ও বাইওকেমিক মতে চিকিৎসা করা সাব্যস্ত করিলেন। প্রতি ঘণ্টায় ১ মাত্রা দিলিথিয়া ৩০ X দৃঢ়তার সহিত সেবন ও হঠাৎ গোশনসিক্ত পিণ্ড রোগাক্রান্ত স্থানে প্রয়োগ করা হয়। ৪৫ দিন চাড়ে ও ক্ষতের অবস্থার এই উন্নতি দেখা গেল যে পা-খানি কাটা ফেলিতে হইবে এ আশঙ্কা আর বহিল না। হঠাৎ পর আরও কিছুদিন কেবল এই ঔষধ প্রয়োগ করা হয়, তাহাতেও রোগিণী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করে।

(৪) ৬০ বৎসর বয়স্ক ভট্টের পত্নী “ফিমার” নামক দীর্ঘ অস্থি ভাঙ্গিয়া যায়। শেষে সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও উহা জোড়া লাগে নাহ। বাইওকেমিক মতে চাবৎসাকালে প্রথম প্রথম প্রতি রাতে ১ মাত্রা ক্যালক-ফল ও পরে ১ দিন পর ১ দিন রাতে হইয়া দেওয়া যায়। হঠাৎ অতি সত্বর হাড় জোড়া লাগে। ইহার ১০ মাস পর এই রোগীর ঐ হাড়ের নিম্নদেশ আবার ভাঙ্গিয়া যায়। তখনও এই ঔষধ সেবনে দুই মাসের উহা জোড়া লাগে।

(৫) দুইটা রোগীর হাড়ে টিউমার জন্মে। দেশের শ্রেষ্ঠ সার্জনগণ অস্ত্র করা সাব্যস্ত করেন। কিন্তু ক্যালক-ফ্লোয় ১২ X ব্যবহার করায়

উভয়েই ভাল হয় । ঔষধ সেবনের পর অল্পকাল মধ্যেই বেদনা ও টিউমার হ্রস্ব-হ কমিতে থাকে ।

(৬) গ্রন্থকারের তৃতীয় পুত্র শ্রীযান্ রবীন্দ্র স্কুলে যাইবার সময় একখানা ঘোড়ার গাড়ীর নীচে পড়িয় যয় এবং উঠার ফলে একখানি পায়ে 'টিবিসিয়া' হাড়খান ভাঙ্গিয়া ছই টুকড়া হয় । তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে নিয়া ভগ্ন অস্থি সংযোজন করাইয়া প্রাতে ও বৈকালে কালসিকস ১২ X দেওয়া হয় । ইহাতে আত্ম মৃদব ভগ্ন অস্থি হোড়া লাগে ।

(৭) ঢাকা জিলাব অন্তর্গত কলা ত্রয়া গ্রাম নিবাসী জনৈক ডাক্তারের (সার্ভ্‌এসস্ট্যান্ট সার্জন) এক পুত্রের মস্তকর অস্তি দালাকাল হইতেই ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে হইতে একতা পিরামিডে শীর্ষে ধারণ করিতে থাকে । একনি নারিকেলের মাংস (মাংস) কুজ পুত্র উদ্ধার দিকে রাখিলে যেরূপ দেখা, বাকটায় মস্তকর শীর্ষ ভাগ দিক মোহক্লপট দেখা হত । বোগীর পিতা স্বয়ং একজন ডাক্তার, সুতরাং এলোপ্যাথিক মতে চিকিৎসার কোনও ক্রটিই হয় নাই । ঢাকার যাবতীয় সার্জ্ঞা ও সিভিল সার্জ্ঞনকে এই বোগী দেখান হইয়াছিল এবং চিকৎসাও হইতেছিল । এই সব বিফল হইলে, বোগীর পিতা প্রকোক্ত ডাক্তার মহাশয় ছেলটীকে লইয়া কলিকাতা যান এবং তথাকার মোডক্যাল বোর্ডের প্লাবক চিকিৎসকদিগকে দেখান । এই বোগীর মস্তকের অস্থি স্বাভাবিক অকার ধারণ করিবে বা কার্যতে পারে একথা কেহই বলেন নাই । অবশেষে, যখন ছেলটীর বয়স অনুমান ১৮'১৯ বৎসর, তখন একদিন অপরা একজন ডাক্তারের মুখে গ্রন্থকারের চিকিৎসা প্রণালীর কথা শুনিয়া এবং বাইওকেমিক মতে গ্রন্থকারের কতকগুলি টিউমারের বোগীর ও

অস্থি রোগের রোগীর আরোগ্যের সংবাদ শুনিয়া পূর্বোক্ত ডাক্তার মহাশয় তদীয় ছেলেকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া গ্রন্থকারকে দেখান। রোগী দেখিয়াই বলা হয় যে, বাইওকেমিক চিকিৎসায় রোগীর মস্তকের অতি নিশ্চয়ই স্বাভাবিক আকার ধারণ করিবে। এই রোগীকে ক্যাল্ক-ফস ১২× এবং ক্যাল্ক-ফ্লোর ৬×, ৪ ট্যাবলেট মাত্রায় দিনে পর্যায়ক্রমে ৬ বার খাইবার বিধি দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে ক্যাল্ক-ফ্লোর ৬×, ১ ড্রাম ১ আউন্স পরিমাণ ভেসিটিনের সঙ্গে মিলাইয়া মস্তকের চুল চাঁচিয়া মস্তকে লাগাইতে ও উপদেশ দেওয়া যায়। ৩ মাস পরে বাহির হইতে দেখিলে রোগীর মস্তকের অস্থি অস্বাভাবিকত্ব কিছুই বোধ হইত না। আরও এবম্যনকাল পূর্বোক্ত ঔষধ পুকেরই স্নায়বাবহার করায় রোগীর মস্তকোস্থি স্বাভাবিক আকার ধারণ করে। ইহা দেখিয়া সকলেই অবাক হইয়া যান এবং বাইওকেমিক চিকিৎসার সুখ্যাতি করেন।

Brain Diseases—ব্রেইন ডিজিজেস

মস্তিষ্কের রোগ।

(সংক্ষেপ চিকিৎসা)

কালী-ফস।—স্নায়ুর লুপ্ত শক্তি পুনরুদ্ধারার্থ। অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম হস্ত মস্তিষ্কের অবসন্নতা ও তৎসহ ক্ষুধাশীনতা, বিষণ্ণতা, কণরোগিতা, অসহিষ্ণুতা এবং স্মৃতিক্ষীণতা ও নিদ্রাশীনতা। মস্তিষ্কের কোমলতায় কালী-মিউয়ের সহিত এবং ভাল সফরে ক্যাল্ক-ফসের সহিত

পর্যায়ক্রমে দিবে। স্নায়বিক দৌর্বল্য। মস্তকে আঘাত লাগার কুফল দরীকরণে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। তজ্জালুতা ও অনিদ্রা।

ফিফুফস :—মেনিঞ্জাইটিস, ব্রেইন ফিবার প্রভৃতি মস্তিষ্কের প্রাদাহিক রোগের প্রাণস্তাবস্থায় জ্বর এবং তাপ কমাইবার নিমিত্ত ইহা ব্যবহৃত হয়।

ক্যাক ফস :—মস্তিষ্কের দুর্বলতা ; সূক্ষ্মগুলের পাণ্ডুরতা ও শীর্ণতা, হস্ত-পদের শীতলতা, অবশতা, নৈশ-দগ্ধ, জনন-শক্তির অভাব ; মস্তকে জল সঞ্চয়, মস্তকাহ্নির অসংযোজন ;

ন্যাটিমিউর :—নিরুৎসাহিতা, বিম্বন্ধকর চিন্তা, প্রত্যেক বস্তুরই বন্দ দিক দর্শন, সংজ্ঞিত ভ্রান্ত্যাব ও অবসন্নতা, পিড়্, বিড়্, কদ্রিয় প্রলাপ বা কথা বণা।

ন্যাটি-সল :—মস্তকের উপবাহের পর মস্তিষ্কের ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য। মস্তকেব পশ্চাদ্দেশে প্রবল বেদনা।

অ্যাগ-ফলস :—মস্তকের রোগে আকোপক লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে। মস্তকে আঘাত লাগার পর দৃষ্টি শক্তির লাবণ।

ক্যাক-ফ্রোন্স :—মস্তকেব অভিতে টিউমার। রক্তগুন্ধ্য।

(মেনিঞ্জাইটিস দ্রষ্টব্য)।

(চিকিৎসিত রোগী)।

(১) ওঠেনিক হিসাব রক্ষকের অতিরক্ত খাটু'ন খাটিতে হইত। ইহাতে তাহার মস্তিষ্কের নানারূপ উপদ্রব উপস্থিত হয়। রাতে ঘুম হইত না, স্থিতি শক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং শরীরও অত্যন্ত ঢক্কল হইয়া পড়িয়াছিল। এতন্না সে চাকুরি ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়। তাহার নিকট কেহ গেলে

তাহার তাহা ভাল লাগিত না, খাটতে পারিত না, সকল বিষয়ই তাহার বিরক্তি উপাদান করত। তাহার Brain Fever হওয়ার উপক্রম হইয়াছিল। স্থান পরিবর্তন এবং ক্যালী-ফস ৩X ব্যবহারে রোগী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করে।

(২) চট্টনৈক অধিক বয়স্ক ব্যক্তি বহুদিনস্থায়ী মস্তিষ্কেব প্রদাহ রোগে ভুগেন ও পরে অসুস্থে অসুস্থে আরোগ্যের দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। কিন্তু এই সময় হইতে তাহার মস্তিষ্কেব সোহলতার লক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে। এইক্ষণে তিনি অত্যন্ত ঔষধ ত্যাগ করিয়া এই নবপ্রবর্তিত বাইওকেমিক ঔষধ পর্বীক্ষা করিয়া দেখিতে উচ্ছুক হন। বর্তমান লক্ষণ :—দাক্ষিণ্যের ব্যতিক্রম, সময় সময় সংজ্ঞালোপ ; তাহার উপর দিয়া গাড়ী ঘোড়া ইত্যাদি চলিয়া যাওয়ার উপক্রম হইলেও তাড়াতাড়ি সরিয়া বাইতে, অথবা লাটিয়া বাটবাব কালে সম্মুখে কোন বাধা থাকিলে হঠাৎ থামিতে অক্ষমতা ইত্যাদি : এতদ্ব্যতীত একাকী বাহিরে যাইতে দেওয়া নিষেধ ছিল না। ক্যালী-ফস ৩X ব্যবহারে এই রোগী আরোগ্য লাভ করে।

(৩) সংরক্ষকাবেব চিকিৎসা বোগে এবং মস্তিষ্কে ও মস্তিষ্কলতার ক্যালী-ফস ব্যবহার করিয়া সম্প্রদাহ চমৎকার ফল পাওয়া গিয়াছে। ছাত্র ও ছাত্রীগণের স্মৃতি শক্তির ক্ষয়তায় ইহা অমোঘ ঔষধ রূপে ব্যবহার হইয়াছে।

Brain Fag-ব্রেইন ফ্যাগ।

(মস্তিস্কের অবসন্নতা)

ক্যাফফস ১২ X।—স্নায়বিক দৌর্বল্য সহকারে নিকৃৎসাহিত্য, প্রভূত নৈশ ঘন্য, পাণ্ডুর, শীর্ণ, মুগাকৃৎ; জনন-শক্তির অভাব, দুর্বলতা বশতঃ কষ্ট-প্ৰদেব শীতলতা, নিদ্রাহীনতা, ক্ষুধাহীনতা ও অবশত-মুহূৰ্ত্ত।

সিলিসিকা ৩০ X।—কোন বিষয়ে মন স্থির রাপিতে পারা যায় না। অতিশয় উৎকর্ষ। পরিহত বা নির্বিকতে আশ্রয় ক্রান্তি বোধ, চিন্তা করিতে অসমর্থতা অতিশয় দুর্বলতা-মুহূৰ্ত্ত, যোগ্য ইচ্ছা কার্যে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু শীঘ্রই ক্রান্ত হইয়া আসে। বিশ্রাম বশিতে বাধ্য হয়।

কালী ফস ১ X, ৬ X, ৩০ X।—স্নায়বিক শক্তির পুনঃ প্রতিষ্ঠা। মানস ও স্নায়বিক দুর্বলতাজনিত সকল প্রকার উপসর্গের ইহা প্রধান ঔষধ।

নাটমিডল —নিদ্রাহীনতা সহকারে 'দুঃখ' বিষয়ে ভবিষ্যৎ ধী বথা বজিবাব পৰ আশ্রয় প্রদান।

ম্যাপ ফস —সমস্ত প্রকার 'নিদ্রাহীনতা' অর্থাৎ স্নায়বিক দৌর্বল্যে স্নায়ুশুলের ত্র্যাস চাড়কমাণ বেদনা, ক্রম্পন ও দুর্বলতা থাকিলে ইহা প্রধান ঔষধ।

(চিকিৎসিত রোগী)।

(১) জনৈক সার্ভান্থাক অত্যন্ত মস্তিস্কের পরিচালনার ফলে শারীরিক ও মানসিক অতিশয় একল হইয়া পড়েন। তাঁহার চিন্তা করিবার ক্ষমতা একেবারে লোপ পাষ্টয়াছিল। ব্যালী-ফস ৩X ব্যবহার বরিবার ও ল্লকাল পড়েই তাঁহার যাবতীয় উপদ্রবের শাস্তি জন্মে।

(২) ১৬ বৎসর বয়স্কা একটা ছাত্রী অতিরিক্ত অধ্যয়নের ফলে অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়ে। কিছুক্ষণ পড়িলেই আবার কতক্ষণ বিশ্রাম করিতে হইত, ব্যায়াম কালেও পুনঃ পুনঃ বিশ্রাম করিবার আবশ্যক হইত। পারীক্ষার রূপে কোনও বিষয় চিন্তা করিতে পারিত না। চিন্তনীয় কোন বিষয় আসিলেই প্রমাদ গণিত। কোন বিষয় মুখস্থ বলিতে গেলে গোলমাল হইয়া পড়ত। কেননা সে চিন্তনীয় বিষয়গুলি একত্র কবিত্তে পারিত না। শরীর অতিশয় শার্ব ও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। অধ্যয়ন ত্যাগ করিয়া স্থান পবিত্রের উপদেশ দিয়া সিলিশিয়া ৬X, ৪ বন্ট। অন্তর এক সপ্তাহ পর্যন্ত ব্যবহার করিতে দেওয়া যায়। পরে ১ সপ্তাহ বাদ দিয়া আবার পূর্বের ঔষ ১ সপ্তাহ এই ঔষ খাইতে বলা হয়। কতকদিন পর তাহার ব্যবহার লক্ষণ উপশমিত হয় ও সে পুনরায় স্কুলে ভর্তি হইতে ব্যর্থ হয়।

Bright's Disease-ব্রাইটস ডিজিজ

ব্রাইটস রোগ

ইহা মূত্র-গ্রন্থির (কিড্‌নি) বিধানবিকারজনিত এক প্রকার রোগ। মূত্রস্রাবের স্বল্পতা হেতু শীঘ্র শীঘ্র স্ফাঙ্গীন শোথ, দুর্বলতা ও রক্তস্রাব লক্ষণ প্রকাশ পায়। মূত্রে অণুলালের (এব্রুমেন) বিস্তারিততা এই রোগের বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ।

(সংক্ষিপ্ত চিকিৎসা)

ক্যাক্স-ফস ৬X এবং কালী-ফসই এই রোগের প্রধান ঔষধ। লক্ষণের সাদৃশ্য থাকিলে জাট-মিউর, জাট-ফন, অথবা ফিও-ফসেরও প্রয়োজন হইতে পারে। ক্যাক্স-ফস ৬X ক্রম ব্যবহার করাতেই অধিকাংশ রোগীই ফল দর্শে। ইহাতে কোন ফল না পাওঁলে ৩০X ক্রম ব্যবহার করিলে নিশ্চয়ই ফল দর্শিবে। এই ক্রমও বার্থ হইলে ২০০ X ক্রম ব্যবহার করিবে।

(চিকিৎসিত রোগী)

(১) স্বর্ণে টিনার পরবর্তী দুইটি ব্রাইটিস ডিজিজের রোগী পাওয়া যায়। মুত্র পরীক্ষায় Tube Casts এবং এরুমেন পাওয়া যায়। সর্বাঙ্গীন শোথ, হৃদপিণ্ডের এবং রেটিনার প্রদাহও (Retinitis) বিস্তারিত ছিল। রোগীর শরীরের বৈদ্য নিক বিনাম এবং উপহৃত স্থানিত দেখা যাওয়ায় ক্যাক্স-ফস ৬X ব্যবস্থা করা যায়। ইহাতে শীঘ্রই দুই বোগীই আরোগ্য লাভ করে। এই রোগে ক্যাক্স-ফস ব্যবহার করিয়া বহু রোগী আরোগ্য করা হইয়াছে।

Bronchitis-ব্রঙ্কাইটিস ।

বায়ু-নলী-ভুজ প্রদাহ ।

ফুস-ফুসের অভ্যন্তরস্থ বয়ুগাহী নলের শ্লেষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহকে বায়ুনলী-ভুজ-প্রদাহ বা ব্রঙ্কাইটিস বলে। সাদা রোগে কেবল নাসিকা ও গলার শ্লেষ্মিক ঝিল্লী আক্রান্ত হইয়া থাকে। প্রদাহ অধিক বিস্তৃত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নলে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িলে তুচ্ছ প্রাণী দ্বারা উহা সম্পূর্ণরূপে

অবরুদ্ধ হইয়া পড়ে। কাজেই খাসরুদ্ধ হইয়া রোগীর মৃত্যু ঘটে। প্রথমতঃ আনন্ত ও মাংসাধার, তৎপরে ক্রমে জ্বরভাব, বম্বঃস্থলে অকৃৎসন অনুভব, দ্রুত, বহিঃসাধ্য শ্বাস-প্রশ্বাস, গলার দ্রুতব হিম্‌টিস শব্দ, প্রথমে শুষ্ক কাস পরে আঠার ন্যায় ফেনিল কখন কখন বা বক্তামিশ্রিত শ্লেষ্মাবিশিষ্ট, অবশেষে গাঢ় হিম্‌দ্রাবর্ণ ও পূনঃবম্বঃ শ্লেষ্মা স্রাবসংযুক্ত কাস ইহার লক্ষণ। গলার হৃদ দ্রুত শব্দ, শ্বাস প্রশ্বাস ক্লান্ত, শীতল ঘর্মস্রাব, শুক কপিলবর্ণ বিল্বা ও কম্বু-পাদন নীলবর্ণ এই রোগের অন্তর্গত লক্ষণ। রোগ প্রসঙ্গ হইলে চতুর্থ ইংরেজ চর্ম রোগের মাধ্যমে হ্রাস পাইতে থাকে। চৈতন্য ক্রমিক হ্রাস ঘটিয়া থাকে। শব্দ ও শব্দবিধির এই রোগ হইলে প্রায়ই বিলম্বিত হইয়া উঠে।

চিকিৎসা।

ফিফফস :— প্রাথমিক অবস্থা, প্রদাহ ও বেদনার উপশমার্থ।
 ১. জীবনের সহিত জ্বর কোন উৎসাহের সঙ্গীত দাঁতের সহিত
 পর্যায়ক্রমে। শিশুদের ক্যাপিলারি ব্রঙ্কাইটিস ইহা বিশেষ উপকারী।

কালীমিউন :— দ্বিতীয় অবস্থায় প্রদাহ হ্রাস পড়িলে ফিফফস
 সহিত পর্যায়ক্রমে। গাঢ়, শব্দ, দ্রুতগতি, শীতল, শব্দ অথবা বুসনাত শব্দ
 লেপারত বিল্বা।

কালী সলফ :— তৃতীয় বা রোগের হ্রাসাবস্থায়। প্রভুত, কল-ও
 পৌতাত বা সর্বোত্তম আঠা অর্থাৎ শ্লেষ্মা শীতল ইহার প্রয়োগ লক্ষণ। এই
 অবস্থায় জ্বর থাকিলে ইহা সহিত পর্যায়ক্রমে ফিফফস ব্যবহার্য।

সিলিসিফ :— গাঢ় পিত্তবর্ণ, ভারী পুণঃবম্বঃ শ্লেষ্মা, এই শ্লেষ্মা
 পাতের ত্বকদেশে ডুবিয়া যায়। শীতল পানীয়ে কাসের বৃদ্ধি; উষ্ণতার
 উপশম।

ন্যাট-মিউহ।—পরিষ্কার, জলবৎ ও ফেনিগ শ্লেষ্মা নিঃসরণ
বিশিষ্ট তরুণ রোগ। চক্ষু ও নাসিকা হইতে জলবৎ স্রাব সংযুক্ত “শীত
কাশী” কাসি। সমুদ্রতীরে রোগীর মন্দাবস্থা প্রাপ্তি।

ক্যাক-ফস।—ঋষ্মিনঃ বা আণ্ডালিক শ্লেষ্মা (জলবৎ নহে)।
রক্তচেন ব্যতীতগের ব্রকাইটিস।

ক্যাক-সল।—পৃথক বা রক্তমিশ্রিত পৃথক শ্লেষ্মা।

ন্যাট-সল।—কাসিস্বর সময় হৃৎপিণ্ড বৃদ্ধি চাপিয়া ধরিতে হয় ;
বৃদ্ধি ক্ষতবৎ বেদনা। কাসিতে কাসিতে বিরক্ত উৎপাদন করে।
অপরূপে শ্বাস-কাসের অবশেষ। বর্ষাবালে ও অর্ধ শীতল ঋতুতে বৃদ্ধি।

পথ্যাপথ্য।—রোগের ভোগকালে তরল ও লঘু পথ্য দিবে।
রোগীর বৃদ্ধি অধিক রক্ত সঞ্চিত না হইতে পারে একত্র স্থল বালিগে পয়ন
করিতে দেওয়া উচিত। বক্ষঃস্থলের (ফুসফুসের) সঞ্চিত রক্ত দূর করিবার
নিমিত্ত সময়ে সময়ে বৃদ্ধি মসিনার পোটিশ দিবে। বৃদ্ধি আন্তে আন্তে
কিছুক্ষণ অলিত অয়েল অর্থাৎ জলপাইয়ের তৈল মাথিলেও উপকার হয়।
আতশয় দুর্বলতা থাকিলে মাংসের কাথ (যুস) দিবে।

(চিকিৎসিত রোগী)

(১) জনৈক মহিলা ক্রিয়ময় শীত ঋতুতেই ব্রকাইটিস্ রোগে আক্রান্ত
হইতেন। পরে একবার নিউমোনিয়া হয় ও উহা উৎকৃষ্ট আহার ধারণ করে।
রোগিণীর স্বামী বইওকেমিকমতে চিকিৎসা করাইতে ইচ্ছুক হইয়া চিঠি
দ্বারা রোগিণীর অবস্থা জানান ও কি ঔষধ ব্যবহার করিতে হইবে জিজ্ঞাসা
করেন। প্রতি ঘণ্টায় ১ মাত্রা করিয়া ফিরম-ফস ও দুর্বলতার

জন্ম মধ্যে মধ্যে ক্যালী-ফন প্রয়োগ করিতে বলা হয়। এই ছট ঔষধ নিয়-
মিতরূপে কয়েকদিন ব্যবহার করিয়া পূর্বে পর্যায়ক্রমে ফিরম-ফন ও ক্যালী-
মিউর প্রয়োগ করা হয়। কিছুদিন পূর্বে রোগিণীর স্বামী ডাকঘোণে চিঠি
লেখিয়া জানান যে, স্থানীয় চিকিৎসক বক্ষঃ পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন যে
ঔষধের ব্রকাইটিসের কোনও লক্ষণই পাওয়া যায় নাহি।

(২) একবার্ত্তি লোহের কাংখানায় কাজ করিত। ইহার পুংগন
ব্রকাইটিস রোগ ছিল। পরে নিউমোনিয়া হয়। অত্যধিক অগ্নি
উৎপাদন নিকট বসিয়া কাজ করার দরুন প্রথম প্রভুত ঘর্ম্ম স্রাব হয় ও
পরে শীত শীত অশ্রুভব করিয়া দক্ষিণ প্লুহুসেব প্রদাহের (নিউমোনিয়া)
লক্ষণ প্রকাশ পায়। রোগীর লক্ষণ বড় ভাল ছিল না; সঙ্গে সঙ্গে
ব্রকাইটিসের লক্ষণও ছিল। জ্বর খুব বেশী, ব্যক্তি কর কাস, দক্ষিণ
প্লুহুসের গভীরতম প্রদেশে বেবনা, হৃৎস্পন্দ, মাঠা অ'ঠা, মারচাও বর্ণ বর্ণিত
হইয়া ছিল। প্রথমে ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত অর্ধ ঘণ্টা অন্তর পর্যায়ক্রমে ফিরম-ফন
ও ক্যালী-মিউর দেওয়া যায়। উৎকলতা ও নিদ্রাহীনতা রজন্য মধ্যে মধ্যে
ফেরম-মিউর এবং ক্যাল-ফন দেওয়া হয়। ইহাতে ১০ দিনেই মধ্যেই
রোগী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হয়। কেবল মাত্র ফিরম-ফন ও ক্যালী-মিউর
ব্যবহার করিয়া শত শত রোগী আরোগ্য করা হইয়াছে।

Burns and Scalds.

বারনস এণ্ড স্ক্যালডস—অগ্নিদাহ ।

(চিকিৎসা)

কালী-মিউর।—আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক। এই ঔষধের লোশনে বহুখণ্ড ভিজাই। দগ্ধ স্থান আরোগ্য না হওয়া পর্যন্ত চাফিয়া রাখিবে। নেকড়া পণ্ড না উঠাইয়া পুনঃ পুনঃ লোশন দ্বারা ভিজাইয়া দিবে। দগ্ধ স্থানে ফোঁকা। উন্নত তরঙ্গ পদার্থ পুড়িয়া ত্বক বাগসিয়া গেলে ইহা উত্তম ঔষধ।

ক্যাক্স-সলফ।—কালী-মিউর ব্যবহারের পর যদি পৃথ উৎপন্ন হইতে থাকে তবে ইহা ব্যবহার্য।

ন্যাট-ফস।—দগ্ধ ক্ষতে পৃথ জন্মিলে। বাহ্যিক প্রয়োগও উপকারী।

নেট্রন মিউর।—পুড়িয়া ফোঁকা উৎপন্ন হইলে।

অস্ত্রব্য।—কোনও স্থান সামান্য বাগসিয়া বা পুড়িয়া গেলে তৎক্ষণাৎ উক্ত স্থানে উদ্ভাপ দিবে। ইহাতে প্রথমে জ্বালা কিছু বন্ধিত হইলেও শীঘ্রই কমিয়া থাকে। কালী-মিউর ৩× বা ফিমে-কস ৩× লোশন করিয়া অথবা ভোসলিন সহ লাগাইলেও বেশ ফল দর্শে। বহুদেহ-ননী দগ্ধ স্থানে লাগানমাত্র জ্বালা যন্ত্রণা দুঃ হইয়া থাকে। দগ্ধ স্থানে সস্তর স্পিডিট লাগাইলে ফোঁকা পড়ে না। ক্ষত জন্মিলে স্বৈত ধূপের মলম লাগাইলে শীঘ্র শীঘ্র শুকাইয়া থাকে।

Cancer & Tumors

ক্যান্সার ও অর্বুদ ।

কর্কট রোগ, দূষিত অর্বুদ ।

ক্যান্সার এক প্রকার দূষিত অর্বুদ । ইহা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয় এবং প্রথম প্রকাশের স্থান হইতে দূঃবর্তী স্থানেও দিল্লত হইয়া থাকে ।

কারণ ও লক্ষণ ।—যে কোনও শরীর যথেষ্ট এক প্রকার মৌত্রিক পদার্থ (fibrous tissue) জন্মিয়া ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে । উক্ত বর্দ্ধন মধ্যে বহু প্রকারেব অন্তর্গত নিউক্লিয়াই গেল থাকে এবং উহাও ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে । ইহা দ্বারা লিম্ফটিক সিস্টেম অক্রান্ত হইয়া শরীরের নানা স্থানে এক প্রকার নূতন অর্বুদাদি উৎপন্ন হয় । পারিপার্শ্বে এই অর্বুদে মৃত জন্মে এবং ক্রমশঃ শরীর দুর্বল হইতে থাকে । এই রোগে ক্রমশঃ শরীরের শীর্ণতা ও দুর্বলতা জন্মিয়া এবং রক্ত সংকটনেব বিকৃতি জন্মাইয়া শরীরকে ধ্বংস কবে । ইহা অংশর দুরারোগ্য রোগ । এই রোগের কোন চিকিৎসা নাই বলিয়া মাদারগতঃ কথিত হইয়া থাকে । কিন্তু রোগের প্রারম্ভাবস্থায় উপযুক্ত হোমিওপ্যাথিক অথবা বাইওকেমিক ঔষধ প্রযুক্ত হইলে বহু রোগী আরোগ্য হইয়া থাকে । আমরাও কতিপয় ক্যান্সারের রোগী আরোগ্য করিতে সমর্থ হইয়াছি ।

নিম্ন আর্জিভূমিতে বাস, কোন প্রকার আঘাত উৎসাহাদি প্রাপ্ত হওয়া, কোন প্রকার ব্রহ্ম আঁচিলে (moles) কষ্টিক দ্বারা উত্তেজনা জন্মান, পুরাতন অঙ্গীর্ণতা, শারীরিক ও জ্ঞানবিক দুর্বলতা, স্থানিক টিপ্তর অপকৃষ্টতা ও উহাতে উত্তেজনা জন্মান

এবং কুলদোষ এই রোগের প্রধান কারণ। পিতামাতার এই রোগ থাকিলে, সন্তান সন্ততিতে প্রায়ই ইহা জন্মিয়া থাকে। ৪০ বৎসরের পূর্বে এই রোগ খুবই কম হইয়া থাকে এবং পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের বেশী হইয়া থাকে।

প্রকার ভেদ।—নিম্নে টিউমারের বহুবিধ কাণ্ড ও প্রকার-ভেদের বিষয় বর্ণিত হইল। যথা :—(১) ম্যালিগ্ন প্রভৃতি রোগের ফলে উদ্ভূত যন্ত্রহীনতা জন্মিত স্কির্রাস্ (scirrhous)। এই প্রকার ক্যান্সার স্ত্রীলোকদিগের স্তন এবং জংগুত, স্ত্রীলোক এবং পুরুষ উভয়েই পাকস্থলীতে, সরলান্ত্রে (rectum) এবং ত্বকে জন্মিয়া থাকে। ইহা অতিশয় দৃঢ়, অস্ত্রোপচার করিলে ঈষৎ নীলবর্ণ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

(২) মেডুলারি অথবা এনসেফলয়েড (Medullary or Encephaloid) ইহা খেঁচ অথবা গোহিতাভবর্ণের হইয়া থাকে এবং অস্ত্রোপচার করিলে মস্তকের ত্রাণ স্থর সকল পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। আঁহ, অণ্ডকোষ, যকৃত, প্লীহা, ফুফুস, মূত্রাশয় এবং মস্তিষ্ক ও চক্ষু ইহা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। এই প্রকার ক্যান্সার অতিব কঠিন ও দুঃসাধ্য।

(৩) কোলয়েড (Colloid) :—এর ভিতরে ঘৃত বা গৈরীর ত্রায় কোমল পদার্থ থাকে। গ্রীবার পশ্চাত্তাগ, পৃষ্ঠ, অন্ত্র, এবং পাকস্থলী প্রভৃতি স্থানে ইহা জন্মে।

(৪) এপিথেলিয়েল (Epithelial) :—প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকারের রোগোপেক্ষা ইহা অপেক্ষাকৃত সহজ সাধ্য এবং সাধারণতঃ পুরুষদিগের মধ্যেই ইহা দৃষ্ট হইয়া থাকে। চর্ম ও শ্লেষ্মক বিস্তারিত যোগ স্থলেই ইহা প্রথম প্রকাশ পাইয়া থাকে। চক্ষুর পাতা,

মুখের কোণ, গুহাদার (anus), স্ত্রী জননেন্দ্রিয় অর্থাৎ যোনি, পুং জননেন্দ্রিয়, অণ্ডকোষ প্রভৃতি স্থানে ইহা জন্মিয়া থাকে। চক্ষুর পাতায় এবং নিম্নোষ্ঠে ইহা সচরাচর পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। 'ওস্টাইড', জরায়ু-মুখ (os) এবং অণ্ডকোষ (মুখাংশে নাসিকার পার্শ্বে) ইহা জন্মিয়া থাকে। জরায়ু ত হইলে টিউমাটো ফুলকপির স্থায় আকার ধারণ করে। এই প্রকারের ক্যান্সার তণ্ডকোষে জন্মিলে ইহাকে “স্ট্রোমাল-জাইপার” ক্যান্সার আখ্যা দেওয়া হয়।

(৫) অস্টেইড (Ostoid) — অস্থি, বিশেষঃ পদের ‘ফিমার’ নামক অস্থি নিম্নদেশে ইহা জন্মিয়া থাকে। ইহা অতীব কঠিন এবং বিরল। এই টিউমার অস্থির স্থায় কঠিন হইয়া থাকে। ইহা অতীব দুরারোগ্য রোগ হইলেও বাইওকেমিক চিকিৎসায় অনেক সময় আরোগ্য হইয়া থাকে। যোগীর বয়স যদি বেশী না হয়, এবং রোগ যদি বেশী দিনের না হয়, তবে নিশ্চয়ই হারোগোর আশা করা যাইতে পারে।

এখানে এই বিভিন্ন প্রকার রোগ সম্বন্ধে আরও একটু আলোচনা করা যাউক। স্তনের ক্যান্সার — সাধারণতঃ ৩৫, ৬০ বৎসর বয়সের পর ইহা জন্মে। প্রথমঃ স্তনের কোনও এক ক্ষুদ্র স্থানে ক্ষীণতা ও তীক্ষ্ণ বেদনা অনুভূত হয়। পরে ক্রমশঃ সমগ্র স্তনই আক্রান্ত হয়। এই সময় স্তনের বোটা স্ফুটত এবং সমগ্র স্তন কঠিনাকার ধারণ করে এবং স্তনের গ্রন্থিগুলি শক্ত ও ক্ষীণ হইয়া উঠে। তৎপর স্তন-বুস্তুর (nipple) নিকট প্রথম ক্ষত জন্মে এবং উহাতে অসহ্য বেদনা জন্মে। সময় সময় ইহা হইতে প্রভূত রক্তস্রাবও হইয়া থাকে। ক্যান্সার অব্দি লিম্ফ বা ওষ্ঠের ক্যান্সার—ইহাকে

এপিথেলোমাও বলে । ওষ্ঠের কোণে প্রথম ক্ষত হইয়া পরে উঠা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় । ইহা সংজ্ঞা ও বোধ্য হইতে চায় না । ইহা হইতেও রক্তস্রাব হইয়া থাকে, কিন্তু খুব কম । ত্বকের ক্যান্সার । ইহাকে বাসিনোমা বা সার্কোমাও (Carcinoma or Sarcoma) বলে । ত্বকের যে কোনও স্থানে প্রথমে একটা ক্ষুদ্র ও দৃঢ় ক্ষীততা জন্মে । দুই এক মাস, অথবা আশে পাশে কিছু বেশী দিন এই অবস্থায় থাকিয়া ক্রমে উঠা বর্দ্ধিত হইতে থাকে । এই সময় ঐ ক্ষীত স্থানে সময় সময় তীব্র সূচবিদ্ধবৎ, কত্তনবৎ অথবা ছিন্নবৎ (Cutting and tearing pain) বেদনা জন্মে । রোগাক্রান্ত স্থানের ত্বকের বিবল জন্মে (অধিঃাংশ স্থলে নীলাভ বর্ণ ধারণ করে) এবং স্থানে স্থানে ওস্থি ত্রায় বঠিনতা প্রাপ্ত হয় । এই প্রদাহের ফলে স্নায়ুতন্তু গ্রাহিও ক্ষীত হইয়া উঠে এবং উঠাতে বেদনা জন্মে । পরিশেষে প্রদাহিত স্থানে ক্ষত জন্মিয়া থাকে ।

পাকস্থলীর ক্যান্সার (Cancer of the Stomach)—পাকস্থলীতে ক্যান্সার জন্মিলে রোগীর শরীর দ্রুত শীর্ণ হইয়া পড়ে এবং অজীর্ণতাও বিদ্যমান থাকে । এই রোগে বোগীর রক্ত মিশ্রিত প্লীহা মেন হইয়া থাকে এবং পাকস্থলীতে তীব্র জ্বালাকর বেদনা অনুভূত হয় । পাকস্থলীর নীচে (Below the ribs) চাপ দিয়া পরীক্ষা করিতে বঠিন অর্কত হস্তে অনুভব করা যায় ।

অণ্ডকোষের ক্যান্সার—অণ্ডকোষে ক্যান্সার জন্মিলে প্রথমে কোষ ক্ষীত ও ব্যাধিত হয় এবং হঠাৎ বেদনা বৃদ্ধি পাইয়া অসহ্য বোধ হয় । ইহার ফলে কুচকির ওস্থিও ক্ষীত হইয়া পড়ে । অণ্ডকোষে কোমল প্রকারের ক্যান্সার জন্মিয়া থাকে । উপদংশের ফলেই ইহা সাধারণতঃ জন্মিয়া থাকে ।

জিহ্বার ক্যান্সার।—জিহ্বার মাঝামাঝি, কোনও এক পার্শ্বে প্রথম সামান্য ক্ষতের উৎপত্তি হয় এবং তথায় সূচি বিদ্ধবৎ বা কর্জনবৎ বেদনা অনুভূত হয়। উপদংশ-দোষ অথবা ভগ্নদন্তের খোঁচা খাগিয়া প্রথমতঃ জিহ্বার ক্ষত উপর হইয়া থাকে এবং পরে ক্যান্সারে পরিণত হয়।

জরায়ুর ক্যান্সার।—প্রথমে জরায়ু-মুখে ক্ষত জন্মে এবং ঋতুর ব্যবধান কালে চর্শ্মি রক্তমিশ্রিত ভাবং স্রাব নিঃসৃত হইতে থাকে। ক্ষত স্থানে অত্যন্ত জ্বলা অনুভূত হয়। গোঁগলী ক্রমশঃ দীর্ণা ও দুর্বল হইয়া পড়েন। সাধারণতঃ ৬৬ বৎসর বয়সের পরেই ইহা জন্মিয়া থাকে।

(চিকিৎসা)

বক্তে ধাতব পদার্থের অভাব হেতুই এই রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। জরায়ু লক্ষণ দৃষ্টে নিম্ন ক্রমে ব্যবহার করিতে পারিলে আবেগের অংশ করা যাইতে পারে।

ফালী-মিউর।—সুনের তরুণ ক্যান্সার (recent cases) সুনের অত্যন্ত স্পর্শাত্মকতা অর্থাৎ স্পর্শে অত্যন্ত বেদনা লক্ষণে এবং সুনের শিরাগুলি পতন না হইয়া কোমল অনুভূত হইলে ৬X ক্রম ব্যবহারে বিশেষ ফল দর্শে।

ফালী-সলফ।—পিওলোমা। প্রৈমিক বিস্তীর্ণ ও ত্বকের সংযোগ স্থলের ত্বকের ক্যান্সারে পাতলা পীতবর্ণ, জলের তায় অথবা গুয়াক্ত স্রাব বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ অতিশয় ফলপ্রসূ। ইহা প্রয়োগে জনৈক ডাক্তারের নাসিকার বাম পার্শ্বেই এপিথেলোমা আরোগ্য হয়। উহার চতুর্দিকের মলিন আরক্ততা এবং উপরে শূণ্যের

আর কঠিন মামড়ি (scab) ছিল। এই ঔষধ প্রয়োগ কবিশা বহু এপিথেলোমা আরোগ্য করা হইয়াছে।

নেট্রাম-মিউর।—গুণা (চিহ্নের নিম্ন এমপ্রবাব অস্বচ্ছ অর্কিউদ) রোগে ইহা বিশেষ ফলপ্রসূ।

ক্যান্সী-ফস।—অত্যন্ত বেদনা, বিবর্ণ এবং চর্গাক্রম্য সংযুক্ত ক্যান্সার। অস্ত্রোপচারের পর, অ্যারোগ্যের প্রাকালে এই ঔষধ ব্যবহারে সুফল দর্শে (বিশেষতঃ যেখানে টিউমার কাটিয়া তুলিয়া ফেলা হইয়াছে)।

ফিন্স অ-ফস।—ব্যান্সারে চেন্স বেদনায় অপর প্রযোজ্য ঔষধের সহিত পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করিলে সুন্দর ফল দর্শে। চিহ্নার ক্যান্সারেও ইহা ব্যবহারে বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে।

সফাক-ফস।—কৃৎসিউগাওস্ত ধাতু। বোগীদর পক্ষে বিশেষ উপযোগী। হাউস-মেইডলী। তরল বা পুণাতন মিষ্টে (cyst) ইহাও আবদ্ধক। ব্রঙ্কাইল, গলগণ্ড এবং গির রোগে এবং সন্ধির গেহর (Burton) পদার্থ ইহার একান্ত প্রয়োজন।

ক্যান্সী-সলফ।—স্ফ অব কনিত দীততা (serous swelling); টিউমার টিউমার। স্ফত অত্যন্ত সংস্ফ (granulation); স্ফাব অদিশ্য (excessive suppuration).

সফাক-ফো।—ব্লড টিউমার বা বক্ত গুণ, বিশেষতঃ সঙ্কজাত শিশুদের মস্তকে। অন্যে অস্থি ফীততা ও বঠিনতা (knots, kernels, hardened glands in female breast): মবো মিরান গ্রিহর (চক্ষুর পাতার নিম্নে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রিহি বিশেষ; meibomian glands) বিরুদ্ধ। হুহর অস্থি (jaw bone) উপর কঠিন ফীততা

(swelling on the jaw bone); চাত্তব কজির পৃষ্ঠ দেশে এনটিষ্টেড্ টিউমার। গলগ্রন্থির এবং গ্রীবা-গ্রন্থির স্ফীততা ও কঠিনতা। টেণ্ডন এবং লিগামেন্টের কঠিন স্ফীততা। অস্থির অর্কুদ বা টিউমার ইত্যাদি।

সিলিশিয়ার — গ্রন্থির বিরুদ্ধি; লিম্ফটিক গ্যাংগ্লার পুরাতন স্ফীততা; স্ফীততা বা টিউমারে পুষ্টিপদার্থের সম্ভাবনা। জরায়ুর ক্যান্সার; উপরের তর্পণ ও মুখমণ্ডলের ক্যান্সার।

নেট্রাম-ফস — কিহাব ক্যান্সারে এই ঔষধে বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে। গল-গ্রন্থির স্ফীততায় (ঘ্যাগ) অল্প লক্ষণের বিদ্যমানতায়। এই বেগে প্রসিকব । টিউমার ট্রেবো । পথা ব্যবস্থা করিবে।

চিকিৎসিত রোগী।

(১) জনৈক ব্যক্তির নাসিকার দক্ষিণ দিকে, ঠিক চক্ষুর নিম্ন অভ্যন্তরস্থ কোণের নিম্নে এপিথেলোমা রোগ জন্ম। ইহার আকার প্রায় ১টা ২ শাঃ এর মত ছিল। ইহা হইতে চক্ষুর নিম্ন পাতাবিনকট দিগে চক্ষুর অভ্যন্তরে যে আব নিঃসৃত হইত তাহা দ্বারা চক্ষুর ব্রদন্ত জগিয়াছে বলিয়া মনে হইয়াছিল। যাহা হইত, বোগীর বজ্জংটাই নাহটিং ও কণিয়ার অপরিচ্ছন্নতা ছিল। নাসিকার প্রান্ত দিগে স্ফীতি ৪ বাৎসর পূর্বে বর্তমান ছিল। প্রথমে রক্তাক্ত বিকিৎ উচ্চ ও স্ফীত এমটি হান ছিল। পরে উহা শৃঙ্খল প্রায় উচ্চ একটা মামড়ি দ্বারা আবৃত হয়। কিছুদিন পর উহা পড়িয়া যায় ও একটা ক্ষত থাকে। এই ক্ষত ক্রমে ক্রমে বাড়িতে থাকে। রোগের প্রারম্ভাবস্থা হইতে অপর্যন্ত বহু চিকিৎসাকে দেখান হয়। রোগী জটিল হইবার পর অস্ত্র ও চক্ষু চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ একজন ডাক্তারকেও দেখান হয় কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই। অবশেষে বাইওকেমিক মতে চিকিৎসা

করান সাবাস্ত হয়। প্রত্যহ প্রাতে ও রাত্রে এক এক মাত্রা ক্যান্সার সলফ খাটতে দেওয়ায় ও উহার লোশন ব্যবহার করায় কয়েক দিনের মধ্যেই প্রদাহ দূর হয়। পরে দৃঢ়তার সহিত কতক দিন এই ঔষধ ব্যবহার করায় ক্ষত ক্রমশঃ আরোগ্য হইতে থাকে ও পরিশেষে একেবারে শুষ্ক হইয়া গিয়া একটা দাগ মাত্র অবশিষ্ট থাকে।

(২) ৫৯ বৎসব বয়স্ক এক ব্যক্তির ক্যান্সার হইতে অধিক পরিমাণ রক্তস্রাব হইত। এলোপ্যাথিক মতে রক্তস্রাবানবাহনের কোনও ঔষধ পরীক্ষা করিয়া দেহেতে বাকী ছিল। অবশেষে ফিনেম-ফসের লোশনে স্পঞ্জ ডুগাইয়া ক্ষতের উপর প্রয়োগ করায় ইহা নিবারণিত হইয়াছিল।

(৩) চাঁদার সবুড়েপুটী নামে ভি. এম, বানার্জি মহোদয়ের দক্ষণ হস্তের বগুহায়ে একটা এপিথেলোমা জন্মে। এক মাসের মধ্যেই উহা ১টা ডিহেন্স আকার ধারণ করে। স্থানীয় প্রধান সার্জ্ঞনকে দেখান হয়। তিনি রোগীর পিতার ক্যান্সার বোগে মৃত্যু হইয়াছিল জানিয়া সত্বর (তঁাকে দেখাইবার পর দিনই) তত্ত্ব করিবেন সাবাস্ত করেন। কিন্তু নানা বিষয় 'চক্ষা ক্যান্সারোগী' বাইওকেমিক মতেই চিকিৎসা করাষ্টবেন স্থির করেন। ইহা শুনিয়া সার্জ্ঞন বলেন যে, যদি এই রোগী এই চিকিৎসায় আরোগ্য হন তবে তিন তাঁহার এলোপ্যাথিক 'চিকিৎসা পরিচালনা' করবেন। যাচা হউক, কালী-সলফ ৬x ও ক্যাক্সফস ৬x দিনে পর্যায়ক্রমে ৬বার সেবন ও কালী সলফের মলম দিনে ৪৫ বার স্থানিক প্রয়োগ করায় ১মাস মধ্যেই রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। বলা বাহুল্য, উক্ত সার্জ্ঞন তাঁহার কথা রক্ষা করেন নাই।

(৪) ৭০ বৎসর বয়স্কা জনৈক রমণীর ডান দিকের গালে একটা এপিথেলোমা জন্মে। চক্ষুর নীচের পাতা হইতে নাসিকার ছিদ্র পর্যন্ত উহা বিস্তৃত ছিল ইহার আকৃতি প্রায় গোলাকার ও ১টা ফ্লোরিণের মত ছিল।

এলিথেলোমাটী কয়েক বৎসর থাকিয়া পরে ক্ষতে পরিণত হইবার উপক্রম হব । ইহার ভূমিদেশ (Base) ও প্রান্ত শক্ত ছিল । ক্যালী-সংক ৬X এক এক মাত্রা প্রতি রাত্রে সেবন ও উহার লোশন দ্বারা লিণ্ট ভিজাইয়া পুনঃ পুনঃ স্থানিক প্রয়োগ করিতে দেওয়া যায় । একমাস পব দেখা যায় বা অনেক শুকাইয়াছে । ইহার পর ৩ সপ্তাহ মধ্যেই ক্ষতটী সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক হইয়া যায় ।

(৫) ৬০ বৎসর বয়স্কা জনৈক তদ্রমহিণার বাম হস্তের মধ্যমাঙ্গুলীর অগ্রভাগ ফুিয়া কঠিনাকার ধারণ করে । ক্ষীত স্থানে বেদনা, চাক-চিয়া এবং উহা দেখিতে দ্বিখণ্ডিত সুপারির ভ্রায় ছিল । রোগিনী অত্যন্ত নারীর প্রকৃতির (nervous) এবং নিকৃৎসাহিত ছিলেন । ক্যালক্সের ৬X ব্যবহা করা হয় । ঔষধ ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গেই ফল দর্শিতে থাকে । আড়াই মাসে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ হয় ।

(৬) ১৫ দিনের একটি শিশুকে দেখিতে আহ্বান করা হয় । জন্মের পরক্ষণেই শিশুটির মস্তকশীর্ষে একটি ক্ষীণতা (swelling) দৃষ্ট হয় এবং ক্রমশঃই উহা বাড়িতে থাকে । মস্তকের বাম পার্শ্বে (on the left tuberosity of the parietal bone) উহা অবস্থিত ছিল । ক্ষীণতার ভূমিদেশ দেড় ইঞ্চিও উপর এবং উচ্চতা এক ইঞ্চির কিছু কম ছিল ; চাপ প্রদানে মরদার ডেগার ভ্রায় তুলতুলে বোব হয় (doughy and not fluctuating) কিন্তু এক পার্শ্বে চাপ দিলে অপর দিকে সঞ্চালিত হয় নাই । যন্ত্রের সহিত প্যারাইট্যাল অস্থি স্থানি পরীক্ষা করায় উহার দোষ (defect) ধরা পড়ে ; উহা হইতেই এই টিউমারটী উৎপন্ন হইয়াছে, সন্দেহ নাই । মস্তকের উপর (on the brain) এই টিউমারটির চাপের কোনও লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় নাই ; শিশুটির ডাবল ইন্সট্রাল হাণিয়া ও ছিল—এতদ্ব্যতীত শিশুটির

স্বাস্থ্য ভালই ছিল। ক্যান্সার-ফস ৬× দিনে ৬ বার করিয়া খাওয়ার বিধি দেওয়া হয়। ৩ দিন মাত্র এই ঔষধ সেবনের পর টিউমারটি হ্রাস পাইতে থাকে, ১০ দিনের পর উহার চিহ্নও দেখা যায় নাই। অস্থির অভ্যন্তরস্থ গহ্বর ক্রমশঃ পরিপূরিত হইতে থাকে এবং ৩৬ সপ্তাহের পর উহা সম্পূর্ণরূপেই বন্ধ হইয়া যায়।

(৭) মস্তকের দাক্ষণ প্যারাইট্যাল অস্থির উপরস্থ আরক্ত অর্বুদ (Sanguinous cyst) এবং তৎসহ মস্তক পৃষ্ঠের অস্থির অংশবোজন (open posterior fontanelle) ক্যান্সার-ফস ২ ক্রম ব্যবহার করিয়া আরোগ্য করিয়াছেন বরিয় ডাঃ র (Dr. Raue) উল্লেখ করিয়াছেন।

(৮) এক ব্যক্তির হাঁটুর অভ্যন্তর প্রদেশে (in the hollow of the knee) ফাইব্রোয়েড টিউমার উৎপন্ন হইলে, অস্ত্রোপচার দ্বারা উহা তুলিয়া ফেলা হয়। কিন্তু তৎপরে উহা পুনরায় উৎপন্ন হয়। একটা বলের আকার ধারণ করে। ইহার ফলে হাঁটু-সন্ধির চলন-শক্তি রহিত হয়। পুনরায় অস্ত্র করা নিফল চিন্তা করিয়া বাইওকেমিক হতে চিকিৎসা করিয়া দেখিতে সকলে পরামর্শ দেন। লক্ষণ দৃষ্টে উহার আশ্চর্য ক্ষমতাশালী ঔষধ ক্যান্সার ফ্লোর ৬× ৪ গ্রেন মাত্রায় দিনে ৪ বার করিয়া খাওয়ার ব্যবস্থা দেওয়া হয়। ইহার ফলে টিউমারটি ক্রমশঃ বিশীর্ণ হইতে থাকে (gradually dwindled) এবং পা খানি পরে স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

(৯) একটা যোগীর বাম নাসিকার অভ্যন্তরস্থ পলিপাস বা নাকড়া ক্যান্সার-ফস ৬× সেবনে বিদূরিত হয়।

(১০) গ্রন্থকারের চর্চনৈক আত্মীয়ের উভয় নাসার অভ্যন্তরে নাকড়া জন্মিয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই সময় নিদ্রিতাবস্থায় শ্বাস-

রোগের আবেশ উপস্থিত হওয়ায় তিনি উচ্চ শব্দ করিয়া লাফাইয়া উঠিতেন। চিঠি মারফত রোগীর অবস্থা বিদিত হইয়া ক্যাক্সোস ৬X এবং ক্যাক্স-ফ্লোর ৬X দিনে পর্যায়ক্রমে ৪ বার সেবনের উপদেশ দেওয়া যায়। কিছুদিন ঔষধ সেবনের ফলে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ হয়।

(১১) এক ব্যক্তির উচ্চ হস্তে (superior maxillary) সার্কোমা (বেদনা ও প্রদাহ শূন্য দৃঢ় মাংসল অর্কৃদ; মাংসার্কৃদ sarcoma) উৎপন্ন হয়; একজ্ঞ গালে একটী ভেকের স্থায় আকৃতি (frog like appearance of the cheek) উৎপন্ন হয়। রোগের বিকাশের পর এলোপ্যাথি মতে চিকিৎসা করান হয়। তাঁহারা টিউমারে পুষ্যোৎপত্তি করিবার জন্ম বহু প্রকারের উপায় অবগম্বন করেন। উহার ফলে টিউমারের কয়েক স্থানে নাণী ঘায়ের মত মুখ জন্মিয়া একপ্রকার পাতলা, স্বচ্ছ দুর্গন্ধি স্রাব মাত্র নিঃসৃত হইতে থাকে, কিন্তু পুষ্য জন্মে নাই। তৎপরে বাইওকেমিক চিকিৎসা করান হয়। পুষ্য জন্মাইবার আশায় প্রথমে সিলিশিয়া ৬X দুই সপ্তাহ পর্য্যন্ত দেওয়া হয়। উহার ফলে টিউমারের মধ্য লাইনে দুইটী অসম ও বন্ধন উন্নত অংশ ওল্মে (two protuberances in the median line of the tumor), এতদ্ব্যতীত আর কোনও পরিবর্তন লক্ষিত হয় না। তখন ক্যাক্সেদিয়া-ফ্লোর ৬X দিনে ৩ বার করিয়া দেওয়া হয়। ইহার ফলে তৎপরে দিন প্রভূত পুষ্য স্রাব হইতে থাকে এবং রোগী বিশেষ উপশম বোধ করিতে থাকেন। এই ঔষধের এইরূপ দ্রুত ফল দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হন। অতিসত্তরই এই রোগী আরোগ্য লাভ করেন।

(১২) জনৈক রমণীর স্তনের গ্রন্থি ক্ষীণ হইয়া উহাতে স্নায়ুশুলের স্থায় বেদনা জন্মে। উহা কঠিন অর্কৃদের স্থায় (scirrhus) দেখাইত। ক্যাক্স-ফ্লোর ৬X ব্যবহারে দ্রুত আরোগ্য জন্মে।

(১৩) অপর একজনের চিবুকের নিম্নের কবুতরের ডিম্বের মত বড় একটা কঠিন অর্কবুদ ক্যান্সার-ফ্রোর ৬x ব্যবহারের ফলে সত্তর আরোগ্য হয় ।

(১৪) এক রমণীর হাঁটু সন্ধির প্রদাহে সন্ধি তইতে বাসী (Bursa, চর্ম্মির ত্রায় জিনিষ—প্রত্যেক সন্ধিই দুইখানা হাড়ের মধ্যে ক্ষয় নিবারণের জন্য এই পদার্থ ভগবান্ দিয়া সৃজন করিয়াছেন ; ইঞ্জিন এবং যন্ত্রাদিতে ও এই উদ্দেশ্যে চর্ম্মি বা grease ব্যবহৃত হইয়া থাকে) স্রাব হইতে থাকে । প্রত্যহ সকালে ও বিকালে ক্যান্সার-ফ্র ৬x দেওয়া হয় । ১২ ডোজ ঔষধ সেবনের ফলে এই পুরাতন রোগ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়াছিল । এই রোগে ডাঃ স্মুথার ও এই ঔষধের বিশেষ প্রশংসা করেন এবং সকলক্ষে ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন ।

(১৫) নাসার্কবুদ ।—একটা স্বীলোকের উভয় নাসিকার অভ্যন্তরে কতকগুলি বটা বর্ণের অর্কবুদ (নাকড়া) জন্মে । ইহা হইতে সহজেই রক্তস্রাব হইত । ইহাকে প্রত্যহ প্রাতে ১ ডোজ করিয়া এক সপ্তাহ কাল ক্যান্সার-ফ্র ৩০ দেওয়া হয় । তৃতীয় সপ্তাহে জানা যায় যে রোগ সম্পূর্ণরূপে অ-বোগ্য হইয়াছে । বড় গুলি পড়িয়া যায়, ছোটগুলি সম্পূর্ণরূপে বিলীন হইয়া যায় (absorbed) ।

(১৬) St. Bartholomew's Hospital ৩ বালিকার অর্কবুদ সন্ধির অর্কবুদে অস্ত্রোপচার করা হয় । ঘা শুকাইলে শুষ্ক দাগের উপর (in the scar) পুনরায় উহা অপেক্ষাকৃত বৃহদাকারে দেখা । এইক্ষণ প্রত্যহ প্রাতে ও রাত্রে সিলিশিয়া ৩ ব্যবহার করার ধীরে ধীরে টিউবারসী বিলীন হইয়া যায় (John H. Clarke).

(১৭) অঙ্গুলীর গভীর স্থানের প্রদাহ।—লণ্ডন হোমিওপ্যাথিক হাসপাতালে Gerard Smith চারি বৎসর বয়স্কা এক বালিকাকে আনেন। দুই বৎসর পূর্বে বালিকাটির তর্জনী অঙ্গুলীতে ক্ষত জন্মে। ইহার ফলে অঙ্গুলির অস্থিবেষ্টের প্রদাহ ও ফোটিক (periostitis and abscess) জন্মে, কিন্তু অস্থিনাশের (necrosis) বা অস্থিতে দাগ লাগার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই, কেননা প্রোব (probe) ব্যবহার করায় অস্থির কোন ভগ্নাংশ আসে না। প্রদাহের পর প্রথম ৬ মাস কাল অস্থির ক্ষীণতা বৃদ্ধি পাইতে পাইতে প্রায় গোলাকার (globular) ধারণ করে। এই সময় সিলিশিয়া ব্যবহার করিতে আরম্ভ করা হয়। একটু দীর্ঘকাল এই ঔষধ ব্যবহার করিতে থাকায় আন্তে আন্তে অস্থির ক্ষীণতা কমিয়া হ্রাস প্রাপ্ত হয়। দ্বিতীয় বর্ষাসে পুনরায় এবসেস্ জন্মে। এইক্ষণে অস্ত্রোপচার করিয়া প্রোব দিয়া পরীক্ষা করিলে উহা কোমল টিন্ডুর অভ্যন্তরে গিয়া প্রবেশ করে (passed into a soft mass)। এই সময় হিপার-সলফার এবং সিলিশিয়া ব্যবহার করায় ক্ষীণতা কমিয়া অনেকটা উপকার দশে বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে। Drs Byres Moir & Epps অঙ্গুলি সন্ধির রোগে সিলিশিয়া, ক্যাঙ্ক-ফস এবং ক্যাঙ্ক-ফ্লোর দ্বারা বিশেষ ফল পাইয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

(১৮) স্তন গ্রন্থির পুরাতন কটিন ক্ষীণতা।—৫২ বৎসর বয়স্কা এক রমণীর স্তনে ক্যান্সার উৎপন্ন হইয়াছে, অতএব উহা সস্তর কাটিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে বলিয়া জনৈক সার্জ'ন মত প্রকাশ করায়, রমণী অত্যন্ত ঘাবড়াইয়া যান। রোগিণীর স্তনটা ভালরূপে পরীক্ষা করিয়া এবং তাঁহার কৌলিক ইতিহাস শ্রবণ করিয়া রোগিণীকে বলা হয় যে, কেবল মাত্র ঔষধ সেবন করাইয়াই রোগিণীর

স্তনের কাঠি ও ব্যবহার উপসর্গ বিদূরিত করা যাউতে পারে। এষ্ট আশ্রয়বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ রোগিণী উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে অমুরোপ জানাইলেন। ক্যাকেরিয়া-ফ্লোর ৩× ; ৪ ড্রাম ৪ আউন্স জলে ডিলিয়া এই লোশন দ্বারা সর্বদা ক্ষীত স্থান ভিজাইয়া রাখিতে উপদেশ দেওয়া হয়। ৩× ক্রমের ৩টী করিয়া ট্যাবলেট প্রাতঃ ও ঘণ্টান্তর খাইবারও ব্যবস্থা দেওয়া যায়। এক সপ্তাহ কাল মাত্র এত প্রকারে ঔষধ সেবন ও স্থানিক প্রেরণের ফলে ক্ষীততা বার বার কমিয়া যায়। এষ্টক্ষণ রোগিণী বুঝিতে পারেন যে তিনি নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবেন। ৬ সপ্তাহে রোগিণী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করেন।

(১২) পূর্বোক্ত রোগিণীর আর এক আত্মীয় (৪২ বৎসর বয়স) দক্ষিণ স্তনটী ৩৩ বৎসর বাবৎ ক্ষীত ও শক্ত হইয়া ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতেছিল। ইহাতে এতই বেদনা ছিল যে, রোগিণী এতদূর দক্ষিণ হস্ত দ্বারা কোন কাজ করাই করিতে পারিতেন না। যদি কখনও বাধ্য হইয়া তাঁহাকে কোন কাজ করিতে হইত, তাহা হইলে এই বেদনা এতই বাড়িত যে তজ্জগা তিনি ঘুমাইতেও পারিতেন না। এই রোগিণীর অগ্নিমান্দ্যও ছিল। পূর্বোক্ত রোগিণীর ছায়াই এই রোগিণীর চিকিৎসা করা হয়। ৩ মাসে এই রোগিণীও সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হন।

(২০) ভবভূষণ চক্রবর্তী নামক ২০২২ বৎসর বয়স, ঢাকার জগন্নাথ কলেজের ভাণ্ডার ছাত্রের নাসাভ্যন্তরস্থ পলিপাস (নাসাকুদ) জনৈক গ্রাম্য সার্জন অস্ত্রোপচার করিয়া তুলিয়া ফেলেন। ইহার ৮.১০ দিন পর, যুব টীর ভাষণ শিরোবেদনা উপস্থিত হয়। বেদনা

এতই প্রবল ও দুঃসহ ছিল যে, তজ্জগৎ সে অনবরত ডাক-চিৎকার করিতে থাকিত, একস্থানে স্থির ভাবে বসিয়া থাকিতে পারিত না, অনবরত ঘরের ভিতর পায়চারি করিতে হইত; অবিরাম তাহার মস্তক ও পৃষ্ঠদেশে হাত বুলাইতে বা ডপিয়া দিতে হইত, নতুবা সে কিছুতেই স্থিতিতে পারিত না সে ক্ষণিকালের ওড় ও শুইতে পারিত না। গ্রামের চিকিৎসকগণ বিফল হইলে, রোগীর পিতামাতা তাহাকে ঢাকায় লইয়া আসেন। ঢাকার জৈনিক অভিজ্ঞ ও প্রাচীন চিকিৎসক এটী অভিমত প্রকাশ করেন যে, নাসিকায় যে অস্ত্রোপচার করা হইয়াছে ইহা সেপ্টিক হইয়া মস্তক আক্রমণ করায় এটী শিঃপোড়ার উদ্ভব হইয়াছে এবং তদন্যায়ী ৮১০ দিন তন চিকিৎসাও করেন কিন্তু ইহাতে রোগী কিছুমাত্র উপশম জন্মে নাহ। অংপের ঢাকার একজন প্রাচীন ও বিজ্ঞ হোমিওপ্যাথকে দেখান হয়। তিনিও ৭৮ দিন চিকিৎসা করেন। ইহাতেও কোন ফল না হওয়ায়, ঢাকার মিটফোর্ড হ'পাতালের অভিজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ এন্. গুপ্তকে call দেওয়া হয়। তিনি সব কথা শ্রবণ করিয়া, ঢাকার যে ডাক্তার সেপ্টিক হওয়ার কথা ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহার প্রতিবাদ করেন এবং ২১ দিন পর চিন্তা করিয়া রোগীকে কি ব্যারাম হইয়াছে তাহা বলিলেন বলিয়া প্রকাশ করেন। ২৩ দিন পর আবার ইহাকে call দেওয়া হইলে ইনি বলেন যে, বোগীর ব্রেইনের ভিতর (মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে) একটি টিউমার উৎপন্ন হইতেছে ইহারই ফলে এই বেদনার উদ্ভব। একটী মেডিকেল জানেলে তিনি ঠিক এইরূপ একটী রোগীর বৃত্তান্ত পাঠ করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ করিলেন। চিকিৎসা সম্বন্ধে তিনি বলিলেন যে, একমাত্র সার্জিকেল অপারেশন দ্বারা ইহার চিকিৎসা সম্ভবপর; অধিকন্তু ভারতবর্ষের কোথাও এরূপ অস্ত্রোপচার

সম্ভবপর নয়; যদি রোগীর সাধ্যাশ্রয় হয়, তবে একমাত্র ভিয়েনার গেল (অস্ট্রিয়ার অন্তর্গত) ইহার অপারেশন হইতে পারে। এক কথায়, তাঁহাদের মতে এই রোগীর আরোগ্যের কোন সম্ভাবনাই নাই একপ ব্যক্ত করিলেন। অতঃপর তিনি হোমিওপ্যাথি অথবা বাইওকেমিক সিস্টেম অনুযায়ী চিকিৎসা করাইতে উপদেশ দিলেন এবং এই interesting রোগীর অবস্থা কখন কিরূপ হয়, তাঁহাকে মনো মনো জানাচাবাব ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অতঃপর রোগীর মাত জন বন্ধু স্থানীয় ব্যক্তি (ইঁহাব একজনের কনৈক আত্মীয়ের একটি টিউমার গ্রন্থকান ইতঃপুস্তক আবেগা করিয়াছিলেন) গ্রন্থকারের নিকট আসিয়া এই রোগীর বিস্তারিত অবস্থা বর্ণনা করেন এবং উপদেশ প্রাপ্তি হন। গ্রন্থকার সত্য কথা শুনিয়া এই কথা বলিলেন যে—‘লক্ষণাভূমায়ী আমাদের চিকিৎসা কবিত্তে হয় স্তম্ভরায় রোগী দেখা একান্ত দরকার; রোগীর বাচনিক কোন বিশেষ লক্ষণের সন্ধান পাইলে miracle ও দেখান যাইতে পারে।’ এই কথা শুনিয়া তাঁহার তৎপর দিন গ্রন্থকারকে নিজে রোগী দেখান দেদনাব উপচয় ও উপশম কিসে হয়, এই কথা জিজ্ঞাসা করায় এবং আশু কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর জানা যায় ‘রোগী কিছুতেই horizontal position হইতে পারে না, সন্দেহাৎ বসিয়া বা দাঁড়াইয়া থাকিবার প্রয়োজন। যদি কখনও ঘুমের ঘোরে শুইয়া পড়ে তৎক্ষণাত লাকাইয়া উঠিতে হয়।’ এই কথা শুনিয়া রোগীকে এই বলিয়া আশ্বাস দেওয়া হয় যে, যদি Science সত্য হয়, তবে তোমার রোগ নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে, ভিয়েনা যাইতে হইবে না। এই রোগীকে পূর্বোক্ত লক্ষণাভূমায়ী বেলেডোনা ২০০ এর ২টি পাউডার দিয়া আশা হয়। বলা যায় যে, একটা পাউডার তখনই খাইবে এবং আর একটা রাখিয়া

দিবে, আগামীকাল সকালে রোগী কিরূপ আছে সে সংবাদ দিবে এবং প্রয়োজন হইলে পরে ঐ পাউডারটী খাইবে। পর দিন সকালে রোগীর আত্মীর আসিয়া সংবাদ দেন যে, ঐ পাউডারটী খাওয়ার পর বেদনার আশ্চর্য উপশম জন্মে এবং রোগী গতকাল সারা দিন ও রাত ঘুমাইয়াছে। এখন মাথা নাড়িলে সামান্য একটু বেদনা বোধ করে মাত্র। টিউমার জন্মিবার ফলে রোগীর চক্ষু এবং দৃষ্টিশক্তি বিশেষভাবে আক্রান্ত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত কালী-ফস্ ৬X ম্যাগ-ফস্ ৬X, ক্যাঙ্ক-ফস্ ১২X একত্র মিলাইয়া (প্রত্যেকের ৪ গ্রেণ লইয়া) দিনে ৩ বার এবং সিলিশিয়া ৩০X ৪ গ্রেণ ট্যাবলেট দিনে ১ বার খাইবার বিধি দেওয়া হয়। ইহাতেই এই রোগীর যাবতীয় লক্ষণ বিদূরিত হয়। এই বোগী আনোগ্যাস্তে ঢাকার সুবিখ্যাত সাপ্তাহিক ইংরেজী সংবাদ পত্র East Bengal Times এ (চিকিৎসকের এবং চিকিৎসাপদ্ধতির ভূয়সী প্রশংসা করিয়া কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া) প্রকাশের জন্য এক পত্র প্রেরণ করেন। পাঠকগণের অবগতির জন্য East Bengal Times হইতে ঐ পত্রখানি নিয়ে উদ্ধৃত হইল।

To The Editor, "E. B. Times"

Sir.—Whether a sick person should choose to be treated by this or that doctor or prefers this or that 'pathy', is no doubt a personal question. Yet, I feel my case has something about it to interest the public. It is a triumph of Homœopathy & Biochemistry which are so often criticised and condemned by those belonging to many other system of treatment. Cured and benefited, I stand today to sing all glory to

Mahatma Hahnemann & Schussler and to the sciences they discovered and left as legacies to mankind. Indeed I am overjoyed and overwhelmed with enthusiasm and I know no adequate language to express my gratitude to Dr. Nripendra Chandra Roy of Wari, Dacca, whom I look upon as my saviour.

Some of the most eminent Allopaths of the city were consulted. All sorts of examinations were undergone, even X ray was not spared. Final diagnosis was a Brain Tumor—a veritable death sentence. They all declared with one voice my excruciating pain as incurable and some of them suggested that I might try such overseas experts as of Vienna if my purse would allow.

So, the horrid pain continued day and night. Mental agony of the dearest increased thousand fold. And we all were awaiting the inevitable moment of death which could alone relieve me of my misery.

At this stage Nripen Babu's name was suggested by some one of my relatives. We did not know him before. My guardians agreed and Nripen Babu was sent for. Throgh a strange coincidence I saw a dream at that moment. As though a voice was speaking—"The doctor who comes now will give you two doses and cure you of this dreadful disease."

The purpose of the latter is to tell my readers that the dream came true to the letter and the miracle

was performed. I am now cured and saved. I go about my normal college routine as before.

Yours etc.

Bhababhusan Chakraborty
(A Student of Jagannath College)
C/o. Royal Book Agency
Bangla Bazar, Dacca.

(২১) ঢাকার Pumping Station এর ইঞ্জিনিয়ার Mr. J. N. Deyর নীচের মাড়িতে (Lower-jaw bone) ক্ষত জন্মিয়া ক্যান্সারে পরিণত হয়। ঢাকার বিশিষ্ট এলোপ্যাথগণ তাঁহাকে কলিকাতা গিয়া মেডিকেল কলেজের বিশেষজ্ঞগণকে দেখাইতে পরামর্শ দেন। তদনুযায়ী তিনি বিদ্যায় লইয়া কলিকাতা যান এবং বিশেষজ্ঞগণকে দেখান। কিছুদিন চিকিৎসার ফলে কোনও উপশমই পরিলক্ষিত হয় না, বরং উত্তরোত্তর যন্ত্রণাদি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেই থাকে। আরোগ্যে নিরাশ হইয়া তিনি ঢাকায় ফিরিয়া আসেন এবং জনৈক বন্ধুর পরামর্শে গ্রন্থকার দ্বারা চিকিৎসিত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

এই রোগীকে ক্যান্স-ফ্রোর ৬X, ৪ ট্যাবলেট মাত্রায় দিনে ৩ বার সেবনের ব্যবস্থা দেওয়া যায়। ২১ দিন মাত্র এই ঔষধ সেবনেই বেদনা ও গলাধঃকরণে (টোক গিলিবার) কষ্টের অনেক লাঘব হয় এবং ৮১০ দিন মধ্যেই রোগ একেবারে বিদূরিত হয়।

Carbuncle—কার্বঙ্কল ।

পৃষ্ঠাঘাত

ইহা এক প্রকার দূষিত ত্রণ ; এই ফোড়ার বর্ণ কৃষ্ণ মিশ্রিত লোহিত । ইহা সাধারণতঃ পৃষ্ঠে ও ঘাড়ে উৎপন্ন হয় । পৃষ্ঠে হইলে পৃষ্ঠাঘাত বলে । কার্বঙ্কল ও সামান্ত স্ফোটকে প্রভেদ এই যে, স্ফোটক অপেক্ষা কার্বঙ্কল অধিক বড়, চেপ্টা ও প্রশস্ত, বহু মুগ্ধ হইয়া আব নিঃসরণ করে, প্রদাহিত চর্ম্ম হ্রস্বমিহিত লোহিত বর্ণ হয়, এবং ইহার সহিত সর্ব্বাঙ্গীন উপসর্গ বিদ্যমান থাকে । অত্যধিক আলাপোড়া ইহার বিশেষত্ব ।

(চিকিৎসা)

ফির-ফস।—প্রথম বা প্রাদাহিক অবস্থায় অর, প্রদাহ ও বেদনার উপশমার্থ । ইহা বথাসময়ে ব্যবহার করিলে পুষ্ণোৎপত্তি নিবারণিত হইয়া সত্বেই রোগ আরোণ্য হইয়া থাকে ।

কাঠী-মিউন।—দ্বিতীয়াবস্থায় । ফির-ফসের সহিত পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করিলে দুর্গন্ধ সত্ত্ব দূরীভূত হয় ও পুষ জন্মবার আশঙ্কা থাকে না । পুষ জন্মিলে লক্ষণানুসারে সিলি ও ক্যাক-সলফ প্রভৃতি ব্যবহার্য্য ।

(এবসেসস্ ড্রফ্টা)

Cataract-ক্যাটারাক্ট

ছানি, বিদগ্ধ-দৃষ্টি ।

চক্ষুর যে অংশকে লেন্স বা মুকুর বলে তাহার অস্বচ্ছতাকে ছানি বলে । চক্ষুর স্ফাবস্থায় এই মুকুর দেখা যায় না, কিন্তু ছানি পড়িলে, মুকুর স্ব্বেত বা ক্ষীণ নীলাভ স্ব্বেত বর্ণ হইয়া উঠে এবং চক্ষুর তারার মধ্য দিয়া দেখা যায় । ছানি কোমল ও কঠিন ভেদে দুই প্রকার । কোমল ছানির বর্ণ নীল । ইহা শৈশব হইতে ৩৫ ৬৬ বৎসর বয়স মধ্যে জন্মে । কঠিন ছানির বর্ণ ধূসর বা পীতভ ধূসর । ইহা পরিণত বয়স্কদিগের হইয়া থাকে । ছানি এক চক্ষু বা দুই চক্ষুই জন্মিতে পারে । আঘাত, উপঘাত, বহু মূত্র, অগ্নাত চক্ষু রোগ এবং বার্কক্যারি জইও এই রোগ জন্মিয়া থাকে । ছানি রোগে দৃষ্ট বস্তু ঘোর ঘোর দেখায় এবং ক্রমে ক্রমে দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা জন্মিয়া পরিশেষে সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীনতা জন্মিয়া থাকে ।

(চিকিৎসা)

ক্যাক-কস — অতি রক্তার ফলে বিশেষরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে ইহা ব্যবহার করিলে রোগ আর বাড়িতে পারে না । শিরঃপীড়া, বিশেষতঃ দক্ষিণ পার্শ্বে, দক্ষিণ চক্ষুর চারিদিকে বেদনা, দক্ষিণ চক্ষুতে অবিরাম মুগ্ধ বেদনা ও দক্ষিণ চক্ষুতে ক্রান্তি অস্বভাব বিঘ্নমান থাকিলে ইহা অতিশয় কলপ্রদ । চক্ষুর আড়ষ্টতা ও দুর্বলতা, শিরোগূর্ণন, আমবাতিক্ বেদনা ইত্যাদি ।

ক্যালী-মিউর ।—কোমল ছানি ও আঘাত জনিত ছানিতে বিশেষ উপকারী ।

ক্যাক্সোল ।—কঠিন ছানি । ক্যালী-মিউর সহ পর্যায়ক্রমে ।

সিলিসিফ্রা ।—যুবকদিগের রোগ অথবা পাদ-বর্ষ্য হঠাৎ বন্ধ হইয়া এই রোগের উৎপত্তি হইলে ।

ক্যালী-সলেক ।—অক্ষিমূকর অর্থাৎ ক্রিষ্টালাইন লেন্স যখন অপরিষ্কার হইয়া উঠে তখন নেট্রম-মিউর সহ প্যারাক্সেমে ব্যবহার্য্য ।

অস্ত্রব্য ।—রোগের সূচনা হইতে প্রত্যাহ নিয়মিতরূপে ২৩ মাস পর্য্যন্ত ক্যাঙ্ক-ফস, ক্যাঙ্ক-ফ্লোর ও ক্যালী-মিউর ব্যবহার করিলে নিশ্চয়ই দল পাওয়া যায় । সকল ঔষধই আভ্যন্তরিক ও ব্যাহিক ব্যবহার করা কর্তব্য ।

(চিকিৎসিত রোগী)

৬১১ জেলার অন্তর্গত বায়ড়া গ্রাম নিবাসী জনৈক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের ছানি জন্মিলে, কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গিয়া অস্ত্রোপচার করান । ইহার পর ৫, ৬ বৎসর রোগী সব জিনিষ বেশ দেখিতে পাইতেন । কিন্তু তৎপর আবার উক্ত ভদ্রলোকের উভয় চক্ষেই ছানি দেখা দেয় এবং দৃষ্টিশক্তি একরূপ বিলুপ্ত হইয়া আইসে ; সব জিনিষই ঘোর ঘোর দেখিতেন । সুতরাং পুনরায় কলিকাতা গিয়া অপারেশন করাইবার ইচ্ছায় বাড়ী হইতে রওনা হইয়া প্রথমে ডাক্তার আত্মীয় শ্রী ত্রিগুণাচরণ দাস (অবসর প্রাপ্ত পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট) মহাশয়ের বাসায় উঠেন । এই ত্রিগুণাচরণ দাস মহাশয়ের প্রায় ২০২৫ বৎসরের পুরাতন পিতৃশূল এবং হার্নিরা রোগ গ্রহণকার বাইওকেমিক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া অতি অল্পকালমধ্যেই সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়াছিলেন । তাই, ত্রিগুণা বাবুর বাইওকেমিক চিকিৎসা প্রণালীর উপর প্রগাঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল । এজন্ত তিনি তাঁহার পুত্রোক্ত আত্মীয় ভদ্রলোককে দৃঢ়তার সহিত বলেন যে—“চক্ষুর ছানি কাটাঁইবার

কৃত্র আঁপনাকে যুথা অর্থ ব্যয় করিয়া কলিকাতা যাইবার কোন প্রয়োজনই নাই, আপনাকে আমি দৃঢ়তার সহিতই বলিতেছি—এককৃত্র আপনাকে আর কলিকাতা যাইতে হইবে না। আপনি নুপেন্ বাবুর নিকট গিয়া আমার কথা বলিবেন যে আমিও আপনাকে কলিকাতা যাইতে বিরত করিয়া আপনার চিকিৎসাধীন হইতে পরামর্শ দিয়া পাঠাইয়াছি।” ত্রিগুণা বাবুর উপদেশ মত এই তদ্রলোক (নামটি ভুলিয়া গিয়াছি) আমার নিকট উপস্থিত হইয়া, আমা দ্বারা চিকিৎসিত হইবার অভিপ্রায় জানাইলে, আমি তাঁহাকে ক্যাক্স-ফস্ ১২× এণ্ড ক্যাক্স-ফ্লোর ৬× এই দুইটি ঔষধ ৪ ট্যাবলেট মাত্রায় দিনে পর্যায়ক্রমে চারিবার (প্রত্যেকটি ঔষধ ২ বার করিয়া) সেবনের এবং সিলিশিফা ৩০× সপ্তাহে ১ দিন একবার মাত্র ৪ ট্যাবলেট সেবনের ব্যবস্থা দেই। সাব্যস্ত হয় ২১ দিন পরই রোগী (কলিকাতা না গিয়া) ঢাকা হইতে বাড়ী যাইবেন এবং কখন কিরূপ থাকেন, ৭ত্র দ্বারা আমাকে বিস্তারিত অবস্থা জানাইবেন, আমিও তদনুযায়ী ব্যবস্থের ঔষধ ডাকযোগে পাঠাইয়া দিব। এই বন্দোবস্ত অনুযায়ী ইহাকে ১ মাস সেবনের উপযোগী ঔষধ দেওয়া হয়। ঘটনা ক্রমে, ইহার পর ৫৬ দিন তাঁহাকে ঢাকাতেই থাকিতে হইয়াছিল এবং এই সময় তিনি ব্যবস্থের ঔষধগুলি উপদেশ মত খাইতেছিলেন। যে দিন ব্যবস্থা করিয়া এই ঔষধ দেওয়া হইয়াছিল, তাহার ৫৬ দিন পর এই তদ্রলোক একদিন আসিয়া আমার চরণগুলি লইয়া ভগবানের উদ্দেশে আমার মঙ্গল কামনা করিয়া প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন। আমি প্রথমে ইহাকে চিনিয়া উঠিতে পারি না। ইনি তৎক্ষণাৎ পরিচয় দিয়া বলিলেন, ৫৬ দিন পূর্বে ত্রিগুণা বাবুর পরামর্শ ক্রমে আমার নিকট আসিয়া ছানি রোগের ব্যবস্থা লইয়া ঔষধ সেবন করিতেছেন-

এবং এই অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার দৃষ্টি শক্তি-পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছে । আরও বলিলেন — প্রথম যেদিন আপনার নিকট আসিয়াছিলাম, সে দিন আপনার মুখ আমার আগার ঝাপসা মত দেখিতে পাইয়াছিলাম, স্পষ্ট দেখিতে পাই নাই, কিন্তু আজ একেবারে স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি ।” এই বলিয়া উক্ত ভক্তলোক পুনঃ পুনঃ অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাইতে লাগিলেন ।

বাহ্য্য ভয়ে অত্যান্য আরোগ্য প্রাপ্ত রোগীর বিবরণ উল্লেখ করিতে বিরত রহিলাম ।

Catarrh—প্রতিশ্রায়,

সর্দি ।

“ক্যাটার” ইহা একটা গ্রীক শব্দ হইতে নিম্পন্ন হইয়াছে । ইহার অর্থ “ঝরিয়া পড়া” (to drop down) । বাঙ্গালায় ইহাকে সর্দি এবং সংস্কৃতে প্রতিশ্রায় বলিয়া থাকে । নাসিকার ত্রৈয়িক বিল্লীর প্রবাহকে প্রতিশ্রায় বা সর্দি বলিয়া থাকে । এই রোগে নাসিকা হইতে প্রথমে জলীয় স্রাব নিঃসৃত হয় ও পরে উহা ঘন হইয়া থাকে । প্রারম্ভাবস্থায় প্রবল হাঁচি, মাথার ভার-বোধ, রোগ উগ্র প্রকৃতির হইলে অর অর বোধ এবং শরীরে অতিশয় মানি অনুভব হইয়া থাকে । সর্দি অনেক দিন স্থায়ী হইলে স্রাবের বর্ণ ও প্রকৃতি পরিবর্তিত হইয়া থাকে । মস্তকে ঠাণ্ডা লাগিয়া বলিয়া গেলে সময় সময় বক্ষঃস্থলও আক্রান্ত হইয়া থাকে ।

(চিকিৎসা)

ফির-ফস।—প্রথম বা তাহিক অবস্থা, অথবা মস্তকের প্রতি-
স্থায়; সহজে সর্দি লাগে (ক্যাঙ্ক-সহ পর্যায়ক্রম)। প্রাতিষ্ঠায়িকজ্বর।

কালী-মিউর।—গাঢ়, দুশ্ছেদ্য তেতবর্ণ নিষ্ঠীবন বিশিষ্ট
প্রতিষ্ঠায়ের দ্বিতীয় অবস্থায় বিশেষ পযোগী। মস্তকের প্রতিষ্ঠায় সহকারে
নাসাবরোধ এবং শ্বেত বা ধূসর রঙে রুত জিহ্বা। মস্তকের শুষ্ক-প্রতিষ্ঠায়।

শ্যাট-মিউর।—স্বচ্ছ এবং আবিশিষ্ট মস্তকের প্রতিষ্ঠায়।
রক্তহীন ব্যক্তিদিগের ফেণিল আবিশিষ্ট প্রতিষ্ঠায়। উপরোক্ত লক্ষণ
সংযুক্ত পুরাতন প্রতিষ্ঠায়। ইটি এবং জলবৎ আব সংযুক্ত ইনফ্লুয়েঞ্জা।
শুষ্ক প্রতিষ্ঠায়। বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মার চূষ'ড়, কিন্তু কাসিলে কিছুই উঠেনা।

ক্যাঙ্ক ফস।—প্রতিষ্ঠায়ের বিশেষতঃ রক্তহীন ব্যক্তিদিগের, ও
পুরাতন রোগের ইহা একটী প্রধান ঔষধ। অধিক এন্ড্রুমেন বিশিষ্ট এবং
অসিদ্ধ ডিম্বের শেতাংশের স্থায় স্বচ্ছ আব।

কালী-সলফ।—প্রতিষ্ঠায়ের তৃতীয়াবস্থায়, সাধারণতঃ কালী-
মিউরের পর, ইহা সুপ্রযোজ্য। 'তেতবর্ণ আঠা আঠা', বা জলবৎ আব।
নাসিকা হইতে তরল, পীতবর্ণ আব নিঃসরণ। শরীরের শুষ্কতা ও উত্তপ্ততা
আকিলে ফির-ফসের সহিত পর্যায়মে। উষ্ণগৃহে ও সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি।

ক্যাঙ্ক-স্লো।—শুষ্ক বা নাসাবরুদ্ধকর মস্তকের প্রতিষ্ঠায়।
বায়ুভ্রজনলীর প্রতিষ্ঠায়, বহু দৃষ্টে পীতবর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্লেষ্মা খণ্ড কাসিয়া
কেলিতে পারা যায়। পুতিনস্ত (নাসারন্ধ্র হইতে দুর্দম্য দুর্গন্ধময় আব
নিঃসরণ)। অভিশয় দুর্গন্ধবিশিষ্ট নাসাস্থির রোগ। দুর্গন্ধ দূর করিতে
ইহার বিশেষ ক্ষমতা।

ক্যাক-সলফ।—গাঢ় পীতবর্ণ; পৃষবৎ কখন কখন বা রক্ত-
মিশ্রিত আশ্রাব।

কালী-ফস।—অতিশয় তুর্গন্ধ শ্রাব বিশিষ্ট পুতিনশ্র।

ফ্রাট-ফস।—প্রতিশ্রায় সহকারে অগ্নের লক্ষণ জ্বিমান থাকিলে
প্রাণন ঔষধের সহিত পর্যায়ক্রমে। জিহ্বার লেপ ও সরের ত্রায় বর্ণ
বিশিষ্ট আশ্রাব বিশেষরূপ দ্রষ্টব্য।

ফ্রাট-সলফ।—ঋতুকালে ন সিকা হইতে রক্তপাত। উপদংশ
জনিত পুতিনশ্র (ওজিনা)। শুষ্ক ঋতুর আর্দ্রতায় পরিবর্তনকালে
রোগের উপচয় বা বৃদ্ধি। প্রচুর হারিতাভ (সবুজ) স্লেমা শ্রাব এই
ঔষধের বিনির্দেশক লক্ষণ।

ফ্রাপ ফস।—ব্রাণ শক্তি বিলাপ বা প্রতিদ্রবকতা। পর্যায়ক্রমে
তরল ও শুষ্ক প্রতিশ্রায়।

সিলিশিয়া।—পচা তুর্গন্ধ শ্রাব বিশিষ্ট পুতিনশ্র (ওজিনা)।
জলের সহিত কিঞ্চিৎ এষ্ট ঔষধ মিশ্রিত করিয়া পিচকারি প্রদানও বিশেষ
উপকারী। নাসারন্ধ্রের চতুর্দিকে অতিশয় শুষ্কতা ও ক্ষত। নাসাগ্রের
কণ্ডূঃন।

অন্তঃ।—তরল সর্দিতে পুনঃ পুনঃ ঔষধ সেবন করা বর্তব্য।
প্রারম্ভিকস্থায় ফিরম-ফস ও ক্যালী-সলফ গরম জলের সহিত মিশ্রিয়া ২০।২৫
মিনিট পর পর পর্যায়ক্রমে সেবন করিলে প্রচুর ঘর্মশ্রাব হইয়া বিশেষ
উপকার দর্শে। ষাহাদের ঘন ঘন সর্দি লাগে তাহাদের পক্ষে কিছুদিন
নিয়মিত রূপে ক্যাক ফস, ফিরম-ফস ও ফ্রাট মিউর ব্যবহার করিলে বিশেষ
ফল দর্শে। তৎপূর্ণ সর্দিতে অত্যন্ত হাঁট এবং নাক চোখ ও মুখ হইতে
প্রবৃত্ত জলবৎ শ্রাব নিঃসৃত হইলে পর্যায়ক্রমে ফির-ফস ও ফ্রাট-মিউর
ঘন ঘন ব্যবহার্য।

(চিকিৎসিত রোগী)।

(১) জনৈক রোগীর ১৮ মাসের পুতিনস্র (Ozoena, নাসিকা হইতে দুর্গন্ধ নিঃসরণ) রোগ ছিল। নাক হইতে গাঢ়, হরিদ্রাবর্ণ দুর্গন্ধি শ্রাব নিঃসৃত হইত। ঘ্রাণশক্তি ও আশ্বাদনের শক্তি লোপ পাইয়াছিল। বাম নাসিকা অধিকতর খারাপ ছিল। তিন সপ্তাহ পর পর ঋতু প্রত্যাগত হইত। সহজেই সর্দি লাগিত। ৩ বৎসর পূর্বে ১টী মৃত সম্মান প্রসব হয়। ৩ মাত্রা ক্যালী-সলফ $১২ \times$ দেওয়া যায় ও ২ সপ্তাহে কেবল মাত্র এক মাত্রা ঔষধ জলের সহিত খাইতে বলা হয়। ১ মাস পর জানা যায় যে নাসিকার রোগ সারিয়া গিয়াছে এবং ঘ্রাণ ও আশ্বাদন শক্তিও অনেকটা প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছে।

(২) একটী ব্রডলোকের প্রায় সপ্তাহে একবার করিয়া বাম নাসিকার উদ্ধভাগে গাঢ়, মলিন কটাবর্ণের অন্ধ তরল পূব সংকীর্ণ হইত ও ফুৎকার কবিলে উহা বাহির হইয়া পড়িত। এই পূর্বের অত্যন্ত দুর্গন্ধ ছিল। এই রোগীর উপরের পাঁটার ১টি দন্ত উৎপাটন করা হইয়াছিল এবং ১ মাস পূর্বে ঐ উৎপাটিত দন্তের মূল-দেশস্থিত এক টুকড়া মরা হাড় বাহির করিয়া ফেলা হইয়াছিল। ক্যাকেরিয়া, সিলিসিয়া প্রভৃতি ঔষধ প্রথমে প্রয়োগ করা হয়; কিন্তু উহা বিফল হইলে কাসী-সলফ $৬ \times$ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ প্রাতে ও রাত্রে ৩ দিন মাত্র ব্যবহার করা হয়। উহাতেই পূর্ণশ্রাব প্রভৃতি বাবতীয় উপসর্গ বিদূরিত হইয়াছিল।

(৩) ডাঃ Goullon নাসিকার পশ্চাৎ রক্তের প্রতিষ্ঠায়ে শ্বর্ণের স্থায় হরিদ্রা বর্ণের শ্রাব ও জিহবার হরিদ্রা বর্ণ থাকিলে নেট্রাম-ফসের অতিশয় প্রশংসা করেন। একরূপ ২টী রোগীর রোগে ক্যালোবাইক্রম বিফল হওয়ার তিনি ইহা প্রয়োগ করিয়া উত্তম ফল পাইয়াছিলেন; রোগিণীর বোগা-ত্বও ছিল।

Chicken Pox—চিকেন পক্স।

জল বসন্ত, পানি বসন্ত।

ইহা এক প্রকার রসদূর্ণ গুটিকা বিশিষ্ট অতিশয় স্পর্শসংক্রামক রোগ। শিশু ও বালক বালিকাদিগেরই এই রোগ অধিক হইয়া থাকে। প্রকৃত বসন্তের সহিত ইহার অনেকটা সাদৃশ্য আছে বলিয়া প্রথমাবস্থায় ইহাকে আসল বসন্ত বলিয়া ভ্রম জন্মে। কিন্তু প্রভেদ এই যে, পানি বসন্তের ক্ষর অতিশয় মৃদু ও গুটিকাগুলির অগ্রভাগ সূক্ষ্ম অর্থাৎ চোকা। প্রকৃত বসন্তের গুটিকার অগ্রভাগ চেপ্টা। অপর প্রকৃত বসন্তের গুটি প্রথমে হাতের তালু বা পায়েব তলায় প্রকাশ পায়, পানি বসন্তের গুটি প্রথমে মুখে ও বুকে প্রকাশ পায়।

পানি বসন্তের গুটিকা প্রকাশ পাইবার ২৪ দিন পূর্ব ইহা এক প্রকার জলবৎ রসে পূর্ণ হয়। প্রকৃত বসন্তের প্রায় ইহাতে কখনও পূষ জন্মে না। তৃতীয় বা ৪র্থ দিনেই গুটিকাগুলি শুকাতে আরম্ভ করে ও ৫৬ দিন মধ্যেই রোগ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। পানি বসন্তের সঙ্গে কখন কখন দুই চারিটা প্রকৃত বসন্তের (Small Pox) গুটিও প্রকাশ পায়।

চিকিৎসা।

ফিল্ল ফস।—ক্ষর লক্ষণে; গুটিকা বা জিহ্বার লক্ষণে প্রযোজ্য ঔষধের সহিত পর্যায়ক্রমে।

কালী-অিউর ৩x।—দ্বিতীয়াবস্থায়, জিহ্বায় খেত বা ধূসরভ-খেত লেপ বিস্তারিত থাকিলে।

ফাট মিউর। জলীয় লক্ষণ, তন্দ্রালুতা বা অচেতন লক্ষণে।
নাক, চক্ষু ও মূত্র হইতে (লাল্য) জল পড়া, বিড় বিড় করিয়া প্রলাপ বক্তা ।

ক্যান্স-সলফ।—এই ঔষধের উদ্ভেদের (গুটিকা) লক্ষণের সহিত
সাদৃশ্য থাকিলে (পূর্ব জন্মিলে) ।

সিলিসিসিফা।—পূর্বোৎপন্ন হইলে ও এই ঔষধের লক্ষণ বর্তমান
থাকিলে ।

পথ্য দি।—জ্বর থাকিলে সাণ্ড, বালি প্রভৃতি ; জ্বর না থাকিলে
কাঁচা মুগের ডাইল ও অন্ন পথ্য দিবে । দুগ্ধ স্তপথ্য । মৎস্ত নিষিদ্ধ ।
কোন প্রকার উপসর্গ না থাকিলে জ্বাবস্থায় ও পুরাতন সর্প চাটিলের অন্ন
পথ্য দেওয়া যাইতে পারে ।

Chlorosis—ক্লোরোসিস্

হ্রৎপাণ্ডু হিনিৎপাণ্ডু

(এনিমিয়া দ্রষ্টব্য)

Cholera — কলেরা ।

ওলাউঠা ।

প্রবল বমন-বিরেচন, দুর্দ্ভিষা পিপাসা ও ভয়ঙ্কর উদর বেদনা ও পেশীর থল্লী (হাত পায়ের পেশীতে থালধরা) কলেরার বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ ।

কারণ ও নিদান

স্বর্ঘ্যোত্তাপে, বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে, নদী, পুষ্করিণী, হ্রদ, সমুদ্র প্রভৃতির জল উত্তপ্ত ও বাষ্পীভূত হইয়া বায়ুর সহিত মিশ্রিত হয়। উক্ত জলীয় বাষ্প (water vapour) নিঃস্মিত বায়ুর সহিত ত্রণমতঃ ফুসফুসে ও তৎপর শরীরস্থ রক্তে প্রবেশ করতঃ রক্তের জলীয়াংশ বৃদ্ধি করে। এবশ্পকারে রক্তের জলীয়াংশ বৃদ্ধি হওয়ায় (রক্তের নিকটতা হেতু) দেহস্থ সমগ্র বস্তুদি সম্পূর্ণরূপে পরিপোষিত হইতে পানেন। কাজেই দেহস্থবস্তুদি ও মাযুমণ্ডল ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া পড়ে। প্রকৃতির অনিচ্চনীয় ক্রিয়া কৌশল কিঞ্চৎ উপলব্ধি করিতে পারিলেও বিশেষে অভিভূত হইয়া সেই পরম কারুণ্যকের পদে স্বতঃই মস্তক অনত হয় ও তাঁহার মঙ্গলময় বিধানে দোষারোপের পরিবর্তে কৃতজ্ঞতা না জানাইয়া থাকিতে পারা যায়না। প্রতি অমঙ্গলে তাঁহার মঙ্গলেচ্ছুক হস্তের ক্রিয়াই দৃষ্ট হয়। এই অনাবশ্যকীয় জল দেহ হইতে নিজ্জান্ত করিতে না পারিলে দেহের বিশেষ অনিষ্ট হইতে পারে। তাই, প্রকৃতি অগ্র উপায়ে এই জল বাহির করিতে চেষ্টা করে। উক্ত জল-সংশ্লিষ্ট সমগ্র মাযুমণ্ডল উত্তেজিত (irritated) হইয়া একপ্রকার কম্পন উৎপন্ন করে। ইহার ফলে, শিরা ও ধমনীসমূহের সঙ্কোচন জঘিয়া তন্মধ্যে হইতে জলীয়াংশ বাহির হইয়া কতক আমাশয় (ষ্টমাকু, পাকস্থলী)

ও অল্পে সঞ্চিত হয় ও কতক ঘর্মরূপে বাহির হয়। আমাশয় ও অন্ত্রের সঞ্চিত জলই স্নায়বিক কারণে যথাক্রমে মুখ ও মলদ্বার দিয়া বহির্গত হয়। টিফাইড কলেরার ভেদ ও বমন। যে জল ত্বকপথে নির্গত হয় তাহাই কলেরার ঘর্ম। আর, রক্তে ম্যাগ্নেশিয়া-ফসফরিকমের অভাব বা নূনতা ঘটিলেই মাছু ও দেশীর খেঁচ-হুত্র (white fibres) সমূহের সঙ্কোচন জন্মিয়া

আক্ষেপ বা পালবরা (spasm) উৎপন্ন হয়।

পকতাদি উচ্চ ভূগণ্ডে কলেরা ও ম্যালেরিয়া প্রভৃতি বোগ জন্মে না। আর্দ্র বায়ু অথবা বায়ুশূন্য জলীয় বাষ্প এই রোগের মূগ কারণ। ড্রাইন, ডোবা বা কীটাণু (maisma) প্রভৃতি বগনও টিফার কারণ নহে। কীটাণু হইতে যে কলেরা রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে এত ভ্রান্ত ধারণা একদিন চলিয়া যাববেই (The germ theory must go.)

বিগত ১৮৭৭ সালে যখন কালকাতায় ভয়ানক কলেরার প্রাদুর্ভাব হয়, তখন বিশ্রাম হইতে স্বপ্রসিদ্ধ ডাঃ কোচ (The great Dr. Koach) টিফার কারণ নিয়ম করিবার জন্ত তথায় আগমন করেন। তিনি একটা পাত্রস্থ জল প্রথমে অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিয়া টিফার ভিতরে ষষ্টিরকায় জীবাণু (Bacilli resembling sticks) দেখিতে পান (বলা বাহুল্য এত জল পূর্বে কখনও পরীক্ষা করা হইয়াছিল না)। এত লক্ষ্যকৃতি জীবাণুই (যাহাকে তিনি ‘কোমা ব্যাসিলাই’ আখ্যা প্রদান করেন) কলেরা রোগের মূলকারণ বলিয়া তিনি ঘোষণা করেন। অন্তঃকলমে এই মূল্যবান সংবাদ তাঁরর সাহায্যে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে প্রেরিত হয়। ডাঃ কোচ কলেরার কারণ (আমুমানিক) বাহির করিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে বহু ছুটপুট গো শাবকও মায়া পড়িল বটে (সিরাম তৈয়ার করিবার জন্ত) কিন্তু এই জীবাণুকে

মারিবার অথবা এই রোগাক্রান্ত রোগীকে রক্ষা করিবার কোনও উপায় উদ্ভাবন করিতে পারি নেন না ।

বায়ুর তাপ পরে কমিল এবং কলেরাও অদৃশ্য হইল । এই সময়ে কতিপয় বৈজ্ঞানিক, (যাহারা জীবাণুমতবাদে আস্থাসম্পন্ন । ডাঃ কোচের আবদ্ধ জীবাণু পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য তাড়াতাড়ি করিয়া বিলাত হইতে কলিকাতায় আগমন করিলেন । তাহারা আসিয়া দেখিতে পাইলেন, যে পাবে ডাঃ কোচ তাহাদিগকে (জীবাণুগতিকে) রাখিয়াছিলেন সেই পাত্রের ভিতর তাহারা বেশ মন্দর মতই আছে ; কিন্তু আর পূর্বের স্থায় দর্শন করেন না ।

প্রকৃত কথা এই, সমস্ত অতিসারমত (in all diarrhetic stool) রোগীর মধ্যে প্রযোজ্য প্রকার ভাব্য দৃষ্ট হওয়া থাকে । সমুদয় জান্তব্য পদার্থের পচনাবস্থায় (In all decaying organic matter) উহা উদ্ভূত হওয়া থাকে এবং তাহারা কোন রোগের উৎপন্ন হয় না । আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যৎ, প্রত্যেক বোম্বের কারণ মানব জাতির অবিদিত থাকিবে না এবং তাহার প্রকৃত উৎসও প্রত্যেক ব্যক্তিরই ক্রমশঃ হইবে ।

হঠাৎ নীতান্তাপের পরিবর্তন ; আজ, স্নেহসেঁতে স্থানে বাস ; হঠাৎ শীতলাগা ; হঠাৎ ঘর্ম্মাবরোধ, জলীয় বায়ু সেবন ও গুরুপাক দ্রব্য ভক্ষণ তত্বাদি এই বোগের উদ্দীপক কারণ । তত্রাহুসারে এই রোগ নানা নামে অভিহিত হইয়া থাকে । যথা—এসিয়াটিক কলেরা, ড্রাই কলেরা, বিলিঙ্গেন কলেরা, কণেরিক ডায়েরিয়া ইত্যাদি ।

এই ক্ষুদ্র পুস্তকে প্রত্যেক লক্ষণের কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করা সম্ভবপর নহে । সুতরাং তাহা হইতে বিরত থাকা গেল । কলেরা রোগীর চিকিৎসক ও পরিচর্যাকারী উভয়েরই বিশেষরূপে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, তাহারা কোন ভয়ঙ্কর রাক্ষসের সম্মুখীন হন নাই । তাহাদের কেবল মনে

রাখা কর্তব্য যে, তঁাহাদের রোগীর বন্ধে কোন কোন লাভণিক পদার্থের
অভাব ঘটিয়াছে মাত্র। অতএব ভগবানে ও তাঁহার প্রাকৃতিক নিয়মে
 দৃঢ়তার সহিত বিশ্বাস রাখিয়া, ও অতিশয় সত্বরতার সহিত অগ্রসর হইয়া
 প্রকৃতির কাণ্ডে সাহায্য করা প্রত্যেক চিকিৎসকেরই কর্তব্য। তাহা
 হইলে শীঘ্রই বন্ধিতে পারিবেন, স্বপ্নের ভয়ের দ্বায় শীঘ্রই তাঁহাদের ভয়ের
 কাবণও অপনীত হইয়াছে।

চিকিৎসা।

প্রতিষেধক ঔষধ —নেট্র ম-ফস ১৫ গ্রাম ২১১ মাত্রা
 সেবন করিলে রোগের আক্রমণের তৎ ভয় থাকে না।

রোগের বিকাশাক্ষক্ষণ —ফিম-ফস ১১ X ও
 কালী-ফস ৬ X (পথ্যক্রমে)। ২স্তপদ বা উদরে আক্ষেপ (spasm)
 চক্ষ্মিলে ম্যাগ-ফস ৬ X ৪।৫ গ্রেণমাত্রায় ঘন ঘন গরমজলে গুলিয়া সেবা।

চুইঘণ্টা বা ততোধিক কাল রোগের ভোগের পর (চাউল পোয়া বা
 মাংস খোয়া জ্বরের দ্বায় মল নির্গত হইলে) —কালী-ফস ৩ X, ফিম-ফস
 ১০ X ও ম্যাগ-ফস ৬ X এবং জ্বাট-ফস ৩ X প্রত্যেকটি ৪।৫ গ্রেণ
 মাত্রায় একত্রে গরম জলে গুলিয়া ৫।১০ ১১ মিনিট পর পর দিলে অতি
 উৎকৃষ্ট ফল দর্শিতা থাকে।

কলেরার প্রারম্ভিক ৫ মিনিট পর পর ব্যবহৃত ঔষধ ও পান্যপে
 গরম জল পুনঃ পুনঃ দিবে। ইহাতে বিশেষ উপকার হয়।

কলেরার সঙ্গল রোগীকেই প্রতি ঘণ্টায় মলদ্বার দিয়া গরম জলের
 ডুগ দেওয়া বিশেষ উপকারী। এক বোতল দ্রবত্ব জলে চা'র চামচের
 (Teaspoon) অর্দ্ধ চামচ লবণ (যে বিলাতি বৈদ্য আহার্যার্থ ব্যবহৃত
 হয়) মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করা (ডুগ দেওয়া) আরও উপকারী।

কলেরার রোগীকে কোন প্রকার উত্তেজক খাদ্য বা পানীয় দিবে না । কলেরার রোগীর পক্ষে ১× হইতে ৬× পর্য্যন্ত নিম্নক্রমের ঔষধ অধিক কলপ্রদ ।

ফলিক্যাস ।—রোগের প্রারম্ভাবস্থায় জরামুক্তব লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে প্রধান ঔষধ কালী-ফলের সহিত পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করিবে । চক্ষু, মুখমণ্ডল ও মস্তকে রক্তের প্রধাবন । শিশুদিগের কলেরার ইহা প্রধান ঔষধ । জলবৎ মল ইহার প্রয়োগ লক্ষণ । শিশুদিগের কটৈতত্ত্ব ও উচ্চ গাত্রোদ্যাপ । মলের সহিত অপরিপাচিত ভুক্তদ্রব্য নিঃসরণ ।

কালী ফল ।—অতিশয় দুর্বলযুক্ত ও চাউল ধোয়া জলের তায় বর্ণ বিশিষ্ট বা রক্তাশুবৎ (serum) মল লক্ষণ বর্তমান থাকিলে ইহা ; অতিশয় উপকারী । এই রোগে স্নায়ুমণ্ডলের পাংশুবর্ণ পদার্থের (grey matter) ক্ষয় হয় বলিয়া অতিশয় দুর্বলতা জন্মে । কালী-ফল প্রয়োগ করিলে এই দুর্বলতা সত্ত্বে দূরীভূত হয় । কোলাপ্স বা পতনাবস্থায় চক্ষু-মুখ বসিয়া গেলে, মুখমণ্ডলের নীলাক্ততা ও স্বরভঙ্গ থাকিলে, প্রভূত ঘস্ম ও নাড়ী বসিয়া গেলে অথবা মুহূঃ স্রবৎ নাড়ী থাকিলে হঠাৎ অতিশয় কলপ্রদ । এই রোগে, রোগের প্রথম ৩৩তে শেষ পর্য্যন্ত এই ঔষধ ব্যবহৃত হওয়া উচিত ।

অ্যাম্পোশিয়া ফল ।—হস্ত-পদ বা উদরে খাল ধারিলে কিঞ্চিৎ উষ্ণ জলের সাতত মিশাইয়া ৪৫ গ্রেণ মাত্রায় ঘন ঘন খাইতে দিবে । বমন এবং জলবৎ ওদ ইহার অপর প্রয়োগ লক্ষণ ।

কালী সলফ ।—প্রারম্ভাবস্থায় ফির-ফলের সহিত পর্যায়ক্রমে । অস্থিরতা ও খাস-কষ্ট । শীতল স্থানে থাকিতে আকাজকা ।

নেট্রাম সলফ ।—রোগের প্রারম্ভাবস্থায় প্রতিদিন প্রাতে এক এক মাত্রা প্রতিষেধক স্বরূপ সেবন করিলে আক্রমণের ভয় ভয় থাকে না । সকল প্রকার কলেরা বা পেটের অস্থিরতার প্রারম্ভে ইহার দুই এক মাত্রা

সেবন করিতে দিলে পৌড়া তত গুরুতর হইতে পারে না। সর্বদা বিবমিসা (গা বমি বমি করা), মুখের তিক্তস্বাদ ও তিহ্বায় সবুজ বর্ণের লেপ ইহার প্রয়োগ লক্ষণ।

নেট্রাম মিউল।—অতিশয় পিপাসা থাকিলে উপযুক্ত ঔষধের সহিত পর্যায়ক্রমে। ওজ্রা; বিড়-বিড় করিয়া প্রলাপ বকা; শুষ্ক অথবা ফণাবৃত জিহ্বা।

নেট্রাম ফস —বালকদিগের রোগে, বিশেষতঃ ক্রিমির লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে অবশ্য ব্যবহার্য্য। ভেদ-বমনে তন্ম গন্ধ থাকিলে অথবা অল্প অল্প ভেদ ও বমনে কষ্ট হইলে। মুত্ররোধ। মুত্রশোণে ফির-ফস সহ পর্যায়ক্রমে।

মন্তব্য।

পুকেই বলা হইয়াছে যে, রক্তের ভলিমাংশের বৃদ্ধিই এই রোগের মূখ্য কারণ। সুতরাং রোগের হুচনায়ই এহ জল বাতির করিবার নিমিত্ত নেট্রাম সলফ ৩× ঘন ঘন দিবে। রোগের প্রাচুর্য্য কালে প্রত্যাহ সকালে ইহার একমাত্রা পরিমাণ সেবন করিলে আক্রমণের ভয় অনেক দূর হইবে। দ্রুত নিশ্বাস-প্রশ্বাস, রক্তে অক্সিজেনের অভাব বা স্বল্পতা হুচক লক্ষণ। সুতরাং উক্তলক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে ফিরম-ফস, ক্যালী-সলফ বা নেট্রাম সলফ দিলে বিশেষ ফল দর্শে। বমন বিরোধনে অজীর্ণ ভুক্ত দ্রব্য দৃষ্ট হইলে পর্যায়ক্রমে ফিরম-ফস ও ক্যালী-ফস দিবে। উদর কিংবা হাত পায়ের পেশীতে খালধরা থাকিলে কিঞ্চিৎ উষ্ণ জলের সহিত ম্যাগ্নেশিয়াম-ফস গুলিয়ার খাইতে দিবে এবং হস্ত-পদাদিতে উষ্ণ সেক দিবে। অতিশয় ঘর্ম্ম কালরার একটা বিশেষ খারাপ উপসর্গ। ক্যালী-ফস দ্বারা এই ঘর্ম্ম বন্ধ ও নাড়ীর উত্তেজনা জন্মে। কখন কখন ইহা নেট্রাম ফস

বা ফিন্ন-ফস সহ দিলে চমৎকার ফল পাওয়া যায় । প্রথমাবধি রোগীকে মাঝে মাঝে দুই এক মাত্রা নেট্রাম-ফস দিলে প্রস্রাব বন্ধ হইবার ভয় অনেকটা দূর হইয়া থাকে ।

কলেরার দ্বিতীয়াবস্থায় অনেকের রক্ত বা সেরাম (serum) ভেদ হইয়া থাকে । একপাবস্থায় লক্ষণ দুবারে সাধারণতঃ ফিন্ন-ফস ও নেট্রাম মিউর ব্যবহৃত হয় । চক্ষুর আৱৃত্ততা সহ বিকারের লক্ষণ (যথা উক্ত প্রলাপ বকা, শয্যায় উঠিয়া বসা বা শয্যা হইতে উঠিয়া যাইবার প্রবৃত্তি প্রভৃতি) বিত্তম'ন থাকিলে পর্যায়ক্রমে ফিন্ন-ফস, ক্যালো-ফস ও নেট্রাম মিউর দিবে । পিপাসায় রোগীকে ঠাণ্ডা জলের পরিবর্তে উষ্ণ জল খাওয়া দিলে পিপাসার অনেক শান্তি জন্মে । সকল প্রকার পেটের পীড়ায়ই মধ্যে ২ মলবার দিয়া উষ্ণ জলের চিকিৎসা দিলে অতিশয় উপকার হয় । প্রতিক্রিয়াবস্থা (পতনাবস্থার পর যখন পুনরায় জ্বর অল্প ভেদ ও বমন হইতে থাকে এবং নাড়ী উত্তীর্ণ হয়) না আসা পর্যন্ত উষ্ণ জল ব্যতীত আর কোন পথ্য দেওয়া বিহিত নহে । কলেরার রোগী অনেক সময় ক্ষুধায় অতিশয় ছট ফট কবে । এ ক্ষুধা দুই ক্ষুধা । এ অবস্থায় কিছু খাইতে দিলে অতিশয় অপকার হয় । তবে প্রতিক্রিয়াবস্থা আসিলে অতিশয় সাবধানতার সহিত ক্ষুধানুসারে মধ্যে মধ্যে বোগীকে বাগি, সাগু বা শঠির পালো অতিশয় পাতলা ও হুসিদ্ধ করিয়া কিকিৎ লবণ বা মিছরি সহিত দুই এক ঝিল্লক করিয়া খাইতে দিবে । এই সময় রোগীকে মধ্যে মধ্যে দুই এক মাত্রা ক্যালো-ফস দিলে বল ও ক্ষুধা বৃদ্ধি হয় । এই রোগে সাধারণতঃ নিম্ন ক্রমের (৩×) ঔষধই ব্যবহৃত হয় । নিম্ন ক্রমে উপকার না দাশিলে উচ্চক্রম (৬×, ১২×) ব্যবহার করবে ।

প্রস্রাব বন্ধে ।—কলেরা বোগে কখন কখন হুচিকিৎসা-সঙ্গেও প্রস্রাব বন্ধ হইয়া থাকে । অর্থাৎ প্রস্রাব উৎপন্ন হয় না ।

এই অবস্থার এক মুষ্টি পরিমাণ পূঁদিনা পাতা ৩৪টি গোলমরিচ সহ বাটায়া এক গ্লাস মিহ্রির সরবতের সহিত উত্তমরূপে মিলাইয়া, দুইটি গ্লাসে কিছুক্ষণ ঢালাঢালা করিবে। তৎপর ৪।৫ পরতা বস্ত্র খণ্ডে উত্তমরূপে ছাঁকিয়া রোগীকে খাইতে দিবে। ইহাতে ১ হইতে ২ ঘণ্টার মধ্যেই প্রচুর প্রস্রাব হইয়া থাকে। চিকিৎসার আশা দর নিন্দন
পৰ্য্যন্ত।

প্রস্রাব উৎপন্ন হইয়া ব্লড'রে (মূত্রাশয়) জমায়া যদি সেই মূত্র পরিত্যক্ত না হয় (if urine is retained in bladder). তবে ক্লাডারের উপর কাদার লেপ বা জল পড়া দিলে অথবা নীল ঘষিয়া লেপ দিলে মূত্র প্রস্রাব হইয়া থাকে।

(চিকিৎসিত রোগী)

(১) ১৮ মাসের একটি মেয়ের কয়েক মিনিট পর পর সবুজবর্ণ জলবৎ স্লেথ মিশ্রিত মং প্রস্রাব হইত। ইহাতে সে বড়ই নিস্তেজ হইয়া পড়ে। তাহার মাথা বালিশের এ পাশে ওপাশে গড়াইত, মনে হইত যেন সে উহার ভার বহন করিতে পারিতেছে না। তর্জমুদিত চক্ষু, সমদা কোঁকানি এবং নিত্রা কালে হঠাৎ চমকিত হইয়া উঠা লক্ষণ বিদ্যমান ছিল। নাড়ী দ্রুত, শ্বাস বর্ধিত মলিন খেঁড়া মুখমণ্ডল এবং জলবৎ বমনও ছিল। ৭।৮, ঘণ্টা পর্য্যন্ত উষ্ণ জলের সহিত ফিরম-ফস প্রাতঃ ঘণ্টার দেওয়া যায়। তৎপরে পণ্ডারক্রমে ক্যাঙ্ক-ফস ও দেওয়া হয়। ইহাতেই শিশুটি আরোগ্য হয়।

(২) জনৈক রোগীর চাউল খোয়া জলের স্নায় বর্ণ বিশিষ্ট অতিসার দুর্দম্য বমন, ও পায়ের ডিম্ব খসী জন্মে। ক্যাঙ্ক-ফস প্রয়োগে বিশেষ উপকার দর্শে।

(৩) আর একটি বুদ্ধেরও পূর্ববর্ণিত লক্ষণসমুহযুক্ত কলেয়া হয় ।
১ মাত্রা মাত্র ক্যান্ডী-ফস সেবনেই ৬ ঘণ্টার মধ্যে রোগী সম্পূর্ণরূপে
আরোগ্য হয় । এই ২টি রোগী দুইবেই ক্যান্ডী-ফস যে আতসারিক
কলেয়ার অমোঘ ঔষধ তাহা প্রমাণিত হয় ।

Chorea কোরিয়া ।

(তাণ্ডব ; হস্ত, পদ বা মুখের হাঙ্গোদীপক কম্পন) ।

ভয়, মস্তকে কোন প্রকারে অ বাত লাগে, ভিত্তিরক্ত ইন্দ্রিয়
পরিচালনা ; ক্রি'ময় বিদ্যমানতা, দস্তোদগমে বিলম্ব, জ্বালোকদিগের জরায়ু
দোষ প্রভৃতি এষ্ট পীড়ার উদ্দীপক কারণ । সকল স্নায়ুতেই শ্বেত ও
পাংশু এই দুই বর্ণের পদার্থ থাকে । স্নায়ুর শ্বেত পদার্থই শাসক-স্নায়ুরূপে
কাজ করিয়া থাকে । এই শ্বেতবর্ণ পদার্থের আবার ম্যাগ্নেশিয়া-ফস
প্রধান উপকরণ । পূর্বোক্ত কারণের গোণফলে যখন এই ম্যাগ্নেশিয়া-
ফসের অভাব ঘা স্বল্পতা ঘটে তখনই স্নায়ু যথোপযুক্তরূপে নিজ কার্য
করিতে পারে না । সুতরাং উহার কার্যের বিশৃঙ্খলা জন্মে । এই
বিশৃঙ্খলার ফলেই এই রোগ উৎপন্ন হয় ।

(চিকিৎসা)

ম্যাগ্নেশিয়া ফস — আক্ষেপ, হস্তপাদাদির অনৈচ্ছিক কম্পন
বা বিক্ষেপ । কথা জড়াইয়া যায় । এই রোগে ম্যাগ ফসই প্রধান ঔষধ ।

ক্যাঙ্সার :—ম্যাগ-ফসে উপকার না দশিলে ইহা ব্যবহার করিবে। গণ্ডমালা ধাতুর রোগাদিগকে মধ্যে মধ্যে এই ঔষধ দেওয়া কর্তব্য।

সিলিসিনিয়া :—আক্ষেপ, ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখা নিদ্রা হইতে জাগরণ, মুখমণ্ডলের পাণ্ডুরতা, চক্ষু যেন ছুটরা পড়িবে এরূপ মনে হয়। ক্রিমি বিদ্যমানতা বুঝিতে পারিলে নেট্রাম-ফস সহ পথ্যায়ক্রমে।

নেট্রাম-মিউন :—পুৰাতন রোগ। কোন প্রকার উদ্বেদাদি (যথা খোস, পাচড়া ইত্যাদি) বসিয়া যাইবার ফলে রোগোৎপন্ন হইয়া থাকিলে। জিহ্বার বর্ণ ত্রুটব্য।

ন্যাট-ফস :—ক্রিমি বা অল্প লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে।

(চিকিৎসিত রোগী)।

(১) ১২ বৎসর বয়স্কজনৈক বাচ্চের কোম্বোয়া রোগ হইল। এরূপ ভয়ঙ্কর রোগী চিকিৎসক তাঁহার ৩০ বৎসর ব্যাপী চিকিৎসাকালে আর দেখেন নাই। এই রোগিটি বীণ্ডুগুই বর্ণিত দৈত্যের মত ছিল (এই দৈত্যকে সম্মতান একবার আঁগিতে নিক্ষেপ করিত ও পরে জলে নিমজ্জন করিত)। রোগিটি এক মুহূর্তও স্থিরভাবে থাকিতে পারিত না। হাতপা এবং মুখমণ্ডলের আকৃতি বিকৃত ছিল। কখন ২ সে আক্ষেপ অর্থাৎ স্প্যাক্সম বশতঃ মাটিতে পড়িয়া যাইত এবং খাস লইবার নিমিত্ত হাঁপাইতে থাকিত। এই সময় তাহার মুখ হইতে ফোঁা নির্গত হইত ও সে তুড়ি দিত। এই বালক তাহার পিতা হইতে স্নায়বিক প্রকৃতি প্রাপ্ত। তাহার পিতা একজন অভ্যস্ত গঞ্জিফাসেবী ও মদ্যপানী ছিল। এই রোগীকে যে কেহ দেখিত সে-ই মন্তব্য প্রকাশ করিত, “ডাক্তার, এরূপ রোগীকে আপনি কিছুতেই আরোগ্য করিতে পারিবেন না। তাহার দিকে

তাহাইতেই ভয় হয়, কি কবিয়া আপনি ইহার আরোগ্যের আশা করেন ?" ইত্যাদি। নিম্নলিখিত প্রকারে ঔষধ দেওয়া যায়। ম্যাগ-ফস ১৫ গ্রেন ও ক্যালী-ফস ১৫ গ্রেন একত্র করিয়া এক গ্লাসের ঠুঁ অংশ জল দ্বারা পূর্ণ করিয়া ঐ জলে এই মিশ্রিত ৩০ গ্রেন ঔষধ মিশাইয়া সারা দিনে সময় সময় এক এক চামচ করিয়া খাইতে দেওয়া হয়। এক দিনে সমস্তটা ঔষধ খাইতে হইত। প্রতি দিন এইরূপ দেওয়া যায়। অন্তর্কর্ভী ঔষধ স্বরূপ প্রত্যহ প্রাতে ৮ গ্রেন করিয়া ক্যাল্ক-ফস কিঞ্চিৎ জলের সহিত সেবন করিতেও দেওয়া যাইত। এইরূপ ৬ মাস চিকিৎসায় রোগী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করে। ইহার ৮ মাস পরে জানা যায় যে রোগীর আর কোনও উপদ্রব নাই।

(২) ১৩ বৎসরের একটা বালকের কোরিয়া রোগ জন্মে। বালকটা মুখের নিকট হাত নিতে পারিত না। অতিশয় স্নায়বক প্রকৃতি ও মুখমণ্ডলের পাণ্ডুরতা ছিল। অন্তর্কর্ভী ঔষধ স্বরূপ প্রত্যহ প্রাতে ক্যাল্ক-ফস এবং ম্যাগ-ফস ও ক্যালীফস প্রত্যেক ১০ গ্রেন ২টা স্বতন্ত্র গ্লাসে কর্ক গ্লাস জলে মিশ্রিত করিয়া একটীর পর আর একটা পর্যায়ক্রমে এক এক চামচ করিয়া খাইতে বলা হয়। ৩ মাসে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

(৪) অপর একটা রোগীর এই রোগে মুখমণ্ডল এবং শরীরের উর্দ্ধাংশ আক্রান্ত হইয়াছিল। মুখের নিম্ন এবং পার্শ্ব দিকে চেঁকে টানা, চক্ষুর পাতার আক্ষেপিক স্পন্দন, মস্তকের সম্মুখদিকে গতি, এবং নানাপ্রকার অস্বাভাবিক কম্পন, নিদ্রাকালে লক্ষণ সমূহের হ্রাস প্রাপ্তি, মলত্যাগকালে এবং মানসিক উচ্ছ্বাসে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি ছিল। ইথেশিয়া ব্যবহারে ফল হয় নাই। ম্যাগ-ফস ৩× তিন মাস পর্যন্ত ব্যবহার করায় বেশ ফল দেখা যায়। কিন্তু ইহাতে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয় নাই। পরে

ইহার সহিত পর্যায়ক্রমে কাঙ্ক-ফস দিনে একবার এবং ম্যাগ-ফস দুইবার করিয়া ব্যবহার করায় এক মাসে রোগিটি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হয়।

(৩) ১৮৮৭ সনের মার্চ মাসে লণ্ডনের হোমিওপ্যাথিক হাসপাতালে এই বোগের একটী রোগী ভর্তি হয়। ৮ মাস পূৰ্ব হইতে সে এই রোগাক্রান্ত হয়। হাসপাতালে গৃহীত হইবার ২ মাস পূৰ্ব হইতে এটি রোগে সৰ্বদা ব্যবহার্য্য নানা ঔষধ প্রয়োগ করা হয়, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কিছুই ফল হয় নাই। রোগের কারণ কিছুই স্থিররূপে নির্ধারণ করিতে পারা যায় নাই। মেয়েটির কুমি ছিল না এবং ভগ্নাদির পর এই রোগ জন্মিয়াছে এরূপও শুনা যায় নাই। হাসপাতালে আসিবার পর হইতেই কার্য্যকালে তাহার সৰ্ব্বাঙ্গে আক্ষেপ (spasm) জন্মিতেছিল। কিন্তু নিদ্রিতাবস্থায় কিছুই থাকিত না। সে হাটিতে এবং খাইতেও পারিত ইকিছু বাকশক্তির অসম্ভাব ছিল। স্নেহপিণ্ডের ক্রিয়া দ্রুততর ছিল, কিন্তু কোন অস্বাভাবিক শব্দ শ্রুত হওয়া যায় নাই। পরে সময় সময় কোমল pulse-systolic স্ফংকার শব্দ শুনা যায়। ইহাতে অনুমান হয় স্নেহপিণ্ডের পেশী-স্তরের (muscular fibres) আক্ষেপ অর্থাৎ স্প্যাজম জন্মিয়াছে। চক্ষুর তায়্য প্রসারিত ছিল। ম্যাগ ফস ৬x দুই গুণ মাত্রায় ব্যবস্থা করা হয়। ইহাতেই রোগী ভাল হয়।

Cold in the head—কোল্ড ইন দি হেড—মস্তকের প্রতিশ্রায় বা সর্দি । (চিকিৎসা)

ফিল্ম ফস :—প্রারম্ভাবস্থায় যখন নাকী ক্রত ও পূর্ণ থাকে ।
প্রতিশ্রায়িক অব ; নাসিকার অভ্যন্তরে শুষ্কতা । যাগাদের সহজে
সর্দি লাগে তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ ও ক্যাক ফস ৩X ক্রম পর্যায়ক্রমে
ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার দর্শে ।

ন্যাট মিউল —জলবৎ, স্বচ্ছ ও ফেণা ফেণা স্লেয়াস্রাব
বিশিষ্ট প্রতিশ্রায় । রক্তদীন ব্যক্তিদিগের পুরাতন প্রতিশ্রায় । লবণাক্ত
স্লেয়াস্রাব, সর্দিকানীন শরীরের নানা স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলপূর্ণ বৃক্ষ ডর
উদ্ভব, এগুলি গলিয়া গিয়া পাতলা মাম্দি পড়ে । নাসিকা দ্বিগু
পারকার জলবৎ স্লেয়া গড়াইয়া পড়ে । ইনফ্লুয়েঞ্জা । অবশেষে হইলে বৎ
কাদিবার কালে নাসিকা হঠিতে রক্তপাত । ড্রাগশক্তির বিশোধ । তালুৎ
শুদ্ধতা ।

ক্যাক-ফস ।—মস্তকের প্রতিশ্রায় সহকারে গড়, পীতবর্ণ অস্বচ্ছ
পৃথক ও রক্তের রেখাঙ্কিত স্লেয়াস্রাব । ইহা স্লেয়াস্রাব-গ্রন্থির অবস্থা
পরিবর্তন করিতে বিশেষ উপযোগী । নাসিকা হইতে রক্তপাত ।

(সর্দি দ্রষ্টব্য) :

Colic—কলিক ।

উদর বেদনা, শূল বেদনা ।

অন্ত্রস্থ (intestine) পেশী সমূহের অনিয়মিত আক্ষেপিক সংকোচন বশতঃ যে বেদনা জন্মে তাকে অন্ত্র-শূল বা কলিক কহে ।

কালিকা ।—পিত্তরূপক দ্রব্য ভক্ষণ, উদবে বায়ু সঞ্চয়, কোষ্ঠকাঠিন্য ক্রিমির বিদ্যমানতা, পিত্ত-প্রণালীর (bile-duct) অভ্যন্তর দিয়া পিত্ত-শিলাব (gall stone) নির্গমন, এবং মূত্রনালীর (ureter) অভ্যন্তর দিয়া পাথুবী নির্গমন প্রভৃতি কারণে এই বেদনা জন্মিয়া থাকে । উদর

বেদনা সূত্রপাত বমন তরুণ পিত্তশীতল বেদনা বাৎসরিক পুনরাবৃত্তি হয়

এই প্রকার বেদনা কটু দশা হইলে আবেগ হইয়া তালপাটের দিকে ঢেলে

এবং তৎসহ ঘন ঘন মুত্রগ্রহণ থাকিলে মুত্রশিলাব বেদনা বাৎসরিক পুনরাবৃত্তি

কারণ হইবে । শূল বেদনা সর্বদা প্রকৃতির অর্থাৎ একবার বমি পড়ে

স্বাভাবিক হইতে পারে । কিন্তু প্রাদাভিক বেদনার জ্বায়া সকল সময় এক

ভাবে থাকে না । শূল বেদনার প্রায়ই আক্ষেপিক (অর্থাৎ মোচড়ানবৎ)

প্রকৃতি থাকে ; প্রাদাভিক বেদনায় একবার প্রকৃতি থাকে না ।

(চিকিৎসা)

অগ্নি-ফস ।—শিশুদিগের বাষ্প সঞ্চয় জনিত উদর বেদনায় উপরের দিক পাটানিয়া বা জুটাইয়া আনে । বেদনা বশতঃ রোগীকে সম্মুখদিক বাঁকিয়া দ্বিভাজ্য হইয়া থাকিতে হয় । বায়ু সঞ্চয় জন্ত উদর

বেদনা । ঘর্ষণ, উত্তাপ বা বাতোদ্যানে এই বেদনার উপশম জন্মে ।

আক্ষেপিক বা ষালধরার জ্বায়া বেদনাবিশিষ্ট বিরামশীল শূল । নবপ্রসূত ও

শিশুদিগের অপাক ব্যতীত শূল । ৬ X বা ৩০ X ক্রম ৪।৫ গ্রেণ মাত্রায়

গরম জলে গুলিয়া ঘন ঘন ব্যবহার করিলে অতি দ্রুত ফল দর্শে ।
পিত্ত-পাথরী জনিত শূল বেদনায় ম্যাগ-ফস ও ক্যাক-ফস সহ প্রয়োগ
করিলে চমৎকার ফল দর্শে ।

ন্যাউ সল ।—পিত্তশূল ও তৎসহ পিত্ত বমন, মুখের তিক্ত স্বাদ ;

জিহ্বায় কটাসে সবুজবর্ণের লেপ । বস্তুকের ত্রুণাবসমানবন্ধন আধুনিক
শূল। গীদ শূল । ১×, ২× বা ৩× ক্রমেব ত্রুণ ঘন ঘন ব্যবহার্য্য ।
দক্ষণ কৃদিক পাদনা বেদনার আশ্রয় । ইদং বায়ু চলাইল করে ।

ন্যাউমি উল —ক্যানোভেডের গায় উদগার এবং ডাঙ্কোরিয়া
ও কলোসিহের ত্রায় উদর বেদনা নির্দিষ্ট শূলে ইহা অশিশয় ফ প্রদ ।

ন্যাউ ফস ,—গায় ক্রিমের শূল বেদনার সহিত ক্রিমের দক্ষণের
বিদ্যমানতা অথবা অল্পে তা , মনু বর্ণ পল্লগতি তেব, ছায়া ত্রায় জমাত
চক্ষ বমন ইত্যাদি ।

কালী ফস ।—বিফা মন-বেগ সহ উর্জাদগে বেদনা, মনুবাদকে
অবনত হইয়া বর্ণিতো এই বেদনার উপশম, বায়ু মনয় জন্ত উদরে
ক্ষীণতা ।

কালী সলফ ,—ম্যাগ-ফস বিফা হইলে এত ঔষধ প্রযোজ্য ।
এই ঔষধের বেদনার দক্ষণ তিক ম্যাগ-ফসের বেদনার ত্রায় । উদরে
শীতলতা অমুভব ; ক্রোধের আবেশের পর হঠাৎ উহার ততোভাবে জ্ঞ
শূল-বেদনা । গন্ধকের ত্রায় গন্ধ বাণষ্ট বায়ু (বাতকয়) নিঃসরণ ।

ফিল্ম ফস —নাড়ীর দ্রুততা ও অরসংযুক্ত জ্বালোদগের
মতুকালীন উদরবেদনা বা রক্তশূল ।

শূল বেদনার রোগীকে পুনঃ পুনঃ উষ্ণ জল পান করিতে দিলে ও
মলবার দিয়া উষ্ণ জলের পিচকারী দিলে অতিশয় উপকার দর্শে । এই

রোগে কিঞ্চিৎ ইঞ্চি জলের সহিত ম্যাগ-ফস ৩× গুলিয়া ১০।১৫ মিনিট অন্তর খাইতে দিয়া আমবা চমৎকার ফল পাইয়াছি।

চিকিৎসা।

(১) জনৈক ধর্ম-যাজকের উৎকট শূল রোগ জন্মে। ব্যারামটী কতিপয় বৎসর স্থায়ী হয়। প্রাদাহিক বেদনার স্থায় বেদনা, প্রবল বমন, উদর স্পর্শে অতিশয় অনুভূতি (tenderness), অস্থিতা, উদেগ ও অতিশয় যন্ত্রণাসূচক মুখমণ্ডল ছিল। যখনই বেদনা উঠিত তখন ৩ হতে ৭ দিন পর্যন্ত স্থায়ী হইত। প্রায় ১ বৎসর যাবৎ লক্ষ্য করা গিয়াছিল যে বেদনা দক্ষিণ দিকের কুচকিন নিকট হইতে উঠে এবং তথা হইতে সমগ্র উদরে ছড়াইয়া পড়ে। নেট্রো-সলফ দেওয়া যায়; ইহাতে অতি সস্তর ফল দর্শে। ইহার পর তাঁহার আর বেদনা উঠে নাই।

(২) অপর ১টী বমণীয় পিত্তশূল ছিল। একদিন বেদনা উঠিলে রাতে চিকিৎসককে ডাকান হয়। একস্থ চিকিৎসক বিশেষ কারণ বলতে রাতে যান নাই। পরদিন প্রাতে তাঁহার স্বামী আসিয়া বলেন, রোগিণীর লক্ষণ সমূহ কিছুমাত্র শাস প্রাপ্ত হয় নাট, বরং বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে। চিকিৎসক তথায় না পৌঁছা পর্যন্ত ব্যবহার করিতে একটি শুগার অব মিক্কেব পাউডার দিয়া প্রায় ৯ই তার সময় তথার পৌঁছিয়া দেখেন রোগিণী বসন্ত যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। রোগিণী পিত্ত বমন করিয়াছে এবং তজ্জন্ত মুখ একেবারে তিলক হইয়া রাহিয়াছে। ইহা শুনিয়া চিকিৎসক ম্যাগ-ফস এবং নেট্রো-সলফ পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করিতে বিধি দেন। ঔষধ সেবনের অল্পকাল পর হইতেই রোগিণী উপশম বোধ করেন ও ইহাতেই সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হন।

(৩) ৫০ বৎসর বয়স্কা জনৈক রমণী ২ বৎসর যাবৎ আমাশয়িক (gastralgia) ও পাকশয়িক (enteralgia) শূল বেদনায় ভুগিতেছিলেন ; যখনই বেদনা উঠিত, তখনই ভিনিগারের ত্রায় তল্পঞ্জলীয় পদার্থ বমন হইত। ২ জন এলোপ্যাথিক চিকিৎসক আমাশয়ের (পাকস্থলী) ক্যান্সার এবং ভাসমান বৃক্ক (floating kidney) বলিয়া রোগ নির্ণয় করিয়া চিকিৎসা করেন। ল্যাপা স্কট এসিডের অতিরিক্ত নিঃসরণ রোগের কারণ সিদ্ধান্ত করিয়া নেট্রিম-ফস ব্যবস্থা করা হয়। দুইদিনেই ফল হইতে দেখা যায়। কতিপয় সপ্তাহ মধ্যেই রোগিনী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হন।

(৪) ধুমটাদ বসাক নামক ৪৪।৪৫ বৎসর বয়স্ক এক ভদ্রলোক প্রায় ২০.২২ বৎসর যাবৎ গিভশূল রোগে ভুগিয়া আসিতেছিলেন। এক দিন ছপুব বেলা এই রোগের আক্রমণ এতই তীব্র হইয়াছিল যে, বেদনার প্রচণ্ডতা বশতঃ রোগী খাস-কুদাবস্থায় মেজের উপর (on the floor) গড়াইতে ছিলেন। গ্রহকারের বাসার ঠিক বিপরীত দিকেই ইহার বাটা ছিল। স্মরণঃ সত্ত্বর যাইয়া এই রোগী দেখিবার জন্ত গ্রহকার আহুত হন। বেদনার তীব্রতা বশতঃ রোগীর দম বন্ধ হইবার আশঙ্কা জন্মিয়াছিল এবং কথা বলিবার শক্তি মাত্রও ছিল না। গ্রহকারের একটি প্রশ্নেরও তিনি উত্তর দিতে সক্ষম হন নাই। রোগীর পূর্ব ইতিহাস শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ ১ ডোজ Plumbum 30 (প্লাম্বাম) দেওয়া হয়। ইহার ফলে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই রোগী গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হন। অতঃপর কয়েক দিন মাত্র (১) নেট্রিম-সলফ ৩x এবং (২) ম্যাগ-ফস ৬x এবং ক্যাল-কস ১২x পর্যায়ক্রমে দৈনিক ৪ বার মাত্র দেওয়া যায়। ইহাতেই তাঁহার এই দীর্ঘকালীন রোগ একেবারে সারিয়া যায়।

(৫) ঢাকা জেলার অন্তর্গত ধানকোড়ার জমিদার স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র রায়ের পত্নী বহুদিন বাবৎ পিতৃশূলে ভুগিতেছিলেন এবং একজন্ম বহুপ্রকারের চিকিৎসা করাওয়া প্রচুর অর্থও ব্যয় করেন। একবার এই রোগের চিকিৎসা জন্ম কলিকাতা গিয়া মেডিকেল বোর্ডের ডাক্তারগণকে দেখাইয়া ঔষধ সেবন করেন এবং তাঁহাদের উপদেশ মত প্রায় ৩ মাস কাল নারায়ণগঞ্জে লক্ষ্মা নদীর উপর পিজিসে (green-boat) বাস করেন। এই সময় আবার হঠাৎ রোগের আক্রমণ উপস্থিত হইলে ঢাকা চলিয়া আসেন এবং তৎকালীন সিভিল সার্জেন ও অপর ২৩ জন প্রবীণ এলোপ্যাথের চিকিৎসাধীন থাকেন। ডাক্তারগণ প্রত্যহ ২৩ বার করিয়া আসিয়া রোগিণীকে দেখিয়া যাইতেন। বেদনার তীব্রতা এত বেশী ছিল যে, তজ্জন্ম ওটা মফিয়া ইঞ্জেকশন করা হয়; কিন্তু ইহাতেও বেদনা কিছুমাত্র উপশমিত হয় না; থাইবার জন্ম যে ঔষধ দেওয়া হইত, তাহাও থাইবামাত্র বমি হইয়া পড়িত। এতন্ম সিভিল সার্জেন সাহেব একদিন আসিয়া পরিষ্কার বলিয়া দিলেন—“মফিয়ায় যখন বেদনা উপশমিত হইল না এবং খাওয়ার ঔষধও বমি হইয়া পড়ে, তখন আপনারা এই চিকিৎসা ছাড়িয়া দিয়া অন্য চিকিৎসা করিয়া দেখিতে পারেন” (You may try other systems). ডাক্তার সাহেব চলিয়া গেলে অপর একজন বাঙ্গালী চিকিৎসক (যিনি ডাক্তার সাহেবের সহযোগীরূপে এই রোগিণীর চিকিৎসা করিতেছিলেন) বলিলেন,—“আমি এই রোগের শেষ ক্লোরোফর্ম চিকিৎসা করিয়া দেখিতে ইচ্ছা করি, ইহাতে হয়তো বেদনা প্রথমে একটু বাড়িতে পারে, কিন্তু শেষে বেদনা নিশ্চয়ই সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইবে।” এই কথা শুনিয়া রোগিণীর জনৈক আত্মীয় (সুদীর ভ্রাতা) বলিলেন—“বেদনা বাড়িয়া পরে

যদি না কমে, কেমন হবে ?” ইহা শুনিয়া ডাক্তার বাবু (যাঁর দক্ষিণ হস্ত দেখাইয়া) উত্তর করিলেন,—“যদি বেদনা না কমে, তবে এই হাত কাটায়া ফেলিব।” এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে এই সুযোগ দেওয়া হইল। কিন্তু হৃৎকের বিষয়, ক্লোরোফরম চিকিৎসায় বেদনা বাড়িল বটে, কিন্তু উহা আর ক’মল না। আমরা নিশ্চিত-রূপে অবগত আছি, এই ডাক্তার বাবুটী তাঁহার এই দস্তোক্তি রক্ষা করেন নাই। রোগিনীর অভিপ্রায়ানুসারে, এই ডাক্তার বাবু ও তাঁহার অপর একজন সহযোগীর উপস্থিতিকালেই গ্রন্থকারকে রোগিনীর চিকিৎসার ভার অর্পণ করিবার জন্ত আহ্বান করা হয়। গ্রন্থকার গিয়া দেখেন রোগিনী নিদারুণ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন। ত্বকের পাণ্ডুরতা (jaundiced), শোথের ভাব এবং অল্প অল্প জ্বরও বিद्यমান ছিল। যাহা খাইতেন, তৎক্ষণাৎ বমি হইয়া পড়িত। রোগিনীকে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার পর, গ্রন্থকার বাইওকেমিক ঔষধ দিবার মানসে, ভৃত্যকে একটু গরম জল আনিতে আদেশ করিলেন। এই কথা শুনিয়া রোগিনীর ভ্রাতা পান্স বাবু (বাবু বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য) বলিলেন,—“ঔষধ দিবার জন্ত গরম জল আনিতে বলিলেন নাকি ? গ্রন্থকার বলিলেন—“হ্যাঁ।” ইহা শুনিয়া পান্স বাবু বলিলেন—“‘মড্ ওয়াইফ’ আসিয়াছেন ডুশ্ দিয়া বাহ্যি করাইতে, সুতরাং ডুশ্ দিয়া বাহ্যি করাষ্টবার পর ঔষধ দিলে ভাল হয় না ?” এই কথা শুনিয়া গ্রন্থকার বলিলেন—ডুশ্ দিতে গেলে হয়তো বেদনা আরও বাড়িতে পারে, সুতরাং আগে ঔষধ দেওয়া হউক, ইহাতে শীঘ্রই বেদনা কমিয়া যাইবে, তৎপর ডুশ্ দিলেই ভাল হইবে।” তিন তিনটা মফিয়া ইন্জেক্শন দিয়াও বেদনা কিছুমাত্র কমে নাট, ‘এমতাবস্থায় বাইওকেমিক ঔষধ দিলে এখনই (in no time) বেদনা কমিয়া

বাইবে’ গ্রন্থকারের মুখে এই কথা শুনিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খ এলোপ্যাথ-
 ডইজন (বাঁহারা নিকটেই উপবিষ্ট ছিলেন), বেশ একটু মুচ্‌কি মুচ্‌কি
 (যেন অবজ্ঞা ভরে) হাঁসিতে লাগিলেন। গ্রন্থকার ইহা শুষ্পষ্ট লক্ষ্য
 করিয়াছিলেন, তাই তিনি দৃঢ়তার সহিতই (পুঙ্খানুপুঙ্খ ডাক্তার দ্বয়ের
 দর্প চূর্ণ করিবার নিমিত্ত) তৎক্ষণাৎ ঔষধ দেওয়ার জন্য গরম জল
 আনিতে অমুরোধ করিলেন। গরম জল আসিলে, ম্যাগ-ফস ৬ X এবং
 ক্যাল-ফস ১২ X প্রত্যেকের ৫ গ্রেন করিয়া মোট ১০ গ্রেন একত্রে
 কিঞ্চিৎ উষ্ণ জলে গুলিয়া খাইতে দিলেন। অতঃপর তামাক
 আসিলে তামাক খাইতে খাইতে গ্রন্থকার পুঙ্খানুপুঙ্খ ডাক্তার দ্বয়
 সঙ্গে (ইহারা উভয়েই গ্রন্থকারের সহিত পূর্ব হইতেই পরিচিত ছিলেন)
 আলাপ করিতে লাগিলেন। এই ডাক্তার দ্বয় তামাসা দেখিবার জন্য
 এতক্ষণ কষ্ট স্বীকার করিয়া বসিয়া বসিয়াছিলেন। অন্তর্যায় ৪৫ মিনিট কাল
 পর, গুরুদয়াল নামক ভৃত্যটিকে গ্রন্থকার বলিলেন,—“গুরুদয়াল!
 দেখিয়া আসতো ঠাকুরণ কেমন আছেন।’ গুরুদয়াল উপর হইতে
 ফিরিয়া আসিয়া সর্বজন সমক্ষে বলিয়া ফেলিল,—“বেদনা এতদম
 নাই; মা কি খাইবেন জিজ্ঞাসা করেছেন।” এই কথা শুনিয়া ডাক্তার
 বন্ধু দ্বয়ের মনে কি ভাবের উদয় হইয়াছিল জানি না, কিন্তু তাঁহারা
 উভয়েই কর্তৃত্বাকুরাণী অন্ততঃ আপাততঃ বেদনা হইতে ক্ষণিক
 উপশম পাইলেন ইহা দেখিয়া (বাহ্যিক) আনন্দ প্রকাশ করিয়া
 একে একে চলিয়া গেলেন। ইহারা চলিয়া গেলে, গ্রন্থকার পানু বাবুর
 মুখে রোগিণীর চিকিৎসা সম্বন্ধীয় যাবতীয় ইতিহাস অবগত হইলেন।
 বেদনা এইভাবে কমিয়া গেলে, পানুবাবু গ্রন্থকারকে জিজ্ঞাসা করিলেন
 —‘বেদনা আর তো প্রত্যাগত হইবে না?’ গ্রন্থকারও দৃঢ়তার
 সহিত পানু বাবুকে বলিলেন,—“কিছুতেই আর বেদনা উপস্থিত হইতে

দিব না।^১ এই বলিয়া, মূল রোগের ভণ্ড (১) নেট্রাম-ফস ৩× এবং (২) ম্যাগ-ফস ৬×, ক্যাল্ক ফা ১২× এবং নেট্রাম-ফস ৩× (একত্রে) এই দুই দফা ঔষধ প্রত্যেকটীর ৪ গ্রেণ মাত্রায় ২ ঘণ্টাস্থর থাইতে দেওয়া হয়। বৈকালে গিয়া দেখা যায়, রোগিণীর সর্বদাই যে অব থাকিত, তাহাও ছাড়িয়া গিয়াছে। অতঃপর ৭৮ বৎসর কাল মধ্যে রোগিণীর আর পিত্তশূলে বেদনা উপস্থিত হয় নাহ। এইখানে একটী কথা না বলিলে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়। বোগিণীর ভ্রাতা পুরুষোক্ত পান্ডব বাবু ইচ্ছামুসারে গ্রন্থকার প্রত্যহ ২ বেলা এই রোগিণীকে দেখিতে যাইতেন (ভাল থাকার সত্ত্বেও) ৪৫ দিন পর গ্রন্থকার পান্ডববাবুকে বললেন—“ঠাকরুণ তো ভাগই আছেন, এখন আর আসিবাব প্রয়োজন কি? পুরুষোক্ত ঔষধগুলি উপদেশ মত খাওয়াইলেই চণিবে; বরং মধ্যে ২ খবর জানাইবেন।” এই কথা শুনিয়া পান্ডব বাবু হাসিয়া বলিলেন,—“ডাক্তার বাবু! আপনার টাকা নিতে কষ্ট হয় না—কি? উহার ৪৫ জনে প্রত্যহ কত টাকা নিয়া গেল, এতদ্ব্যতীত কলিকাতা গিয়াও ১৭১৫ হাজার টাকা চিকিৎসা বাবদে খরচ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু কোন ফয়দাই হয় নাই। যা’ হোক, ভগবানের কৃপায় আপনার দ্বারা এইরূপ আশ্চর্য ফলে পাওয়া গেল—আপনি’ত কিছুই নিলেন না’ প্রত্যহ মাত্র দশ টাকা করিয়া পাইতেছেন, আপনিও যৎসামান্য কিছু নিন্, আপনি প্রত্যহ ২ বার করিয়া ঠিক এইভাবেই আসিয়া দিদিকে দেখিয়া যাইবেন যে তিনি ভালই আছেন; ইহাতে আমাদের প্রাণেও একটু শান্তি আসিবে।”

(৬) ঢাকার তদানীন্তন এক্সাইজ সুপারিন্টেন্ডেন্ট মোঃ মোবিজ্জিন আহম্মদ সাহেবের স্ত্রী বহুদিন বাবৎ পিত্তশূলে ভুগিতেছিলেন।

তাঁহার পিত্তকোষ হইতে পিত্তলীলা নির্গমনকালে এরূপ নিদারুণ
 ব্যথা জন্মিত যে, তজ্জন্ত রোগিণীর মুচ্ছা জন্মিত এবং হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া
 লোপ পাইবে বলিয়া আশঙ্কা হইত। এজন্য এলোপ্যাথগণ প্রায়ই
 ইঞ্জেকসন্ দিতে বাধ্য হইতেন। রোগ পুরাতন আকার ধারণ করায়
 শোথ, মুখক্ষত এবং কামলাও জন্মিয়াছিল। রোগিণী কিছুই খাইতে
 পারিতেন না, বমি হইয়া পড়িত। কোষ্ঠকাঠিন্য এবং স্বপ্ন মূত্র স্রাব
 হইত। একদিন আসন্নকাল নিকটবর্তী মনে করিয়া রোগিণী তাঁহার
 শেষ বক্তব্য আত্মীয় স্বজনগণকে বলিবেন বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করেন।
 এই সময় নিকটে উপবিষ্ট জনৈক ভদ্রলোকের অনুরোধে হোমিওপ্যাথি
 মতে শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবার জন্ত গ্রন্থকারকে আহ্বান করা
 হয়। গ্রন্থকার রোগিণীকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া ১। নেট্রাম-
 সলফ ৩× এবং ২। ক্যান্স-ফস ১২×, ম্যাগ-ফস ৬× এবং নেট্রাম-
 ফস ৩× (এক সঙ্গে মিলাইয়া) গরম জলে গুলিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টান্তর
 সেবনের বিধি দেন। কিন্তু রোগিণীর স্বামী এই বাইওকেমিক ঔষধের
 প্রেস্ক্রিপশন দেখিয়া টহার পরিবর্তে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবস্থা
 করিবার অভিপ্রায় জানান; কেননা বাইওকেমিক চিকিৎসা কতকটা
 আধুনিক, ইহাতে টহার বিশেষ আস্থা নাই। এই কথা শ্রবণ
 করিয়া গ্রন্থকার বলিলেন,—“আপনি রোগিণীকে আমার চিকিৎসাধীন
 করিয়াছেন, সুতরাং রোগিণীর যাহাতে সত্তর সুফল দর্শে আমাকে
 তাহাই করিতে হইবে, সুতরাং for the best interest of the
 patient, আমি এই প্রেস্ক্রিপশনই রাখিব, আপনার অনুরোধ রক্ষা
 করিতে না পারায় দুঃখিত।” ইহাই করা হইল। এক ডোজ মাত্র
 সেবনের ফলে বেদনা প্রায় তিরোহিত হইল (pain almost gone),
 দ্বিতীয় ডোজ সেবনের পর দুর্বলতা ব্যতীত রোগিণীর নিকট আর

কোন ঝানি অমুভূত হইল না। ৪।৫ বর্ষটা পর প্রচুর প্রস্রাব হইল এবং পরে আপনা হইতেই উত্তম মল স্রাব হইল। এলোপ্যাথদের চিকিৎসাকালে প্রত্যহই বিরেচক ও মূত্রকর ঔষধ দেওয়া হইত। ডুশ ব্যতীত বাহ্যি হইত না এবং অতি অল্প পরিমাণ মূত্রই পরিত্যক্ত হইত, ক্ষুধা একেবারেই ছিল না। কিন্তু এই দুই ডোষ মাত্র বাইওকেমিক ঔষধ সেবনের পর, আপনা হইতেই প্রভূত মূত্র ও বাণ্যি হওয়ায় সকলেই একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন এবং পর দিন অতি প্রত্যুষে মবিনউদ্দিন সাহেব গ্রন্থকারের নিকট হাত জোড় করিয়া বলিলেন—“Your medicine acted like magic”—এই বলিয়া গ্রন্থকারের নিকট পূর্বে দিনের ঐরূপ ব্যবহারের জন্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং আরও বলিলেন—“এর পূর্বে ৬ মাস মধ্যে রোগিণী কখনও স্বয়ং খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু গতকল্য বাহ্যি ও প্রস্রাব হওয়ার পর হইতেই ক্ষুধায় পাগল।” এই দিন গিয়া দেখা যায়, শোষণ বা জীর্ণসের (কামলা) ভাব কিছুই নাই। অতঃপর ২ বর্ষটা পর পর পূর্বোক্ত ২ দফা ঔষধই দেওয়া হয়, ইহাতেই রোগিণী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করেন। ইহার পর ১৪।১৫ বৎসর মধ্যে রোগের আর পুনরাক্রমণ হয় নাই।

Concussion of the Brain

কঙ্কঃসন অব দি ব্রেইন

(মস্তিষ্কের বিকম্পন)

আঘাতাদি কারণে মস্তিষ্কের ক্রিয়ার ক্ষণকাল বা দীর্ঘকাল স্থায়ী লুপ্ততাকে কঙ্কঃসন অব দি ব্রেইন বলে। উচ্চ স্থান হইতে পতনের ফলে বা ট্রেনের কলিশনের (সংঘর্ষ) ফলে এরূপ প্রায়ই ঘটিয়া থাকে।

(চিকিৎসা)

ফি ব্রান-ফস।—জ্বর লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য।

ক্যালো-ফস।—বিকম্পনের ফলে প্রদারিত চক্ষু তারা। মস্তিষ্কের ক্রিয়ার অতিশয় দুর্বলতা। তজ্জন্ম অবসাদ।

ম্যাগ-ফস।—মস্তিষ্কের সংঘাত জনিত চক্ষুঃ সম্মুখে আলোকাদি অবাস্তব পদার্থ দর্শন।

ক্যালক-ফস।—অবশ্যতাহীন থাকিলে, অথবা অপর কোন ব্যবস্থায় ঔষধের সহিত পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য।

নেট্রাম-সলফ।—মস্তিষ্কের অঘাতের পুরাতন কৃফলে ইহা ব্যবহার্য্য।

Constipation—কনস্টিপেশন।

(কোষ্ঠকাটিন্য, কোষ্ঠবদ্ধ)।

বাইওকেমিক মতে নিম্নলিখিত কারণ বশতঃ কোষ্ঠবদ্ধ জন্মিয়া থাকে।

(১) পিত্তস্থিত নেট্রাম-সলফ ও নেট্রাম-ফস নামক পদার্থদ্বয়ের স্বল্পতা নিবন্ধন

পিত্ত বনৌভূত হওয়া জন্ম, অথবা (২) ক্লোরাইড অব পটাসের (কালী-মি) ন্যূনতা বশতঃ স্বল্প পিত্তস্রাব জন্ম, অথবা (৩) নেট্রম-মিউরিথেটিকম নামক পদার্থের স্বল্পতা বশতঃ জলীরাংশের অনিয়মিত সঞ্চালন (uneven distribution) জন্ম অস্ত্রের শৈল্পিক বিস্তার শুষ্কতা বশতঃ কোষ্ঠকাঠিষ্ঠ জন্মিয়া থাকে । এতদ্ব্যতীত আরও বহু কারণই এই বোগ জন্মিতে পারে ; বাইওকেমিক চিকিৎসক মাড্রেই জানেন যে রুগ্নাবস্থার লক্ষণগুলি ব্রহ্মস্থ কোন কোন ইন্-অরগ্যানিক স্টেটের অভাব জ্ঞাপক ; অতএব যে কারণেই কোষ্ঠবদ্ধ জন্মুকনা কেন, জিহ্বার লেপ বা মলের বর্ণ দেখিয়াই শরীরে কোন পদার্থের অভাব হইয়াছে জানিতে পারা যায় ; এই প্রকারে জিহ্বার লেপ এবং মলের বর্ণ ও প্রকৃতি দৃষ্টে ঔষধ ব্যবস্থা করিলেই রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে । বিবেচক ঔষধ দিলেই এই রোগ ভাল হয় না ; কারণ দূর করিতে হয় ।

(চিকিৎসা)

ফিল্ডাম ফস ।—সরলাস্ত্রের উদ্ভাপ জনিত মলের কঠিনতায় এই ঔষধ আতশয় ফলপ্রদ, অর্শ, সরলাস্ত্র নির্গমন (হালিশ বাহির হওয়া) অথবা জরায়ু ও যোনির প্রদাহ বশতঃ কোষ্ঠ কাঠিষ্ঠ ; শুষ্ক, কঠিন মল ; মাংসে সম্পূর্ণ অক্কাচ ।

কালো মিউক্স ।—যকৃতের ক্রিয়ার বৈষম্য ও তজ্জন্ম পিত্তস্রাবের অভাব জন্ম কোষ্ঠবদ্ধ ; মলের ফেঁকাশে বর্ণ ; জিহ্বায় শ্বেত অথবা পাংগুটে বর্ণের লেপ সহকারে কোষ্ঠ বদ্ধ, তৈলাক্ত বা অধিক মসল্লা সংযুক্ত র্তব্য সহ্য হয় না ; চক্ষুর ঢেলা বাহির হইয়া পাড়িবে বলিয়া মনে হয় ; দীর্ঘকালস্থায়ী রোগে বিশেষ ফলপ্রদ ।

কালো ফস ।—গাঢ় পাটল বর্ণ মল, উহার সহিত পীতভ সবুজ বর্ণের শ্লেষ্মা লাগিয়া থাকে ; সরলাস্ত্র ও কোলনের (colon) পক্ষাঘাত ।

নেট্রাম-মিউক্স।—অস্ত্রের রসস্রাবের অভাব জন্ম মলের কঠিনতা ও তজ্জন্ম কোষ্ঠবদ্ধ ; কোষ্ঠবদ্ধ সহকারে চক্ষু দিয়া জল পড়া, প্রভূত লালা নিঃসরণ, জলবৎ পদার্থ বমন ইত্যাদি ; কোষ্ঠবদ্ধ সহ মুখ হইতে জল উঠা ও নিম্নাকালে লালা নিঃসরণ ; মস্তকে গুরুত্বানুভব বিশিষ্ট শিরঃপীড়া ; শুষ্ক, শক্ত ও কঠে নিঃসারিত হয় একরূপ মল ; মলত্যাগের পর মলদ্বার বিদীর্ণ হইয়াছে একরূপ অন্ত্রভব ; একরূপ রোগীদের পক্ষে উষ্ণ জলের সাহিত কিঞ্চিৎ লবণ মিশাইয়া মলদ্বারে পিচকারী দিলে বিশেষ ফল দর্শে ।

ক্যাক-ফ্লোয়িড।—মল নিঃসারণে অক্ষমতা ; গর্ভবতী স্ত্রীলোকাদিগের ও প্রসবের পর অস্ত্রের পেশীর শিথিলতা বশতঃ প্রায়ই এইরূপ লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে ।

ক্যাক-ফস।—কঠিন রক্তাক্ত মল, উষ্ণার সহিত অঙলালের ত্রায় স্লেষ্মা লাগিয়া থাকে ; বৃদ্ধদিগের রোগে বিশেষতঃ তাহাদের নিক্রমসাহ, শিরঃপীড়া ও শিরোবর্ণন বর্তমান থাকিলে বিশেষ ফলপ্রদ ।

নেট্রাম-সলফ।—কঠিন, গ্রন্থিল, ও কখন কখন রক্তের রেখাক্ত মল ; নরম মল নিঃসারণেও কঠে ; নেট্রাম-সলফ অধিকমাত্রায় খাওয়াইলে বিরেক্তের ত্রায় কার্য্য করে, মলের সহিত অধিক পরিমাণে হর্গন্ধি বায়ু নিঃসরণ ।

নেট্রাম-ফস।—শিশুদিগের কোষ্ঠকাঠিন্য, সময়ে সময়ে আবার অতিসার ; পথ্যের সহিত ৬, ৭ মাসের শিশুদের দিনে ৩/৪ বার ৫-১০ গ্রেণ মাত্রায় এই ঔষধ খাওয়াইলেও সুন্দর কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়া থাকে ; হৃদ্ময় কোষ্ঠকাঠিন্য ।

সিলিসিনিয়া।—অস্ত্রের মল নিঃসারণে অক্ষমতা ; মল কতকটা বাহির হইয়া আবার ভিতরে যায় ; অসম্যক পরিপোষণ জন্ত শিশুদের

কোষ্ঠবদ্ধ । মলদ্বারে ক্ষতবৎ, স্থচিবদ্ধবৎ বা তীর বিদ্ধবৎ বেদনা । গুণ্ডমালাগ্রস্ত বা পুষ্পাবলীল রোগীর কোষ্ঠকাঠিষ্ঠ ; মস্তকে প্রচুর ঘর্ম ।

মন্তব্য ।—কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখার জন্য অনেককেই নিম্নমিতরূপে বিরেচক বটিকাদি (cathartic pills) সেবন করিতে দেখা যায় ; অনেকের এরূপ ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে, কোষ্ঠ খোলাসা রাখা চাই-হ (bowels must be kept open) ; কি কারণে কোষ্ঠকাঠিষ্ঠ জন্মিয়াছে, সে দিকে একেবারেই লক্ষ্য নাই কিন্তু কোষ্ঠ খোলাসা রাখিতেই ব্যস্ত ; এরূপ করা বড়ই ভুল এবং দোষের ; অনেক সময় বিরেচক ঔষ্যাদি ব্যবহারের ফলে অস্ত্রের অবস্থা আরও খারাপ হইতে দেখা গিয়াছে ; স্বাভাবিক নিয়মে কোষ্ঠ পরিষ্কার হওয়াই সর্বোৎকৃষ্ট ; অনেক সময় আহাৰ্য্যের দোষে কোষ্ঠকাঠিষ্ঠ জন্মিয়া থাকে ; এরূপাবস্থায় বিবেচনা পূর্বক আহাৰ্য্য দ্রব্যের পারবর্তন করিলে স্বভাবতঃই কোষ্ঠকাঠিষ্ঠ দূর হয় ; পুনঃ পুনঃ পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে, যেখানে এলোপ্যাথিক মতে বিরেচক ঔষধেও কোন ফল হয় নাই, সেখানে সুনিকীচিৎ বাইওকেমিক ঔষধ ২-১ মাত্রা ব্যবহারেই বেশ ফল পাওয়া গিয়াছে । এই রোগে ব্যায়াম, শীতল জলে স্নান, ভ্রমণ এবং শরীরের অবস্থা দৃষ্টে ফল মূল্যাদি ভক্ষণে বেশ ফল পাওয়া যায় ।

(চিকিৎসিত রোগী)

(১) জনৈক ৩০ বৎসর বয়স্ক, আলস্ত শ্রবণ (যাহারা বসিয়া বসিয়া কাল কাটায়, বেশী চলিফেরা করেন) ব্যক্তি কতিপয় সপ্তাহ যাবৎ কোষ্ঠকাঠিষ্ঠ রোগে ভুগিতে থাকে ; পিচকারী অথবা বিরেচক ঔষধ ব্যতীত কিছুতেই মল নির্গত হইত না ; কঠিন, ছোট ছোট গুটিলে মল বহু কষ্টে নির্গত হইল ; যকৃতের নিষ্ক্রিয়তা ও পিত্তপ্রাবের অপ্রচুরতা রোগের কারণ

বলিয়া সিদ্ধান্ত হয় ; ক্যালী-মিউর ৬X, দশ গ্রেণ মাত্রায় প্রত্যহ বৈকালে খাইতে দেওয়া যায় ; প্রথম মাত্রা ব্যবহারের পরদিন প্রাতে পীড়াবিক রূপ মল নির্গত হয় ; কিছুদিন এইরূপে উক্ত ঔষধ ব্যবহারে রোগী ভাল হয়।

(২) ২৬ বৎসর বয়স্ক জনৈক জ্রীলোকের প্রসবের ৩ মাস পর কোষ্ঠ-কাঠিখ রোগ জন্মে ; বিরেচক ঔষধে কোন ফল হয় নাই ; মলের কাঠিখ ও গুরুতা ছিল ; বহু আয়াসে মল কতকটা বাহির হইয়া পুনরায় মল দ্বারের ভিতর ঢুকিয়া পড়িত ; সিলিশিয়া ৩০X প্রত্যহ প্রাতে ও বৈকালে ২ দিন মাত্র ব্যাহার করার রোগ আবেগ্য হয়।

(৩) ১১ বৎসর বয়স্ক স্কুফিউলা ধাতুর জনৈক বালকের জন্মাবধি কোষ্ঠকাঠিখ ছিল ; বাগকটি অতিশয় বোকা ছিল ; তাহার একটা ভাইও বোকা (হাবা) প্রকৃতির ছিল ; রোগিটার ৩৪ সপ্তাহ মধ্যেও বাহ্য হইত না ; কিছুদিন নেট্রম-মিউর ৩০X ব্যবহার করার রোগ সম্পূর্ণরূপে ভাল হয়। হানিম্যানের শিষ্য ডাঃ গ্রস্ এই রোগিটার আরোগ্যের বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন।

(৪) ১১ বৎসরের আর একটা বালকেরও এই রোগ ছিল ; বালকটির শরীর শীর্ণ, অস্থিচর্শ্মসার ছিল এবং মস্তক হইতে প্রচুর ঘর্মস্রাব হইত ; মলত্যাগকালে অতিশয় কুঁধিতে কুঁধিতে কঠিন বৃদ্ধাকার মল কতকটা বাহির হইয়া পুনরায় ভিতরে প্রবেশ করিত ; সিলিশিয়া ৩০X সপ্তাহে ১ মাত্রা করিয়া ৪ সপ্তাহ কাল প্রদান করা যায় ; ঔষধ সেবনকাল পর্যন্ত উত্তম পুষ্টি কর খাদ্য ও মধ্যে মধ্যে পিচকারী দ্বারা অন্ত্র ধোত করায় রোগী আরোগ্য হয়।

(৫) ২১ বৎসর বয়স্ক এক ব্যক্তিরও মাতৃ কোষ্ঠকাঠিখ ছিল ; এজন্য প্রত্যহই সে বিরেচক ঔষধ সেবন করিত ; নতুবা তাহার বাহ্য হইত না ;

কালী-মিউন ৬× কয়েক দিন মাত্র ব্যবহার করায় তাহার নিম্নমিতরূপে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইতে থাকে ; এই ঔষধ ৮ মাস ব্যবহার করায় তাহার রোগ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য প্রাপ্ত হয়।

Coryza—কোরাইজা।

(মস্তকের প্রতিশ্যায় ; মাথার সদি)

(চিকিৎসা)

কালী-মিউন।—শ্বেতবর্ণ, গাঢ়, অস্বচ্ছ শ্লেষ্মা নিঃসরণ। নাসিকার শুষ্ক সর্দি। ঘ্রিয়ায় শ্বেতাভ কঢ়াবর্ণের পেন সহকারে নাসাবোধক প্রতিস্থায়। নাসিকার পশ্চাৎভাগে ও তালুতে শুষ্ক প্রান্তব ও জ্বলা।

নেট্রি-মিউন।—নাসিকা হইতে জলবৎ শ্রাব নিঃসরণ। বিমুক্ত শীতল বাতাসে ও শ্রমে বৃদ্ধি ; শীতল বাহ্য প্রয়োগ উপশম।

(প্রতিশ্যায় দ্রষ্টব্য)।

(চিকিৎসিত রোগী)।

(১১) ৪৮ বৎসর বয়স্কা জনৈক রমণী ১০ বৎসর যাবৎ কোরাইজা রোগে ভুগিতোছিলেন। সপ্তাহে দুইবার করিয়া তাহার রোগ প্রত্যাবৃত্ত হইত এবং ২।১ দিন পর্যন্ত স্থায়ী হইত। রোগের ভোগকালে পৃষ্ঠে শীতানুভব ও পিপাসা বিদ্যমান থাকিত। ছপুর ১০টা হইতে ১২টা পর্যন্ত সকল লক্ষণ বৃদ্ধি পাইত। নাসিকার শ্রাব এত অধিক ও জলবৎ ছিল যে রোগিনীকে রুমালের পরিবর্তে তোয়ালে ব্যবহার করিতে হইত। সর্ক-প্রকার ঠোঙা দ্বারা ব্যবহারে উপশম বোধ হইত। বর্ষাকাল, কুষ্টিকা

শীতলপদ, উষ্ণতা ও উষ্ণগৃহে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি জন্মিত। রোগের ভোগকালে এরূপ প্রবল হাঁচি হইত যে বাড়ীর সকলেই তাহা শুনিতে পারিত। ১৮৭৯ সনের ২২শে অক্টোবর রোগিনীকে নেট্রাম-মিউর ১২ X পাঁচটা পাউডার দেওয়া হয় এবং প্রতি তৃতীয় দিন বৈকালে একটা করিয়া পাউডার খাইতে বলা হয়। এই নবেম্বর রোগিনী প্রকাশ করেন যে, এই ঔষধ সেবনে তিনি অনেক ভাল আছেন। এখন রোগ প্রকাশ পাইলে ১ ঘণ্টা কাল মাত্র স্থায়ী হইত। তখন ঃ ঔষধই সপ্তাহে মাত্র একবার করিয়া খাইতে বলা হয়। ১৮৯০ সনের জানুয়ারী মাসে রোগিনী বলেন যে, গত ১০ সপ্তাহ যাবৎ তিনি এত ভাল আছেন যে বিগত ১০ বৎসরের মধ্যে; তিনি কখনও এরূপ ভাল ছিলেননা। অনেক দিন পর ঠাণ্ডা লাগায় ঐ বোগ পুনরায় মূহু আকারে দেখা দেয়। এই ঔষধ দেওয়ার উচ্চ আরোগ্য হয়।

Consumption—কনজাম্পশন।

ক্ষয়কাস, বক্ষ্যকাস।

এই রোগে রক্ত হইতে ফুসফুসে এক প্রকার অস্বাভাবিক পদার্থ সঞ্চিত হয়। ইহাকে “টিউবারকেল” বলে। এই রোগে ফুসফুসে ক্ষত ও পুথ জন্মিয়া ফুসফুসের ক্ষয় ও ক্ষতি হইতে থাকে। এইজন্য ইহাকে ক্ষয়কাস বলে। সম্পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হইলে বক্ষ্য প্রায়ই আরোগ্য হয়না। পিতামাতার এই রোগ থাকিলে সম্ভান-সম্ভতিতে বঞ্চিত থাকে। সকল বয়সেই এই রোগ জন্মিতে পারে, কিন্তু সচরাচর ১৮ হইতে ২২বৎসর বয়সেই বেশী হইয়া থাকে। সর্বদা দূষিত ধূম ও ধূসিপূর্ণ বায়ু সেবন,

সেঁতসেঁতে স্থানে বাস, অপুষ্টিকর জব্য ভোজন, অতিরিক্ত পরিশ্রম, পুনঃ পুনঃ সন্তান প্রসব, অতি মৈথুন ও অস্বাভাবিক মৈথুন প্রভৃতি কারণে শরীর শীর্ণ হইয়া পড়িলে সহজেই এই রোগ প্রকাশ পাইয়া থাকে। প্রথমে শুষ্ক কাসি, সামান্য পরিশ্রমেই শ্বাসকষ্ট, অনন্তর শ্লেষ্মা বা রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মাশ্রাব, নাড়ীর বেগের বৃদ্ধি, সন্ধ্যার প্রাকালে গাত্রতাপের বৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। এইরূপ অবস্থায় মাসানঘি বা বৎসরাবধি থাকিয়া দ্বিতীয়াবস্থায় পরিণত হয়। দ্বিতীয়াবস্থায় অধিক পরিমাণ হরিদ্রা বর্ণের শ্লেষ্মা নিঃসৃত হয়। এই শ্লেষ্মা জলে ভাসে ও কখন কখন ইহার সহিত রক্ত মিশ্রিত থাকে। রাত্রিকালে অল্প জ্বর ও অধিক পারমাণ ঘণ্টাশ্রাব হয়। কাহার কাহারও বা উদবাস্য জন্মিয়া থাকে। এইরোগে ফুসফুসের শিরা ছিন্ন হইয়া অথবা অতিশয় অবসন্নতা বশতঃ মৃত্যু ঘটয়া থাকে। যক্ষ্মাগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের সংশ্রব যতদূর ত্যাগকরা যায় ততই ভাল। উহাদিগের উচ্ছিন্ন ভক্ষণ, একত্রে শয়ন ইত্যাদি সর্বদা পরিত্যাজ্য। যক্ষ্মাগ্রস্তদিগের শ্বাস-প্রশ্বাসে পরিত্যক্ত বায়ু বিষময়। সুতরাং উহা হইতে সর্বদা দূরে থাকা কর্তব্য।

বাইওকেমিক প্যাথলজি অনুসারে ক্রুরোগের কারণঃ—

বাইওকেমিক প্যাথলজি অনুসারে এইরোগ কোনপ্রকার জীবাণু হইতে উৎপন্ন হয় না (কোনপ্রকার জীবাণু হইতে রোগের উৎপত্তি বাইওকেমিষ্টরা একেবারেই স্বীকার করেন না)। পুনঃ পুনঃ ধূম ও ধুলি ইত্যাদি পূর্ণ বায়ু নিঃস্বসনে অথবা বাতাতপের হঠাৎ পরিবর্তনে (Sudden change of temperature of atmosphere) ফুসফুসের বিধানোপাদানের (cellular structure of the lungs) বিনাশ বা ক্ষয় হয়। যদি ফুসফুসস্থিত রক্ত এই ক্ষয় বা বিনাশের শীঘ্র পরিপূরণ করিয়া উঠিতে না পারে, তবেই এইরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে

পিতামাতার হৃদস্রবের এই দোষ থাকিলে সন্তান-সংস্থিতেও উহা বর্ধিত পাবে। এই ক্ষয় কেহ যেন বুঝবেন না যে পিতার ক্ষয়কাশ থাকিলে পিতা হইতে এই ক্ষয়কাশ পুত্রপৌত্রাদিতে সঞ্চারিত হইয়া থাকে অথবা পিতামাতার শরীর হইতে ক্ষয়রোগের জীবাণু সন্তান-সন্ততিক্রমে বর্ধিত থাকে। বথার ভর্থ এই যে, যদি পূর্বোক্ত কারণে কোনও ব্যক্তির পরিপাক ও পরিপোষণ শক্তি হ্রাস হইয়া থাকে, অথবা যদি তাহার শ্বাসযন্ত্রের নিশ্বাণবিকার অথবা নিঃশ্বাসিত বায়ুর গ্রহীণাশক্তির ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে, তবে এই প্রকার ধাতুর রোগীর সন্তানগণেরও ঐরূপ শ্বাস-যন্ত্রের নিশ্বাণ ও ক্রিয়াবিকার ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

নিম্নোক্ত প্রকারে হৃদস্রবের উপাদান পদার্থের ক্ষয় বা বিনাশ ঘটিয়া থাকে। যথা,—(১) প্রাকৃতিক নিঃশ্বাসে হৃদস্রবের উপাদান পদার্থের যে ক্ষয় সংঘটিত হইয়া থাকে, যদি শারীরিক রক্ত শীঘ্র সেই ক্ষয়ের পূরণ করিতে না পারে (failure of the blood to furnish materials to build it up as fast as it is thrown off by the natural process of waste), (২) যে সকল লাবণিক পদার্থের সত্তি মিলিত হইয়া এম্ব্রুয়েন, ফাইব্রিন, তৈল এবং অন্যান্য জাতক পদার্থ সকল শরীরের নিশ্বাণকার্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে সে সকলের স্বল্পতা ঘটিলে এই সব জাতক পদার্থ ধ্বংস বা বিগলিত হইয়া হৃদস্রবপথে নিঃসরণ কালে হৃদস্রবের বিধানোপাদানের বিনাশ ঘটাইয়া থাকে।

পূর্বোক্তপ্রকারে হৃদস্রবের টিউ ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে তাহাকে “টিউবার-কিউলোসিস” বা “থাইসিস” যে নাম ইচ্ছা দেওয়া যাইতে পারে, তাহতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু হৃদস্রবের ধ্বংসপ্রাপ্ত বিগলিত জাতক পদার্থের ভিতর যে জীবাণু দৃষ্ট হইয়া থাকে তাহাকেই এই রোগের কারণ বলা বাতুলতা ভিন্ন আর কিছুই নহে (To call it

Tuberculosis or Pthisis does not help matters any, and to ascribe the cause of this condition to the microbe found in this decaying mass of fermented matter is science gone mad! [কোনও পদার্থ বিগলিত (decomposed) হইলে তাহার ভিতর জীবাণু আপনা হইতেই ক্ষয়ে, কিন্তু এই জীবাণুই বিগলনের কারণ নহে] ।

(চিকিৎসা)

ফিরম ফস :—ক্ষয় রোগ সহ জ্বর, মুখমণ্ডলের অরক্ততা । ঘন শ্বাস ; শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট । শুষ্ক, গলকণ্ডূরনকর কাসি, বয়ুভূজনলীর প্রদাহ বশতঃ এই কাসির উদ্ভব । কাসিতে কাসিতে বক্ষে ক্ষতবৎ বেদনা । ফুসফুস হইতে ফেণিল, উজ্জল লোহিত রক্তশ্রাব । রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা নিঃস্রবন । শরীরের যে কোন স্থান হইতে উজ্জল লোহিত-বর্ণ রক্তশ্রাব হইলে ফির-ফস অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ

ক্যাক-ফস ।—শরীর দিন দিন শীর্ণ হইয়া যাইতেছে, অণুচ ক্ষয়-রোগের কোনও বিশেষ কারণ পরিদৃষ্ট হইতেছে না, এক্রপ অবস্থায় এই ঔষধ ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল দর্শে । সকল প্রকার ক্ষয় রোগেই ক্ষয় নিবারণ ও বলকারক ঔষধ স্বরূপ মধ্যে মধ্যে ইহা দেওয়া কর্তব্য । যক্ষ্মাগ্রস্ত রোগীদের পুরাতন কাসি । কাসিতে কাসিতে অণ্ডলালের ছায় শ্লেষ্মা উঠে । যক্ষ্মাগ্রস্তদের প্রভূত ঘর্মশ্রাব ।

ক্যাক সলেশফ —রক্তমিশ্রিত, পুষ্ণবৎ, ও সহজে উঠিয়া আইসে এক্রপ শ্লেষ্মা শ্রাববিধিষ্ট ক্ষয়রোগ ।

ন্যাট মিউর ।—পরিষ্কার জলবৎ, ফেণিল ও রক্তাক্ত শ্লেষ্মা নিঃস্রবিত হইলে ফিরম ফসের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ও অধিক মাত্রায় ব্যবহার

Croup—ক্রুপ ।

ঘুংড়ি কাসি ।

শ্বরযন্ত্র এবং কণ্ঠনালীর শৈল্পিক ঝিল্লীর প্রদাহ বশতঃ কৃত্রিম ঝিল্লী উৎপন্ন হইলে ও তজ্জন্তু শ্বাসকষ্টাদি উৎপন্ন হইলে তাহাকে ক্রুপ বলে । ক্রুপ এবং ডিপথিরিয়া একই কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে । উভয়ের পার্থক্য এই যে, ক্রুরোগে লেরিংস্ ও ট্রেকিয়ার শৈল্পিকঝিল্লীতেই দৃশ্যে শ্লেষ্মা সঞ্চিত ও নিবদ্ধ থাকে পক্ষান্তরে ডিপথিরিয়ার থাইমঃস গ্ল্যাণ্ড ও টন্সিলের শৈল্পিকঝিল্লী আক্রান্ত হইয়া থাকে । রক্তে কালী মিউরের অভাব হইলে, ইহার অর্থাৎ কালী-মিউরের সহিত রাসায়নিক সম্বন্ধে সম্বন্ধ অর্গানিক পদার্থ সমূহ দৃশ্যে ঝিল্লীর আকারে শরীর হইতে নিষ্কাশ হইয়া থাকে । ইহাকেই ক্রুপ বলে । সুতরাং এই রোগে কালী মিউরই প্রধান ঔষধ । ইহা প্রয়োগ করিলে অভাবের পূরণ করিয়া শিশুই এই রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে ।

কালী-মিউর ।—ইহা ক্রুপ রোগের প্রধান ঔষধ । এই ঔষধ ব্যবহার করিলে গলার ভিতরে হৃদ্রবৎ পদার্থ জন্মিতে পারে না । পুনঃ পুনঃ ও ফিরম-ফস সহ পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য ।

ফিল্ম-ফস ।—অল্প-লক্ষণে কালী-মিউরের সহিত পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য । দ্রুত ও আশ্বাসিত শ্বাস-প্রশ্বাস ।

ক্যাঙ্ক-ফ্লোর ।—কালী-মিউর ও ফির-ফসে উপকার না দর্শিলে ক্যাঙ্ক-ফ্লোর ও ক্যাঙ্ক-ফস দিবে ।

ক্যাঙ্ক-সলফ —পীড়ার তৃতীয় অবস্থায়, লক্ষণের সহিত দিলিলে ইহা ব্যবহার্য্য ।

ক্যালী-কস ।—রোগী অতিশয় বিলম্বে চিকিৎসাধীন হইলে এবং রোগীর পতনাবস্থার আশঙ্কা জন্মিলে স্নায়বীর দুর্বলতা । ক্যালী-মিউরের সহিত পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য ।

চিকিৎসিত রোগী ।

১ ক্রুপ রোগের বহু রোগী চিকিৎসা করিয়া অভিজ্ঞতার ফলে জানা গিয়াছে যে ঠিক সময়ে প্রয়োগ করিলে ফিরম ফস ও ক্যালী মিউর ব্যতীত অপর কোনও ঔষধের আর আবশ্যক করে না । ফিরম-ফস দ্বারা জ্বর, ও ক্যালী-মিউর দ্বারা সৌত্রিক থ্রস্ট্রাস প্রাপ্ত হয় ক্যালী-মিউর উষ্ণ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া কুলি করিতে পারিলে বিশেষ উপকার দর্শে ।

(৭) ৭ বৎসরের ১টা বালকের যখনই উত্তর পূর্ব দিক হইতে তীব্র বায়ু প্রবাহিত হইত তখনই কৃত্রিম বিল্লী বিশিষ্ট ক্রুপ রোগ জন্মিত এই বালকের একবার অতিশয় কঠিন আকারের প্রকৃত ক্রুপ রোগ জন্মে । রোগিটীর জ্বর ও কুকুরের কাসের শব্দের দ্বারা উচ্চ শব্দ বিশিষ্ট যন্ত্রণাকর কাসি বিদ্যমান ছিল । হোমিওপ্যাথিকমতে প্রচলিত ব্যবস্থের ঔষধ সকলই ব্যবহার করা হইয়া ছিল, কিন্তু তাহাতে কিছুই ফল দর্শে নাই । রাত্রিকালে রোগীর অবস্থা বড়ই খারাপ হইয়া পড়িত । এই সময় রোগীর কঠিন কাসি ও অস্থিরতা এতই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইত যে, তাহার অস্বাভাবিক স্বজন বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িতেন । এই অবস্থায় হোমিওপ্যাথিকমতে হিপার-সলফার দেওয়া হইয়াছিল । এখন উহা বন্ধ করিয়া ২ ঘণ্টা পর পর পূর্ণমাত্রায় ক্যালী-মিউর দেওয়া হয় । কয়েক মাত্রা ঔষধ ব্যবহার করিবার পরই শ্লেষ্মা তরল ও কুকুরের কাসির শব্দের দ্বারা কাস একেবারে দূর হয় এবং তৎপরে অবশিষ্ট রজনী রোগিটী স্থিরভাবে নিদ্রা যায় । পরদিন প্রাতে নিদ্রা হইতে নীরোগভাবে সে উত্থান করে (সুসার)

কালী-সলফ।—কাস সহকারে আঠা আঠা, পীতবর্ণ বা জলবৎ পুষ্পময় শ্রাব নিঃসরণ। সন্ধ্যার প্রাকালে বা উষ্ণ গৃহে বৃদ্ধি। শীতল বিমুক্ত বায়ুতে উপশম। কাসিতে কাসিতে কতকটা শ্লেষ্মা বাহির হইয়া আইসে, কিন্তু পুনরায় ভিতরে যায় ও উহা গিলিয়া ফেলিতে হয়। ত্রুপের ছায় উচ্চ, স্বরভঙ্গ বিশিষ্ট কাস, তৎসহ গল-নলীতে ঘর্ষণগ্রাহ্যত্ব।

কালী-ফস।—স্বরবহুর উপদাহ বশতঃ কাস ও উহাতে ক্ষতবৎ বেদনা। গাঢ় পীতবর্ণ, লবণাক্ত এবং দুর্গন্ধি শ্লেষ্মা শ্রাব। বক্ষে বেদনা।

ন্যাটি-সলফ।—বক্ষঃস্থলে বিদীর্ণবৎ যাতনা সহকারে কাসি, একত্র দুইহাত দিয়া বুক চাপিয়া ধরিতে হয়। গাঢ়, রজ্জ্ববৎ লক্ষ্যমান এবং পীতভ সবুজ বর্ণের শ্লেষ্মা শ্রাবনিশিষ্ট কাস।

সিনিশিয়া।—শীতল পানীয়ে কাসের বৃদ্ধি। যক্ষ্মাগ্রস্তদিগের প্রাতঃকালীন কাসি। শুইলে বা প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিলে কাসের বৃদ্ধি। দুর্গন্ধি নিষ্টিবন, জলপূর্ণ পাত্রে উহা ফেলিলে পাত্রে তলদেশে ডুবিয়া যায়। ক্ষয় কাস দ্রষ্টব্য।

ক্যাক-ফ্রো।—আলজিহ্বার বিরুদ্ধি জগ্ৰ গলার অভ্যন্তরে হুড়ুহুড়ি জন্মিয়া কাসের উদ্রেক। কাসি সহকারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হরিদ্রা বর্ণে শ্লেষ্মা খণ্ড পরিভ্যক্ত হয়।

ন্যাটি-অউর।—বিশেষ বিবরণ “ক্ষয় কাসে” দ্রষ্টব্য।

ক্যাক-ফস।—ডিম্বের খেতবর্ণ পদার্থের ছায় আঙুলালিক শ্লেষ্মা শ্রাব। সকল প্রকার ক্ষয় কাসের রোগীদিগের পক্ষে অন্তর্কর্তী ঔষধ স্বরূপ ইহা ব্যবহার করা কঠব্য।

ক্যাক-সলফ।—কাসি সহকারে জলের ছায়, পুষ্পবৎ শ্লেষ্মা শ্রাব।

(চিকিৎসিত রোগী)

(১) ১৮ মাসের একটি শিশু হাটিতে পারিত না, মস্তকের অস্থি অসংযোজিত ছিল এবং তাহার এক প্রকার কষ্টগ্রন্থ, ইষ, গলার অভ্যন্তরে

কণ্ডুয়নকর শুক কাসিও ছিল। একেব রেই স্লেয়া উঠিত না। একজন লক্ষপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক তাহার চিকিৎসা করেন, কিন্তু তাহাতে তাহার কোন ফল হয় নাই। নিরাশ হইয়া তাহার পিতামাতা বাইওকেমিক ঔষধ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে ইচ্ছুক হন। তাহার পিতা চিকিৎসককে বলেন যে “যদি এই ঔষধে উহার কাসি আরোগ্য হয় তবেই বুঝিব যে এই চিকিৎসা-প্রণালী অতিশয় বিজ্ঞানসম্মত।” ফস্ফেট অব্ লাইমের গুল্লতা হইতে এই কাসি উদ্ধৃত হয়, ইহা স্থির কারয়া ক্যাক-ফস ব্যবস্থা করা যায়। ৩ সপ্তাহ মাত্র এই ঔষধ ব্যবহার করায় তাহার কাসি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য প্রাপ্ত হয় এবং শিশুটি হাটিতে আরম্ভ করে।

(২) ডাঃ চ্যাপম্যান বলেন যে নিউমোনিয়া এবং প্রাদাহিক জ্বরের সচরাচর একপ্রকার শুক, হ্রস্ব এবং গল-কণ্ডুয়নকর কাসির উদ্বেক দেখা যায়। এই প্রকার কাসে ফিরম-ফস ব্যবহারে কোন ফল না হইলে নেট্রম মিউর প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। বহু রোগীতে ইহার ফলবত্তা প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে। ইহা সেবনের পর রোগীর ২১ বাতের বেশী কাস উঠে নাই।

(৩) ছইজন রোগীর ভয়ানক আক্কেপিক কাস ছিল। কাসের অক্কেপিক প্রকৃতি দেখিয়া ম্যাগ-ফস ৪× ও ৬× দেওয়া যায়। রাত্রিকালে, শুইলে ও শীতল বায়ু নিঃশ্বসনে এই কাস বর্দ্ধিত হইত এবং উঠিয়া বসিলে উপশমিত হইত। দুইটি রোগীই বক্ষস্থলে আঁট আঁট (tightness) অনুভব করিত। দ্বিতীয় রোগীর কাসিবারকালে মূত্র নিঃসৃত হইত। পূর্বোক্ত ঔষধে অতি সত্ত্বর দুইটি রোগীই ভাল হয়।

(৪) ডাঃ ফিসারের একটি দুর্দ্দম্য কাসের রোগিনীর কাসিবার কালে মূত্র নিঃসৃত হইত। ফিরম-ফস ব্যবহারে সত্ত্বর উহা আরোগ্য হয়। ডাঃ হুস্‌লার এইরূপ লক্ষণাপন্ন জনৈক রমণীর রোগ এই ঔষধ দ্বারা অতি অল্পকালের মধ্যে আরোগ্য করেন।

করিলে রক্তশ্রাব নিয়ন্ত্রিত হয়। পরিশ্রমের পর অতিশয় ক্লান্ততা। বক্ষঃস্থলে তরল প্লেয়ার ঘড় ঘড়ি। লোণাঘেঁষে পৌড়ার বন্ধি। ফেণিল প্লেয়া নিষ্ঠীবন বিশিষ্ট পুরাতন কাসি। ফেণিল নিষ্ঠীবন যুক্ত পুরাতন ক্ষয়কাস।

সিলিসিফিকেশন — রোগের প্রবর্তিত বা শেষ অবস্থায় ইহা একটি অত্যাবশ্যক ঔষধ। প্রভূত, সবুজাভ পীতবর্ণের বা দুর্গন্ধি পুয়ের জায় গাঢ় মিষ্টবাদ্যবিশিষ্ট সবল প্লেয়া নিষ্ঠীবিত হইলে ইহা অল্প প্রয়োগ করিবে। প্রভূত নৈশ ঘর্ষ ; অর ; পদতলে জালা প্রভৃতি ইহার অপার প্রয়োগ লক্ষণ কোষ্ঠবদ্ধতা। অশিশুর দুর্গন্ধি পাদ ঘর্ষ। ঘড় ঘড়ি শব্দবিশিষ্ট কাস ও সহজে অধিক প্লেয়া নিঃসরণ।

কালী-সলফ — এই ঔষধের বিশেষত্ব স্তাপক প্লেয়া শ্রাব বিশিষ্ট ক্ষয় কাস। কাসিতে কাসিতে কতকটা প্লেয়া বাহির হইয়া পুনরায় ভিতরে যায় ও রোগীকে উহা গিলিয়া ফেলিতে হয়। শুষ্ক, খস্ খসে শুষ্ক

কালী মিউর — গাঢ়, সাদা প্লেয়া ; জিহ্বায় স্বেত বা পাংশুটে খেতবর্ণের লেপ।

কালী-ফস — ঘনখাস, পচা দুর্গন্ধযুক্ত প্লেয়া অতিশয় শীর্ণতা দুর্বলতা ও অবসন্নতা।

ন্যাট সলফ — পুষবৎ প্লেয়া নিঃসরণ এবং এই ঔষধের আর আর লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে ইহা ব্যবস্থ্যেয়।

পথ্যাপথ্য — ছাগদুগ্ধ, গোদুগ্ধ, ঘৃত, ছাগমাংস, আইস বিশিষ্ট টাটকা মৎস্য, মাংসের খস, গোমুখ, ছোলা, মুগের ডাইল, পটোল, লজ্জিনা সুপথ্য। কডলিভার অয়েল উপকারী। ঈষৎ উষ্ণ বা শীতল জলে স্নান এবং শাশ্রু ধারণ (গোপ দাঁড়ি রাখা) হিতকর। যে যে জিনিষে অজীর্ণ জন্মে তাহা পরিত্যজ্য। বাক্তিজাগরণ ও অতিপরিশ্রম এবং জীসহবাস সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

Cough—কঃফ ।

কাসি ।

কাসি স্বয়ং কোন রোগ নহে, অথ রোগের লক্ষণ মাত্র । গলরোগ, শ্বাসনালীর ক্রিয়া বকার, যকৃতের রোগ, ফুসফুসের রোগ প্রভৃতির সহিত ইহা সংশ্লিষ্ট থাকে । সাধারণতঃ ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া এই রোগ জন্মিয়া থাকে । কাসি সাধারণতঃ দুই প্রকার, তরল ও শুষ্ক ।

(চিকিৎসা)

কালী-মিউর — জিহ্বায় শ্বেত অথবা পাংগুটে বর্ণের লেপ সহকারে উচ্চ শব্দ কাসি । এই কাসি আমাশয় (ষ্ট্রামাক) হইতে উঠে বলিয় বোধ হয় । গাঢ়, তপ্তোত্ত ও হৃৎকের দ্বারা শ্বেতবর্ণ শ্লেষ্মা নিঃসরণ । তরুণ, খকখকে হৃপিংকফের দ্বারা কাসি ক্রূপের দ্বারা, উচ্চ শব্দ বিশিষ্ট কাসি সহকারে জিহ্বায় শ্বেতবর্ণের লেপ । ক্রূপ বা ঘুড়ি কাসির দ্বারা স্বরভঙ্গ । কাসির সময় অক্ষিগোলক ছুটিয়া পড়িবে বলিয়া বোধ হয় ।

ফিঃ অঃ ফঃ — তরুণ খুসখুসে ও যমুণাকর কাসি সহকারে ফুসফুসে ক্ষতবৎ বেদনা । কাসিলে একটুকুও শ্লেষ্মা উঠে না । শ্বাস-নালীর উত্তেজনার উদ্ভিক্ত খুসখুসে কাসি । ঠাণ্ডা লাগার দরুণ শুষ্ক উচ্চ কাসি । কাসিতে কাসিতে বন্ধ বেদনা, কিন্তু কিছু মাত্র শ্লেষ্মা উঠে না ।

অ্যাপঃ-ফঃ — হৃপিংকফে আক্কেপিক লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে কালী-মিউরের সহিত পর্য্যায়ক্রমে আক্কেপিক কাসি । শ্লেষ্মাপরিপূর্ণ আক্কেপিক কাসি । কাসিতে কাসিতে ফুসফুসে বেদনা । উষ্ণ পানীয় গ্রহণে ক্ষণস্থায়ী উপশম । জিহ্বার লেপ দেখিলে এই ঔষধ নির্ধারনে বিশেষ গোলযোগ হয় না । ইহার জিহ্বালক্ষণ দেখুন ।

Delirium—ডিলিরিয়ম্, প্রলাপ ।

কোন কোন রোগে মস্তিষ্কের ক্রিয়া বিকৃত হইয়া মনের বিশৃঙ্খলা ও বাক্যের যে অসংলগ্নতা দি ব্রহ্মে, তাহাকে প্রলাপ বা ডিলিরিয়ম বলে ।

(চিকিৎসা)

কাণী-ফস .—মস্তপায়ীদিগের রোগ । ভয়, নিদ্রাহীনতা, অস্থিরতা এবং সন্ধিগ্ধতা । বিষয় হইতে বিষয়াস্তরের প্রলাপ বকা, কল্পিত বস্তু দর্শন বিষয়ক প্রলাপ । ট্রাট-মিউর সহ পর্যায়ক্রমে ।

ন্যাট-মিউর .—ইহা এই রোগের প্রধান ঔষধ । যে কোন সময়েই পীড়া হউক না কেন, বিড় বিড় করিয়া প্রলাপ বকা, হস্ত-পদের বিক্ষেপ, বিষয় হইতে বিষয়াস্তরের প্রলাপ ও জিহ্বার ফণিল লালা বিক্ষুব্ধ থাকিলে ইহা দ্বিধা না করিয়া প্রয়োগ করিবে । কাণী-ফসের সহিত পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্য ।

ফিন্স-ফস .—জর থাকিলে অপর কোন ব্যবস্থার ঔষধের সহিত পর্যায়ক্রমে ।

(চিকিৎসিত রোগী)

(১) ডিলিরিয়মট্রিমেন্সের একটা রোগী দেখিতে ডাঃ স্কসলার আহুত হন । নেট্রম-মিউর প্রয়োগে রোগী স্বরায় সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয় ।

(২) নেট্রম-মিউরের বিষয় লিখিবার কালে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইহার সাহায্যেই বেহাশ্বত প্রল সর্বত্র সমানরূপে সঞ্চালিত হয় । রক্তে এই পদার্থের স্বল্পতা ঘটিলে স্থানে স্থানে জলীয়াংশের ন্যূনতা ঘটে । এইরূপে যদি কোথাও জলীয়াংশের অভাব হইয়া মস্তিষ্কের নিম্নভাগে রক্ত জলীয়াংশের বৃদ্ধি হয়, তখন উক্ত অধিক পরিমাণ জলের চাপে স্নায়ুশুল পীড়িত হয়

এবং, একত্র নানারূপ মাত্তিক ও স্নায়বীয় লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইহাকেই ডিলিরিয়মট্রিমেন্স বলে। সুতরাং অভাবের পূরণ করিয়া নেট্রম-মিউর এই রোগে বিশেষ উপকার দর্শাইয়া থাকে।

Dentition—ডেণ্টিশন, দন্তোদগম কষ্ট ।

ক্যাক-ফস।—দন্তোদগমকালীন বাবতীয় উপসর্গের ইহা প্রধান ঔষধ। দন্তোদগমে এবং হাঁটা শিথিতে বিলম্ব। মস্তকের অস্থিগুলি শীঘ্র শীঘ্র জোড়া লাগে না। যে সকল জ্বালোক পূর্বোক্ত লক্ষণাপন্ন দুর্বল সন্তান প্রসব করেন গর্ভাবস্থায় মধ্যে মধ্যে তাঁহাদেরও এই ঔষধ খাইতে দেওয়া অবশ্য কর্তব্য।

মাগ ফস।—দন্তোদগমকালীন দড়কা ও খিচুনির প্রধান ঔষধ। ক্যাক-ফস সহ জলে গুলিয়া পুনঃ পুনঃ দেওয়া কর্তব্য।

ফিন্সন ফস।—জ্বর থাকিলে ক্যাক-ফস সহ ইহা ব্যবহার্য্য।

ক্যাক-ফ্লোয়।—দন্তের আবরক পদার্থের (enamel of teeth) স্বল্পতার অর্থাৎ দন্ত উঠিয়াই ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে ইহা ব্যবহার্য্য।

সিলিসিশ্রা।—দন্তোদগমকালে মস্তকে প্রভূত ঘর্ষ থাকিলে ক্যাক ফস সহ পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য।

নেট্রম-মিউর।—জাগ্রত বা নিদ্রিতাবস্থায় মুখ হইতে লাল্য নিঃসরণ।

চিকিৎসিত রোগী।

(১) :৮ মাসের ১টা শিশুর উদন্ত গাজ, আরক্ত গণ্ড (গাল) চকু যেন ছুটিয়া পড়ে, প্রসারিত চকুতারা এবং অস্থিরতা ও ছটকটানি ছিল।

ফিরম-ফস ৬x বিচূর্ণ তলের সহিত প্রতি ঘণ্টায় ঘণ্টায় দিতে ব্যবস্থা করা হয়। প্রথম মাত্রা ঔষধ সেবনের পরই বেশ সুন্দর ফল দেখা যায়। কারণ ঔষধ সেবনের কিছুক্ষণ পরই শিশু ঘুমাইয়া পড়ে ও তাহার গালের আরক্ততা হ্রাস প্রাপ্ত হয়। কয়েক মাত্রা ঔষধ সেবনের পরই শিশুর বাবতীয় উপদাহকর লক্ষণ তিরোহিত হয়।

(২) ১৮ মাসের ১টা শিশুর কয়েকটা মাত্র দাঁত উঠিয়াছিল। দেহ ক্লশ, কবুতরের বক্ষেরস্থায় বক্ষ, হাঁটিতে অসামর্থ্য এবং অস্থির (হাডের) কোমলতা ও বিবর্তনের অভাব ছিল। ক্যান্সাস ফস ৩x বিচূর্ণ দিনে ৩ বার করিয়া ব্যবস্থা করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে কডলিভার অয়েল সেবনের বিধিও দেওয়া যায়। ৩০ মাত্রা ঔষধ সেবনের পর রোগীর বাবতীয় লক্ষণেরই উপকার দেখা যায়।

Diabetes Mellitus.

ডায়েবিটিস মেলিটঃস-বহুমূত্র।

বহুমূত্র খাতু-দোষ জনিত এক প্রকার রোগ। স্নায়ুমণ্ডলের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটয়াই এই রোগ জন্মে। অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম, অতিরিক্ত সুরাপান, গুরুতর মনোকষ্ট বা শোক, মস্তক বা মেরুদণ্ডে আঘাত প্রাপ্তি, অধিক মিষ্ট বা খেতসারময় দ্রব্য (starch) আহার, শারীরিক পরিশ্রমাদির পর উত্তপ্ত শরীরে শীতল জলপান প্রভৃতি কারণে এই রোগ জন্মে। এই রোগে অত্যন্ত অধিক পরিমাণ মূত্র শ্রাব হয়। মূত্রে চিনি থাকিলে এই রোগকে মধুমেহ বা ডায়েবিটিস মিলিটাস ও চিনি না থাকিলে তাহাকে মূত্রমেহ বা

ডায়েবিটিস স্মুরিয়াস্ বলে। মূত্রেমেহে, মূত্রে অধিক পরিমাণ ইউরিয়া থাকে। প্রস্রাব করিবার পর মূত্রে পিপীলিকা পতিত হইলে চিনি আছে বলিয়া জানা যায়। কোষ্ঠকাঠিন্য, ত্বকের ককর্ষতা (খস্খসে ভাব), ছর্ণিবার পিপাসা, প্রথমে বিলক্ষণ কুখা, কিন্তু রোগের বৃদ্ধির সহিত অধার মন্দত শরীরের অতিশয় দুর্বলতা ও শীর্ণতা, পদের ক্ষীততা, জ্বালোকের যোনি কণ্ডুয়ন ইত্যাদি ইহার লক্ষণ। বহুমূত্রে যক্ষ্মা, ফোড়া, কার্কস্কল, ছানি প্রভৃতি উপসর্গ জন্মিতে পারে।

(চিকিৎসা)

নেট্রম-সলফ।—ইহা এই রোগের সর্বপ্রধান লক্ষণমুসারে অপর কোনও ঔষধ ব্যবস্থেয় হইলেও প্রত্যহ ইহার ২.৪ মাত্রা দেওয়া বিধেয়। শর্কর মূত্র।

ক্যালী-ফস।—ইহা মস্তিষ্ক ও স্নায়ুর দুর্বলতা দূর করে। একত্র এই রোগের দুর্বলতার ইহা সবিশেষ উপযোগী। শর্করাবিহীন রোগ। অদম্য কুখা।

ফিট্রাম ফস।—শর, নাড়ীর দ্রুততা ও শরীরের কোনও স্থানে বেদনা বা প্রদাহের লক্ষণ বর্তমান থাকিলে ইহা ব্যবহার্য।

ক্যালি-ফস — দুর্বলতা, পিপাসা, মূত্রের ও জিহ্বার শুষ্কতা, শিথিল ও কুঞ্চিত উদর, লবণ ও মাংসাহারের আকাঙ্ক্ষাযুক্ত শর্করাবিহীন রোগে ইহা উপকারী। শর্করাশ্রাবো রোগে ফুসফুস পীড়িত হইলে ইহা ব্যবস্থেয়।

ক্যালী-মিউর।— অধিক পরিমাণ এবং শর্করাবিহীন মূত্রশ্রাব। অতিশয় দুর্বলতা ও নিদ্রানুত।

নেট্র-মিউর।—শর্করাবিহীন বহুমূত্র। অদম্য পিপাসা, শীর্ণতা নিদ্রা ও কুখাধীনতা, অতিশয় দুর্বলতা ও নৈরাশ্র।

মন্তব্য।

নেট্রম-ফস, ফিরম-ফস, কালী-ফস এবং নেট্রম-সলফ এই রোগের প্রধান ঔষধ। চর্কলতা ও অতিক্রিয়া কালী-ফস কখনও বিফল হয় না।

অতিশয় পিপাসা, শীর্ণতা ও আশা-শূন্যতায় নেট্রম মিউর দিলে আশাতীত ফল পাওয়া যায়। তই বা ততোধিক ফসফেটের লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে ঐগুলি একত্র মিলাইয়া দেওয়া বাইতে পারে। কিন্তু নেট্রম-সলফ ও নেট্রম-মিউর কখনও একত্র মিশ্রিত করা দিবে না। পৃথক পৃথক জলের সহিত গুলিয়া দিবে। অতিশয় শীর্ণতা ও ক্ষুধাহীনতা থাকিলে, ক্যাঙ্কেরিয়া ফস দিলে অতিউত্তম ফল দর্শে। অধিকাংশ সময়ই দেখা যায় যে অজীর্ণতা ও বক্রতের ক্রিয়ার বক্রুতিই এই রোগের প্রধান কারণ। এরূপ স্থলে নেট্রম-সলফ ও কালী মিউর ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। রোগীর অন্নদোষ থাকিলে নেট্রম-ফস ও ক্যাঙ্ক-ফস দেওয়া কর্তব্য।

পথ্য পথ্য—এই রোগে শর্করা বা শর্করা সংযুক্ত দ্রব্য এবং তৈল ও ঘৃতাক্ত দ্রব্য একেবারেই নিষিদ্ধ। অধিক আহার সর্বতোভাবে বর্জনীয়। দিনের মধ্যে ৫৬ বার লঘু আহার করিবে সে-ও ভাল, তথাপি এককালে অধিক আহার করিবে না। ঘোল ও নানা প্রকার ফল উপকারী। অল্প কোন প্রকারের চিকিৎসায়ই বহুমুত্রে তত সফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না, কিন্তু খুব সাবধানতা ও স্তব্ধচেনার সহিত বাইওকেমিক ঔষধ ও পথ্যাদি ব্যবস্থা করিলে অতি চমৎকার ফল পাওয়া যায়।

(চিকিৎসিত রোগী)।

(১) ৪২ বৎসর বয়স্কা জনৈক রমণীর ২৪ ঘণ্টায় প্রায় ৪ গ্যালন (৩ সের ১০ ছটাকে ১ গ্যালন) মুত্রস্রাব হইত; স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি ১০৪০ ছিল; অতিরিক্ত স্বামী সহবাসের ফলেই এই রোগ উৎপন্ন

হইয়াছে বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যায় ; লক্ষণ দৃষ্টে, নেট্রম-সলফ, নেট্রম ফস ফ্যালী-ফস ও ম্যাগ্নেশিয়া-ফস এই ৪টি ঔষধ, যখন যেটীর প্রয়োজন তখন সেটা ব্যবহার করিয়া ৩ মাস মধ্যেই রোগিনীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করা হয় ; ইহার পর ৩ বৎসর মধ্যে তাহার রোগ আর প্রত্যাবৃত্ত হয় নাই ।

২) মাদ্রাজের সেরিফের রিপোর্টে জানা যায় যে তাঁহার জ্ঞাতসারে দুইটা ডায়াবিটিসের রোগী নেট্রম সলফ ৬× সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে ।

(৩) ডাঃ E. B. Rankin এর রিপোর্টে প্রকাশ, নেট্রম ফস ৬× প্রয়োগে ১টা রোগীর ক্ষুধা, পিপাসা ও শীর্ণতায় বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল ।

(৪) ডাঃ নুসলারের নিকট স্কটলণ্ড ও ইটালীর ২ জন ডাক্তার জানাইয়াছেন যে, কেবলমাত্র নেট্রম সলফ দ্বারা তাঁহারা ডায়াবিটিসের দুইটা রোগী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করিয়াছেন ; তাঁহাদের প্রেরিত সংবাদে কেহই রোগীর বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করেন নাই

(৫) ডাঃ Coilhol M. D. কতকগুলি স্নায়বিক কারণে উৎপন্ন ডায়েবিটিসের রোগী নেট্রম-সলফ ও ম্যাগ্নেশিয়া-ফস দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করিয়াছেন ; সকল রোগীতেই উক্ত দুই ঔষধ ১ ঘণ্টা অন্তর পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করা হইয়াছিল

Diarrhoea—ডায়েরিয়া,

অতিসার, উদরাময়

(চিকিৎসা)

ফিল্লক্স-ফস ।—মলে অপরিপাচিত দ্রব্যের বিত্তমানতা ; পুনঃ পুনঃ জলবৎ তরল মলশ্রাব সহকারে জ্বর এবং পিপাসা ; মলের বর্ণ দৃষ্টে অপর কোনও ঔষধ ব্যবস্থেয় হইলে ইহার সহিত পর্যায়ক্রমে দিবে ; উদরাময়ের প্রারম্ভাবস্থায় মলদ্বার দিয়া প্রচুর পরিমাণ গরম জলের পিচকারী দিলে বিনা ঔষধেই অধিকাংশ সময়ে উপকার দর্শিয়া থাকে ; ঠাণ্ডা লাগিয়া এই রোগ জন্মিলে এই ঔষধেই বিশেষ ফল দর্শে ।

ন্যাট্রম-ফস ।—অগ্নাধিক্য জন্ত পীড়া জন্মিয়া থাকিলে ; স্বজ্বৰণ, অগ্নগন্ধি মল ; পূর্বোক্ত লক্ষণাপন্ন শিশুদিগের দস্তোডেৎ কালীন উদরাময় ; মলে কৃমির বিত্তমানতা ; জিহ্বার পশ্চাদিকে পীত বর্ণের লেপ ; অপক্ক ফল ভোজন জনিত বা গ্রীষ্মকালীন অতিসার ।

ক্যাস্ক-ফস ।—শিশুদিগের দস্তোডেৎ কালীন অতিসারের ইহা একটা মূল্যবান ঔষধ ; মলের বর্ণ ও প্রকৃতি দৃষ্টে অপর কোনও ঔষধ ব্যবস্থেয় হইলে ইহার সহিত পর্যায়ক্রমে দিবে ; গণমালা ধাতুর শিশুদিগের অতিসার ; শিশুদিগের ও বালকদিগের অতিসারে, বিশেষতঃ ভুক্তদ্রব্য পরিপাচিত না হওয়ার দরুণ পরিপোষণে ব্যাঘাত জন্মিয়া রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকিলে প্রায় সকল রোগীর পক্ষেই ক্যাস্ক-ফস, ফিরম-ফস, বা নেট্রম ফস উপযোগী হইয়া থাকে । উষ্ণ, জলবৎ, দুর্গন্ধি ও প্রভূত মল সশব্দে নিঃসৃত হইলে এই ঔষধে চমৎকার ফল দর্শে ।

কালী-অউর ।—কৈকালে, খেতাত বা কৰ্দমের দ্বার বর্ণ বিশিষ্ট

তরল মলশ্রাব (কালী-সলফ)। টাইফয়েড্ জ্বরে পূর্বোক্ত প্রকারের মল লক্ষণে। তৈলাক্ত বা বসাময় দ্রব্য ভোজনের পর খেত বা পিচ্ছিল মলশ্রাব জিহ্বায় ঝেতবর্ণের লেপ। রক্তাক্ত বা আঠা আঠা মলশ্রাব

কালী-ফস।—পচা, দুর্গন্ধ মলশ্রাব। চাউল খোয়া জলের স্থায় বর্ণ বিশিষ্ট মলশ্রাব। অতিশয় দুর্বলতা ও অবসন্নতা বেদনা সংযুক্ত বা বেদনাবিহীন অশিশু দুর্গন্ধ মলশ্রাব।

কালী-সলফ।—হরিদ্রা বর্ণ, জলবৎ তরল, অথবা আঠা আঠা শ্লেষ্মা সংযুক্ত মলবিশিষ্ট অতিসার। কখন কখন অস্বে (নাড়ি ভূড়ি) খালধরাও বিদ্যমান থাকে। জিহ্বা মুলে পীতভ লেপ।

নেটাম অভর —জলবৎ, স্বচ্ছ, আঠাল মল বিশিষ্ট অথবা অতিরিক্ত লবণ সেবন জনিত উজ্জল শ্লেষ্মা-শ্রাব।

শ্যাউ-সলফ।—গাঢ় সবুজবর্ণ পৈত্তিক মলশ্রাবী অতিসার; পুরাতন প্রাতঃকালীন অতিসার। শীতল আর্দ্র ঋতুতে বৃদ্ধি।

ক্যাক ফ্লোন্স।—পুষাক্ত অথবা পুষ ও রক্তশ্রাবী অতিসার।

ম্যাপ-ফস।—আগ্নান, উদর বেদনা অথবা আক্কেপিক বেদনা সংযুক্ত অতিসার। বাহ্যিক উন্মাদ প্রদানে উপশম। মলের বর্ণ দৃষ্টে অপর যে ঔষধ ব্যবস্থের হয় তাহার সহিত পর্যায়ক্রমে ইহা ব্যবহার করিবে।

অস লেশিকা।—শিশুদিগের অতিসার। মলে অতিশয় দুর্গন্ধ; টিকা দেওয়ার পরবর্তী অতিসার। তৎসহকারে মস্তকে প্রভূত অন্নগন্ধি ঘর্ষ এবং কঠিন, উষ্ণ ও ক্ষীত উদর।

চিকিৎসিত রোগী।

(১) ২ মাসের ১টা শিশুর নিম্নলিখিত লক্ষণ সংযুক্ত অতিসার ছিল।

যথা :—বেদনা সংযুক্ত অতিসার, বালিসের উপর অবিরাম মস্তকের সঞ্চালন, উর্দ্ধদৃষ্টি বিশিষ্ট চক্ষু, জিহ্বার পীতভ-কটাশে বর্ণ, শুভ্রপানে সময় ২

অনিচ্ছা। প্রায় ১ সপ্তাহ পর্যন্ত শিশুটি ভুগিতে থাকে। এই সময় তাহার মাতা নানা রকমের ঔষধ প্রয়োগ করিতেছিলেন। কিন্তু যখন কিছুতেই কিছু হইলনা তখন বাইওকেমিক চিকিৎসক ডাকান হয়। ম্যাগনেশিয়া-ফস ১৫ মিনিট পর পর পর্যায়ক্রমে প্রয়োগ করা যায়। প্রাতে নয়টার সময় হইতে প্রথম ঔষধ প্রয়োগ করা হয়। শিশুটি বাচিয়া আছে কিনা দেখিবার জ্ঞাত চিকিৎসক অপরাহ্ন ৩টার সময় আবার যান। এই সময় শিশুটির লক্ষণেব বিশেষ পরিবর্তন দেখিয়া চিকিৎসক অতিশয় আশ্চর্য্য বোধ করেন। এখন আর মস্তকের সঞ্চালন ছিল না, চক্ষু স্বাভাবিক, দুই একবার স্তন্য ও পানও করিয়াছিল। তখন একটু দীর্ঘকাল ব্যবধানে ঐ ৬৫ ঔষধ ব্যবহার করিতে উপদেশ দেওয়া হয়। পরদিন প্রাতে রোগীর অবস্থা আরো ভাল দেখা যায়। কিন্তু এই সময় তাহার জিহ্বায় গাঢ় খেত লেপ ও মুখের ভিতর বা দেখা যায়। ইহা দেখিয়া ক্যাকেরিয়া-ফস বন্ধ করিয়া উহার স্থলে কালী-মিউর ও ম্যাগ-ফস ১ ঘণ্টা অন্তর পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করিতে বলা যায়। পর দিনই জিহ্বা পরিষ্কার হয়। ২২ তারিখ পর আর ২১ দিন মাত্র এই দুই ঔষধ কয়েক মাত্রা ব্যবহার করায় শিশুটি সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

(২) ডাঃ লিপি ১টা প্রাতঃকালীন অতিসারের রোগী নেট্রম-সলফ দ্বারা সুন্দররূপে আরোগ্য করেন। তাহার নিম্নোক্ত লক্ষণ ছিল :—
প্রাতে জাগ্রিত হওয়া মাত্র হঠাৎ অদম্য বেগের সহিত মল ও বায়ু
নিঃসৃত হইত। নিঃসরণ কালে মল চতুর্দিকে ছিটকাইয়া পড়িত
সি এম্ (c, m.) শক্তির ঔষধ ব্যবহার করা হইয়াছিল।

(৩) ডাঃ Goullon ২ বৎসরের পুরাতন ১টা অতিসারের রোগী ক্যাক-সলফ প্রয়োগ করিয়া আরোগ্য করেন। রোগীর জিহ্বায় লেপ ও মলের প্রকৃতি দেখিতে ফল চটকাইলে বেক্রপ হয় সেইরূপ ছিল।

(৪) একটি রোগিণীর বহুদিন বাবৎ প্রত্যহ প্রাতে নড়া চড়া করিবা মাত্রই মলবেগ হইত । ডাঃ এলেন নেট্রম ললফ ৬× প্রয়োগ করিয়া উহা আরোগ্য করেন ।

(৫) বহুদিনের পুরাতন অতিসারের ১টি রোগীর অতি প্রত্যবে অধিক পরিমাণ মল লবেগে হুড়্‌হুড়্‌ করিয়া বাহির হইত । নেট্রম-ললফ ৬× ব্যবহারে এই রোগী ভাল হয় ।

Diphtheria—ডিফ্‌থিরিয়া

বিজ্ঞানিক প্রদাহ ।

এই রোগে গলার মধ্যে এক প্রকার ক্ষত ও গ্লেছুত পর্দা জন্মে । এই পর্দা ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া মূখ, নাসিকা ও ফুসফুসের উপরিভাগ পর্য্যন্ত প্রসারিত হয় । এতৎসহকারে জ্বর ও নানা প্রকার স্নায়বীয় লক্ষণও বিস্তমান থাকে । ইহা অতীব সাংঘাতিক রোগ ; সুতরাং নীচ নীচ চিকিৎসক ডাকা কর্তব্য । (ক্রুপ জটব্য) ।

(চিকিৎসা)

কিরম-কস —রোগের প্রারম্ভাবস্থায় জরানবারণের নিমিত্ত এই রোগের প্রধান ঔষধ কালী-মিউরের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিবে ।

কালী মিউর ৩× ।—উহা এই রোগের প্রধান ঔষধ । রোগ প্রকাশিত হওয়া মাত্র কিরম-কসের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিলে আর কোনও ঔষধের প্রয়োজন হয় না । এক মাস জলে ১০।১৫ গ্রেণ কালী-মিউর মিশ্রিত করিয়া পুনঃ পুনঃ কুলি করিলে বিশেষ উপকার দর্শে ।

নেট্রোম মিউক্স।—জলবৎ পদার্থ বমন বা বিরেচিত হইলে এই ঔষধ অবশ্য ব্যবহার্য। মুখমণ্ডলের পাণ্ডুরতা ও স্ফীততা ; তন্মালুতা এবং মুখ হইতে প্রভূত লালা নিঃসরণ।

নেট্রোম সলফ।—বমিত পদার্থের সবুজবর্ণ ও তিক্তাস্বাদ থাকিলে প্রধান ঔষধের সহিত পর্যায়ক্রমে দিবে।

ক্যালী-কস।—রোগের যে কোন অবস্থায় অতিশয় দুর্বলতা, অবসন্নতা ও সাংঘাতিক লক্ষণ সকল, যথা নাড়ী লোপ, গাত্রের শীতলতা প্রভৃতি, বিদ্যমান থাকিলে ইহা দিবে। এই রোগের পরবর্ত্তী কুফলে, যথা দৃষ্টির দুর্বলতা, নাকা নাকা কথা বলা ও কোন অঙ্গের পক্ষাঘাত জন্মিলেও ইহা ব্যবহার করিবে।

ক্যাস্ক-ক্লোর।—কুচিকিৎসা বা অসাবধানতার ফলে পর্দা হাস-নলী (ট্রেকিরা) পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িলে ক্যাস্ক-কসের সহিত পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করিবে।

ক্যাস্ক ফস।—হাস-নলী পর্য্যন্ত পর্দা প্রসারিত হইয়া পড়িলে ইহা ব্যবহার্য।

নেট্রোম-কস।—জিহ্বার মূলদেশ, টঞ্জিল বা উপরের তালুতে সয়ের স্থায় পীতবর্ণ লেপ জন্মিলে এই ঔষধ ব্যবহার্য।

ডাঃ স্কসলার বলেন “টিসু রেমিডি ব্যবহারকালে অপর কোন ঔষধ যথা চুলের জল, কার্বলিক এসিড, বরফ জল প্রভৃতি কিছুতেই ব্যবহার করা কর্তব্য নহে। কেননা এতদ্বারা টিসু রেমিডির ক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মিতে পারে ” এই রোগে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ মার্ক-সায়েনাইড্ ৩০ গ্রান অমোঘ ঔষধ। ইহা অর্জ হইতে ১ ঘণ্টান্তর ব্যবহার্য।

(চিকিৎসিত রোগী)।

(১) একটি পূর্ণবিকশিত ডিক্ থিরিয়াক্স শিশুর নিম্নোক্ত লক্ষণ বিদ্যমান ছিল। যথা :—গ্রন্থির বিবর্জন ; অগ্নিজিহ্বা এবং কোঠলতালু

সম্পূর্ণরূপে ঝিল্লী দ্বারা আবৃত ঢোক গিলিতে অতিশয় কষ্ট এবং অতিশয় বলকর। কালী-মিউর ৩x প্রতি ২ ঘণ্টা অন্তর ব্যবস্থা করা যায়। পরদিন অবস্থা অনেক ভাল দেখা যায়। ৪ দিনে তাহারে যাবতীয় গল-লক্ষণ বিদূরিত হয় ইহার পর ক্যাঙ্ক-কস প্রয়োগে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

(২) ১৪টি ডিফ্‌থিরিয়ার রোগী চিকিৎসাকালে ক্যালী মিউর ৩x প্রয়োগে অত্যন্ত ঔষধ অপেক্ষা অতি উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া গিয়াছে। ইহা প্রয়োগে অতি সত্বরই ঝিল্লী হ্রাস প্রাপ্ত হয়। আভ্যন্তরিক ঔষধ সেবনের সঙ্গে ২ ইহার কুলিও ব্যবহার করা কর্তব্য। কুলির সঙ্গে ঝিল্লীও বাহির হইয়া আইসে। এই ঔষধ ব্যবহার কালে মধ্যে মধ্যে ফিরম-ফসও দেওয়া বিধেয়, ইহাতে সকল রোগীতেই আশাতীত ফল পাওয়া যায়।

(৩) ওল্ডেনবার্গ সহর হইতে কাতপর মাইল দূরবর্তী এক গ্রামে ১টি শিশু এই রোগাক্রান্ত হয়। রোগের প্রারম্ভাবস্থা হইতেই তাহার কর্ণদেশ আক্রান্ত হয়। এলোপ্যাথিক মতে তাহার চিকিৎসা হয় ও শিশুটী মারা যায়। ঠিক ঐ সময় ঐ গ্রামের অপর এক বাড়ীতে আর একটি শিশুরও এই রোগ জন্মে এবং তাহারও পূর্বোক্ত রোগিণীর দ্বারা উপসর্গ সমূহ বিস্তারিত ছিল। এই শিশুর পিতা ডাঃ স্কলনারের নিকট আসিয়া তাহার চিকিৎসা করণার্থ আত্মদান করেন। তিনি মূল রোগের জন্ত কালী-মিউর এবং কর্ণের (pharynx) উপসর্গের জন্ত উহার সহিত পর্যায়ক্রমে ক্যাঙ্ক-কস ব্যবস্থা করেন ২ দিন পর শিশুটির পিতা চিঠি দ্বারা ডাক্তারকে জানান যে শিশুটী সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে

(৪) বিগত গ্রীষ্মকালে ১টি ডিফ্‌থিরিয়ার রোগিণী দেখিতে আছত হই। গলা পরীক্ষা করিলে সাধারণ গলকত বলিয়া অনুমান হয়। একজন্ত ক্যাঙ্ক-সলফ ব্যবস্থা করা যায় এবং ইহা দ্বারা শীঘ্রই বিশেষ ফল দেখা না

গেলে বৈকালেই আবার খবর দিতে বলি। অপরাহ্ন ৪ টার সময় জ্বর ও বাতশক্তির ব্যতিক্রম প্রকাশ পায়। বিশেষ সাবধানতার সহিত গলা পরীক্ষা করিলে টন্সিলের উপর একটি কটাশে বর্ণের আবরণের মত পর্দা দৃষ্ট হয়। এইক্ষণ পর্যায়ক্রমে ফিরম-ফস ও কালী-মিউর ৩× ব্যবস্থা করা হয়। রাত্রি ৯টার সময় আবার রোগী দেখিতে যাই। তখন তাহার অবস্থার বিশেষ কোনও পরিবর্তন দেখা যায় নাই। বিশেষতঃ এখন সে নতুন উপসর্গের কথা প্রকাশ করে। বলে যে, তাহার গলা হইতে অবিরাম কি বেন উঠিতেছে। মনে করিলাম ইহা বোধহয় জলোদগম (ওয়াটার ব্রাশ)। একত্র কয়েক মাত্রা নেট্রম-ফস ব্যবস্থা করিলাম। কিন্তু ইহাতেও কোন ফল হয় নাই। একত্র অবশিষ্ট রক্তনীর তত্ত্ব পূর্যোক্ত দুই ঔষধ চালাইতে বলি। পরদিন প্রাতে রোগিণীর অবস্থা আরও খারাপ দৃষ্ট হইল। পর্দা আরও ছড়াইয়া পড়িয়াছে ও টন্সিল দুইটি পূর্যোপেক্ষা অধিকতর ক্ষীণ হইয়াছে দেখা গেল। গলা হইতে যে স্লেমা ক্ষরণ হইতেছিল তাহাও স্থগিত হয় নাই দেখিলাম। এইদিন রোগিণীকে ৩ বার দেখিতে যাই। শেষে, রাত্রিকার পূর্যোক্ত ঔষধ নিম্ন ক্রমে (৩×) ব্যবহারের ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া যাই। পর দিন প্রাতে রোগিণীকে দেখিতে গেলে তাহার মাতা কঁাদিতে কঁাদিতে বলিলেন “আর একজন ডাক্তারের সহিত পরামর্শ করিয়া ঔষধ দিতে আপনার মত হয় কি?” রোগিণীর অবস্থা তখন বাস্তবিকই অতিশয় সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময় হঠাৎ আমার মনে হয়, “অবিরাম গলা হইতে কিছু বেন উঠিতেছে” এ লক্ষণটি নেট্রম-সলফে আছে। তখন নেট্রম-সলফে ২০০ × একমাত্রা প্রদান করি। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই রোগ-লক্ষণের বিশেষ পরিবর্তন দেখা গেল। এই ঔষধ পুনরায় প্রয়োগ করার রোগিণী সম্পূর্ণ আরোগ্য হন।

(৫) সাংঘাতিক প্রকারের ডিক্‌থিরিয়ার যখন উপযুক্ত ব্যবস্থের ঔষধ প্রয়োগ করিয়াও কোন ফল লাভ করা যায় নাই তখন কালী-ফস এবং কালী মিউর (কখন নেট্রম-মিউর সহ এবং কখন বা উহা ছাড়াও) পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করিয়া বেশ ফল পাওয়া গিয়াছে ।

(৬) ডাঃ স্মলার এই রোগের পরবর্তী পক্ষাঘাতে কালী-ফস বাতীত অপর কোন উৎকৃষ্ট ঔষধ আছে বলিয়া মনে করেন না ।

(৭) জনৈক যুবতীর গল ক্রত, টঙ্গিলের আরক্ততা ও ক্ষীণতা এবং জ্বর লক্ষণ বিद्यমান ছিল । দেড়দিন পর্যন্ত ৩ ঘণ্টা অন্তঃ ফিরম-ফস দেওয়া যায় । ইহাতে একটু উপশম বোধ করিলে ঔষধের প্রয়োগে ক্রান্ত থাকা যায় । কিন্তু তৎপর আবার অস্থির বৃদ্ধি হওয়ার রোগী দেখিতে যাওয়া হয় । এখন দেখা গেল, ডিক্‌থিরিয়ার পর্দার ত্রায় পর্দা দ্বারা দক্ষিণ দিকের টঙ্গিলটি আবৃত হইয়াছে । এখন পূর্বের ত্রায় আবার ফিরম ফস ব্যবস্থা করা হয় । পর দিন দেখা গেল পর্দা প্রায় বিদূরিত হইয়াছে, টঙ্গিলের আরক্ততা এবং ক্ষীণতাও অনেক কমিয়াছে । তখন ঐ ঔষধই ৪ ঘণ্টা পর পর সেবন করিতে ব্যবস্থা দেওয়া যায় । পর দিন গলার অভ্যন্তরে সামান্য একটু পর্দা মাত্র দেখা গেল । এইরূপ আরও দীর্ঘকাল অন্তর ঔষধ সেবনের বিধি দেওয়া হয় । তৎপর দিন রোগিনী সম্পূর্ণ নিরাময় হন ।

(৮) ৫ বৎসরের ১১টা বালকের জ্বর, আরক্ত মুখমণ্ডল, আরক্ত গণ্ড, এবং টঙ্গিলের, বিশেষতঃ দক্ষিণ দিকেরটির আরক্ততা ও ক্ষীণতা ছিল । দক্ষিণ দিকের এই টঙ্গিলটির মধ্যভাগে একটা খোবার ত্রায় (একটা শিকির মত) পর্দাও ঝুলিতেছে দৃষ্ট হইয়াছিল । এই পর্দাটির টঙ্গিলের সহিত সংযুক্ত স্থানটি দেখিতে কৃষ্ণাভ ছিল । মুখ হইতে দুর্গন্ধও বাহির হইতোছিল । এই রোগীকে প্রথম ফিরম-ফস দেওয়া যায় । পর দিন টঙ্গিলটি পরিষ্কার হইয়াছে দেখা গেল, কিন্তু গল-নাগীর পশ্চাদিকে উক্ত

রূপ পর্দা দৃষ্ট হইল। তখন এই ঔষধ ৪ ঘণ্টা অন্তর সেরনের বিধি দেওয়া হয়। তৎপর দিন তাহার আর কোন উপদ্রব ছিল না।

(৯) দেড়বৎসরের ১টি শিশুর ডিফথেরিয়ার ফিরম-কস ১২x ও কালী-মিউর ৩x পর্যায়ক্রমে ঘন ঘন প্রয়োগ করার অতি সস্তর ঋণকটে ও আর আর উপদ্রবের শাস্তি হইয়া রোগ নির্দোষরূপে সারিয়া গিয়াছিল।

Dizziness—ডিজিনেস্ ।

শিরোঘূর্ণন ।

(ভার্টিগো দ্রষ্টব্য)

ক্যাক্স-কস ১x ।—স্বাভাবিক প্রকৃতির রোগীর পী লক্ষণের বিত্তমানতা না থাকিলে, নিম্নক্রমে আহায়ের অব্যবহিত পর ইহা দিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

কালী ফস ৩x ।—ইহা সর্বপ্রকারের শিরোঘূর্ণনেই বিশেষ ফল প্রদ।

Dropsy—ড্রপসি-শোথ ।

(বৃক্কের রোগ দ্রষ্টব্য)

বৃক্কের নিম্নে জল সঞ্চিত হইয়া শরীরের যে ক্ষীণতা জন্মে তাহাকে শোথ বলে। শোথ স্বয়ং কোন রোগ নহে, অল্প রোগের উপসর্গ বিশেষ। ইহা একাঙ্গীন বা সর্বাঙ্গীন হইতে পারে। স্থান-ভেদে ইহার বিভিন্ন নাম হইয়া থাকে। যথা :—মস্তিকে জল সঞ্চিত হইলে তাহাকে মস্তকোদক, বৃক্কে হইলে বৃক্কোদক এবং উদরে সঞ্চিত হইলে উদরী বলে। রক্তের

জলীয়াংশ শিরার ভিতর হইতে বাহির হইয়া ত্বকের নিম্নে সঞ্চিত হইলেই উহাকে শোথ বলে । পদ ও তল পেটেই সাধারণতঃ শোথ বেশী দেখা যায় । শোথাক্রান্ত স্থানে অঙ্গুলী দ্বারা টিপিলে নিম্ন হইয়া পড়ে এবং পরে আবার পূর্ণ হইয়া উঠে । সাধারণতঃ হৃদ্রোগ, যকৃতের পীড়া, বৃক্কের (kidney) পীড়া, প্লীহা ও রক্তস্রাবের বিশৃঙ্খলা হইতে এই রোগ জন্মিয়া থাকে ।

(চিকিৎসা)

কালী-মিউন —হৃদ্রোগ, যকৃতের রোগ অথবা বৃক্কের (কিডনি) রোগ হইতে সমুৎপন্ন শোথে লক্ষণের সাদৃশ্য থাকিলে ইহাতে অতি উত্তম ফল দর্শে । শোথের জলে অথবা প্রস্রাবের সহিত নির্গত স্লেয়ার শুভ্রবর্ণ এবং জিহ্বায় শুভ্র বর্ণের লেপ থাকিলে ইহা ব্যবহার্য্য । হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা হইতে উৎপন্ন রোগে হৃৎপিণ্ডের দপ্ দপ্ থাকিলে এই ঔষধ কালী-ফসের সহিত পর্যায়ক্রমে দিবে । পিত্তনিঃসারক প্রণালীর (bile-duct) অববোধ জনিত শোথে জিহ্বায় যেত বা পাংশুটে যেত বর্ণের লেপ থাকিলে ইহা ফলপ্রদ ।

নেট্রিন সলফ ৩x ।—সাধারণ শোথ । ইহা এই রোগের প্রধান ঔষধ । আভ্যন্তরিক যন্ত্রের বা ত্বকের শোথেও ফলপ্রদ । কুরণ্ড ।

নেট্রামিউর ।—প্রায় সকল প্রকার সাধারণ শোথেই এই ঔষধ নেট্রিন-সলফের সহিত পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করিলে উপকার দর্শে । কুরণ্ড ।

ক্যাল-সলফ ও ফিল্ম সলস ।—রক্তহীনতা, রক্তস্রাব, পরিপোষণের ব্যাঘাত প্রভৃতি কারণে শোথ জন্মিলে এই দুই ঔষধ উপকারী ।

ক্যান্সার-ফ্লোন্স।—হৃদ্রোগ জনিত শোথে হৃদপিণ্ডের কোনও গহবরের বিস্তৃতি জন্মিলে ইহা বিশেষ উপকারী। কুহন, শুষ্কদ্রব্য উত্তোলনের চেষ্টা প্রভৃতি কারণে কুরণ্ড জন্মিলে ইহা ফলপ্রসূ।

ক্যালসী-সলেশন।—স্বাগে'ট ফিবারের পরবর্তী শোথ।

অস্ত্রব্য

মাঝে মাঝে উষ্ণজলে স্নান বা উষ্ণ জলস্রাব গা মোছান অতিশয় উপকারী। বাহ্যতে ঘর্ষ্য স্রাব বিবর্জিত হয় সেই সকল উপায় অবলম্বন করা বিহিত। এই রোগে জল খাটতে নাই বলিয়া যে প্রচলিত সংস্কার আছে তাহা ভ্রমাত্মক। তরুণ রোগে অরের পথ্য দিবে। আর পুরাতন রোগে পুষ্টিকর অথচ সহজে পরিপাক হয় এক্রপ পথ্য দেওয়া কর্তব্য। পুরাতন রক্তশালীর অন্ন, মুগের ডাইল, শজারু কুঙ্কট ও কচ্ছপের মাংস, সজিনা, কাকরোল, মানকচু, গাজোর, পটোল বেতাগ্র, বেগুন, প্রভৃতি তরকারী হিতকারী। ভল্ল দ্রব্য, নূতন তণুল, চিনি, শুড়, লবণ, শুষ্ক শাক ও দিবানিদ্রা অতিশয় অহিতকর।

(চিকিৎসিত রোগী)

(১) ৮ বৎসরের ১টী বালিকা ডিক্‌থিরিয়া ও স্বাগে'টিনা হইতে আরোগ্য লাভের পর হঠাৎকোন পরিদৃষ্টমান কারণ ব্যতীত শোথগ্রস্ত হয়। তাহার মুখমণ্ডল ও পদদ্বয়ের স্ফীততা ছিল। মূত্রস্রাব হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং উহাতে এম্বুসেনও ছিল। কিউনির উপর চাপ দেওয়ার বেদনা বোধ হইত না। নাড়ী কিছু দ্রুত, কিন্তু কুখা, নিদ্রা ও মল বাতাবিক ছিল। এই রোগিনীকে ৩টী ঔষধ দেওয়া হইয়াছিল। একোনাইট উহার অন্ততম। কিন্তু ইহাধারা কোন ফলই পাওয়া যায় নাই। শোথ ক্রমশঃই বাড়িতে লাগিল, মূত্রও কমিতে লাগিল। এখন ইহা

দেখতে ঘোলা ও পরীক্ষায় অধিক পরিমাণ এলুমেন পাওয়া গেল। এখন কিড্‌নেতে চাপ দিলে বেদনাও বোধ করিত। সময় সময় শ্রলাপ বকিত। নেট্রন-মিউয় দেওয়া যায়। ইহাতে ১৪ দিনেই রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

(২) ৪ বৎসরের একটি বালকের স্থাণেটিনা রোগের পর শোথ জন্মে। লক্ষণানুসারে ডিজিটেলিস, এপিস, আস ও এপোসাইনম ব্যবহার করা হইয়াছিল, কিন্তু ইহাতে কোন ফল হয় নাই। ২৪ ঘণ্টায় অতি সামান্য মাত্র মুত্রস্রাব হইত শেষের ২ দিন একেবারেই মুত্র নিঃসারিত হয় নাই। এখন শোথ সন্ধ্যায় পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল ও নড়াচড়া একেবারেই বন্ধ হইয়াছিল (শোথ এতই বাড়িয়া ছিল)। এই অবস্থা দৃষ্টে নেট্রন-মিউয় ২ ঘণ্টা অন্তর ব্যবস্থা করা হয় ইহাতে সন্ধ্যাই প্রভুত মুত্রস্রাব হইয়া বালকটি আরোগ্য হইয়াছিল।

(৩) ডাঃ Goullon কাণী-মিউয় দ্বারা একটি পদের এবং নিয়ন্ত্রণের ক্ষীণতা বিশিষ্ট রোগী নিম্নোক্ত লক্ষণ দৃষ্টে আরোগ্য করিয়াছিলেন। লক্ষণ যথঃ—পদের ও নিয়ন্ত্রণের কোমলতা বিশিষ্ট দুর্বল ক্ষীণতা, পরে এই ক্ষীণ স্থানের কঠিনতায় ও চাপে ব্যথিততায় পরিণতি কিন্তু আরক্ততার অভাব। ক্ষীণ স্থানের চুলকানি। অবশেষে এই স্থানের মোমের ভ্রায় উজ্জল শ্বেতাভা ধারণ। পরে ক্ষীণ স্থানের সকাল বেলা হ্রাস প্রাপ্তি ও সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি লক্ষণ ছিল।

Dysentery—ডিসেন্টি।

আমরক্ত, রক্তাতিসার।

বৃহৎ অন্ত্রের (Large Intestine) ক্ষত সংযুক্ত প্রদাহকে রক্তামাশয় বলে। নাভীর চারিদিকে বেদনা, কুহন এবং আম ও রক্তসংযুক্ত মলস্রাব

ইহার প্রধান লক্ষণ। কখন কখন মলশ্রাবের পরিবর্তে কেবল অমি ও রক্ত মাত্র পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। উৎকট আকারের হোগীর গাজ হঠতে এক প্রকার বিশেষ দুর্গন্ধ বাহির হইয়া থাকে। রোগ কঠিন হইলে হিকা, অসাড়ে মল নিঃসরণ, হস্ত-পদের শীতলতা ও প্রলাপ বিচ্যমান থাকে এবং অতিরিক্ত কুশ্বন বশতঃ কাচামুণ্ড বা চালিশ বাহির হইয়া পড়ে। গুরুপাক্তব্য ভোজন, গরমের পব হঠাৎ ঠাণ্ডা অথবা ঠাণ্ডার পর হঠাৎ গরম লাগিয়া সাধারণতঃ এই রোগ জন্মিয়া থাকে। শিশুদিগের উদরাময় এবং চাম নিলোপের পরও এই রোগ প্রকাশ পাইতে পারে।

(চিকিৎসা)

অ্যাট্রোপিশিয়া-ফস।—উদরে মোচড়ান ও আক্ষেপব্য বেদনা সংযুক্ত রক্তাক্তিসার। উত্তাপ গরম ও সমুদিকে অবশীর্ষ হইলে বেদনার উপশম। অতিশয় কুশ্বন ও পুনঃ পুনঃ মলশ্রাব। গরম জলের সহিত কিঞ্চিৎ এই ঔষধ মিশ্রিত করিয়া মলদ্বায়ে পিচকারী দিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

কালী-মিউর।—প্রথম হইতে চিকিৎসা করিলে এই ঔষধের সহিত পর্যায়ক্রমে ফিরম-ফস ব্যবহার করিলে সূচনাধঃ রোগারোগ্য করা যাইতে পারে। পুনঃ পুনঃ মলবেগ, কুশ্বন এবং ভয়ঙ্কর উদর বেদনা বিশিষ্ট রক্তাক্তিসার। আঠা আঠা মলিন পীত ও পুষ্পঃ স্লেয়াশ্রাবঃ।

ফিরম-ফস।—অর ও প্রাদাহিক বেদনা'দর উপশমার্থ কালী-মিউরের সহিত পর্যায়ক্রমে, উত্তপ্ত ও জলব্য মলঃ।

কালী ফস।—পচা, দুর্গন্ধযুক্তমল এবং শুষ্ক জিহ্বা। মলদ্বার দিয়া উজ্জল গোহিত রক্তশ্রাবঃ। রোগী প্রলাপ বকে। উদরের স্ফীততা প্রবল কুশ্বন।

ক্যাঙ্ক-সলফ।—পুষ্পঃ স্লেয়া অথবা স্লেয়া মিশ্রিত স্লেয়া শ্রাবঃ। কালী-মিউরের পর এই ঔষধ ভাল খাটে।

পথ্যাপথ্য ।

শীতল জল, বেলের মণ্ড, শটর পাণো এরোক্কট, খালি, চিড়ের সরবৎ বোল প্রভৃতি এই রোগে স্পৃহ্য জর ন' থাকিলে ভাতের মণ্ড, গন্ধ-ভাদাশিরার বোল, শিং ও মাগুরমাছের বোল, পানকনি পাতার বোল, প্রভৃতি পথ্য দেওয়া যায় । কমলা লেবু ও লাড়িম (ডালিম) এই রোগে আতশর উপকারী ।

চিকিৎসিত রোগী ।

(১) ডাঃ হচ্ক্রক ১৮৮১-৮২ সালের রোগীকে ক্যাম্ব্রিজ-সলফ C. M, শক্তি প্রয়োগ করিয়া অনেক উপশমিত করেন । ঐ রোগ পরে পৈত্তিক প্রকৃতির অভিসারে পরিণত হইলে নেট্রম-সলফ C. M. শক্তি ব্যবহার করিয়া আরোগ্য করেন ।

(২) জনৈক রোগিনীর ভয়ঙ্কর কুহন, পেটকামড়ানি এবং অবিরত মল ও মূত্রবেগ ছিল । যখনই উদর বেদনা উপস্থিত হইত তখনই উঠিয়া বসিয়া সম্মুখদিকে অবনত হইয়া থাকিতে হইত । উষ্ণ জল ব্যতীত আর কিছুতেই বেদনা উপশমিত হইত না । ম্যাগ কস ২০০ X ৩ মাত্রা ব্যবহারেই সকল উপশ্রব দূর হইয়াছিল ।

(৩) ডাঃ লিওনার্ড ম্যাগ-কস দ্বারা একটা রক্তাভিসারের রোগীতে আশ্চর্য ফলপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন । রোগীর লক্ষণ এই :—লক্ষণদুটে মার্ক-কর বিশেষ উপযোগী মনে করিয়া উহাই ব্যবস্থা করা হয় । উভাতে মললক্ষণের বিশেষ উপকার হইয়াছিল কিন্তু উদর বেদনা উপশমিত না হইয়া ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছিল ; এমন কি, বেদনার মুছা পর্য্যন্ত জন্মিবার উপক্রম হইয়াছিল । বেদনা উদর অপেক্ষা মলদ্বারে বেশী ছিল । মলত্যাগ কালে বেগ নিতে পেশীর প্রবল আক্কেপ বা সঙ্কোচন জন্মিত । ম্যাগ-কস উষ্ণ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দেওয়া যায় । ইহাতে

এত দ্রুত বেদনা কমিয়া যায় যে, মর্ফিয়ার হাইপোডার্মিক ইঞ্জেকশনও এত শীঘ্র ফল পাওয়া যাইত না। ১ মাত্রা ঔষধ সেবনেই রোগী আরোগ্য হয়।

Dysmenorrhoea—ডিস্‌মেনোরিয়া।

বাধক বেদনা ; কষ্ট রজঃ

ঋতুকালে উদরে অত্যন্ত বেদনা জন্মিলে তাহাকে রজঃশূল বা বাধক বেদনা বলে। জরায়ুর অগ্রাগ্র বেদনার গ্রাণ এই বেদনাও কোমরে ও তলপেটে অনুভূত হইয়া থাকে। বাধক বেদনায় সাধারণতঃ বেদনা সহকারে অতি অল্প পরিমাণ রক্তস্রাব হইয়া থাকে। কাহারও কাহারও অধিক পরিমাণ রক্তও স্রাব হয়। কোন কোন স্ত্রীলোকের বাধক সহকারে সর্বাঙ্গে বেদনা, উদরের বাম পার্শ্বে বেদনা এবং বমন বা বমননেচ্ছার ভাব বিদ্যমান থাকে। অতি মৈথুন, জরায়ুর স্থানচ্যুতি, দ্রুত প্রদর প্রভৃতি কারণে এই রোগ জন্মিয়া থাকে। বাধকদোষ বশতঃ বক্ষ্যাত্ত জন্মিয়া থাকে। সুতরাং এই রোগ জন্মিলে শীঘ্র শীঘ্র চিকিৎসা করা সঙ্গত। উপযুক্ত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় বহু স্ত্রীলোকের বক্ষ্যাত্তদোষ দূর হইয়া গর্ভ রক্ষা হইয়াছে।

চিকিৎসা .

ফিল্ম অ-ফস ১২ X ।—মুখমণ্ডলের আরক্ততা, দ্রুতনাড়ী, কখন কখন অপরিপাচিত দ্রব্য বমন সহকারে ভয়ঙ্কর বেদনাসহ উজ্জ্বল লোহিত রক্তস্রাব। ঝিল্লীক পদার্থস্রাবী বাধক বেদনা। ঋতুকালে জরায়ুতে অতিশয় রক্তসঞ্চয় ; যোনির শুষ্কতা ও অতিশয় স্পর্শমুভবতা। এই প্রকার

লক্ষণ বিশিষ্ট জীলোকদিগের পুরাতন রোগে ঋতুর পূর্বে ফিরম-ফস ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। কালী-ফস ও ক্যাঙ্ক-ফসের সহিত পর্যায়ক্রমে এই ঔষধ ধৈর্য্য ধরিয়া ব্যবহার করিতে পারিলে অতি উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যাইতে পারে। অতিশয় আক্ষেপিক বেদনা থাকিলে ম্যাগ্নেশিয়া-ফস অবশ্যই দিবে।

ম্যাগ্নেশিয়া ফস ৬x — বাধক রোগে অতিশয় আক্ষেপিক বেদনা থাকিলে ইহা প্রধান ঔষধ। ঋতুস্রাবের কিছু পূর্বে বা স্রাব সহ বেদনার প্রকাশ। উষ্ণতার উপশম। বেদনাকালীন উষ্ণজলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন, এবং যতদূর গরম সহ্য করা যায় তত গরম জলের সহিতাক্ষিপে ঔষধ মিশ্রিত করিয়া তাহাতে নেকড়া খণ্ড ভিজাইয়া নিম্নোদরে (জরায়ুর উপর) পটী দিবে।

কালী ফস ৩x।—পাণ্ডুর মুখাকৃতি অশ্রুস্রাবপ্রবণ এবং সহজে ক্রোধের আবেশ হয় এরূপ স্নায়বীক প্রকৃতির রোগিণীদের বাধকে বিশেষ উপযোগী ফির-ফস সহ পর্যায়ক্রমে দিবে। উজ্জল লোহিত বা মলিন লোহিত রক্তস্রাব।

(চিকিৎসিত রোগী)

(১) একটি রোগিণীর ভয়ঙ্কর বেদনা বিশিষ্ট বাধক ছিল হোমিও-প্যাথিতে এই রোগে ব্যবহার্য্য কোনও ঔষধ ব্যবহার করিতে বাকী ছিল না। কালী-ফস ৬x সেবনে তাহার রোগ স্থায়ীরূপে আরোগ্য হয়।

(২) ২২ বৎসর বয়স্কা জনৈক রমণী যৌবনের প্রারম্ভ হইতে প্রতি মাসেই রজঃশূলে ভুগিতে ছিলেন। রজঃস্রাবের কয়েক ঘণ্টা পূর্বে হইতেই জরায়ু কোমর এবং উরুতে ভয়ঙ্কর বেদনা হইত। রজঃস্রাবের প্রথম দিন বেদনার এত প্রাবল্য থাকিত যে, উহা প্রায় অসহ্য বলিয়া মনে হইত এবং হিষ্টিরিয়া জন্মিবে বলিয়া আশঙ্কা হইত একবার এষ্ট বেদনার সময়

আমাকে ডাকা হয়। গিয়া দেখি রোগিণী ওইয়া আছেন, গরম জলে পা ডুবাইয়া রাখা হইয়াছে এবং তলপেটে ক্লানেল গরম করিয়া লেক দেওয়া হইতেছে। কিন্তু ইহাতে বেদনার লাঘব কিছুই হইতেছে না। ইহা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ আমি ম্যাগ-ফস ৬x বৃহৎ মাত্রায় খাইতে দিলাম। অর্ধঘণ্টার পূর্বেই বেদনা দূর হইল। আবার আর একমাত্রা দিলাম। ঔষধ দিতে না দিতেই রোগিণী সুস্থ হইলেন এবং রক্তস্রাব আরম্ভ হইল। পরের মাসে ঋতুস্রাবের পূর্বদিন এই ঔষধ ৩ বার এবং ঋতুর ৩ দিন প্রত্যহ ২ ঘণ্টা অন্তর ইহা ব্যবহার করিতে ব্যবস্থা দিলাম। এই মাসে আদৌ বেদনা হয় নাই। তৎপরর্তী মাসেও এই ঔষধ এই প্রকারে খাইতে ব্যবস্থা করিলাম। ইহার ফলে রোগিণীর আর কোন উপদ্রবই উপস্থিত হয় নাই ৩ বৎসর যাবৎ ভালই আছেন।

(৩) এক রোগিণীর প্রতি ঋতুকালে ১ হইতে ২ ইঞ্চি লম্বা ১টী পর্দা নির্গত হইত। ঋতু কালীন লক্ষণ :—রক্তস্রাবিত হইবার পর তলপেটে তীব্র তির-বিদ্ধবৎ বেদনা, উষ্ণজলের ব্যাগ উবরে প্রয়োগ করিয়া বন্ধ হইয়া থাকিলে কিঞ্চিৎ উপশম প্রাপ্তি। বেদনার তীব্রতা কমিলে পর ২।১ দিন পর্যন্ত অবিরাম মৃদু বেদনার অবস্থিতি এবং তৎপর দিন অথবা তৃতীয় দিন পূর্বেোক্ত প্রকার পর্দা (মেন্স্বেণ) নিঃসরণ। একবার ঋতুস্রাবের পর আমি তাঁহাকে ক্রমান্বয়ে ২ দিন প্রাতে ও রাত্রে ম্যাগ-ফস C. M. শক্তি খাইতে দেই। পরবর্তী মাসে ঋতুকালে তাঁহার বেদনা খুব কম হইয়াছিল। ইহার পরের মাসে বেদনা একেবারেই ছিলনা, কিন্তু পুরুষবৎ পর্দা নিঃসৃত হইয়াছিল।

(৪) ডাঃ Whittier প্রায় ৬ মাস পর্যন্ত কালী-ফস প্রয়োগ করিয়া ১টী ১৫ বৎসরের পুরাতন বাধকের রোগিণীকে আরোগ্য করেন। এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় এবং সূপ্রযুক্ত্য হোমিওপ্যাথিক ঔষধে তাহার

কোন ফলই দর্শে নাই । রোগিণীর নিম্নোক্ত লক্ষণ সমূহ বিদ্যমান ছিল :—
 স্তনের এত ব্যথিততা যে কাপড়ের চাপও অসহ্য বোধ হইত । ঋতুকালে
 তলপেটে মোচড়ানবৎ বেদনা এবং যোনিদ্বার দিয়া উদরস্থ সকল বাহির
 হইয়া পড়িবে এরূপ আবেগ অনুভব ছিল । ঋতু প্রবাহিত হইবার পরে
 বেদনার প্রাবল্য জন্মিত । বেদনা যখন চঃমে উঠিত, তখন নিম্নোদয়
 হইতে উপরের দিকে পাকস্থলী পর্য্যন্ত এক প্রকার তীব্র আক্ষেপিক
 বেদনা সঞ্চাৰিত হইত । যখনই এইপ্রকার বেদনা উপস্থিত হইত
 তখনই পিত্ত অথবা ফেণিল অম্ল পদার্থ (কখন কখন রক্তসংযুক্ত) বমি
 হইত । প্রথমে একপ্রকার মাথাধরা ছিল, পরে উহা বাম চক্ষুর উপর
 স্থায়ী হয় । যখন মাথাধরা উগ্র আকার ধারণ করিত তখন অগ্ন্যস্তানের
বেদনার মুহূর্তা থাকিত এবং যখন মাথাধরা একটু কম থাকিত তখন
অগ্ন্যস্তানের বেদনার প্রাবল্য জন্মিত

(৫) আর এক রোগিণীর কয়েক বৎসরের পুরাতন বাধক বেদনা ছিল;
 প্রতি মাসেই ঋতুকালে তাঁহার জরায়ু হইতে ১—২ ইঞ্চি লম্বা পর্দা নির্গত
 হইত । স্রাব প্রবাহিত হইবার পরই এ রোগিণীরও তলপেটে ভয়ঙ্কর বেদনা
 উপস্থিত হইত এবং গরমজলের ব্যাগ পেটে স্থাপন করিয়া বন্ধ হইয়া
 শুইয়া থাকিতে হইত । বেদনা ১ দিন মাত্র থাকিয়া তৎপর দিন অত্যাধিক
 তৃতীয় দিন পূর্বোক্তরূপ পর্দা নির্গত হইত । ঋতুর পর এই রোগিণীকে
 ১ মাত্রা ম্যাগ-ফস c m শুষ্কাকারে খাইতে দেওয়া যায় । পরবর্তী মাসিক
 ঋতু তত কষ্টপ্রদ হইয়াছিলনা । পরে এই ঔষধই ২ দিন মাত্র জলের সহিত
 প্রাতে ও রাত্রে খাইতে ব্যবস্থা করা হইয়াছিল । পরবর্তী ঋতুকালে
 পূর্বোক্তরূপ পর্দা নির্গত হইয়াছিল বটে কিন্তু বেদনা মোটেই হয় নাট ।

(৬) অত্র এক রোগিণীর ঋতুকালে পাকস্থলীর অভ্যন্তরে ভয়ঙ্কর
 তিরবিদ্ধবৎ স্নায়ুশুলের ত্রায় বেদনা হইত । এই বেদনা ১—২ দিন স্থায়ী

হইত। বেদনা পৃষ্ঠ হইতে উঠিয়া ঘুড়িয়া আসিয়া পাকস্থলী প্রদেশে নিবদ্ধ হইত। উষ্ণ শেক ও চাপে এই বেদনা একটু উপশমিত হইত। ম্যাগ-ফস ১০ এম্ ১ মাত্র! সেবনেই উহা সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হয়; আর কখনও প্রকাশ পায় নাই।

Dyspepsia—অগ্নিমান্দ্য।

(আমাশয়ের বিশৃঙ্খলা প্রকৃতি)

Ear, Diseases of—কর্ণ রোগ।

(চিকিৎসা)

ফিন্‌স ফস।—প্রাদাহিক অবস্থায় জ্বর ও বেদনা থাকিলে। দপ্ দপ্ কর ও জ্বালাকর বেদনা। চিড়িক ঝাঝা বা স্চিবেধবৎ বেদনা। বাহ্য উষ্ণতায় ও আভ্যন্তরিক শীতলতায় বেদনার উপশম। কর্ণে নানা প্রকারের শব্দ। কুইনাইন সেবনের পরবর্তী কর্ণনাড়ের ত্রাস কর্ণনাড়। প্রতি স্পন্দনে কর্ণের ধমনী সকলে দপ্ দপ্। কর্ণের পুরাতন প্রদাহ জন্ত বর্ধিত। কর্ণে রক্তের প্রধাবন জন্ত ঘণ্টা ধ্বনির ত্রাস শব্দ।

ফাল্‌সি-উল :—প্রদাহের পর মেম্ব্রেন বা ঝিল্লী পুঙ্ন হইয়া বর্ধিত। উৎপন্ন হইলে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইষ্টিকিয়ান টিউবের ক্ষাততা বশতঃ অথবা কর্ণ-মূল গ্রন্থির ক্ষাততা বশতঃ বর্ধিত। নিঃস্রাব-প্রস্থাসের সময় অথবা কোনও বস্তুর গিলিবার কালে কর্ণে চড় চড় বা কড়্ কড়্ শব্দ। গল গ্রন্থির বা কর্ণ গ্রন্থির ক্ষাততা বশতঃ কর্ণ বেদনা। জিহ্বায় খেত বা পাণ্ডুলটে খেতবর্ণের লেপ। মধ্য-কর্ণের প্রতিষ্ঠায় ভ্রু খেতবর্ণের স্রাব নিঃসরণ। বাহ্য বা আভ্যন্তরিক কর্ণের পুরাতন প্রদাহ।

কালী-ফস।—স্নায়বিক দুর্বলতা জনিত কর্ণনাদ ও বধিরতা।
স্নায়ুশক্তির অভাব জনিত বধিরতা। মস্তকে নানাপ্রকার শব্দ, দুর্বলতা ও
গোলমাল। কর্ণে ক্ষত ও উহা হইতে দুর্গন্ধ, পাতলা রসাদি ক্রবণ।
কর্ণের শীর্ণতা, বিশেষতঃ বৃদ্ধদিগের।

ম্যাগ-ফস।—অডিটরী স্নায়ুর দুর্বলতা বশতঃ বধিরতা বা শ্রুতি
ক্ষীণতা। কালী-ফসের লক্ষণ বিশিষ্ট রোগে উহা প্রয়োগ করিয়া উপকার না
হইলে ম্যাগ-ফস ব্যবহার করিবে। স্নায়বীয় প্রকৃতির কর্ণশূল। কর্ণের
অভ্যন্তরে ও চতুর্দিকে স্নায়ুশূলের ত্রায় বেদনা।

কালী-সলফ।—কর্ণশূল সহকারে পাতলা হরিদ্রাবর্ণ স্রাব নিঃসরণ।
কর্ণের প্রতিশ্রাব সহকারে পাতলা পীতবর্ণ অথবা হরিতাভ পুষ্প্রাব (অপিচ,
প্রতিদিন এই ঔষধের লোশন দ্বারা আভ্যন্তরিক পিচকারী প্রদান)।
কর্ণের নিম্নে তীব্র কর্ণনবৎ বা সূচিকাবিদ্ধবৎ বেদনা। টিম্পনিক কেভিটির
ক্ষীততা বশতঃ বধিরতা।

ক্যাল্ক-ফস।—বাহ্য কর্ণে শীতলতামুভব। কর্ণের চতুর্দিকস্থ অস্থিতে
আঘাতিতবৎ বেদনা। গণ্ডমালা ধাতুর শিশুদিগের কর্ণশূল ও তৎসহকারে
আমবাতের লক্ষণের বিদ্যমানতা, ও গ্রন্থির ক্ষীততা। পুরাতন কর্ণস্রাব
(ওটোরিয়া)।

নেটুম-মিউর।—কর্ণ গহ্বরের ক্ষীততা বশতঃ বধিরতা ও
জলবৎ স্রাব নিঃসরণ। কুইনাইন সেবনের পরবর্তী কর্ণনাদ নিবারণে ইহা
বিশেষ উপযোগী। জিহ্বায় প্রভূত জলবৎ ও ফেগিল লালা।

ক্যাল্ক-সলফ।—পীতবর্ণ গাঢ় পুষ্প্রাব সহকারে বধিরতা।
কখন কখন এই পুষ্প্রের সহিত রক্ত মিশ্রিত থাকে। এই ঔষধ প্রয়োগ
করিলে পুষ্প্রাব বন্ধ হয়। সিলিশিয়ার সহিত তুলনা করুন।

সিলিশিয়া।—কর্ণের বাহ্যগত্বের (এক্সটার্ণ্যাল মিটঃস) প্রাদাহিক ক্ষীভতা। কর্ণ হইতে দুর্গন্ধি পুষ্টি নিঃসরণ। ইষ্টেকিয়ান টিউবের ক্ষীভতা ও প্রতিজ্ঞায় সহকারে শ্রুতি ক্ষীণতা ও এই ঔষধের বিশেষত্ব জ্ঞাপক শ্রাব নিঃসরণ।

নেট্রুম-ফস।—বাহ্য কর্ণ ক্ষত ও উহাতে পাতলা সরের জ্বায় মামড়ি। জিহ্বার বর্ণ দ্রষ্টব্য। কর্ণের আরক্ততা, উত্তপ্ততা ও সর্বদা কণ্ডুয়ন এবং তৎসহকারে আমাশয়ের বিণ্ডুখলা ও অল্প রোগ।

(চিকিৎসিত রোগী)

(১) একটি রোগীর দক্ষিণ কর্ণের অভ্যন্তরে বেদনা জন্মিয়া পরে শ্রাব নির্গত হইতে থাকে ও অবশেষে বধিরতা জন্মে। শ্রাব নির্গত হইবার পর কর্ণ-নলী খুব সরু হইয়া পড়ে। শ্রাবের প্রকৃতি তন্তুময় (flaky) ছিল। কালী মিউর ৩× কয়েক দিন ব্যবহার করায় শ্রাব বন্ধ ও ১ সপ্তাহ মধ্যেই, শ্রুতিশক্তির পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। একন, পলস, মার্ক সল, হাইড্রাস ও সলফার সেবনে বিশেষ কোল ফল হইয়াছিল না।

(২) ৯ বৎসর বয়স্কা ১টা বালিকার বধিরতা জন্মে। রোগের ইতিহাস এই:—৫ বৎসরের পূর্বে তাহার মাঝে মাঝে প্রবল জ্বর ও তৎসহ মাথাধরা ও কর্ণশূল উপস্থিত হইত। ইহার পরই গ্রীবার পেশীর ক্ষীভতা ও আড়ষ্টতা উৎপন্ন হইত। প্রথম প্রথম এইরূপ রোগের স্থিতি কাল এক একবার ১-৩ দিন থাকিত কিন্তু রোগ যতই পুরাতন হইতে লাগিল রোগের স্থিতিকাল ও তীব্রতা ক্রমেই বাড়িতে থাকিল। আমি যখন প্রথম রোগী দেখিতে বাই তখন রোগিণী প্রায় ৩ সপ্তাহ যাবৎ শয্যাগত ছিল ও ইহার ৩ বৎসর পূর্বে হইতেই তাহার শ্রুতিকীর্ণতা জন্মিয়াছিল। তাহার অবস্থা জানিবার জ্ঞাত তাঁহার সহিত আমাকে চোঁচাইয়া কথা কহিতে হইত।

আমি তাহাকে প্রথমে ৩ মাস পর্য্যন্ত প্রত্যহ কম মাত্রায় কালী-মিউর ৩×৩ বার ও ম্যাগ-ফস ৬×৩ বার করিয়া সেবন করিতে বিধি দেই । পরে প্রত্যেক ঔষধ প্রত্যহ ২ বার করিয়া ব্যবহার করিতে বলি । ইহার পর সুন্দর ফল দেখা যাইতে লাগিল । রোগিণীর যে পূর্বে জরের আবেশ ইত্যাদি হইত তাহা একেবারেই বন্ধ হইল এবং শ্রান্তশক্তির উৎকর্ষ জন্মিয়া পরিশেষে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইল ।

(৩) ডাঃ Weanstell ৩টা রোগীর মধ্য-কর্ণের তরুণ প্রদাহ জনিত উচ্চ জ্বর, উগ্র কর্ণবেদনা ও প্রলাপ, ফিরম-ফস $৩ \times - ১২ \times$ প্রয়োগ করিয়া আরোগ্য করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন ।

(৫) স্ক্রফিউলাধাতুর একটা বালিকার দক্ষিণ কর্ণ হইতে কটাবর্ণের (ব্রাউন) দুর্গন্ধ স্রাব নির্গত হইত । কর্ণ-নলের বাহ্যঅংশে ১টা মাংসল বিরুদ্ধিও (গ্রোথ) ছিল । ৮ সপ্তাহ যাবৎ সে এই কর্ণে কিছুই শুনিতে পাইত না । কালী-সলফ $১২ \times$ ব্যবস্থায় ২ সপ্তাহ মধ্যেই স্রাবের দুর্গন্ধ একেবারে দূর হয় এবং পূর্বে স্রাব পলিপাসটা কমিয়া কৃষ্ণবর্ণ, শক্ত একটা গুটির মত হয় । ইহার পর প্রতি তৃতীয় দিবস ২ মাত্রা করিয়া উক্ত ঔষধ সেবনে রোগ সম্পূর্ণরূপে আবোগ্য হয় ।

(৫) ৪ মাসের ১টা শিশুর কান পাকিয়াছিল । এক কান হইতে ক্ষতকর, দুর্গন্ধি পাতলা পুষ্ নিঃসৃত হইত । এই পুষ্ চক্ষের যে স্থানে লাগিত তথায়ই এক প্রকার উদ্বেদ (ফুস্ফুডি, ইরঃপ্‌সন) উৎপন্ন হইত । কালী-ফস $৬ \times$ প্রতি ৬ ঘণ্টা অন্তর দেওয়া যায় । ৩ মাসে রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হয় ।

Eczema — পামা ।

(চর্মরোগ দ্রষ্টব্য)

কালী-মিউর।—শিশুদিগের মস্তক ও মুখমণ্ডলের শব্দবিশিষ্ট পামা। মূত্র-যন্ত্রের বিকার বশতঃ উৎপন্ন পামা রোগ। ত্বক ইহাতে এষ্মেনের ঞায় রস স্রাব ও তৎসহ জিহ্বায় শুভ্র বর্ণের লেপ।

Endocarditis — হৃদন্তর-বেষ্ট-প্রদাহ ।

(হৃদ্রোগ-দ্রষ্টব্য)

Enuresis — অবারিত মূত্র ।

(মূত্র যন্ত্রের রোগ দ্রষ্টব্য)

ফিরম-ফস।—মূত্রমার্গের মুখ-রোধক পেশীয় দুর্বলতা জনিত অবারিত মূত্রস্রাব। নিদ্রাকালে শয্যায় মূত্রত্যাগ, বিশেষতঃ শিশুদিগের। পেশীর দুর্বলতাজনিত স্ত্রীলোকদিগের রাত্রিকালীন শয্যায় মূত্রত্যাগ; প্রতি কাসেই মূত্র নির্গত হয়।

ক্যাঙ্ক-ফস।—শিশু ও বৃদ্ধদিগের অবারিত মূত্রত্যাগ। লক্ষণের সহিত সাদৃশ্য থাকিলে এই রোগে কালী ফসও ব্যবহৃত হয়।

(চিকিৎসিত রোগী)

(১) ৩৪ বৎসর বয়স্কা জনৈক স্ত্রীলোক প্রায় ৩ বৎসর যাবৎ এই রোগে ভুগিতেছিলেন। রাত্রিতে তাঁহার মূত্রবেগ ধারণে ক্ষমতা ছিল,

কিন্তু দিনে পারিতেন না। দিনে যখনই বেগ জন্মিত তখনই অনিচ্ছায় অধিক পরিমাণ মূত্র নির্গত হইত। আর আর বিষয়ে তাঁহার স্বাস্থ্য মন্দ ছিল না। ফিরম-ফস ৬× দিনে ৪ বার করিয়া সেবনে রোগ আরোগ্য হয়।

(২) একটা রোগীর অবারিত মূত্র কালী-ফস সেবনে আরোগ্য হয়। এই রোগীকে দিনে ৩৪ বার করিয়া এই ঔষধ দেওয়া হইয়াছিল। আর একজন ৬০ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধের অবারিত মূত্র ও sphincter পেশীর পক্ষাঘাত জনিত রোগ এই ঔষধে অতি সত্ত্বর আরোগ্য হইয়াছিল।

(৩) ক্যাকেরিয়-ফস ব্যবহারে এই রোগাক্রান্ত বহু রোগী আরোগ্য প্রাপ্ত হইয়াছে। শিশু ও বৃদ্ধদের অবারিত মূত্রে ইহা specific বা অমোঘ ঔষধ বলিলেও প্রায় অত্যাুক্তি হয় না ; ৬ বৎসর বয়স্ক এক বালকের এই রোগ কিছুতেই আরোগ্য না হওয়ায় শেষে ক্যাক ফস ৩× প্রতি ৩ ঘণ্টান্তর এক এক মাত্র। দেওয়ায় অতি শীঘ্রই উপকার হয়। ৭৯ বৎসরের এক বৃদ্ধের এই রোগও ক্যাক-ফস ৩ × ৩ ঘণ্টান্তর এক একবারে ৪টি করিয়া ট্যাবলেট ব্যবহার করায় ৬ সপ্তাহে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

Epilepsy — এপিলেপ্সি ।

মৃগী, অপস্মার ।

হঠাৎ মূর্ছা বা সংজ্ঞাহীনতা এবং পেশীসমূহের আক্কেপ এই রোগের পরিচায়ক লক্ষণ। রোগের আক্রমণ উপস্থিত হওয়া মাত্র চৈতন্ত ও শক্তির বিলোপ জন্মে। রোগী দাঁড়ান থাকিলে তৎক্ষণাৎ পড়িয়া যায়। সাধারণতঃ রোগের আবেশের পূর্বে রোগী চিৎকার দিয়া থাকে। রোগের ভোগকালে

অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অতিশয় আক্ষেপ (spasm), দুর্বলতা, ভয়, ক্রোধ, ক্রিমি, রক্তাধিক্য, অতিশয় মানসিক এবং শারীরিক উত্তেজনা ও মুখের বিকৃতি জন্মে। কপাল কুঞ্চিত এবং চক্ষু স্থির ও অক্ষিপুটের নিয়মিত হয়। এজন্ত চক্ষুর স্বেতাংশ মাত্র দেখা যায়; অক্ষিগোলক ঘূর্ণিত, চক্ষুর তারা প্রসারিত ও আলোক-জ্ঞান বিবর্জিত হয়। বাহু ইত্যন্তঃ বিকৃষ্ট। শ্বাস আয়াসিত ও রুদ্ধ প্রায় হইয়া উঠে। দন্তে দন্তে ঘর্ষণ, জিহ্বা দংশিত ও মুখ হইতে ফোঁটা নির্গত হয়। রোগের আবেশের পর গভীর নিদ্রা জন্মে। কুলদোষ, অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়পরিচালনা এবং জ্বালোকদিগের ঋতুর গোলযোগ এই রোগের উদ্দীপক কারণ।

(চিকিৎসা)

কালীমিউর।—ইহা এই রোগের প্রধান ঔষধ। শ্বেত অথবা পাংশুটে শ্বেত লেপাবৃত জিহ্বা। চর্ম-রোগাদি বসিয়া যাইবার ফলে পীড়ার উৎপত্তি।

ফিরম ফস।—মস্তকে রক্তের প্রধান সংযুক্ত মূর্ছায় এই রোগের প্রধান ঔষধ কালী-মিউরের সহিত পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্য।

কালী ফস।—আক্ষেপ ও হস্ত-পদাদির খেঁচুনি। হস্তপদাদির আড়ষ্টতা; মস্তকের পশ্চাদ্ধিকে অবনতি, মুষ্টিবদ্ধতা ও দাঁত লাগা। ইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত পরিচালনা জন্ত রোগের আক্রমণ। খেঁচুনির উপশম না হওয়া পর্য্যন্ত উষ্ণ জলের সহিত পুনঃপুনঃ ম্যাগ-ফস প্রদান করা একান্ত কর্তব্য।

ম্যাগ-ফস।—হস্ত-মৈথুনাди ইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত পরিচালনার কুফলে উদ্ভিত রোগ।

নেট ম-সলফ।—কুমিজনিত রোগে, এই রোগের প্রধান ঔষধ কালী-মিউরের সহিত পর্যায়ক্রমে।

সিলিশিয়া ।—রাত্রিকালে বা শুক্লপক্ষের প্রারম্ভে রোগ উপস্থিত হইলে মধ্যে মধ্যে এই ঔষধ ব্যবহার করা কর্তব্য ।

(চিকিৎসিত রোগী)

(১) ৪৫ বৎসর বয়স্ক জনৈক ব্যক্তির ১৮৮৮ সনের সেপ্টেম্বর মাসে এক প্রকার চর্ম্ম রোগ প্রকাশ পায় এবং ১৮৮৯ সনের আগষ্ট মাসে বিলুপ্ত হয় । ঠিক এই সনের নবেম্বর মাস হইতেই লোকটির মধ্যে মধ্যে মূর্চ্চার আবেশ হইত । ফিটের পূর্বে তাহার মুখমণ্ডল পাণ্ডু বর্ণ ধারণ করিত পরে উষ্ণতা অনুভব এবং তৎপর মস্তক পৃষ্ঠে বেদনা ও পাকস্থলীতে জ্বালা অনুভব সহকারে খিচুনি (spasm) আরম্ভ হইত । নক্স, বিউফো, আর্স', প্রভৃতি ঔষধে কোনও ফল হইয়াছিল না । অতঃপর বিলুপ্ত চর্ম্মরোগের কুফলে এই রোগ জন্মিয়াছে মনে করিয়া কালী-গিউর ৬× ব্যবস্থা করা যায় । ৬ দিন ঔষধ ব্যবহাব করিবার পর আব ঐ রোগের আবেশ জন্মে নাই ।

(২) ৪২ বৎসর বয়স্ক একটী লোক ৩৫ বৎসর যাবৎ মৃগী রোগে ভুগিতেছিল । কোন প্রকার চিকিৎসায় কিছুই হইয়াছিল না । এই রোগীকে প্রত্যহ প্রাতে ক্যাস্ক ফস ৪ গ্রেণ কিঞ্চিৎ জলের সহিত, এবং ম্যাগ-ফস ও কালী-ফস প্রত্যেকটী ১২ গ্রেণ ২টী পৃথক গ্লাসে অর্দ্ধ গ্লাস জলে মিশ্রিত করিয়া পর্য্যায়ক্রমে সমস্ত দিনে সেবন করিবার ব্যবস্থা দেওয়া যায় । একমাস পরই বিলক্ষণ উপকার দেখা গিয়াছিল । এইরূপে ঔষধ ব্যবহারের পর, মাসে একবারের বেশী আর রোগের আবেশ হয় নাই । উক্তরূপে আরও কতক দিন ঔষধ ব্যবহারে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছিল ।

Epistaxis—এপিস্ ট্যাক্সিস্।

নাসিকা হইতে রক্তপাত।

ফ্রিম-ফস।—নাসিকা হইতে উজ্জল-লোহিত রক্তপাত বিশেষতঃ শিশুদিগের।

কালী-ফস।—বৃদ্ধ ও হ্রস্বল ব্যক্তিদিগের রোগ। পচা, কৃষ্ণবর্ণ রক্তস্রাব।

Erysipelas—ইরিসিপেলঃস।

বিসর্প।

চর্মের কোন অংশের প্রসারণশীল প্রদাহকে বিসর্প বলে। বিসর্প দুই প্রকার। স্বয়ম্ভূত (ইডিওপ্যাথিক) ও আভিঘাতিক (ট্রমেটিক)। স্বয়ম্ভূত বিসর্প শরীরগত কারণ হইতে উৎপন্ন হয় এবং সাধারণতঃ মুখমণ্ডলে ও ক্রীবাদের প্রকাশ পায়। আভিঘাতিক বিসর্প উপঘাতে জন্মে, স্তন্য শরীরের যে কোন স্থানে প্রকাশ পাইতে পারে। চর্মের প্রদাহিত ও প্রসারিত আরক্ততা, ক্ষীণতা, স্পর্শদ্বৈষ ও জ্বালা এবং যাতনাজনক আকৃষ্টতা ইহার প্রধান লক্ষণ।

এই রোগে রোগাক্রান্ত স্থানের চর্মের বর্ণ আরক্ত বা বেগুনি থাকে, কিন্তু চাপিলে সাদা হয়, এবং পুনরায় ছাড়িয়া দিলে পূর্ব বর্ণ প্রাপ্ত হয়। রোগের প্রারম্ভাবস্থায় কম্প, অবসন্নতা, শিরঃপীড়া, জ্বর এবং বমন, অতিসার অথবা কোষ্ঠবদ্ধ থাকে; অনন্তর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোঁকা জন্মে ও তাহা হইতে এক প্রকার পীতবর্ণ স্রাব নিঃসৃত হয়। ইহা সংক্রামক রোগ।

চিকিৎসা।

ফিরম ফস—প্রথম বা প্রাণাহিক অবস্থায় জ্বর, আরক্ততা ও বেদনা নিবারণের ইহা সর্ব প্রধান ঔষধ। গোলাপি বর্ণের বিসর্প। আভ্যন্তরিক ও বাহ্য প্রযুক্তা।

নেট্রম-সলফ—পিত্ত বমন, বা তৎপরিশূভতা, ও ত্বকেব বেদনাকর ক্ষীততা, মসৃণতা, চাকচিক্য, আরক্ততা এবং সিড় সিড় বা ঝিড় ঝিড় অমুভাবে ইহা প্রধান ঔষধ।

কালী-মিউর।—জলবৎ রসপূর্ণ বিসর্পের ইহা প্রধান ঔষধ। ফির-ফস সহ পর্যায়ক্রমে।

কালী-সলফ।—ফোঙ্কার গায় বিসর্পে নূতন চর্ম উৎপাদন করিতে অদ্বিতীয়।

নেট্রম-ফস।—নেট্রম-সলফের গায় লক্ষণ।

চিকিৎসিত রোগী

:১) ৫৬ বৎসর বয়স্ক একব্যক্তির মুখমণ্ডলের বিসর্পে পর্যায়ক্রমে ফিরম-ফস ও নেট্রম-সলফ সেবন, ফিরম-ফসের স্থানিক প্রয়োগ এবং মধ্যে মধ্যে কালী-মিউর সেবনে আরোগ্য হইয়া ছিল।

(২) জনৈক বিধবার এই রোগ জন্মে। রোগিণীর উচ্চ গাত্রোস্তাপ, প্রলাপ এবং অভিশয় দৌর্ভাগ্য ছিল। জীবনের আশা একেবারেই ছিল না। তাহার মুখমণ্ডল এবং মস্তক এত ক্ষীত হইয়াছিল যে, চক্ষু একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। এতৎসহকারে তীব্র বেদনাও ছিল। ফিরম-ফস এবং নেট্রম-সলফ পর্যায়ক্রমে ১ ঘণ্টান্তর ব্যবহার করায় অতি আশ্চর্য্য ফল দর্শে। ১ মাত্রা নেট্রম-সলফ প্রয়োগ করিবার পরই কতকগুলি পিত্ত বমন হয় এবং সমগ্র লক্ষণেরই উপশম দেখা যায়। জ্বরের

বেগ হ্রাস প্রাপ্ত হইলে পর ফিরম-ফস পূর্বোক্তরূপে পুনঃ পুনঃ পর্যায়ক্রমে না দিয়া মধ্যে মধ্যে ব্যবহার করা হইত । ৪৫ দিনের মধ্যেই রোগিণী সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া রীতিমত সাংসারিক কাজকর্ম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ।

Eye, Diseases of—চক্ষু রোগ ।

চিকিৎসা ।

ফিরম-ফস ।—চক্ষু প্রদাহের প্রারম্ভাবস্থায়, বেদনা ও আরক্ততা থাকিলে, পূর্ব জন্মিবার পূর্বেই ইহা ব্যবহার্য্য । চক্ষুতে জ্বালা । অক্ষি-গোলকে বেদনা, নড়িলে উহার বৃদ্ধি এবং শীতল জলে ধুইলে উপশম । চক্ষুর পাতায় দানার গ্ৰায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা, চক্ষুতে বালুকণা থাকার গ্ৰায় অনুভব । ৬× বা ১২× চূর্ণের লোশন স্থানিক প্রয়োগ ।

কালী-মিউর ।—চক্ষু-প্রদাহের দ্বিতীয়াবস্থায় শ্বেত অথবা সবুজাভ পীত বর্ণের প্লেগ্মা স্রাব হইতে থাকিলে কালী সলফের সহিত পর্যায়ক্রমে । চক্ষুর ক্ষত, তৎসহকারে চক্ষুর পাতায় শ্বেত অথবা পীতাভ মামড়ি (কালী-সলফ) । রেটিনার প্রদাহের দ্বিতীয়াবস্থা । চক্ষুর পাতায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা, তৎসহকারে চক্ষুতে বালুকণা বিস্তমানতার গ্ৰায় অনুভব । ফির-ফস সহ পর্যায়ক্রমে । ফোকা হইতে বিস্তৃত অগভীর ক্ষতের উৎপত্তি ।

কালী-সলফ ।—চক্ষু প্রদাহের তৃতীয়াবস্থায় পীত অথবা সবুজাভ বা পীত বর্ণের আঠা আঠা কিংবা জলবৎ স্রাব নিঃসৃত হইলে (কালী-মিউর) । চক্ষুর পাতায় পীতবর্ণের মামড়ি । হানি । অক্ষি মুকুরের (crystalline lens) অস্পষ্টতায় গ্ৰাট-মিউর সহ পর্যায়ক্রমে ।

কালী-ফস ।—কোন পীড়ার পর দেহের সর্বাস্থান দৌর্বল্য নিবন্ধন দৃষ্টি দৌর্বল্য । অপ-টিক নার্ভের আংশিক ক্ষয় হেতু অন্ধতা । কোন পীড়াকালে স্নায়ুশুলের ক্রিয়ার বৈষম্যসূচক প্রসারিত অক্ষি-তারা, কটমট করিয়া বা হাঁ করিয়া এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকা । পেশীর আংশিক পক্ষাঘাত হেতু চক্ষুর পাতার পতন । ডিফথিরিয়ার পরবর্তী ত্রিঘ্যক-দৃষ্টি (টেরা) ।

ম্যাগ্নেশিয়া ফস ।—চক্ষুর পাতার পতনে কালী ফস সহ পর্যায়-ক্রমে ; চক্ষুর যে কোন পীড়ায় আলোকে অতিশয় দ্রব ও সঙ্কুচিত অক্ষি-তারা থাকিলে ; দৃষ্টির বিলম্ব ; চক্ষুর সম্মুখে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দু বা নানাবর্ণ দেখা ; অপটিক স্নায়ুর দ্রবলতাবশতঃ দৃষ্টিদৌর্বল্য ; চক্ষুর স্নায়ু শূল ; উষ্ণতায় এই বেদনার উপশম এবং শীতলতায় বৃদ্ধি ; আক্ষেপিক ত্রিঘ্যক-দৃষ্টি এবং পাতার স্পন্দন ।

নেট্রুম-সিউর ।—অশ্রুস্রাবী প্রণালীর অবরুদ্ধতা সহকারে চক্ষু হইতে জলবৎ, পরিষ্কার শ্লেষ্মা বা অশ্রু স্রাবিত হইলে ফির ফস সহ পর্যায়-ক্রমে ; চক্ষু হইতে যে স্রাব নিঃসৃত হয় উহা লাগিয়া ত্বকে ক্ষত বা ফোকা জন্মে ; অক্ষিপুটের দানাময় পীড়কায় অশ্রুস্রাব বর্তমান বা উহা অবিদ্যমানতায়ও ইহা ব্যবহৃত হয় ; কর্ণিয়ায় শাদা দাগ বা চিহ্ন ; চক্ষুর স্নায়ুশুলের সহিত অশ্রুস্রবের বিদ্যমানতা ; কর্ণিয়ায় ফোকা ।

ক্যালক-সলফ ।—চক্ষুর প্রদাহে গাঢ় পীতবর্ণ শ্লেষ্মাস্রাব ; কর্ণিয়ায় গভীর ক্ষত ও উহা হইতে এই ঔষধের বিশিষ্ট পৃষস্রাব ; কর্ণিয়ায় স্ফোটক ; অক্ষিব্রণ ; রেটিনার প্রদাহ ; কঞ্জাংটাইভার (চক্ষুর খেত মণ্ডল) প্রদাহে গাঢ়, পীতবর্ণ পৃষস্রাব লক্ষণে ; সিলিশিয়ার সহিত তুলনা করুন ।

সিলিশিয়া ।—চক্ষুর গভীর ক্ষত ; গাঢ়, পীতবর্ণ স্রাব বিশিষ্ট

চক্ষু প্রদাহ (ক্যাক্স-ফস)। অঞ্জনী ; অক্ষি ত্রণ ; চক্ষুর পাতার চারিদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষোটক ; পাদ-বর্ষা বিলোপের পরবর্তী দৃষ্টি-দৌর্বল্য ।

নেট্রম-ফস।—চক্ষুর প্রদাহ সহকারে স্বর্ণের বা সরের ভ্রায় পীতবর্ণ শ্রাব নিঃসরণ ; প্রাতঃকালে চক্ষুর পাতাঘন লাগিয়া থাকে ; জিহবার ও তালুর বর্ণ এবং অঙ্গ লক্ষণ বিद्यমান থাকিলে ইহা বিশেষরূপে উপযোগী ; অস্ত্রের উপদাহ (ইরিটেশন) বা কুমির বিद्यমানতা বিধায় তির্যাক দৃষ্টি ; গণ্ডমালা ধাতুর ব্যক্তিদিগের চক্ষু প্রদাহ (স্থানিক প্রয়োগও উপকারী) ।

নেট্রম-সলফ।—যকৃতের ক্রিয়া-বৈষম্য নিবন্ধন চক্ষুর পীতবর্ণ ।

ক্যাক্স-ফস।—চক্ষুর পাতার আক্ষেপিক লক্ষণে ও চক্ষুর স্নায়ুশুলে ম্যাগ-ফস দ্বারা উপকার না দর্শিলে ; আলোকে বিদ্রোষ ; দ্বিভুদৃষ্টি ; (একটি বস্তুকে দুইটী দর্শন) ; এই লক্ষণে ম্যাগ-ফস ও উপকারী ।

ক্যাক্স-ফ্লোর।—চক্ষুর সম্মুখে আলোক বা বিন্দু দর্শন ; কর্ণিয়ার দাগ ; খেত মণ্ডলের প্রদাহ ; ছানি ।

(চিকিৎসিত রোগী)

(১) একব্যক্তি ৩ মাস বাবৎ দক্ষিণ কর্ণিয়ার প্রদাহ রোগে ভুগিতে ছিল ; প্রদাহ সমগ্র কর্ণিয়ার ব্যাপ্ত ছিল ; রোগিণী কেবল মাত্র আঙ্গুল দেখাইয়া গুণিতে বলিলে গুণিতে পারিত ; সামান্য বেদনা, আলোকাতঙ্ক এবং চক্ষুর আরক্ততা ছিল ; Pupil বা চক্ষুর তারা সঙ্কুচিত ছিল ; এট্রোপিন প্রয়োগ করিলে উহা ধীরে ধীরে প্রসারিত হইয়া শাঙ্গই আবার সঙ্কুচিত হইয়া পড়িত ; অরম্ মেট ও সিনেবার ব্যবহার করিয়া কোন ফল পাওয়া যায় নাই ; কালী-মিউর ৬× সেবনে রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছিল ।

(২) কালী-মিউর ব্যবহারে ৪৫টা রোগীর কর্ণিয়ার ক্ষত সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে ।

(৩) ৭২ বৎসর বয়স্কা এক স্ত্রীলোকের বহু দিন যাবত চক্ষু হইতে বিলাহী (যাহা লাগিয়া ক্ষত জন্মে) অশ্রু নিঃসৃত হইত ; চক্ষুতে জ্বালাও ছিল, প্রাতে ৮ টার সময় হইতেই জ্বালা ও অশ্রুস্রাব আরম্ভ হইত এবং সূর্যাস্ত পর্য্যন্ত এক ভাবেই থাকিত ; অশ্রু লাগিয়া নাসিকার দুই পার্শ্ব দিয়া ক্ষত ও উদ্বেদ উৎপন্ন হইয়াছিল ; এই সব লক্ষণ আসেনিকেও আছে ; কিন্তু ডাঃ স্ফলার প্রভূত অশ্রু স্রাব' নেট্রম-মিউরের বিশেষ লক্ষণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন মনে হওয়ায় আসেনিক ব্যবহার না করিয়া উহাই ব্যবস্থা করা হয় ; প্রায় ১ মাসে রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হয় ।

(৪) ৮ বৎসর বয়স্কা এক বালিকার উৎকট আকারের কঞ্জাংটাইভিটিস রোগ ছিল ; সে আলোর দিকে একেবারেই তাকাইতে পারিত না । প্রথমে একজন সাধারণ চিকিৎসক তাহার চিকিৎসা করেন কিন্তু তাহাতে কিছুই হয় নাই । এই রোগ প্রকাশ পাইবার কয়েক বৎসর পূর্বে তাহার হাম (ফেরা, লুস্তি) জন্মিয়াছিল । উহারই কুফল হইতে এই রোগ জন্মিয়াছে বলিয়া ধারণা জন্মে । ক্যান্স-কার্ক প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহারে কোনই ফল না হওয়ায় এবং শেষে গলার গ্রন্থির ক্ষীণতা, চক্ষুর স্রাবের দুগ্ধের সরের স্রাব পীতবর্ণ দৃষ্ট হওয়ায় নেট্রম-ফস প্রত্যহ ৩ বার করিয়া দেওয়া যায় । এক সপ্তাহেই রোগ আরোগ্য হইয়াছিল ।

(৫) ডাঃ Kock একটা রোগীর চক্ষু রোগে ফিরম-ফস ও ক্যান্স-সলফ ব্যবহার করিয়া চমৎকার ফল পাইয়াছিলেন । রোগীটির লক্ষণঃ—একখণ্ড কাঠের আঘাত লাগিয়া রোগের সৃষ্টি হইয়াছিল । চক্ষুর খেত মণ্ডলের ক্ষীণতা ও আরক্ততা এবং অক্ষিপুটের (পাতার) উপদাহিতা ছিল । উহার ফলে সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীনতা জন্মিয়াছিল । কর্ণিয়াও অমুজ্জল (ঘোরাল, dim)

ছিল। চক্ষু পরীক্ষা করিয়া কোন বাহ্য বস্তু উহাতে আছে দৃষ্ট হয় নাই। কিন্তু চক্ষে কোন বাহ্য বস্তু প্রবেশ করিলে যেরূপ জ্বালা হয় সেইরূপ জ্বালা ও অবিরাম অশ্রুস্রাব ছিল। রোগীকে সর্বদা চক্ষু বান্ধিয়া রাখিতে হইত। ক্ষুধা উত্তম এবং নাড়ী স্বাভাবিক ছিল। প্রথমতঃ ১ সপ্তাহ পর্য্যন্ত ফিরম-ফস প্রতি ২ ঘণ্টাস্থর দেওয়া যায়। ইহাতে জ্বালাকর বাধা ও অশ্রু-স্রাব অনেক হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু দৃষ্টিশক্তির কোনই উৎকর্ষ হইয়াছিল না। এতদ্ভিন্ন হিপার সলফ ১ সপ্তাহ পর্য্যন্ত প্রয়োগ করা হয়; তাহাতেও কোন ফল না হওয়ায় ক্যাক্স-সলফ প্রত্যাহ ৩ বার করিয়া সেবন করিতে বিধি দেওয়া হয়। ইহার ১ সপ্তাহ পর রোগী হাসিতে হাসিতে আসিয়া বলে যে, সে এখন কিছু কিছু দেখিতে পায়। তখন চক্ষু পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে, কর্ণিয়া অনেকটা পরিষ্কার হইয়াছে। এখন হইতে উক্ত ঔষধই (ক্যাক্স-সলফ) প্রত্যাহ প্রাতে ও রাত্রে এক একবার করিয়া সেবনের বিধি দেওয়া হয়। ৩ সপ্তাহে কর্ণিয়া সম্পূর্ণ স্বচ্ছ হয় ও দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণরূপে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়।

(৬) ১৬ বৎসরের এক যুবতীর পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবর্তনশীল keratitis রোগ ছিল। বামচক্ষুর প্রদাহ, আলোকাতঙ্ক, কর্ণিয়ার কতকটা অপরিচ্ছন্নতা ও আরক্ত রক্তবহা নাড়ী দ্বারা আকর্ষণ ছিল। ক্যাক্স-ফস ব্যবহারে রোগ আরোগ্য হয়।

(৭) একটা রোগীর, চক্ষুর অতিরিক্ত ব্যবহারে উৎপন্ন, বহুবিধ উপসর্গ নেট্রম-মিউর ব্যবহারে আরোগ্য হইয়াছিল।

Felon—ফেলন, আঙ্গুলহাড়া ।

(এবসেস দ্রষ্টব্য)

ফিরম-ফস ।—প্রারম্ভাবস্থায় উত্তাপ, বেদনা ও জ্বরের উপশমার্থ ।

সিলিশিয়া ।—আঙ্গুলহাড়ায় পুষ্যোৎপত্তির সম্ভাবনা হইলে ইহা অবশ্য প্রয়োগ করিবে । কেননা ইহা আশঙ্কিত পুষ্যাব জন্মাইয়া শীঘ্র শীঘ্র নূতন নখ নিষ্কাশে সহায়তা করে ।

(চিকিৎসিত রোগী)

(১) জনৈক পোষাক নির্মাতার আঙ্গুলহাড়া রোগ জন্মে । ফিরম-ফস প্রতি ২ ঘণ্টাস্তর ব্যবহার করায় বিশেষ উপশম জন্মে এবং রোগিণী রোগমুক্ত হইয়াছেন মনে করিয়া পুনরায় পূর্ববৎ সেলাইয়ের কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । হস্তের অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে রোগ পুনঃ প্রত্যাবৃত্ত হয় । এখন ফিরম-ফস না দিয়া সিলিশিয়া ব্যবস্থা করা হয় । ইহাতেই রোগ আরোগ্য হয়, আর প্রত্যাবৃত্ত হয় নাই ।

Fever, Simple—ফিভার, সিম্পল ।

সামান্য জ্বর ।

(কারণ)

রক্তস্থ ফিরম-ফসফরিকম নামক পদার্থ অক্সিজেন সংগ্রহ করিয়া থাকে । এই অক্সিজেন দ্বারাই শরীরের সমস্ত বিধান (টিসু) পরিপোষিত হইয়া থাকে । কোনও কারণে দেহস্থ রক্তে এই ফিরম-ফসফরিকেমের ন্যূনতা

ঘটিলে দেহস্থ বিধান সমূহে পর্যাপ্তরূপে অক্সিজেন সরবরাহ করিবার নিমিত্ত রক্ত স্বাভাবিক গতি অপেক্ষা দ্রুততর সঞ্চালিত হয় (কেননা, ইহা সহজেই অক্সিমেন, যে কাজ কোনও নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন করিতে দশজন লোকের প্রয়োজন তাহা তদপেক্ষা কম লোকের সেই সময়েই সম্পন্ন করিতে হইলে নিশ্চয়ই দ্রুততর কার্য্য করার প্রয়োজন)। রক্ত, এই কারণে দ্রুততর সঞ্চালিত হওয়ায় ধমনী সকলের সহিত সংঘর্ষে উত্তাপ বৃদ্ধি হয়। এই উত্তাপই জ্বর নামে অভিহিত হইয়া থাকে। রক্তকে দ্রুততর সঞ্চালিত করিতে হইলে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াও দ্রুততর হওয়া আবশ্যিক। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া দ্রুততর হওয়ায়, নাড়ীর বেগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং হৃৎপিণ্ডের দ্রুত ক্রিয়া নিবন্ধন শারীরিক দুর্বলতা উপস্থিত হয়।

পূর্বোল্লিখিত ফিরম-ফসফরিকমের অভাব কখন বা মুখ্যরূপে (directly) এবং কখন বা গৌণরূপে (indirectly) হইয়া থাকে। কোনও প্রকার প্রাণাধিক পীড়ায় ইহার অভাব মুখ্যরূপেই হইয়া থাকে। তখন ফিরম-ফসফরিকমই একমাত্র ঔষধ। যথা সময়ে এই ফিরম-ফসফরিকমের অভাব পরিপূরিত না হইলে শাশ্বত আবার দেহে কালী-মিউরিয়েটিকমের অভাব ঘটে। কেননা, দেহে প্রত্যেক লাবণিক পদার্থের এরূপ সম্বন্ধ যে, যদি ইহার কোনও একটির অভাব ঘটে, তবে উহা তৎক্ষণাৎ অপর কোনও সম্বন্ধযুক্ত লাবণিক পদার্থ হইতে অংশ বিশেষ গ্রহণ করিয়া থাকে। এইরূপে প্রথম অভাবটী যথাসময়ে পরিপূরিত না হইলে, দেহে নানা প্রকার লাবণিক পদার্থের অভাব হেতু নানা উপসর্গ প্রকাশ পাইয়া থাকে। এইরূপে ক্রমে জ্বর হইতে প্লীহা, যকৃতাদির বিকৃতি ও বিবৃদ্ধি ঘটয়া থাকে।

দ্বিতীয়তঃ, গৌণরূপে ফিরম-ফসফরিকমের অভাবের কথা :—নেট্রম-সলফের বর্ণনাকালে উল্লেখিত হইয়াছে যে, ইহার অর্থাৎ নেট্রম-সলফের সাহায্যেই জল সমস্ত বিধানে পরিব্যাপ্ত ও উদ্ভূত জল দেহ

হইতে নিঃসারিত হয়। গ্রীষ্মকালে, সূর্যোত্তাপে সমুদ্র, হ্রদ, নদী, পৃথিবী প্রভৃতি হইতে জল বাষ্পীভূত হইয়া বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়া বায়ুর জলীয় বাষ্পের (water vapour) পরিমাণ বদ্ধিত করে। নিঃশ্বাসিত বায়ুর সহিত প্রথমতঃ এই জলীয় বাষ্প ফুসফুসে, অনন্তর রক্তবহা নাড়ীতে প্রবেশ করে। রক্তস্থ নেট্রম-সলফের সহিত অক্সিজেনের, এবং অক্সিজেনের সহিত জলের নৈকট্য আকর্ষণীয় সম্বন্ধ আছে। একারণ, সুস্থদেহে মুখ্যতঃ নেট্রম সলফের সাহায্যেই দেহস্থ জল শীঘ্রই অপসারিত হইয়া থাকে। কিন্তু যদি রক্তে অত্যধিক পরিমাণে জলীয় ভাগ বৃদ্ধি হয়, এবং নেট্রম সলফ নিঃশ্বাসিত বায়ুর সহিত যথেষ্ট অক্সিজেন না পাওয়া বশতঃ এই অতিরিক্ত জল দূরী-করণে অসমর্থ হয় তবে রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ হ্রাস হইয়া পড়ে। এখন কাজে কাজেই নেট্রম-সলফ রক্তস্থ ফিরম-ফসফরিকম হইতে অংশ বিশেষ গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। সুতরাং স্পষ্টই দেখা গেল, রক্তে জলীয় ভাগের বৃদ্ধি হইলে এবং শীঘ্রই ঐ অতিরিক্ত জল দেহ হইতে অপসৃত না হইলে প্রথমে ফিরম-ফসফরিকমের অভাব ও তৎপর আবার অগ্রাগ্র সন্ট যথা কালী-মিউর বা নেট্রম-মিউরের ও অভাব ঘটতে পারে। একারণে, জরে বাইওকেমিক চিকিৎসায় এই সকল টিসু রেমিডির প্রয়োজন।

এলোপ্যাথেরা জর চিকিৎসা-কালে প্রায়শঃই কুইনাইন ব্যবহার করিয়া থাকেন। কুইনাইনে অতি অল্প পরিমিত ফিরম-ফস ও নেট্রম-সলফ দুইই আছে। কুইনাইনের এই দুই উপাদানই জরের প্রকৃত ঔষধ, কিন্তু কুইনাইন নহে। কুইনাইনে, পূর্কোক্ত দুই উপাদান ব্যতীত, আরও অগ্রাগ্র দ্রব্য আছে। কুইনাইন একপ্রকার বিষ বিশেষ। অতিরিক্ত পরিমাণে কুইনাইন ব্যবহারের ফলে অধিকাংশ সময় বধিরতা ও অন্ধতা জন্মিয়া থাকে। বাইও-কেমিক চিকিৎসকেরা অভাবেরই পরিপূরণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা এক্রপ কোনও ঔষধ ব্যবহার করেন না যদ্বারা দেহের কোনও বিধানের ধ্বংস

সাধিত হয়। কি প্রকারে জরাদিতে ঘর্ম উৎপাদিত হয় তাহা কলেরার নিদান তত্ত্বে দ্রষ্টব্য।

(চিকিৎসা)

ফিরম-ফস।—সকল প্রকার জরেরই ইহা প্রধান ঔষধ। দ্রুত নাড়ী, উচ্চ গাত্রোত্তাপ ইত্যাদি। প্রাতিগ্ধ্যায়িক, আমবাতিক বা প্রাদাহিক জরে অপর কোনও ঔষধ ব্যবস্থেয় হইলে তাহার সহিত পর্যায়ক্রমে। জরানুভব থাকিলে রোগের সকল অবস্থায়ই ইহা ব্যবহার্য্য।

কালী-মিউর।—ইহা জরের দ্বিতীয় ঔষধ। জিহ্বায় গাঢ়, শ্বেতবর্ণের লেপ। কোষ্ঠবদ্ধতা।

কালী-ফস।—উচ্চ গাত্রোত্তাপ; দ্রুত, বিষম নাড়ী, ন্নায়বিক উত্তেজনা ও দুর্বলতা সংযুক্ত ন্নায়বিক প্রকৃতির জরে ফিরম-ফস সহ পর্যায়ক্রমে।

কালী-সলফ।—সন্ধ্যাকালে জরের বা গাত্রোত্তাপের বৃদ্ধি। ফিরম-ফস ব্যবহার সত্ত্বেও যদি প্রচুর ঘর্ম শ্রাব না হয় তবে তৎসহ পর্যায়ক্রমে ইহা ব্যবহার্য্য। রক্তের বিষ দৃষ্টতা বিশিষ্ট জর।

নেট্রুম-মিউর।—চক্ষু অথবা নাসিকা হইতে জলবৎ শ্রাব সংযুক্ত হে ফিবার। ফিরম-ফস সহকারে পর্যায়ক্রমে। পূর্বাহ্ন ১০।১১ টার সময় জরের উপস্থিতি।

Fever Intermittent সবিরাম জ্বর ।

চিকিৎসা ।

নেট্রম-সলফ ।—সবিরাম জ্বরের সকল অবস্থায়ই এই ঔষধ উপযোগী । পৈত্তিক লক্ষণ বিচ্যুত থাকিলে ইহা প্রধান ঔষধ । (কম্পজর বিশিষ্ট রোগীর কখনও ডিঙ্ক, ঘোল, বসাময় এবং মৎস্ত প্রভৃতি গুরুপাক দ্রব্য ভোজন করা কর্তব্য নহে) ।

ফিরম-ফস ।—জ্বরলক্ষণে এবং অপরিপাচিত দ্রব্য বমন করিলে এই রোগের প্রধান ঔষধ নেট্রম-সলফ সহ পর্যায়ক্রমে ।

কালী-ফস—অতিশয় দুর্বলতা এবং প্রচুর ঘর্ম লক্ষণ থাকিলে ।

কালী-মিউর ।—জিহ্বায় শ্বেত বা কপিশাভ শ্বেতবর্ণের লেপ থাকিলে অপর কোনও ব্যবস্থায় ঔষধের সহিত পর্যায়ক্রমে দিবে ।

নেট্রম-মিউর ।—সবিরাম জ্বরে জলীয় লক্ষণ বিচ্যুত থাকিলে ইহা ব্যবস্থায় । অতিশয় পিসাস ও ওষ্ঠে জর-ফোট । কুইনাইন অপব্যবহারের পর ইহা প্রয়োগ করিলে দেহ হইতে উহা বহির্গত হইয়া যায় ।

ম্যাগ্নেশিয়া ফস ।—পায়ের ডিমে খল্লী থাকিলে নেট্রম সলফ সহ পর্যায়ক্রমে ।

নেট্রম-ফস ।—সবিরাম জ্বরের সহিত অল্প অথবা ক্রমিক লক্ষণ, যথা অল্পবমনাদি এবং নাক খুঁটা বর্তমান থাকিলে ।

ক্যাক্স-ফস ।—শিশুদিগের পুরাতন সবিরাম জ্বরে মধ্যে মধ্যে ইহা ব্যবহার করা কর্তব্য ।

চিকিৎসিত রোগী।

(১) ৩৮ বৎসর বয়স্ক এক ব্যক্তির জরের শীতাবস্থায় ঘর্ম, হস্ত-পদে ছিন্নকর বেদনা, কর্ণনাদ, শ্রুতিশক্তির ক্ষীণতা ও কপালে তীব্র বেদনা বিশিষ্ট শিরঃপোড়া ছিল। বেদনার সঙ্গেই জ্বর আসিত, রাত্রিতে অতিশয় ঘর্মশ্রাব হইত বটে কিন্তু তাহাতে তাপের লাঘব জন্মিত না। জিহ্বায় খেত বর্ণের লেপ ও ক্ষুধামান্দ্যও ছিল। ২ ঘণ্টাস্তর কালী-মিউর সেবনের ব্যবস্থা করা যায়। ইহাতে শরীরের বেদনা ও অবশতা বাতীত আর আর সকল লক্ষণই হ্রাস প্রাপ্ত হয় এবং অভ্যস্ত পাদ ঘর্মের বিলোপ জন্মে। ইহা দেখিয়া প্রত্যহ ২ মাত্রা করিয়া ১ সপ্তাহ পর্য্যন্ত সিলিশিয়া ব্যবস্থা করা যায়। ইহার ফলে পাদ-ঘর্ম পুনঃ প্রকাশিত হয় ও রোগীর যাবতীয় লক্ষণ তিরোহিত হয়।

(২) এক ব্যক্তির উচ্চ জ্বর (১০৪ ডিগ্রী), সর্বাসঙ্গীন দুর্বলতা পেশীতে চর্কণকর বেদনা, মাথাধরা ও ক্ষুধামান্দ্য ছিল। ফিরম-ফস ১২× ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু ইহাতে কোনও উপকারই লক্ষিত হয় নাই বরং রোগী আরও খারাপ অনুভব করে বলিয়া প্রকাশ করে। তখন উক্ত ঔষধই ৬× ক্রম ব্যবহার করায় অতি দ্রুত উপকার দর্শে।

(৩) ঢাকার সুবিখ্যাত সরকারী উকিল স্বর্গীয় রায় ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুরের ১৬১৭ বৎসরের এক পুত্র জ্বর ও তৎসহ আমবাত রোগে শয্যাগত কাতর হয়। সহরের প্রধান ২ এলোপ্যাথিক ডাক্তার ও কবিরাজ দ্বারা প্রথম চিকিৎসা করান হয়, কিন্তু বিশেষ কোন ফল হয় নাই। ঘটনাক্রমে মদীয় বাইওকেমিক চিকিৎসার এই পুস্তক তাঁহার দৃষ্টি-পথে পতিত হয়। ইহার পূর্বে বাইওকেমিক চিকিৎসার নামও তাঁহার অ্রতি গোচর হইয়াছিল না। পুস্তকের ভূমিকা পাঠ করিয়া এই অভিনব চিকিৎসা প্রণালীতে তদীয় পুত্রের চিকিৎসা করণার্থ আমাকে আহ্বান করেন। রোগীর

স্থান বিকল্পশীল বেদনা (যে বেদনা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নড়িয়া চড়িয়া বেড়ায়) সন্ধির ক্ষীণতা ও সন্ধ্যাকালে উপচয়। বিশেষতঃ প্রত্যহ সন্ধ্যাকাল হইতেই উত্তাপের বৃদ্ধি এবং জিহ্বায় হরিদ্রাবর্ণের লেপ এই সকল লক্ষণ দৃষ্টে পর্যায়ক্রমে ফির-ফস ১২ X ও কালী-সলফ ৬ X ২ ঘণ্টান্তর সেবনের ব্যবস্থা করা হয়। প্রথম দিন ঔষধ সেবনেই সেদিন আর জ্বর আসে নাই এবং সন্ধির ক্ষীণতার ও অনেক লাঘব জন্মে। ৫৭ দিন ঔষধ সেবনেই রোগী সম্পূর্ণ অরোগ্য হইয়াছিল।

(৪) ভাওয়াল সাতাইশ নিবাসী ত্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের ১৫।১৬ বৎসর বয়স্কা কন্যা প্রায় ১ বৎসর যাবৎ ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিতে থাকেন। প্লীহা ও যকৃৎ নাভির নিম্ন পর্য্যন্ত বাড়িয়া পড়িয়াছিল। পাণ্ডু বা কামলা প্রকাশিত হইয়াছিল। চক্ষুর শ্বেতমণ্ডল সম্পূর্ণ হরিদ্রাবর্ণ সন্ধ্যাঙ্গীন শোথ, পিপাসা, পৈত্তিক অতিসার, আবার মধ্যে ২ কোঠবদ্ধ মুখক্ষত এবং স্বরভঙ্গ ও বিঘ্নমান ছিল। দুপুর ১টা—২ টার সময় প্রত্যহ শীত হইয়া জ্বর আসিত এবং রোগিণীর সম্পূর্ণ অর্কচিও বিঘ্নমান ছিল। ঢাকার প্রধান প্রধান ডাক্তার কবিরাজ প্রায় ৫৭ মাস পর্য্যন্ত ইহার চিকিৎসা করেন কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্রও ফল দর্শে নাই। রোগিণী যখন আমার চিকিৎসাধীনে আসেন তখন তাঁহার শীর্ণতা ও দুর্বলতা এত অধিক ছিল যে তাহা দেখিয়া চিকিৎসায় কোন ফল হইবে তাহা কখনও মনে করি নাই। বাহাউক, প্রথম দিন আমি তাহাকে ১ মাত্রা মাত্র আর্স ৩০ খাইতে দেই ও সিয়োনোথাস্ মূল অরিষ্ট প্লীহা ও যকৃৎের উপর দিনে ৪ বার করিয়া মালিস করিতে ব্যবস্থা দেই। পরদিন গিয়া দেখি স্বরভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইয়াছে এবং শোথও অনেকটা কমিয়াছে। তখন অল্প কোনও ঔষধ না দিয়া রোগিণীর চিন্তরঞ্জনার্থে দুইদিন ব্যবহারের জন্ত ৪টা সুগার অবমিষ্টের পাউডার দিয়া আসি। উক্ত ২দিন পর আবার রোগিণীকে দেখিতে যাই।

তখন নেট্রম-সলফ ৬× (৪ গ্রেন মাত্রায়) দিনে ৩বার করিয়া সেবন, ৩৪ দিন পর পর ১ দিন করিয়া আস' ৩০ সেবন এবং প্রত্যাহ সিয়োনাথাস মালিসের ব্যবস্থা দেওয়া হয়। ইহাতে ৩ সপ্তাহ মধ্যে রোগিনী সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছিলেন। গ্ৰীহা ও যকৃৎ এই অল্পসময়ের মধ্যেই স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইহা দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইয়াছিলেন।

Fever Typhoid—টাইফয়েড ফিবার, সন্নিপাত জ্বর।

ফিরম ফস।—প্রারম্ভাবস্থায় শীত ও উত্তাপ প্রভৃতি লক্ষণে। যতক্ষণ প্রাদাহিক অবস্থা বিद्यমান থাকে ততক্ষণ অপর কোন ব্যবস্থায় ঔষধের সহিত পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্য। অতিশয় দুর্বলতা ও রক্তশ্রাব।

কালী মিউর।—সান্নিপাতিক জ্বরের ইহা প্রধান ঔষধ। ফিরম-ফসের সহিত পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্য। জিহ্বায় শ্বেত বা কটাবর্ণের লেপ বা পাতলা পীতাম্ব মলশ্রাব। উদরের ক্ষীণতা ও অতিশয় স্পর্শানুভব।

কালী-সলফ।—সন্ধ্যার প্রাকালে রোগ ও উত্তাপের বৃদ্ধি, মূহ বেগ বিশিষ্ট (ধীর) নাড়ী (কালী-ফস)। রক্তের বিষহৃষ্টতা।

কালী-ফস।—প্রচণ্ড প্রলাপ বা উন্মত্ততা সূচক লক্ষণের বিद्यমানতা ও অতিশয় দুর্বলতা। দুর্গন্ধি মলশ্রাব, নিদ্রাহীনতা, শ্বাস-প্রশ্বাসে অতিশয় দুর্গন্ধ, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার অতিশয় দুর্বলতা। মলারূত দস্ত। বাসি সরিষা বাটার ছায় লেপ বিশিষ্ট, শুষ্ক জিহ্বা। জিহ্বা উপবতানুতে লাগিয়া থাকে; জিহ্বার শুষ্কতা বশতঃ কথার অস্পষ্টতা।

নেট্রম-মিউর।—জলবৎ পদার্থ বমন, জিহ্বার পারিশুদ্ধতা, অঙ্গের স্পন্দন, নিদ্রালুতা, মুহুপ্রলাপ ও অচৈতন্য প্রভৃতি উৎকট লক্ষণের বিद्यমানতা।

ক্যালক-ফস।—আরোগ্যোন্মুখাবস্থায় ক্ষয়িত টিণ্ডর পুনর্নির্মাণের নিমিত্ত রোগের ভোগ কালে মধ্যে মধ্যে এই ঔষধ ব্যবহার করা কর্তব্য।

ডাঃ চ্যাপম্যান সান্নিপাতিক জ্বরের চিকিৎসা কালে গুহ্বদ্বারে প্রভূত গরম জলের পিচকারী দিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন। উচ্চগাত্রোত্তাপ, দ্রুত নাড়ী ও রোগের গতি ক্রমশঃ খারাপ হইতে থাকিলে গুহ্বদ্বারে গরম জলের পিচকারী প্রদান করিলে চমৎকার ফলদর্শে। কোষ্ঠ কাঠিন্য বা উদরাময় বিद्यমান থাকিলেও ইহা দ্বারা বিলক্ষণ উপকার দর্শে।

এই রোগে ফিরম-ফস ও কালী-মিউর ৩× পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করিয়া অতি উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া গিয়াছে। জিহ্বায় brown coating থাকিলে বিশেষতঃ প্রলাপের বিद्यমানতায় ও রোগের সাংঘাতিকতায় কালী-ফস ৩× প্রয়োগ করিবে। জিহ্বায় পীতবর্ণ চক্ চকে লেপ থাকিলে ম্যাগ-ফস ও ক্রাট-ফস এবং আরোগ্যোন্মুখ অবস্থায় ক্যালক-ফস প্রয়োগ করিলে অতিশয় সুফল পাওয়া যায়।

Fever, Puerperal পিউরপারেল ফিবার সূতিকা জ্বর।

(গর্ভ ও প্রসব-বেদনা দ্রষ্টব্য)

Fever, Yellow ইয়্যালো ফিবার, পীতজ্বর ।

(চিকিৎসা)

ফিরম-ফস ।—জ্বর থাকিলে এই রোগের প্রধান ঔষধ নেট্রম-সলফের সহিত পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য ।

নেট্রম-সলফ ।—সবুজাভ পীত, কটা অথবা কৃষ্ণাভ পদার্থ বমন । ভয়ঙ্কর পৈত্তিক লক্ষণের বিद्यমানতা । ইহা এই রোগের প্রধান ঔষধ । লক্ষণের সাদৃশ্বে অপর কোনও ঔষধ ব্যবস্থেয় হইলে উহার সহিত পর্যায়ক্রমে দিবে ।

Fistula Ano — ফিস্টুলা-য়ানো, ভগন্দর, মলদ্বারে নালী-ক্ষত ।

মলদ্বারের দুই অঙ্গুলি পরিমাণ স্থানের মধ্যে একপ্রকার নালী-বা জন্মিলে তাহাকে ভগন্দর বলে ; ভগন্দর তিন প্রকারের । যথা—(১) মলদ্বারের অভ্যন্তরের সহিত সংলগ্ন (এই প্রকার নালী বা হইতে মল, শ্লেষ্মা ও বায়ু নিঃসৃত হয়), (২) মলদ্বারের বা সরলান্তের সহিত অসংলগ্ন ; (৩) বাহিরের ত্বকের সহিত অসংলগ্ন । এই প্রকার যা সহজে শুকায় না । যক্ষ্মা ও বহুমূত্রগ্রস্ত রোগীদের অনেক সময় ভগন্দর হইতে দেখা যায় ।

ক্যালক-ফস ।—এই রোগে অস্ত্র চিকিৎসা হইয়া থাকিলে তৎপর ব্যবহার্য্য । ভগন্দরের সহিত বক্ষোলক্ষণের বিद्यমানতা, গুল্মদ্বারে জালা ও

দপ্ দপ্। শুষ্কদ্বারাভিমুখে কোনও ভারী বস্তু প্রচাপিত হইতেছে এরূপ অনুভব। প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিবার পর মলদ্বারে ক্ষতবৎ বেদনা।

সিলিশিয়া।—ভগন্দরের সহিত বক্ষালক্ষণের বিद्यমানতা। ভ্রমণকালে সরলাস্ত্রে তীব্র স্থচী-ভেদবৎ বেদনা। উদর বেদনা, উষ্ণতায় উহার উপশম। ক্ষতে পুষ সঞ্চয়। (এই চুই ঔষধ পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করায় বহু রোগী আরোগ্য হইয়াছে।

Gall stone — গল ষ্টোন, পিত্তশিলা।

পিত্ত কোষের (Gall-bladder) ভিতর পিত্ত-রস জমিয়া প্রস্তরাকার ধারণ করিলে তাহাকে পিত্তশিলা বা পাথরি বলে। এই শীলা বালুকণার গায়, মটর প্রমাণ অথবা কপোত বা কুক্কুটের অণ্ডের গায়ও বড় হইয়া থাকে। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেই এই পীড়ার আধিক্য দৃষ্ট হয়। পাথরি যতদিন পিত্তকোষের মধ্যে থাকে ততদিন বিশেষ কোন উপদ্রব থাকেন; মধ্যে ২ পেটে ঈষৎ বেদনা অনুভব হয় মাত্র। কিন্তু পাথরি পিত্ত-প্রণালীর মধ্য দিয়া বাহির হইবার কালেই সহসা অসহ্য বেদনা হইয়া থাকে। দক্ষিণ কুক্ষিদেশে এই বেদনা অনুভূত হয় ও তথা হইতে উদরের বাম দিকে সঞ্চারিত হয়। পিত্তশিলার বেদনা সহসা উপস্থিত হয় কিছুক্ষণ অবিরাম ভাবে থাকে ও সহসা তিরোহিত হয়। পাথরি যতই বড় হয়, বেদনার ততই তীব্রতা জন্মে। কিন্তু উহা ছোট হইলে পিত্তস্রাব বন্ধ হয় না বটে কিন্তু উহার প্রতিবন্ধকতা বশতঃ ধীরে ধীরে পাণ্ডু বা কামলা এবং শোথ উৎপন্ন হয়।

চিকিৎসা।

ক্যালক ফস।—শিলার পুনরুৎপত্তি নিবারণার্থে; পৈত্তিক ধাতুর রোগীদিগের বাতের প্রবণতা থাকিলে তাহাদিগের রোগে **নেট্রম সলফের** সহিত পর্যায়ক্রমে। যকৃৎ-প্রদেশের বেদনায় নেট্রম সলফ অবশ্য ব্যবহার্য।

ম্যাগ্নেশিয়া ফস।—অতিশয় বেদনা ও আক্ষেও (Spasm) থাকিলে। এই রোগে ক্যালক ফস ৬× ও ম্যাগ-ফস ৬× একত্রে উষ্ণজলে গুলিয়া নেট্রম-সলফের সহিত পর্যায়ক্রমে ঘন ঘন প্রয়োগ করিলে সম্ভব বেদনা বিদূরিত হইয়া থাকে। (কলিক দ্রষ্টব্য)।

Gastric derangements — গ্যাস্ট্রিক ডিরেঞ্জমেন্টস, আমাশয়ের রোগ, পাকস্থলীর রোগ।

(চিকিৎসা)

ফিরম ফস।—আমাশয়ের ক্ষীণতা, অতিশয় বেদনা ও স্পর্শাভু-ভবতা সংযুক্ত আমাশয় প্রদাহ। অপরিপাচিত ভুক্তদ্রব্য বমন; শীতল পানীয় গ্রহণে বা আমাশয়-প্রদেশে উষ্ণ সেক প্রদানে বেদনার উপশম; সান্নিপাতিক অরের প্রারম্ভাবস্থায় উদরাময়ের বিত্তমানতা থাকিলে ইহা অতি-শয় ফলপ্রদ; উদরাধান (ক্ষীণতা) সহকারে ভুক্ত পদার্থের স্বাদ বিশিষ্ট উপহার; আরক্ত ও উত্তপ্ত মুখমণ্ডল সহকারে অগ্নিমান্দ্য; আমাশয় প্রদেশে

স্পর্শ সহ্য হয় না ; জিহ্বার লেপ দৃষ্টে অথবা ঔষধ ব্যবস্থেয় হয় তাহার সহিত পর্যায়ক্রমে ব্যবস্থেয় ; অগ্নিমান্দ্য সহকারে আঘাতিত বা দপ দপ কর বেদনা ; পরিষ্কার জিহ্বা ; ক্ষুধাহীনতা সহকারে জরানুভব ।

কালী-মিউর—সকল প্রকার আমাশয়ের বা পিত্ত্রাস্রাবের বিশৃঙ্খলায় জিহ্বায় খেত বা পাংশুটে খেত বর্ণের লেপ থাকিলে, বিশেষতঃ এই লেপ প্রাতঃকালে দৃষ্ট হইলে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ ; অপাক সহকারে যকৃৎ প্রদেশে বেদনা ও গুরুত্ব ; খেত লেপাবৃত জিহ্বা ; প্রলম্বিত অফিগোলক । অতিশয় উষ্ণ পানীয় গ্রহণের ফলে আমাশয়-প্রদাহ জন্মিয়া থাকিলে অবিলম্বে এই ঔষধ প্রদান করা কর্তব্য ; যকৃতের ক্রিয়ার স্তব্ধতা সহকারে উদরাগ্নান ; বসাময় বা গুরুপাক দ্রব্য ভোজনের পর অসুস্থতানুভব । কোষ্ঠবদ্ধ সংযুক্ত অগ্নিমান্দ্য ।

নেট্রম-ফস ।—অগ্নি ঢেকুর ; জিহ্বার পশ্চাভাগে, তালু ও তালুমূলে পাতলা, আর্দ্র সরের ত্রায় হরিদ্রাবর্ণের লেপ ; মুখের অগ্নিস্বাদ ; অগ্নিগন্ধি ঢেকুর ; আমাশয়ের ক্ষত ; আহারের পর অগ্নি ঢেকুর সহকারে বেদনা ; হৃদ্ধাহ (ফির-ফস সহ পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্য) ; অগ্নি অথবা কুমি জনিত আমাশয়ের বেদনা ; অগ্নি লক্ষণ সহকারে ক্ষুধাহীনতা ।

নেট্রম-মিউর ।—অজীর্ণতা সহকারে মুখপ্রসেক (মুখে জল উঠা) ; মুখে জল সঞ্চয় সহকারে আমাশয়ে বেদনা অথবা পরিষ্কার, ফেণিল, জলবৎ পদার্থ বমন ; কোষ্ঠবদ্ধ সংযুক্ত অজীর্ণতা ।

ক্যালক ফস ।—সকল প্রকারের অজীর্ণতায়ই মধ্যে মধ্যে এই ঔষধ প্রদান অতিশয় উপকারী ; ইহা ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ করিতে বিশেষ সাহায্য করে ; যৎসামান্য আহারের পর বা যৎকিঞ্চিৎ ঠাণ্ডা পানীয় গ্রহণের পর উদরে বেদনা জন্মিলে এবং অগ্নি লক্ষণ বিচ্যমান না থাকিলে ইহা অতিশয় ফলপ্রদ । আমাশয়ের অত্যধিক বায়ু সঞ্চিত হইলে ইহা প্রায় অমোঘ ।

কালী ফস ১—আহারের পরই আবার ক্ষুধানুভব; সাল্নিপাতিক জ্বর বা অপর কোন ক্ষয়কর রোগের পর কুকুরের মত ঘন ক্ষুধা; ভয় বা উত্তেজনা বশতঃ আমাশয়ে বেদনা।

কালী-সলফ ১—আঠা, আঠা, পীত লেপাবৃত জিহ্বা সহকারে অজীর্ণতা; আমাশয়-প্রদেশে পূর্ণতা ও গুরুত্বানুভব সহকারে অগ্নিমান্দ্য; আমাশয়ে বেদনা ও মুখে জল সঞ্চয় সহকারে অপাক জন্মিলে এবং নেট্রম-মিউর বা কালী-মিউরে কোন ফল না দিলে ইহা ব্যবহার্য্য; শূল বেদনার স্থায় উদর বেদনা।

ম্যাগ্নেশিয়া ফস ১—আমাশয়ে আক্ষেপক বেদনা ও পরিষ্কার জিহ্বা। আমাশয়ে মোচড়ানবৎ বেদনা; বায়ু উদগারিত হয়, কিন্তু তাহাতে কিছুই উপশম হয় না। আমাশয়ে চর্কণবৎ বেদনা। আমাশয়ের ন্যায়-শূল, ঔষ পানীয় গ্রহণে ইহার উপশম।

নেট্রম-সলফ ১—পৈত্তিক লক্ষণ সহকারে আমাশয়ের বিশৃঙ্খলা, মুখের তিস্তস্বাদ, তিস্ত জলীয় পদার্থ বমন, জিহ্বায় সবুজাভ কটা বা সবুজাভ পাংশুটে বর্ণের লেপ। কৃষ্ণবর্ণ পিত্ত মিশ্রিত মল; গাতে মুখের তিস্তস্বাদ সহকারে আমাশয়ের বিশৃঙ্খলা। বক্রতে হৃচিভেদ বা চিড়িক-মারার স্থায় বেদনা।

চিকিৎসিত রোগী

(১) এক যুবকের অস্বাভাবিক ক্ষুধা ছিল। তাহার এত ক্ষুধার উদ্বেগ হইত যে প্রায় প্রতি ঘণ্টায়ই কিছু না কিছু খাইবার আবশ্যক হইত। কিন্তু এরূপ আহার করা সত্ত্বেও সে অত্যন্ত হ্রস্বলতা ও ক্লান্তি অনুভব করিত। জিহ্বা পরিষ্কার ছিল এবং মল-মূত্রও স্বাভাবিক ছিল। মাত্র ২ দিন কালী-ফস সেবনেই রোগী ভাল হইয়াছিল।

(২) এক ব্যক্তির কেমন এক রকমের আশ্চর্য্য রোগ দেখা দেয়। কোন প্রকার অম্ল (acid food) আহাৰ্য্য গ্রহণের পরই তাহার ভয়ঙ্কর কম্প হইয়া অর উপস্থিত হইত এবং পরে দৌৰ্ব্বল্যকর প্রভূত ঘৰ্ম্মশ্রাব হইত। নেট্রম-মিউর ব্যবস্থা করা হয়। ১৪ দিন পর রোগী সংবাদ দেয় যে তাহার আর পূৰ্ব্বোক্ত প্রকারের উপসর্গ উপস্থিত হয় নাই। উহার পব হইতেই অম্ল পদার্থে তাহার আর কোন অসুখ জন্মে নাই।

(৩) আর এক ব্যক্তির আহাৰের পরই আমাশয়ে (ষ্টমাক) বিরক্তি কর জালা জন্মিত এবং পুনরাহারের পূৰ্ব্বে পর্য্যন্ত উহা বিদ্যমান থাকিত। আহাৰের ২।১ ঘণ্টা পরেই বেদনা বাড়িত, জিহ্বায় ফিকে ধূসর বর্ণের লেপ ছিল; স্বাদের কোন প্রকার বৈলক্ষণ্য ছিলনা; বাহ্যি স্বাভাবিকরূপ হইত, পিপাসা ছিলনা। পূৰ্ব্ববর্ণিত জালা এত কষ্টদায়ক ছিল যে, তজ্জন্ত তাহাকে রাত্রে জাগরিত থাকিতে হইত। নেট্রম-ফস ব্যবহারে রোগী ভাল হয়।

(৪) জনৈক ৪৪ বৎসর বয়স্ক জমিদারের নিম্নোল্লিখিত লক্ষণ ছিল।
যথা :—(১) মুখে প্রায় সৰ্ব্বদাই পিত্তের গ্ৰায় স্বাদ অনুভব (২) জিহ্বায় দধির গ্ৰায় লেপ ও উহার তিক্তস্বাদ (৩) দিবসে, বিশেষতঃ আহাৰের পর বাম্পোদ্গার, উহার তিক্তস্বাদ বা স্বাদশূন্যতা, (৪) ত্বকের পাণ্ডুরতা, (৫) ক্ষুধা এবং পিপাসার অভাব, (৬) বিয়ার মদিরা, যাহা তাহার প্রিয় পানীয় ছিল তাহাতে বিতৃষ্ণা, (৭) সহজেই কম্পের উৎপত্তি, (৮) মস্তিষ্কের ক্রিয়ারও কতকটা বৈষম্য এবং এক চক্ষুর উপর সৰ্ব্বদা গুরুভারের গ্ৰায় চাপানুভব, (৯) মল স্বাভাবিক, কিন্তু খাণ্ডের স্বল্পতা হেতু মলেরও স্বল্পতা। এই রোগীকে হোমিওপ্যাথিক মতে নক্স ও পলসেটিলা দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হয় নাই। দিনে তিন মাত্রা করিয়া নেট্রম-সলফ ৬× সেবনের ব্যবস্থা করা হয়। ইহাতে ম্যাজিকের গ্ৰায় ফল দর্শিয়াছিল।

(৫) ৭০ বৎসর বয়স্ক জনৈক বৃদ্ধের পুরাতন অগ্নিমান্দ্য রোগ ছিল। তাহার চেহারা অতিশয় শীর্ণ ও পাতুর ছিল; ক্ষুধা মাত্রই হইত না। অতিশয় অস্থিরতা ছিল। বাহি পরিষ্কার হইতনা—সময়ে পাতলা, সময়ে কঠিন হইত; জিহ্বায় পিঙ্গলাভ হরিদ্রাবর্ণের (brownish yellow) লেপ, মুখে তিলোদ্যাদ, চক্ষুর শ্বেত মণ্ডলের নীলাভ-শ্বেত বর্ণ, হৃকের কুক্ষিততা এবং আহারের পর পাকস্থলীপ্রদেশে জ্বালাকর বেদনা বিद्यমান ছিল। রোগীর লক্ষণ সমূহের বিষয় চিন্তা করিয়া পরিপোষণের (assimilation) অভাবই তাহার রোগের কারণ স্থির করিয়া নেট্রম-সলফ ৬× দিনে তিন বার আহারের পূর্বে সেবনের ব্যবস্থা দেওয়া হয়। এই ঔষধ ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্য শক্তি বৃদ্ধির নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে কালী-ফস ৬× ও দেওয়া হইত। প্রায় তিন সপ্তাহেই রোগীর যাবতীয় লক্ষণ বিদূরিত হইয়াছিল।

Glandular Affections.

গ্ল্যাণ্ডুলার য্যাফেকসন্স-গ্রাহ্বর রোগ।

(চিকিৎসা)

কালী-মিউর।—গ্রন্থি অতিশয় কঠিনাকার ধারণ না করিলে ইহা প্রধান ঔষধ। স্কুফিউলা-দোষ বশতঃ গ্রন্থির বিবৃদ্ধি। কণ্ঠ ও গলগ্রন্থির ক্ষীণতা, মঃস্পঃ; গ্রন্থির সকল প্রকারের ক্ষাতিভা ইহা আভ্যন্তরিক ও বাহ্য প্রযুক্ত্য।

ক্যাক্স-ফ্লোর।—গ্রন্থির প্রস্তুতের স্থায় কঠিন স্ফীততা থাকিলে কালী-মিউরের সহিত পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্য। স্ত্রীলোকদিগের স্তন-গ্রন্থির কঠিনতা। গ্রন্থির পুরাতন প্রদাহ ও অতিশয় কঠিনতা।

নেট,ম-মিউর।—গ্রন্থির স্ফীততা সহকারে অতিশয় জলীয় লক্ষণ, যথা—প্রভূত লালাস্রাবাদি বিद्यমান থাকিলে ইহা সবিশেষ উপযোগী। জলীয় লক্ষণ সহ লিম্ফেটিক গ্রন্থির স্ফীততা। বসা-স্রাবী গ্রন্থির (Sebaceous glands) স্ফীততা, মঃস্পস, গল-গণ্ড।

ফিরম-ফস।—গ্রন্থির তরুণ স্ফীততায় জ্বর ও বেদনার উপশমার্থ।

ক্যাক্স ফস।—গ্রন্থির পুরাতন স্ফীততায় ইহা প্রধান ঔষধ। গলগণ্ডের ইহা প্রধান ঔষধ। স্কুফিউলা ধাতুর রোগীদের গ্রন্থির স্ফীততা।

সিলিশিয়া।—স্ফীত গ্রন্থির পাকিবার উপক্রমে এই ঔষধ প্রদান করিলে শীঘ্র শীঘ্র পূৰ্বোৎপন্ন হয়। স্কুফিউলা ধাতু।

ক্যাক্স-সলফ।—অতিরিক্ত পূৰ্বস্রাব নিবারণার্থ।—ক্ষত প্রাপ্তের কঠিনতা থাকিলে ক্যাক্স-ফ্লোর প্রয়োজন।

নেট,ম-ফস।—গলগণ্ডের সহিত জিহ্বা লক্ষণ ও অল্প-লক্ষণ বিद्यমান থাকিলে ইহা ব্যবস্থ্যয়।

(স্কুফিউলা দ্রষ্টব্য)

(চিকিৎসিত রোগী)

(১) এক ব্যক্তির গল-গ্রন্থির (cervical glands) পুরাতন বিবৃদ্ধি ছিল। গ্রন্থি সমূহের এরূপ স্ফীততা জন্মিয়াছিল যে একত্র গলা নাড়িতে চাড়িতে প্রায় অসামর্থ্য জন্মিয়াছিল। এলোপ্যাথিক মতে ইহার

যত রকমের চিকিৎসা হইতে পারে তাহা বাকী ছিল না। নেট্রম-সলফ ৩× প্রতি ২ ঘণ্টান্তর ৬সপ্তাহ কাল সেবনেই রোগ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়াছিল।

Goitre—গলগণ্ড, ঘ্যাগ।

(চিকিৎসিত রোগী)

(১) ১৩টা গলগণ্ডের রোগীকে নেট্রম-ফস ৩× প্রত্যহ ৩ বার করিয়া সেবনের ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছিল। ইহার প্রায় সকল রোগীরই ৩—৫ দিনে গলগণ্ড জমিত গুরুত্ব বা চাপ চাপ অম্লভব (pressure) কমিয়া গিয়াছিল।

(২) এক ব্যক্তির গল-গ্রন্থি ব্যাড়া কবুতরের ডিম্বের তায় বড় হইয়া ছিল। কালী-মিউর সেবনে উহা অনেকটা কমিয়া গিয়া একপ্রকার বন্ধুর (uneven) কঠিনতা বিশিষ্ট ক্ষীণতা অবশিষ্ট ছিল। কিছুদিন ক্যাক্স-ফ্লোর ব্যবহারে উহা একেবারে তিরোহিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহার কিছুদিন পর ঐ ব্যক্তির চক্ষুর খেত-মণ্ডলের প্রদাহ জন্মে। তখন পুনরায় কালী-মিউর সেবনে উহা সারিয়া গিয়াছিল।

Gonorrhoea—গনোরিয়া — প্রমেহ ।

মূত্র-পথের শ্লেষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহ (বেদনা ও ক্ষীততা সংযুক্ত অবস্থা)
 জন্মিয়া শ্রাব নিঃসৃত হইলে তাহাকে প্রমেহ বলে । প্রমেহ সংক্রামক রোগ ।
 স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই হইয়া থাকে । ঋতুমতী বা তীব্র প্রদরাদি শ্রাবশীলা
 স্ত্রীসংসর্গ, অতি মৈথুন, প্রমেহগ্রস্ত ব্যক্তির বস্ত্র পরিধান বা তাহার
 উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ ও প্রমেহগ্রস্ত ব্যক্তির সহিত সংসর্গ প্রভৃতি নানা কারণে এই
 রোগ জন্মিতে পারে । অপবিত্র সংসর্গের দুই হইতে সপ্তম দিবসের মধ্যে
 রোগের লক্ষণ প্রথম প্রকাশ পায় । প্রথমতঃ রোগী লিঙ্গমুণ্ডে একপ্রকার
 বিশেষ কণ্ঠুয়ন (চুলকানি) অনুভব করে । এই কণ্ঠুয়ন লিঙ্গোথানকালে
 বদ্ধিত হইয়া প্রকৃত বেদনারূপে প্রকাশ পায় । মূত্র ত্যাগকালে এই বেদনা
 অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং রোগের বর্দ্ধিতাবস্থায় প্রায় অসহ্য হইয়া উঠে । রোগ-
 লক্ষণ প্রথম প্রকাশের ২৩ দিন পর মূত্রনালী ক্ষীত, আরক্ত ও আর্দ্র হইয়া
 উঠে, রেতঃবাহিনীনাড়ীতে (Spermatic cord) যে নাড়ী-গুচ্ছ দ্বারা
 অণ্ডদ্বয় ঝুলায়মান থাকে) টনটনে ও আকর্ষণবৎ বেদনা জন্মে এবং মূত্র-
 ত্যাগের পর মূত্রপথে জ্বালা বোধ হয় । এই জ্বালা এবং মূত্রমার্গের ক্ষীততা
 ও আরক্ততা দিন দিনই বর্দ্ধিত হয় । মূত্রমার্গ হইতে পূষবৎ যে শ্রাব
 নিঃসৃত হয় তাহা প্রথমে স্বল্প, পাতলা, সাদা ও আঠা আঠা থাকে । উহা
 লাগিয়া মূত্র-পথ বৃদ্ধিয়া থাকে ও কাপড়ে দাগ লাগে । লিঙ্গমুণ্ড স্পর্শে
 ক্ষীত, উত্তপ্ত ও ব্যথিত বোধ হয় । রাত্রিতে নিদ্রিতাবস্থায় পুনঃ পুনঃ
 লিঙ্গোদগম হওয়ায় অত্যন্ত বেদনা জন্মে ও তজ্জন্ত নিদ্রার ব্যাঘাত হয় (এই
 লিঙ্গোচ্ছাসকে কড়ি বলে) । সাত দিবস পর শ্রাব অতিশয় বর্দ্ধিত, গাঢ়তর
 ও পীতভ-স্বেতবর্ণ ধারণ করে এবং মূত্রত্যাগ ও লিঙ্গোদগমকালে বেদনা
 চরম সীমায় উত্তীর্ণ হয় । এইরূপ বেদনা সমগ্র মূত্র-পথে অনুভূত হয় ।

মূত্র-পথের এই প্রকার প্রবল প্রদাহ জন্ত মূত্রনালী অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে ও মূত্রের দ্বারা বিভক্ত হইয়া প্রায়শঃই দ্বিধারে মূত্রস্রাব হয়। এই দ্বিভায়াবস্থা সাত হইতে চৌদ্দদিবসকাল বর্তমান থাকিতে পারে।

প্রাদাহিক লক্ষণ সকল হ্রাস পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে মূত্রত্যাগকালীন ও লিঙ্গোদগমকালীন যন্ত্রণা কমিতে থাকে, কখন কখন বা উহা একেবারেই থাকে না কিন্তু তখনও পুষ্পস্রাবের কিছুমাত্র বিরাম না জন্মিয়া ক্রমে শ্বেতাভ আঠা আঠা ও রজ্জ্ববৎ আকার ধারণ করে।

রোগের এই শেষোক্ত লক্ষণ সমূহ শীঘ্র শীঘ্র আরোগ্য প্রাপ্ত না হইয়া কিছুদিন থাকিয়া গেলে তখন ইহাকে লালামেহ বা গ্লাট (Gleet) কহে।

(চিকিৎসা)

কালী-মিউর ৩×।—ইহা প্রমেহের প্রধান ঔষধ। এই রোগ কালে অঙ্গ-বিশেষের ক্ষীণতা থাকিলে ইহা প্রায় অমোঘ। গাঢ়, শ্বেত, বা পীতভ শ্বেতবর্ণের পুষ নিঃসরণ। [লিঙ্গ টিপিয়া অভ্যন্তরস্থ পুষ বাহির করিয়া ফেলা একান্ত অসুচিত ; কেন না, ইহাতে প্রদাহ বৃদ্ধিপায় ও রোগারোগ্যে বিলম্ব ঘটে ; সকল প্রকার শারীরিক পরিশ্রম সর্বতোভাবে বর্জনীয়]।

ফিরম ফস।—প্রাদাহিক লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে অপর কোনও ব্যবস্থের ঔষধের সহিত পর্যায়ক্রমে দিবে।

কালী ফস।—লিঙ্গমুণ্ডের প্রদাহ ও ক্ষীণতায় এই ঔষধ আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক প্রযোজ্য। মূত্র-দ্বার দিয়া রক্তপাত।

ক্যাঙ্ক-সলফ।—রক্ত মিশ্রিত পুষ বা পুষবৎ স্রাব নিঃসৃত হইলে এই ঔষধ ব্যবস্থেয়।

নেট্রম-মিউর।—পুরাতন প্রমেহে স্বচ্ছ, জলবৎ স্রাব নিঃসরণ ; জলবৎ বিদাহী স্রাব, লালামেহ । প্রমেহের পুরাতন অবস্থায় জালা যন্ত্রণা ব্যতীত অল্প অল্প স্রাব নিঃসরণ ; (ইহাকে লালামেহ বা গ্রীট বলে) । এই অবস্থায় ক্যান্ড-ফস ও এই ঔষধ পর্যায়ক্রমে ব্যবস্থেয় । নাইট্রেট অব সিলভারের পিচকারী দেওয়া হইয়া থাকিলে ইহা তদোষ নিবারণ করিয়া থাকে ।

ক্যান্ড-ফস।—প্রমেহ সহকারে নিরন্তরতা । লালামেহে নেট্রম-মিউর সহ পর্যায়ক্রমে । স্বচ্ছ, আঠা আঠা, অণ্ডলালের দ্বায় স্রাব ।

নেট্রম সলফ।—পুরাতন প্রমেহে গাঢ়, পীতভ সবুজ বর্ণের স্রাব । প্রায় বেদনাহীনতা । ৩× ক্রম, প্রতি ঘণ্টায় প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার দর্শে । প্রস্টেট গ্রন্থির বিবৃদ্ধি । আঁচিল ।

কালী-সলফ।—আঠা আঠা, পীত সবুজাভ স্রাব । লালামেহ । পীতবর্ণ পৃথস্রাব ।

সিলিশিয়া।—দীর্ঘকাল স্থায়ী প্রমেহে গাঢ় দুর্গন্ধি পৃথস্রাব । সর্বদা শীত শীত অনুভব, এমন কি শ্রমকালেও লিঙ্গযুগের শৈথিল্যিক ঝিল্লীর প্রদাহ ।

নেট্রম ফস ৩× । হৃৎস্রাব তাঁহার পুস্তকের শেষসংস্করণে উল্লেখ করিয়াছেন যে এই রোগে ইহা সর্বপ্রধান ঔষধ । আমরাও এই রোগে পুনঃ পুনঃ ইহা ব্যবহার করিয়া এই বাক্যের সত্যতা উপলব্ধি করিয়াছি ।

(চিকিৎসিত রোগী)

(১) ৭০ বৎসর বয়স্ক একব্যক্তির মূত্রনালী হইতে ২ বৎসর যাবৎ অল্প ২ পরিষ্কার স্লেমা (mucus) নির্গত হইতেছিল । প্রস্রাব ত্যাগকালে ভয়ঙ্কর জ্বালাকর ও খোঁচাঝারার মত বেদনা হইত । ক্যালী-সলফ,

ক্যালী-মিউর এবং নেট্রম-মিউর প্রয়োগ করা হইয়াছিল, কিন্তু উহাতে কোন ফল হইয়াছিল না। অবশেষে বেদনার প্রকৃতি দেখিয়া ম্যাগ-ফস $৬\times$ ব্যবস্থা করা হয়। উহাতেই ১ মাসে রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

(২) একব্যক্তির ২ বৎসরের পুরাতন প্রমেহ ছিল। শ্রাব পরিষ্কার, স্বচ্ছ ও অবিদাহী (bland—অর্থাৎ এই শ্রাব কোথাও লাগিলে চুলকাইতনা বা ক্ষত ও জ্বালা জন্মিতনা) ছিল। এলোপ্যাথিকমতে Nitrate of Silver দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু উহাতে কোন উপকার দর্শিয়াছিল না। এই রোগীকে নেট্রম মিউর $২০০\times$ প্রতি রাত্রে এক এক মাত্রা করিয়া দেওয়া যায়। ৩ সপ্তাহেই শ্রাব একেবারে বন্ধ হইয়াছিল।

(৩) শ্রাবের পীতাভ-শ্বেতবর্ণ ও লিঙ্গমুণ্ডের-পিছনদিকে মুত্র-নালীর অভ্যন্তরে বেদনা লক্ষণে ক্যালী-মিউর $৩\times$ সেবন এবং ৮ আউন্স জলে ১ গ্রেণ পটাস্ পার মেঙ্গানেটের পিচকারী প্রদান করিয়া (প্রত্যহ ১ বার করিয়া) ডাঃ মেয়ার কতকগুলি প্রমেহের রোগী আরোগ্য করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা এইরূপ পিচকারী প্রদানের পক্ষপাতী নহি। ঠিক ঔষধ প্রযুক্ত হইলে কেবল আভ্যন্তরিক ঔষধ সেবনেই রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। লিঙ্গমুণ্ডে শ্রাব লাগিয়া না থাকে এজন্ত ঔষদ্ধৃষ্ণ জল দিয়া উহা বারবার ধুইয়া পরিষ্কার রাখিলেই যথেষ্ট।

Gout – গাউট, সন্ধিবাৎ ।

[ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধির বেদনাবিশিষ্ট এক প্রকার প্রাদাহিক পীড়া]

(চিকিৎসা)

নেট্রম-ফস ।—তরুণ ও পুরাতন সন্ধিবাতে প্রভূত অম্লগন্ধি ঘর্ম নিঃসৃত হইলে ইহা সুব্যবস্থায় ।

নেট্রম-সলফ ।—তরুণ রোগে ফিরম-ফস সহ পর্যায়ক্রমে । পুরাতন সন্ধিবাৎ । পদের সন্ধির তরুণ বা পুরাতন রোগ । ইহা এই রোগের প্রধান ঔষধ ।

(রুমোটিজম দ্রষ্টব্য) ।

Hæmoptysis – হিমাপ্টিসিস্, ফুসফুস হইতে রক্তস্রাব । (রক্তস্রাব দ্রষ্টব্য)

Headache – হেডেক্,

শিরঃপীড়া—মাথাধরা ।

শিরঃপীড়া অপর কোনও রোগের একটি লক্ষণ মাত্র । সাধারণতঃ নিম্নলিখিত কয়েক প্রকারের শিরঃপীড়া দেখা যায় । যথা :—(১) মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চয় জনিত (কঞ্জেষ্টিভ হেডেক্), (২) আমাশয়িক বা সবমন

শিরঃপীড়া (গ্যাস্ট্রিক হেডেক) (৩) গুল্মবায়ু জনিত শিরঃপীড়া (হিষ্টেরিক হেডেক), (৪) স্নায়বিক শিরঃপীড়া বা অর্ধ শিরঃশূল (হেমিক্রেনিয়া, নার্ভাস্ হেডেক), (৫) আমবাতিক শিরঃপীড়া (ক্রমেটিক হেডেক), (৬) সর্দিজনিত শিরঃপীড়া (কাটারেল হেডেক) এবং (৭) মনোবিকার জনিত শিরঃপীড়া (ইমোশনাল হেডেক) ।

চিকিৎসা।

কালী-ফস।—অতিরিক্ত মানসিক শক্তির পরিচালনা জনিত শিরঃপীড়া। মলিন, ক্রোধ প্রবণ ব্যক্তিদিগের শিরঃপীড়া। শিরঃপীড়ার আবেশের পর অতিশয় দুর্বলতা। ছাত্র ও ক্লান্ত ব্যক্তিদিগের শিরঃপীড়ায় পরিপাকের বিশৃঙ্খলা না থাকিলে। বাসি সরিষা গোলার ত্রায় কপিশাভ পীতবর্ণের লেপাবৃত জিহ্বা। দুর্গন্ধি-স্বাস-প্রশ্বাস। অতিশয় দুর্বলতা ও ক্লান্তি সহকারে মস্তক-পৃষ্ঠে বেদনা এবং গুরুত্ব (ফিরম-ফসের পরে)। স্নায়বীয় শিরঃপীড়া সহকারে চিন্তা করিতে অসমর্থতা, বলক্ষয় ও নিদ্রাহীনতা; সামান্য সঞ্চালনে উপশম। আশায়-প্রদেলে ক্লান্তি ও শূন্যতামুভব সহকারে শিরঃপীড়া ও তৎসহকারে পৈত্তিক লক্ষণের বিদ্যমানতা। শিরঃশূল সহকারে কর্ণে গুণ্ গুণ্ ও নানাপ্রকার স্নায়বিক লক্ষণের বিদ্যমানতা।

ফিরম-ফস।—মস্তকে রক্তের প্রধাবন বশতঃ শিরঃপীড়া। ঘৃষ্টবৎ, প্রচাপনবৎ বা চিড়িকমারাবৎ বেদনাবিশিষ্ট শিরঃপীড়া। সঞ্চালনে বা সম্মুখদিকে অবনত হইলে এই বেদনার বৃদ্ধি। মুখমণ্ডল ও চক্ষুর আরক্ততা। মস্তকে রক্তের প্রধাবন বশতঃ দপ্ দপ্ কর শিরঃপীড়া, শীতলতার উহার উপশম। শিরঃপীড়া সহকারে অপরিপাচিত ভুক্তদ্রব্য বমন। মস্তক-ত্বকে স্পর্শ সহ্য হয় না। সন্ধির প্রদাহ বা

বাত সহযোগে শিরঃপীড়া (পর্যায়ক্রমে নেট্রম্ সলফ) স্বেচ্ছাতাপের বা ঠাণ্ডা লাগিবার কুফলে উৎপন্ন মাথাধরা। শিরঃপীড়া সহকারে কোনও ঔষধের বিশেষত্ব জ্ঞাপক মলাবৃত্ত জিহ্বা থাকিলে পর্যায়ক্রমে সেই ঔষধ ব্যবহার করিবে।

কালী-মিউর।—যকৃতের ক্রিয়ার বিশৃঙ্খলা সহকারে মাথাধরা, পাংড়টে ঝেত লেপাবৃত্ত জিহ্বা। দুগ্ধের ত্রায় ঝেতবর্ণের প্লেগ্মা বমন বা কাসিয়া তুলিয়া ফেলা।

নেট্রম্-মিউর।—যকৃতের গুরুত্ব সহকারে প্রভূত অশ্রুস্রাব। নাসিকা ও চক্ষু হইতে জলবৎ স্রাব নিঃসরণ। প্রচুর লালাস্রাব ও তৎসহকারে কোষ্ঠকাঠিন্য। শিরাপীড়া সহকারে নিদ্রালুতা, অতৃপ্তিকর নিদ্রা, জলবৎ স্বচ্ছ পদার্থ বমন। যৌবনোন্মুখ বালিকাদিগের অথবা এই ঔষধের পূর্বোক্ত প্রকার বিশেষত্ব জ্ঞাপক লক্ষণ সংযুক্ত অনিয়মিত ঋতুকালীন শিরঃপীড়া। প্রাতঃকালীন শিরঃপীড়া, স্বেচ্ছাদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই বেদনার ক্রমে ক্রমে হ্রাস প্রাপ্তি।

কালী-সলফ।—উত্তপ্ত গৃহে বা সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি, ও শীতল বিমুক্ত বায়ুতে উপশম প্রাপ্ত হয় এরূপ শিরঃপীড়া।

ম্যাগ্নেশিয়া ফস।—বন্ধকরণের ত্রায়, হলবেধবৎ, তিরবিদ্ধবৎ অথবা খোঁচা মারার ত্রায় বেদনাবিশিষ্ট শিরঃশূল। এই প্রকার বেদনা থাকিয়া থাকিয়া উঠে। উত্তাপে উপশমিত ও শীতলতায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এরূপ শিরঃপীড়া। আমবাতিক শিরঃপীড়া। স্নায়বিক শিরঃপীড়া সহকারে চক্ষুর সম্মুখে স্মুলিজ দর্শন। আক্কেপিক বেদনা সহকারে শিরঃপীড়া, শীতল বাতাসে উহার বৃদ্ধি।

ক্যাঙ্ক-ফস।—মস্তকে শীতলতামুভব এবং স্পর্শেও উহার শীতলতা সংযুক্ত শিরঃপীড়া (পর্যায়ক্রমে ফিরম ফস)। শীতল বা উষ্ণ বাহ্য প্রয়োগে এই প্রকার বেদনার বৃদ্ধি। মস্তকে অবশতা ও শীতল স্নড় স্নড় সংযুক্ত শিরঃপীড়া। মস্তকের স্নায়ুশূলে ম্যাগ্নেশিয়া-ফস বিফল হইলে ইহা প্রয়োগ করিবে। প্রাপ্ত যৌবনাদিগের শিরঃপীড়া।

নেট্রম-সলফ।—পিত্ত বমন, মুখের তিক্তাস্বাদ, সবুজাভ কটাবর্ণের লেপাবৃত জিহ্বা প্রভৃতি পৈত্তিক লক্ষণসংযুক্ত শিরঃপীড়া। শিরঃপীড়া সহকারে উদর বেদনা ও পৈত্তিক মলশ্রাববিশিষ্ট অতিসার, শিরোঘূর্ণন, মস্তকে গুরুত্ব। মস্তকশিখরে বা মস্তিষ্কের ভূমিদেশে প্রবল বেদনা।

নেট্রম-ফস।—গাঢ়, অল্প দৃষ্ণ গ্রহণের পরবর্তী শিরঃপীড়া। প্রাতে নিদ্রা হইতে উঠিবার পরই মস্তক-শিখরে বেদনা ও তৎসহ জিহ্বার পশ্চাত্তাগে ও উপর তালুতে সরের গ্রায় পীতবর্ণের লেপ। অল্প ঢেকুর বা অল্প, জলবৎ স্বচ্ছ পদার্থ বমন। কপালে বা মস্তকপৃষ্ঠে বেদনা বিশিষ্ট শিরঃপীড়া। মস্তকে অতিশয় পূর্ণতামুভব। ফিরম-ফসের পর ব্যবহার্য।

সিলিশিয়া।—মস্তকত্বকে মটরের গ্রায় আকার বিশিষ্ট পীড়কা বা গুটিকা সহযোগে শিরঃপীড়া।

চিকিৎসিত রোগী

(১) জনৈক ৫৫ বৎসর বয়স্কা রমণীর এরূপ তীব্র রক্ত করণের গ্রায় বেদনা বিশিষ্ট শিরঃপীড়া জন্মিয়াছিল যে, তাহাতে সে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল। সে বলিত যে তাহার মস্তিষ্ক বিদীর্ণ হইয়াছে এবং যেন চক্ষুর ভিতরদিয়া উহা বাহির হইতেছে। এক প্রকার পীতভ-কটা (Yellowish brown) পদার্থও তাহার চক্ষু হইতে ক্ষরিত হইতেছিল। কালী-ফস ৩× একমাত্রা দেওয়ার ম্যাজিকের গ্রায় ফল দর্শে। উহার ২ ঘণ্টা পর

আর একমাত্রা দেওয়ায় বেদনা সম্পূর্ণরূপে উপশমিত হয়। ইহার প্রায় ২ সপ্তাহ পর রোগিণীর এরূপ ব্যথা পুনঃ প্রকাশিত হয় কিন্তু এবার বেদনার তীব্রতা তত উগ্র ছিলনা। এখন আবার কালী ফস ৬× একমাত্রা দেওয়া হয়। ঔষধ সেবন করার কিছুক্ষণ পর রোগিণী বলেন যে “এবার তাঁহাকে পূর্বের ঔষধ নিশ্চয়ই দেওয়া হয় নাই। কেননা এবারকার ঔষধের ফল প্রায় অনুভবযোগ্যই নহে।” ইহা শুনিয়া অমনি কালী-ফল ৩× একমাত্রা দেওয়া হয়। রোগিণী তৎক্ষণাৎ উপশম বোধ করেন। ইহা হইতে এই শিক্ষা লাভ হইল যে, উচ্চতর বা উচ্চতম-শক্তির ঔষধই যে বেশী কার্যকরী তাহা নহে, বিশেষ বিশেষ ষাতুর রোগীর পক্ষে বিভিন্ন ক্রম উপযোগী হইয়া থাকে।

(২) ১৬ বৎসর বয়স্কা এক যুবতীর মধ্যে মধ্যে মাথা ধরিত। শিরঃপীড়া উপস্থিত হইবার পূর্বে পাকস্থলী-প্রদেশে জ্বালাকর বেদনা, মুখে তিক্তাস্বাদ ও দুর্বলতা অনুভব হইত। এই সব পূর্ববর্তী লক্ষণ সাধারণতঃ রাত্রে বা প্রাতে প্রকাশ পাইত। শিরঃপীড়ার ভোগকালে রোগিণী কোন প্রকার কাজ কর্মই করিতে সমর্থ হইত না। রোগের ভোগকালে কিছু পিত্ত বমন হইয়া পড়িলে তবে যাতনার শাস্তি জন্মিতে থাকিত। নেট্রম-সলফ পুনঃ পুনঃ জলের সহিত মিশাইয়া কয়েকদিন সেবন করাইলে রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছিল।

(১) এক যুবতীর প্রতি মাসিক ঋতুকালেই ঋতুর দ্বিতীয় দিনে এক প্রকার ভেদনবৎ বেদনা বিশিষ্ট স্নায়বিক শিরঃপীড়া উপস্থিত হইত। মাথা-ধরার সময় তাঁহার কোন প্রকার শব্দ (গোলমাল) সহ হইতনা। কালী-ফস ব্যবস্থা করা হয়। ঔষধ সেবনের অব্যবহিত পরই প্রভূত পরিমাণ ঋতুস্রাব হইয়া মস্তকের যাতনার উপশম জন্মে।

(৫) ডাঃ Hawkins যখন কলেজে অধ্যয়ন করিতেন তখন প্রায়ই

তাঁহার শিরঃপীড়া জন্মিত। পৈত্তিক গোলযোগ এবং অতিরিক্ত অধ্যয়নই তাঁহার রোগের কারণ ছিল। বেদনার স্নায়ুশুলের স্ত্রায় প্রকৃতি ছিল এবং রোগের ভোগ কালে কর্ণে নানা প্রকার শব্দ শ্রুত হইত, দৃষ্টি দৌর্বল্য জন্মিত, চক্ষুর সম্মুখে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দু দৃষ্ট হইত, কোন বিষয়ে স্থিররূপে মনঃসংযোগ করিতে পারিতেন না, সকলই এলোমেলো বোধ হইত; এতদ্ব্যতীত জিহ্বায় পীতাভ পিঙ্গল বর্ণের লেপ ও মুখের বিষাদ ছিল। কালী-ফস ও ঘণ্টাস্তর সেবনের ব্যবস্থা করা হয়। ঔষধ সেবনের পর তইতেই বিশেষ উপশম বোধ করিতে থাকেন।

Heart affections— হার্ট ম্যাফেক্‌সনস্

হৃৎপিণ্ডের রোগ।

চিকিৎসা।

কালী-ফস।—হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াবিকারজনিত সবিরাম দপ্ দপ্। স্নায়বীয়তা, দুর্বলতা ও সহজে উত্তেজনশীলতাসংযুক্ত হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার সবিরামতা। আমবাতিক জরের পর হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার দুর্বলতা ও দপ্ দপ্। সকল প্রকার ক্ষয়কর জরের পরবর্তী দুর্বলতায় ও নাড়ীর ক্ষীণতায় ইহা আর্সেনিক বা ডিজিটেলিসের সমকক্ষ। হৃৎপিণ্ডের দপ্ দপ্ সহকারে অস্থিরতা, বিষণ্ণতা, নিদ্রাহীনতা ও স্নায়ুশুলের অবসাদ। যে কোন কারণে সমুৎপন্ন মুর্ছায় ইহা অতিশয় উপকারী।

ফিরম-ফস।—হৃৎপিণ্ডের বা রক্তবহানাড়ীর প্রসারণে এই রোগের প্রধান ঔষধ ক্যাক-ক্লোরের সহিত পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্য। হৃৎপিণ্ডের দপ্ দপ্ কালী ফস সচ পর্যায়ক্রমে।

ক্যাল্ক-ফোর।—হৃৎপিণ্ডের রক্তবহানাড়ীর প্রসারণ। ফিরম-ফস সহ পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্য। হৃৎপিণ্ডে প্রভূত রক্তের প্রধাবন বশতঃ দুর্বলতা।

কালী-মিউর।—শিরা বা ধমনীতে রক্ত সংযত হইবার আশঙ্কা (ফিরম-ফস সহ পর্যায়ক্রমে)। হৃৎপিণ্ডে রক্তের অতিশয় প্রধাবন বশতঃ উহার দপ্ দপ্ ও দুর্বলতা। হৃৎপিণ্ডের অস্বাভাবিক বিবর্জন (পর্যায়ক্রমে ক্যাল্ক-ফোর)।

ক্যাল্ক ফস।—হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার দুর্বলতায় অপর ব্যবস্থের ঔষধের সহিত মধ্যে মধ্যে দেওয়া কর্তব্য।

কালী-সলফ।—দ্রুত নাড়ী, তৎসহ কট্যস্থির শিখর-দেশে ধীর দপ দপকর ও খননবৎ বেদনা। কথা বলিতে অনিচ্ছা ও পাত্তুর মুখমণ্ডল (পর্যায়ক্রমে ফির-ফস)।

ম্যাগ্নেশিয়া-ফস।—হৃৎপিণ্ডের আক্কেপিকা দপ্ দপ্। হৃৎপিণ্ডে বা হৃৎপ্রদেশে তীব্র, তীব্রবিদ্ধবৎ বা খোঁচা মারার গ্ৰাঘ বেদনা।

নেট্রম-মিউর।—রক্তহীন ব্যক্তিদিগের হৃৎপিণ্ডের দপ দপ, জলবৎ পাতলা রক্ত, শোথ ইত্যাদি।

Hæmorrhage—হেমারেজ, রক্তস্রাব।

(চিকিৎসা)

ফির-ফস।—শরীরের যে কোন স্থানের রক্তস্রাবে রক্তের উজ্জল লোহিত বর্ণ থাকিলে এবং সেই রক্ত শীঘ্র শীঘ্র জমাট হইলে ইহা প্রধান ঔষধ। যে কোন কারণে নাসিকা হইতে রক্তপাত হইলে ইহা ব্যবস্থেয়। যেখানে বাহ্য প্রয়োগ সম্ভবপর সেখানে বাহ্যিক প্রয়োগ অতিশয় উপকারী। রক্তস্রাবী শিরার উপর এই ঔষধের চূর্ণ ছড়াইয়া দিতে হয়। ফুসফুস হইতে রক্তস্রাব। উজ্জল লোহিত রক্ত বমন। নাসিকা হইতে রক্তস্রাব-প্রবণতা, বিশেষতঃ নিরক্ত ব্যক্তিদিগের (ক্যাক্স-ফস এবং কালী-ফস সহ পর্যায়ক্রমে)।

কালী-ফস।—দুর্বল প্রকৃতির লোকদিগের দৌর্বল্য নিবন্ধন রক্তস্রাব। পাতলা, কৃষ্ণাভ লোহিত রক্তস্রাব। এই রক্ত সংযত হয় না। রক্তহীন ব্যক্তিদিগের রক্তস্রাবপ্রবণতা (পর্যায়ক্রমে ফির-ফস ও ক্যাক্স-ফস)। পচা রক্তস্রাব। জরায়ুর রক্তস্রাব।

কালী-মিউর।—মলিন, কৃষ্ণ বা সংযত রক্তস্রাব।

নেট্র-ম-মিউর।—পাতলা, মলিন-লোহিত, জলবৎ রক্তস্রাব। এই রক্ত সহজে জমাট হয় না।

ক্যাক্স-ফ্লোর।—জরায়ুর রক্তস্রাবে কালী-ফস সহ পর্যায়ক্রমে।

Hemorrhoids—হেমরয়েড্‌স, রক্তস্রাবী অর্শ।

এই রোগে গুহদ্বারের পার্শ্বের বা ভিতরের শিরাগুলি স্ফীত হইয়া বর্ধিত হয়। এই বর্ধিত শিরাগুলিকে অর্শের ‘বলি’ বলে। বলি মলদ্বারের ভিতরে থাকিলে “অন্তর্রলি” ও বাহিরে থাকিলে “বহিঃরলি” বলে। অন্তর্রলি হইতে সচরাচর রক্তস্রাব হইয়া থাকে। আর এক প্রকার বলি আছে তাহা হইতে রক্তস্রাব হয় না, তাহাকে “অন্ধবলি” বা ব্লাইণ্ড পাইলস্ বলে। এই রোগে গুহদ্বারে চোঁচ ফুটার স্থায় বেদনা, জ্বালা, বারংবার মলত্যাগের ইচ্ছা, কোষ্ঠবদ্ধ প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকে। কোষ্ঠ পরিক্ষার থাকিলে রোগী অনেকটা ভাল থাকে। সুতরাং যাহাতে রোগীর কোষ্ঠ পরিক্ষার থাকে সেইরূপ পথ্যাপথ্য ও ঔষধ ব্যবস্থা করা কর্তব্য।

(চিকিৎসা)

ক্যান্স ফ্লোর।—ইহা এই রোগের সর্বপ্রধান ঔষধ। রক্তের বর্ণ ও জিহ্বার লেপ দৃষ্টে অপর যে ঔষধ ব্যবহৃত হয় তাহার সহিত পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্য। মশুকে রক্তের প্রধাবন সহকারে অর্শ হইতে রক্ত স্রাব। আভ্যন্তরিক বলি বিশিষ্ট, অথবা কটবেদনা সংযুক্ত অস্রাবী অর্শ। জিহ্বার বর্ণও দ্রষ্টব্য। পুরাতন কোষ্ঠকাঠিন্য সংযুক্ত অর্শ। এই ঔষধ ভেনিলিনের সহিত মিশ্রিত করিয়া বাহ্য প্রয়োগও উপকারী।

ফিরম-ফস।—উজ্জল লোহিত ও সহজে জমাট হয় এরূপ রক্তস্রাবী অর্শ। এই ঔষধ স্থানিক প্রয়োগ করিলে প্রদাহ ও বেদনায় বিশেষ উপকার হয়।

কালী-মিউর।—গাঢ়, মলিন রক্তশ্রাবী অর্শে ক্যাক্স-ফ্লোরের সহিত পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্য।

কালী-সলফ।—জিহ্বায় আঠা আঠা পীতবর্ণের লেপ থাকিলে প্রায়শঃই ক্যাক্স-ফ্লোরের সহিত পর্যায়ক্রমে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

নেট্রম সলফ।—নিম্নোদরে উত্তাপ ও পৈত্তিক লক্ষণ বিশিষ্ট অর্শ। জিহ্বার বর্ণ দ্রষ্টব্য। ক্যাক্স-ফ্লোরের সহিত পর্যায়ক্রমে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ক্যাক্স-ফস।—রক্তহীন ব্যক্তিদিগের রোগে অন্তর্কর্ত্তী ঔষধ স্বরূপ ব্যবহৃত হয়।

নেট্রম-মিউর।—অল্প-লক্ষণের সহিত মিলিলে ক্যাক্স-ফ্লোরের সহিত পর্যায়ক্রমে ব্যবহৃত হয়। শুষ্ক, কঠিন ও কষ্টে নিঃসারিত মল ; মুখে প্রভূত লালা সঞ্চয়।

ম্যাগ্নেশিয়া-ফস।—বাহ্যবলিবিশিষ্ট অর্শে কর্ত্তনবৎ, খোঁচামারার ছায়া বা বিছাতের ছায়া তীব্র চিড়িকমারা বেদনা।

পথ্যাপথ্য।—এই রোগে কফি, চা মরিচাদি উত্তেজক দ্রব্য; গুরুপাক দ্রব্য, সুরা, অধিক মৎস্ত, মাংস, দধি, মাসকলাই, লাউ, পুঁইশাক ও অখারোহণ পরিত্যজ্য। পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, পটোল, ওল মাখন, ঘোল, রসুন, এলাচি, আমরুল, আমলকী প্রভৃতি সুপথ্য। আহাৰাস্তে বীৰাসনে উপবেশন করিলে এই রোগের বিশেষ উপশম জন্মে।

(চিকিৎসিত রোগী)

(১) এক ব্যক্তির বাহ্যবলি বিশিষ্ট অর্শ ক্যাক্স-ফ্লোর ৩x প্রতি রাত্রে এক এক মাত্রা সেবনে আরোগ্য হইয়াছিল। এই রোগী পূর্বে বহু প্রকার ঔষধ স্থানিক প্রয়োগ করিয়া কোনই ফল পাইয়াছিলনা।

(২) যদিও রক্তে ক্যাঙ্ক-ফ্লোরের অভাব বশতঃই এই রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে তথাপি যেখানেই রক্তশ্রাবী অর্শের শ্রাবিত রক্ত কৃষ্ণ বর্ণ ও গাঢ় (thick) দৃষ্ট হইয়াছে সেই সব স্থলে ক্যাঙ্ক-ফ্লোরের সহিত পর্যায়ক্রমে কালী-মিউর প্রয়োগ করিয়া অতি উত্তম ফল পাওয়া গিয়াছে।

(৩) ২৮ বৎসর বয়স্ক এক ব্যক্তি কয়েক বৎসর ধাবৎ রক্তশ্রাবী অর্শে ভুগিতে থাকেন। এই রোগের সহিত তাহার পুরাতন কোষ্ঠকাঠিন্য রোগও বর্তমান ছিল। বাহ্যি করিবার সময় অতিশয় কুণ্ঠিতে হইত, মস্তকে ভার বোধ (মস্তকে রক্তের প্রধানন জন্ত) এবং সময় সময় উত্তাপা-মুভব এবং জিহ্বায় কটাভ-খেত বর্ণের লেপ ছিল। ক্যাঙ্ক-ফ্লোর ৩× এবং কালী-মিউর ৬× পর্যায়ক্রমে ৪ ঘণ্টান্তর ব্যবহার করায় এবং পথ্যাদির প্রতি বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করায় কয়েক সপ্তাহ মধ্যেই রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়, আর রোগের প্রবৃত্তি জন্মে নাই। পূর্বোক্ত ঔষধ সেবন কালে অর্ধ আউন্স ক্যাঙ্ক-ফ্লোর ২× এর সহিত ২ আউন্স ভেসিলিন মিশ্রিত করিয়া মলম প্রস্তুত করিয়া গুহ্যদ্বারে স্থানিক প্রয়োগ করাও হইয়াছিল। এই প্রকার মলম ব্যবহারে আভ্যন্তরিক ঔষধের ক্রিয়ার অনেক সাহায্য হইয়া থাকে।

Hiccough — হিকঃফ—হিক্কা।

ডায়াফ্রাম বা বস্ফোদর-ব্যবচ্ছেদক পেশীর দ্বায়ুর উপদাহ (ইরিটেশন) বশতঃ ডায়াফ্রাম ও গ্লটিস (glottis) যুগপৎ আক্রান্ত হইয়া হিক্কা উপস্থিত হইয়া থাকে। হিক্কা অতিশয় দুর্দম্য ও বিপজ্জনক উপসর্গ। এলোপ্যাথিক মতে চিকিৎসিত রোগীদিগের মধ্যেই অধিকাংশ সময় হিক্কা দেখা যায়।

(চিকিৎসা)

ম্যাগ্নেশিয়া ফস।—ইহা এই রোগের প্রধান ঔষধ। গরম জলে গুলিয়া ঘন ঘন খাওয়াইলে শীঘ্র শীঘ্র ইহার ক্রিয়া দর্শে !

নেট্রম মিউর।—কুইনাইনের অপব্যবহার জনিত হিকায় ইহা সবিশেষ উপকারী।

মন্তব্য।—মাথায় জলপটি দিলে এবং বরফের জল, মুড়ি ভিজান জল, ডাবের জল, তাল শাঁসের জল, চুণের জল প্রভৃতি খাইতে দিলেও অনেক সময় হিকা নিবারিত হয়।

চিকিৎসিত রোগী।

(১) ডাঃ বাণে ট কুইনাইন অপসেবনের ফলে উৎপন্ন এক ব্যক্তির বহুদিনের পুরাতন হিকা নেট্রম-মিউর প্রয়োগে আরোগ্য করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। এই রোগী যখনই কুইনাইন খাইত তাহার পরই তাহার হিকা উপস্থিত হইত। কুইনাইন প্রয়োগের কুফলে উৎপন্ন রোগে আমরাও ইহা প্রয়োগ করিয়া বহু স্থলে উপকার পাইয়াছি।

(২) এক ব্যক্তির টাইফয়েড জরের ভোগকালে প্রবল ও হৃদ্য হিকা জন্মে। কোন ঔষধেই কিছু ফল না দিলে অবশেষে ম্যাগ-ফস প্রয়োগ করা হয়। ঔষধ সেবনের পর ১ ঘণ্টার মধ্যেই অনেক উপশম জন্মে। পরে এই ঔষধ আরও ব্যবহার করায় উহা সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হয়।

Hipjoint Disease — হিপজয়েন্ট ডিজিজ

উরুসন্ধির রোগ ।

(চিকিৎসা)

ফিরম-ফস ।—উরুসন্ধির রোগে জ্বর, দপদপকর বেদনা ও প্রদাহ বিদ্যমান থাকিলে প্রথমাবস্থায় ব্যবহৃত হয় । স্থানিকও ব্যবহার্য ।

কালী মিউর ।—দ্বিতীয় অবস্থায়, স্ফীততা অবশিষ্ট থাকিলে পুষ জন্মিবার পূর্বে ।

সিলিশিয়া ।—পুষ্যাব নিয়মিত বা নিবারণ করিবার নিমিত্ত বা শুকাইবার জন্য প্রযোজ্য । ইহা প্রয়োগ করিলে অস্থি আক্রান্ত হইতেই পারে না ।

ক্যাঙ্ক-সলফ ।—পুষ্যাব হইতে থাকিলে ফিরম-ফসের সহিত পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করিলে শীঘ্র শীঘ্র ক্ষত শুকাইয়া যায় ।

Hoarseness — হোস'নেস্ ।

স্বরভঙ্গ ।

স্বরযন্ত্রের পেশীর পক্ষাঘাত বশতঃ স্বরভঙ্গ জন্মিয়া থাকে । গুল্মবায়ু শারীরিক দুর্বলতা, অর্কুদাদির চাপ, ঠাণ্ডালাগা এবং স্বর-যন্ত্রের অতিচালনা, যথা সঙ্গীত ও বক্তৃতাতির ফলেও স্বরভঙ্গ জন্মিয়া থাকে ।

• (চিকিৎসা)

ফিরম ফস ।—বক্তা ও গায়কদিগের গলা-বেদনা সংযুক্ত স্বরভঙ্গ ।
স্বরনাশ ।

কালী মিউর।—ঠাণ্ডা লাগার দরুণ স্বরভঙ্গ বা স্বরনাশ। এই ঔষধে উপকার না দর্শিলে কালী-সলফের সহিত পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য।

কালী-ফস।—হ্রস্বলতা ও স্নায়বিক অবসাদ থাকিলে ফিরম-ফসের পর ব্যবহার্য্য।

কালী-সলফ।—কালী-মিউর ব্যবহারে কোন উপকার না দর্শিলে ইহাতে উপকার হইতে পারে।

Hydrocele — হাইড্রোসিল-কুরণ।

অণ্ডকোষের পর্দার ভিতরে জল সঞ্চিত হইলে তাহাকে কুরণ বলে। এই রোগে অণ্ডকোষের সেলুলার টিস্যুর বিবৃদ্ধি বশতঃ অণ্ডের অত্যন্ত স্ফীততা জন্মিয়া থাকে। রসবহা-নালী ও রসবহা-গ্রন্থি (Lymphatic vessels and lymphatic gland) সমূহের প্রদাহ বশতঃ উহাদের মুখ বন্ধ হইয়া গেলে ক্রমাগতঃ রসসঞ্চয় বশতঃ ঐ সকল স্ফীত হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। ইহার ফলে তত্রত্য পেশীসমূহ ক্রমশঃ শীর্ণ এবং রক্তবহানালী ও স্নায়ুসকল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। সাধারণতঃ অমাবস্তা ও পূর্ণিমার প্রাকালে এই স্ফীততা বিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

(চিকিৎসা)

নেট্রম-মিউর।—পর্দার ভিতর জলসঞ্চয় বিশিষ্ট কুরণ।

নেট্রম-সলফ।—বিসর্পের আকার ধারণ করিলে নেট্রম-মিউর সহ পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য।

ক্যান্স-ফস।—অন্ত ঔষধের সহিত অন্তর্বর্তী ঔষধ স্বরূপ বা নেট্রম-মিউর বিফল হইলে। শিরাসকল প্রসারিত হইয়া পড়িলে ইহা অতিশয় উপযোগী।

ক্যান্স ফ্লোর।—ইহা প্রয়োগ করিলে অণ্ডের শিথিলতা দূর হয় ও সঞ্চিত জল নিঃসারিত হয়।

সিলিশিয়া।—স্কফিউলা ধাতুর ব্যক্তিদিগের এবং অসম্যক পরিপোষিত বালক দিগের রোগে অন্তর্বর্তী ঔষধরূপে ব্যবহার্য। ইহা এই রোগের প্রধান ঔষধ। অমাবস্তা ও পূর্ণিমার প্রাক্কালে বৃদ্ধি। কালী মিউরের সহিত পর্যায়ক্রমে।

মন্তব্য।—ব্যবস্থেয় ঔষধ দৈর্ঘ্য সহকারে কিছু বেশী দিন (৩৪ মাস) ব্যবহার করা কর্তব্য।

(চিকিৎসিত রোগী)

(১) সিলিশিয়া ২০০ X ব্যবহার করায় একটা ৪ দিনের শিশুর বাম অণ্ডের এবং আর এক ৪ বৎসর বয়স্ক শিশুর দক্ষিণ দিকের কুরণ্ড আরোগ্য হইয়াছিল।

(২) আর এক ব্যক্তির দক্ষ জন্মিয়াছিল। উহার জন্ম সিলিশিয়া ব্যবস্থা করা হয়। এই ব্যক্তির ৪ বৎসরের পুরাতন হাইড্রোসিলও ছিল। দক্ষর জন্ম পূর্বোক্ত সিলিশিয়া সেবনের পর দেখা গেল তাহার হাইড্রোসিল-টীও কমিয়া অণ্ড স্বাভাবিক আকার প্রাপ্ত হইয়াছে।

Hysteria—হিস্টিরিয়া—গুন্মবায়ু, মূর্ছা বায়ু।

এই রোগে গলার ভিতর দিয়া গোলার ভায় কিছু উঠিতেছে রোগীর একরূপ বোধ হয় বলিয়া ইহাকে গুন্মবায়ু বলে। ইহা স্নায়ুমণ্ডলী বা নার্ভাস সিস্টেমের ক্রিয়া-বিকার জনিত একপ্রকার রোগ। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোক দিগের এই রোগ অধিক জন্মে। এই রোগের আবেশ উপস্থিত হইলে রোগী চিৎকার পূর্বক অচেতনের ভায় মাটিতে পড়িয়া যায়। ভাল করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে রোগীর সম্পূর্ণ অচেতন জন্মে নাই। অপস্মার অর্থাৎ মৃগী রোগের ভায় এই রোগে মুখমণ্ডলের বিকৃতি জন্মে না, চক্ষু বিকসিত অর্থাৎ খোলা থাকে না এবং চক্ষুর তারা প্রসারিত থাকে না। কিন্তু চক্ষুর পাতার স্পন্দন লক্ষিত হয় এবং চক্ষু উর্দ্ধে উত্থিত হয়। শ্বাসে শব্দ হয়, শ্বাসের অসমতা থাকে, কিন্তু শ্বাসরোধের সম্ভাবনা থাকে না। রোগীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আক্ৰিষ্ট হয় এবং সে একবার হাসে ও একবার কাঁদে। সাধারণতঃ রোগের আবেশের পর প্রচুর পরিমাণ মুত্রনিঃসৃত হইয়া থাকে। মৃগী রোগে রোগের আবেশের পর রোগীর বেশ নিদ্রা জন্মে কিন্তু এই রোগে তাহা হয় না।

(চিকিৎসা)

কালী-ফস।—ইহা এই রোগের সর্বপ্রধান ঔষধ। ইহাৎ মনো-বিকার বশতঃ রোগোৎপত্তি। স্নায়বিক প্রকৃতির ব্যক্তিদিগের রোগ। উচ্চ হস্ত বা ক্রন্দন। কণ্ঠ বাহিয়া একটা গোলা উঠিতেছে রোগীর একরূপ অনুভব। আক্কেপিক লক্ষণের বিত্তমানে ম্যাগ-ফস সহ ব্যবহার্য।

নেট্র-ম-মিউর।—বিষগতা ও অনিয়মিত স্বভাব সংযুক্ত রোগ। কালী-ফসের সহিত পর্যায়ক্রমে।

(চিকিৎসিত রোগী)

(১) ১৬ বৎসর বয়স্কা এক যুবতীর ১৩ বৎসর বয়ঃক্রম কালে একবার মাত্র ঋতু শ্রাব হইয়াছিল, উহার পর তাহার আর ঋতু শ্রাব হয় নাই। রোগিণীর চিকিৎসার্থ আমাকে আহ্বান করার ৩ মাস পূৰ্ব্বে পর্য্যন্ত তাহার স্বাস্থ্যের কোনও ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইয়াছিল না, তাহার শরীর বেশ দৃষ্টপূষ্টই ছিল। উহার পর হইতেই তাহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতে আরম্ভ হয়। এখন হইতে তাহার শরীর শাণ, মুখমণ্ডলের পাণ্ডুরতা, শারীরিক দৌৰ্বল্য ও পাকস্থলীর ক্রিয়ায় বৈষম্য জন্মে। যখন আমি তাহাকে প্রথম দেখি, তখন তাহার খাদ্যদ্রব্য পাকস্থলীতে ধারণের ক্ষমতা পৰ্য্যন্ত ছিলনা; যখনই খাইত, তখনই উহা বমি হইয়া উঠিয়া পড়িত। সামান্য কিছু আহাৰ করিবামাত্রই পাকস্থলীতে ভয়ঙ্কর বেদনা জন্মিত। সময় সময় এই বেদনা এত অধিক হইত যে, তখন তাহার হিষ্টিরিয়ার জ্বায়ে আক্ষেপ অর্থাৎ খিচুনি উপস্থিত হইত। তাহার জিহ্বায় ঈষৎ শ্বেতাভ লেপ, কোষ্ঠকাঠিঁয়া, উদরের বায়ুসঞ্চয় জনিত ফাঁততা ও যৎসামান্য প্রচাপনেও অতিশয় ব্যথিততা লক্ষণ বিদ্যমান ছিল। জ্বর ছিলনা, কিন্তু পিপাসা অধিক ছিল। ভুক্তদ্রব্যের জ্বায়ে পানীয়ও পাকস্থলীতে নাগিবামাত্র বমি হইয়া উঠিয়া পড়িত। রোগিণীকে প্রথম দেখিয়া তাহার রোগ (nervous dyspepsia) বা স্নায়বিক অগ্নিমান্দ্য বলিয়া ধারণা জন্মে কিন্তু শেষে জানা গেল যে ইহা স্পষ্ট হিষ্টিরিয়া। যখনই এই রোগিণীর মনের বিরুদ্ধে কোন কাজ করা যাইত বা কোন কথা বলা হইত তখনই তাহার “ফিট” উঠিত, কিন্তু তখনই যদি বলা হইত যে আবার যদি তাহার “ফিট” উঠে তবে তাহাকে ঠাণ্ডা জলের ভিতর ডুবাইয়া রাখা হইবে, তখন আর তাহার ফিটের আবেশ হইত না। এই রোগিণীকে প্রথম ১ সপ্তাহ ফিরম-ফস ১২ × দেওয়া যায়, তাহাতে পাকস্থলীর সকল লক্ষণ বিদূরিত হয় এবং পরে ২ সপ্তাহ কালী-ফস ১২ × দেওয়ায় সকল উপদ্রবেরই

শাস্তি জন্মে । ইহার ২ মাস পর হইতেই রোগিণীর স্বাভাবিকরূপ রজস্রাব হইতে থাকে ও তাহার শারীরিক অবস্থারও উৎকর্ষ জন্মে ।

(২) ৫০ বৎসর বয়স্ক জৈনিক ক্ষীণকায়্য শ্রামবর্ণা রমণী বহু বৎসর যাবৎ স্নায়বিক রোগে ভুগিতেছিলেন । সামান্য ক্রোধোদীপক কারণেই তাঁহার হিষ্টিরিয়ার ত্র্যয় ফিটের আবেশ জন্মিত । সময় সময় মূত্রাশয়ের পেশীর আক্ষেপ (spasm) জন্মিত তাঁহার মূত্রস্তম্ভও জন্মিত ; এজন্ম ক্যাথিটার ব্যবহার করিতে হইত । একদিন রোগিণী চিকিৎসককে বলেন যে, তিনি (রোগিণী) যখন ক্যাথিটার ব্যবহার করিতেছিলেন তখন উহার অগ্রভাগ ভাঙ্গিয়া মূত্রাশয়ের ভিতর রহিয়া গিয়াছে এবং এপর্যন্ত উহা ঐ অবস্থায়ই আছে । ইহা শুনিয়া চিকিৎসক মূত্রনালীর অভ্যন্তরে অঙ্গুলী প্রবেশ করিয়া উহা বাস্তবিকই আছে দেখিতে পাইলেন । এই সময় মূত্রাশয় মূত্রে পূর্ণ ছিল । তখন বেদনার অতিশয় তীব্রতা দেখিয়া রোগিণীকে স্পর্শজ্ঞান বিলোপক ঔষধ ব্যবহার করিতে চিকিৎসক উপদেশ দিলেন কিন্তু রোগিণী তাহাতে সম্মত হইলেন না । সেই দিন সন্ধ্যার সময় (ভগ্ন ক্যাথিটার বাহির করিবার ৬ ঘণ্টা পর) রোগিণীর ব্যথা এত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, উহা সহ্য করিতে না পারিয়া রোগিণী চিকিৎসককে পুনরায় ডাকিয়া পাঠান । চিকিৎসক আসিয়া দেখেন রোগিণীর মূত্রাশয়ে ও উদরে অত্যন্ত ব্যথা জন্মিয়াছে এবং অতিশয় স্নায়বিক লক্ষণ ও অতিশয় মূত্রপ্রবৃত্তি বর্তমান আছে । তখন বেলেডোন! ৩× এক মাত্রা দিয়া চিকিৎসক চলিয়া যান । পর দিন প্রাতে আবার আসেন ; আসিয়া দেখেন রোগিণীর অবস্থা আরও খারাপ, কিন্তু জ্বর নাই ; তখন মূত্র নিঃসরণ করিবার জন্ম রবারের ক্যাথিটার ব্যবহার করেন, কিন্তু মূত্রনালীর এরূপ প্রবল সংকোচন জন্মিয়াছিল যে, উহা প্রবেশ করাইতে সমর্থ হইলেন না ; ইহার ২ ঘণ্টা পর রৌপ্যানির্মিত ক্যাথিটার প্রবেশ করান হয় ; তাহাতে কয়েক ফোটা

মাত্র মূত্র নিঃসৃত হইয়াছিল ; তখন চিকিৎসক অনুমান করিলেন যে বোধ হয় জরায়ুর কোনরূপ বিশৃঙ্খলা বর্তমান থাকিতে পারে ; উহা পরীক্ষা দ্বারা নির্ধারণের জন্ত রোগিণীকে ক্লোরোফরম প্রয়োগ করিলেন (যেহেতু রোগিণী অতিশয় স্নায়বিক প্রকৃতির ছিলেন) ; সামান্য মাত্র ক্লোরোফরম নিঃশ্বসনের পরই উদরের স্ফীততা কমিয়া গেল ; তখন সহজেই পরীক্ষা দ্বারা জানা গেল, তাহার জরায়ু বা মূত্রাশয়ের কোন অস্বাভাবিক অবস্থা ঘটে নাই এবং রোগিণীর ব্যারাম হিষ্টিরিয়া ব্যতীত আর কিছুই নহে ; এইক্ষণ রোগিণীকে ম্যাগ-ফস ১২ X দেওয়া গেল ; ইহাতে শীঘ্রই তাহার মূত্রাশয়ের আপেক্ষ (spasm of the bladder) কমিয়া গেল এবং পরে কালী-ফস ১২ X দশ দিন মাত্র ব্যবহার করায় তাহার হিষ্টিরিয়া ও যাবতীয় লক্ষণ বিদূরিত হইয়া গেল। রোগ আর প্রত্যাবৃত্ত হয় নাই।

Insomnia—ইনসম্‌নিয়া—নিদ্রাহীনতা।

মস্তিষ্কে রক্তের আধিক্য হইলে অনিদ্রা উৎপন্ন হয়। মানসিক উৎকর্ষা অবসন্নতা প্রভৃতি কারণেও অনিদ্রা জন্মিতে পারে। অত্যাশ্রয় রোগের সহিতও অনিদ্রা লক্ষণ বিद्यমান থাকে। কালী-ফস এই রোগের প্রধান ঔষধ।

Jaundice — জন্ডিস — কামলা, পাণ্ডু ।

প্রাকৃতিক নিয়মে যকৃৎ রক্ত হইতে পিত্ত শোষণ করিয়া লয় এবং প্রাকৃতিক নিয়মেই এই পিত্ত আবার যকৃৎ হইতে অন্ত্রে আবিত হইয়া পরিপাক ক্রিয়ার সাহায্য করিয়া থাকে। যকৃৎের কোন প্রকার রোগ বশতঃ পিত্ত যকৃৎ কর্তৃক আশোষিত না হইয়া রক্তে থাকিয়া গেলেই পাণ্ডু রোগ জন্মিয়া থাকে ও নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়। চক্ষুর স্বেতাংশ, নখমূল ও গাত্রত্বক পীতবর্ণ (হরিদ্রাবর্ণ) ধারণ করে। দৃষ্ট বস্তু সকলই পীতবর্ণ দেখায়, কোষ্ঠবদ্ধ থাকে এবং অন্ত্রে পিত্তস্রাবের অভাব হেতু মল শুভ্র বা কদম্ব বর্ণ ধারণ করে। মূত্রের সহিত প্রচুর পরিমাণ পিত্ত আবিত হয় বলিয়া মূত্র পীতবর্ণ ধারণ করে। এই রোগে শরীর কণ্ডুয়ন, মুখে তিক্ত স্বাদ, জিহ্বায় স্বেত বা পীতবর্ণের লেপ এবং বিবমিষা (গা. বমি বমি করা) লক্ষণও বিद्यমান থাকে। চক্ষু ও মূত্রের পীতবর্ণ এই রোগের বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ।

(চিকিৎসা)

যকৃৎরোগ দ্রষ্টব্য।

Kidneys Affections of — বৃক্ক রোগ ।

(চিকিৎসা)

ফিরম-ফস।—বৃক্কের যে কোন রোগে এদাহ, জ্বর, উত্তাপ বা বেদনা থাকিলে। নিফ্রাইটিস, ব্রাইটিস ডিজিঙ্গ প্রভৃতি রোগের প্রাদাহিক অবস্থায়। মূত্রে রক্তকণিকা বা গ্লেয়ার (মিউকাস) বিद्यমানতা।

কালী-মিউর—বৃক্কের প্রাদাহিক রোগের দ্বিতীয়াবস্থায় ক্ষীণতাদি বর্তমান থাকিলে। মূত্রে এম্বুমেনের বিद्यমানতা। মলিনপীত অধঃক্ষেপ বিশেষ্ট মূত্র।

নেট্রম মিউর।—বৃক্ক-প্রদেশে উদ্ভাপ ও টনটনানি। ইষ্টক চূর্ণের দ্বায় অধঃক্ষেপ যুক্ত মূত্র। রক্তমূত্র। ডাঃ Menninger বলেন এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে মূত্রের এম্বুমেন হ্রাস প্রাপ্ত এবং ইউরিয়া প্রবদ্ধিত হইয়া থাকে। ইহা প্রয়োগে সর্বপ্রকার ক্লোরাইডও অধিক পরিমাণে আবিত হইয়া থাকে বলিয়া তিনি প্রকাশ করেন। এদ্বারা ব্রাইটস্ ডিজিজে তিনি ইহা ব্যবহার করিতে সকলকে অমুরোধ করেন।

কালী-ফস—স্নায়ুমণ্ডলের ক্রিয়ার বিশৃঙ্খলায় ব্যবস্থায় অপর কোনও ঔষধের সহিত পর্যায়ক্রমে। বহুমূত্র। মূত্রে এম্বুমেন থাকিলে ক্যালকফসের সহিত পর্যায়ক্রমে। ফুসফুসে জলসঞ্চয় সহ হৃৎপিণ্ডের সবিরাম স্পন্দন।

ক্যালক ফস।—বৃক্করোগে মূত্রে অণুলালের বিद्यমানতায় এই ঔষধ অতিশয় ফলপ্রদ। স্নায়বিক লক্ষণ বিद्यমান থাকিলে কালী-ফসের সহিত পর্যায়ক্রমে।

ক্যালক-সলফ।—ইহা ব্যবহার করিয়া Nephritis scarlatinos-a নামক রোগ আরোগ্য করা ইহা আছে।

স্কালী-সলফ।—স্কালে'টফিভারের পরবর্তী বৃক্ক রোগ। এম্বুমেন যুক্ত মূত্র।

নেট্রম-ফস।—বৃক্কে মূত্রশিলায় বিद्यমানতা।

নেট্রম-সলফ।—এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে মূত্র প্রবদ্ধিত করিয়া মূত্রশিলা (gravel) নিষ্কাশনে সাহায্য করে।

চিকিৎসিত রোগী ।

(১) ডাঃ Cailhol ৭০ বৎসর বয়স্ক এক বৃদ্ধের বৃক্করোগের চিকিৎসা করেন। রোগিটীর মূত্র অতিশয় স্বল্প ও আণ্ডালিক ছিল। তাহার অতিশয় দ্বায়বীয়তা ও বিন্দুরণীলতাও বিদ্যমান ছিল। প্রথমতঃ রোগীকে দেখিয়া চিকিৎসক তাহার জীবনের আশায় নিরাশ হন। এই রোগীকে ক্যাক্স-ফস ৬×৩ দুই ঘণ্টাস্তর পর্যায়ক্রমে কালী-ফস ৬× ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ৬ সপ্তাহকাল এই ঔষধদ্বয় ব্যবহার করায় মূত্র স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল ও অগ্রান্ত উপসর্গও অন্তহৃত হইয়াছিল।

(২) স্কালে'টিনার পরবর্তী ২টা ব্রাইটস ডিজিজের রোগীর মূত্রে Tube casts ও এলু মেন দৃষ্ট হয়। তাহাদের সার্কাজীন শোথ, রেটিনার প্রদাহ ও হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা ছিল। তাহাদের অগ্রান্ত টিণ্ডর ধ্বংসের লক্ষণও বিদ্যমান ছিল। ক্যাক্স-সলফ ৬× ব্যবস্থা করায় দুইটি রোগীই সত্ত্বর আরোগ্য হয়।

Labor and Pregnancy — লেবার এণ্ড প্রোগন্যান্সি — গর্ভ ও প্রসব বেদনা ।

(চিকিৎসা)

কালী ফস ।—কালী-ফস গর্ভ ও প্রসব বেদনার অতি অমূল্য ঔষধ। প্রসবের মাস খানি পূর্বে হইতে মধ্যে মধ্যে এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে অতি সহজে ও নিরাপদে প্রসব হইয়া থাকে। মূত্র, কষ্টদায়ক ও অসম্যক প্রসব-বেদনা। জরায়ু-মুখের কঠিনতা। রোগিনী বেদনায় অস্থির হইয়া পড়ে ও ক্রন্দন করিতে থাকে।

ডাঃ রোজাস্ বলেন তিনি প্রসববেদনা উত্তেজিত করিবার নিমিত্ত মর্টার পরিমাণ কালী-ফস $8 \times$ প্রতি ১০।১৫ মিনিট অন্তর দিয়া বিলক্ষণ ফল পাইয়াছেন। এই ঔষধ শুষ্কাকারে জিহ্বায় রাখিতে হয়। ইহা প্রয়োগ করিয়া তিনি কখনও বিফলমনোরথ হন নাই এবং দুই মাত্রার পরিবর্তে কখনও তাঁহাকে তিন মাত্রা দিতে হয় নাই। সূতিকোন্মাদের ইহা প্রধান ঔষধ। এই রোগে কালী-সলফও ব্যবহৃত হয়। স্নায়বীয় প্রকৃতির স্ত্রীলোকদিগের গর্ভস্রাবাশঙ্কা।

ফিরম ফস।—প্রসবের পর প্রসবাস্তিক বেদনার উপশমার্থ ও প্রদাহ নিবারণার্থ ব্যবস্থেয় (আভ্যন্তরিক ও বাহ্য)। দুগ্ধ-জ্বর ও স্তন-প্রদাহের প্রথমাবস্থায়। গর্ভাবস্থায় আমাশয়ের গোলযোগ ও অপরিপাচিত ভুক্তদ্রব্য বমন। প্রসবের পর প্রতিদিন একমাত্রা করিয়া ফিরম-ফস দিলে প্রদাহ উৎপন্ন হইতে পারে না।

ম্যাগ্নেশিয়া ফস।—অতিশয় আক্ষেপিক বেদনা ও দ্রুত আক্ষেপ। প্রসবকালীন প্রলাপে উষ্মজ্বলের সহিত গুলিয়া পুনঃ পুনঃ দিবে।

কালী মিউর।—সূতিকাজ্বরের প্রারম্ভাবস্থায় ইহা প্রধান ঔষধ। স্তন-প্রদাহে পুণ্য জন্মিবার পূর্বে ব্যবহার করিলে ক্ষীণতা কমিয়া যায়। গর্ভিণীদিগের প্রাতঃকালীন বিবমিষা ও শ্বেত শ্লেষ্মা বমন। স্তন-গ্রন্থির কঠিনতা।

ক্যালক ফস।—প্রসবের পূর্বে বা পরে শীর্ণতা ও দুর্বলতা। স্তনদুগ্ধের নীলাক্ততা বা লবণাক্ততাবিশিষ্ট বিগুণতা, এজ্ঞাত শিশু উহা খাইতে চায় না। স্তন্য-দায়িনী মাতার ঋতুস্রাব। গর্ভাবস্থায় প্রতিদিন গর্ভিণীকে ইহার দুই একমাত্রা দিলে গর্ভিণীর ও ক্রণের বিশেষ উপকার হয়।

ক্যাঙ্ক সলফ।—স্তন-প্রদাহে পুথ জন্মিলে সিলিশিয়ার পর ব্যবস্থায়।

সিলিশিয়া।—স্তন-প্রদাহে কালী মিউরের পর। স্তনের বোটে ক্ষত। স্তন-গ্রন্থির কঠিনতা (কালী-মিউর বিফল হইলে)।

ক্যাঙ্ক ফ্লোর।—প্রসবাস্তিক বেদনার ও জরায়ুর সঙ্কোচনীশক্তির দুর্বলতা। জরায়ুর স্থান-বিচ্যুতিতে এই ঔষধের ইঞ্জেকশন প্রদানে উহা দূর হয়। স্তন গ্রন্থির প্রস্তুরের ত্রাণ কঠিনতা। গর্ভস্রাবের পর প্রভূত রক্তস্রাব। স্তন-দুগ্ধের অতিশয় স্বল্পতা বা বিলোপে ইহা অতিশয় উপকারী।

নেট_ম মিউর।—গর্ভিণীদিগের প্রাতঃকালীন বিবমিষা এবং জলবৎ ফেণিল পদার্থ বমন।

নেট_ম ফস।—অল্প জলীয় পদার্থ বমন সংযুক্ত প্রাতঃকালীন বিবমিষা।

নেট_ম-সলফ।—গর্ভাবস্থায় তিল্ক পৈত্তিক পদার্থ বমন।

(চিকিৎসিত রোগী)

(১) ডাঃ হোলকরক বলেন, প্রসব বেদনার যতই মৃদুতা ও অনিয়মিততা থাকে কালী-ফস ৩× ততই দ্রুত ও কৃতকার্যতার সহিত ফল দর্শাইয়া থাকে। আক্ষেপিক বেদনায় ম্যাগ-ফস অমূল্য ঔষধ। প্রসবাস্ত্রে তিনি সর্বদাই ফিরম-ফস ব্যবহার করিয়া থাকেন। প্রসবকালে যোনিস্রাবের কোন স্থান চিড়িয়া। গেলে তিনি ফিরম-ফস ৩× বিচূর্ণ উষ্ণজলের সহিত মিশ্রিত করিয়া (অবতরণিকা দ্রষ্টব্য) উহা দ্বারা পিচকারী দেওয়ার ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। তাঁহার চিকিৎসাধীন রোগীতে পূর্বাঙ্ক ঔষধ সমূহের চমৎকার ক্রিয়া দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়াছেন।

(২) গ্রন্থকার তাঁহার ৩০ বৎসরের অভিজ্ঞতায় জানিয়াছেন যে মুখ-প্রসবের পক্ষে কালী-ফসের ছায়া অব্যর্থ ও দ্রুত ক্রিয়াশীল ঔষধ আর নাই। শত শত গর্ভিণীর প্রসব বেদনায় ১০।১৫ মিনিট পর পর কালী-ফস ৩× চারি গ্রেণ মাত্রায় উষ্ণ জলের সহিত গুলিয়া খাইতে দেওয়া হইয়াছিল। দুই মাত্রার বেশী কাহাকেও দিতে হয় নাই। সকলের পক্ষেই আশ্চর্য্য ফল দর্শিয়াছে। একটা রোগীতেও বিফল হন নাই। যাহারা ইহা দেখিয়াছেন সকলেই ঔষধের গুণে মুগ্ধ হইয়াছেন।

(৩) ঢাকার প্রধান উকিল স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দ চন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্রবধূর প্রসব বেদনা উপস্থিত হইয়া ৩ দিন থাকিয়া ক্রমে উহা প্রায় বিলুপ্ত হয়। তৃতীয় দিন সন্ধ্যার পর গ্রন্থকারকে আহ্বান করা হয়। তিনি গিয়া দেখেন বাথা একেবারে পড়িয়া গিয়াছে—নাই বলিলেও চলে; মাঝে মাঝে একটু ২ ব্যথা হয় মাত্র। ইহা দেখিয়া কালী-ফস ৩× ট্যাবলেট (৪ গ্রেণ) উষ্ণজলের সহিত গুলিয়া এক মাত্রা দেওয়া হয়। ঔষধ প্রয়োগের ২।৩ মিনিট পরই বেদনা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠে। ৫ মিনিট পর forcing pain দেখা দিল অর্থাৎ বেদনার সময় প্রসূতি কৌণ্ঠ দিতে আরম্ভ করিলেন। তখনই (প্রথম মাত্রা দেওয়ার ৭ মিনিট পর) আর একমাত্রা এই ঔষধ দেওয়া হইল। ইহার ঠিক ২ মিনিট পর (অর্থাৎ ১ম ঔষধের ৯ মিনিট পর) বধূটি অতি সহজে ১টা পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। এই সময় ঢাকার গবর্ণমেন্ট উকীল রায় বাহাদুর শশাঙ্ক কুমার ঘোষ মহাশয় তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি ঔষধের এইরূপ আশ্চর্য্য ও দ্রুত ক্রিয়াশক্তি দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন It takes no time to act ? অর্থাৎ ইহা ক্রিয়া করিতে কি মোটেই সময় নেয় না ?

(৪) ডাঃ Vogel বলেন “প্রসবকালীন বেদনায় ও প্রসবের পরবর্ত্তী উপসর্গ সমূহে টিসু ঔষধ (বাইওকেমিক ঔষধ) ব্যবহার করিয়া এবং উহার

ফল দেখিয়া আমি মোহিত হইয়াছি । কাণী-ফস্ দিলে মূহু বেদনা বৃদ্ধি হইয়া অতি দ্রুত ও নিরূপদ্রবে প্রসব হইয়া থাকে । খাল ধরার ভ্রায় বেদনা (crampy pain) থাকিলে ম্যাগ-ফস অতি সুন্দররূপে ক্রিয়া করিয়া থাকে এবং প্রসবের পর ফিরম-ফস প্রয়োগ করিলে প্রদাহ জন্মিতে পারে না বা উহা জন্মিয়া থাকিলে তাহাও আরোগ্য হয় ।”

Leucorrhœa — লিউকোরিয়া- শ্বেত-প্রদর ।

জরায়ু হইতে শ্বেত, পীত (হরিদ্রাবর্ণ) দুগ্ধবৎ, মাংসধোয়া জলের ভ্রায়, পুষের ভ্রায় অথবা কাল আলকাতরার ভ্রায় যে আব হয়, তাহাকে প্রদর বলে । কিন্তু আব সাধারণতঃ শ্বেতবর্ণেরই হইয়া থাকে । এজন্ম ইহাকে শ্বেত প্রদর বলে । অতিরজঃ, প্লেগ্মা প্রধান ধাতু, গণ্ডমালা দোষ, স্ক্‌ফিউলা, দৌৰ্ব্বল্য-কর রোগ, অতিমৈথুন, কৃত্রিম মৈথুন বা জরায়ু নামিয়া পড়া প্রভৃতি বহু কারণে যোনি বা জরায়ুর প্রদাহ বা উপদাহ বশতঃ এই রোগ জন্মিয়া থাকে । কোষ্ঠবদ্ধ, হৃৎকম্প শিরোগূর্ণন ইত্যাদি এই রোগের আনুষঙ্গিক লক্ষণ ।

চিকিৎসা ।

ক্যাঙ্ক-ফস ।—এবুমেনের ভ্রায় প্লেগ্মাশ্রাবী (ডিম্বের শ্বেতাংশের ভ্রায়) শ্বেত-প্রদর । ঋতুর পরবর্তী শ্বেত-প্রদর । জননেদ্রিয়ের দুর্বলতা । সকল প্রকার শ্বেতপ্রদরেই ইহা অন্তবর্তী ঔষধ স্বরূপ ব্যবহার করা উচিত ।

কালী-মিউর ।—দুগ্ধের ভ্রায় শ্বেতবর্ণ, অবিদাহী ও প্রভূত আব-বিশিষ্ট শ্বেত-প্রদর ; দীর্ঘকাল স্থায়ী রোগে বিশেষ উপকারী ।

কালী-ফস।—স্রাব লাগিয়া ক্ষত জন্মিলে নেট্রম-মিউরের সহিত পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য।

নেট্রম-মিউর।—জলবৎ, বিদাহী ও জ্বালাকরস্রাব সংযুক্ত শ্বেত-প্রদর এবং তৎসহ শিরঃপীড়া ও যোনির কণ্ডুয়ন। নাইট্রেট অব সিলভার ব্যবহার করিয়া থাকিলে তাহার কুফল নিবারণার্থ ইহা ব্যবহৃত হয়।

কালী-সলফ।—পীত, সবুজাভ, আঠা আঠা অথবা জলবৎ স্রাবশীল শ্বেত-প্রদর।

নেট্রম-ফস।—মধু অথবা সরের ত্রায় বর্ণ ও জলবৎ স্রাববিশিষ্ট শ্বেত প্রদর।

এই রোগে আভ্যন্তরিক ঔষধ ব্যবহার কালে সেই ঔষধ গরম জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পিচকারী প্রদানও বিশেষ উপকারী।

চিকিৎসিতরোগী।

(১) ১৭ বৎসর বয়স্কা এক যুবতীর দুর্দ্দম্য বিদাহী (ক্ষতকর) শ্বেত প্রদর ছিল। উহার জন্ত বহুপ্রকারের ঔষধ ব্যবহার করা হইয়াছিল, কিন্তু কিছুতেই কোন ফল দর্শে নাই। অবশেষে কালী মিউর ৩× ব্যবস্থা করা হয়। উহাতেই অতি দ্রুত ফল দর্শে ও স্থায়ী আরোগ্য জন্মে।

(২) ১৭ বৎসর বয়স্কা আর এক যুবতীর আণ্ডালিনিক (albuminous) বিদাহী (ক্ষতকর) ও দৃশ্ছেণ (tenacious) স্রাববিশিষ্ট শ্বেত প্রদর ছিল। এই স্রাব তারের ত্রায় লঘা হইত। ঋতুর পরই স্রাব বিশেষভাবে প্রকাশ পাইত; ঋতুরও অনিয়মিততা ছিল। সাধারণতঃ চতুর্বিংশ (২৪) দিবসে উহা প্রকাশ পাইত, কখন কখন বা উহার কিছু পূর্বে বা পরেও প্রকাশ পাইত। কটিদেশে বেদনা, যেন জরায়ু নামিয়া যোনি-পথে বাহির হইয়া পড়িবে এরূপ আবেগ অনুভব, উৎসাহহীনতা, মুখ-

মণ্ডলের পাণ্ডুরতা ও সর্কাজীন রক্তহীনতার লক্ষণও বর্তমান ছিল । ক্যাল্ক-ফস ৩× চারি ঘণ্টান্তর সেবন এবং ২।৩ দিন পরপর ক্যালেক্সুলার লোশন দ্বারা ডুস দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় । ঔষধ ব্যবহারের পর কয়েক দিনের মধ্যেই বিশেষ উপকার দেখা যায় এবং আরও কিছুদিন উক্ত ঔষধ ব্যবহারে শ্রাব সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় । ইহার পর রক্তহীনতার অল্প ফিরমফস ব্যবহার করা হইয়াছিল ।

(৩) গ্রন্থকার বহু শ্বেত-প্রদরের রোগিণীকে পর্যায়ক্রমে কালী-মিউর ৩× ও ক্যাল্ক-ফস ৬× প্রয়োগ করিয়া আরোগ্য করিয়াছেন । রক্ত হীনতা থাকিলে মধ্যে মধ্যে ফিরম-ফস ও নেট্রম-মিউর দেওয়া কর্তব্য ।

Liver, Affections of — যকৃদ্ভোগ ।

(চিকিৎসা)

ফিরম-ফস ।—যকৃতের প্রদাহ ও রক্তসঞ্চয়ে প্রথমাবস্থায় ব্যবহার্য্য ।

কালী-মিউর ।—যকৃতের ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য সহকারে শ্বেত অথবা পংক্তিতে শ্বেত বর্ণের লেপাবৃত জিহ্বা ও ফেঁকাশে বর্ণের মল ; যকৃৎ প্রদেশে ও দক্ষিণ স্ক্যাপিউলার নিয়ে বেদনা ; পিত্তস্রাবের স্বল্পতা বশতঃ ফেঁকাশে বর্ণের মল ও কোষ্ঠ কাঠিষ্ঠ ; কামলা ।

নেট্রম-সলফ ।—বিরক্তি অল্প উৎপন্ন কামলা ও তৎসহ পৈত্তিক সবুজবর্ণ মলস্রাব ; সবুজাভ কটাবর্ণের লেপাবৃত জিহ্বা ; চক্ষু ও স্বকের পীতবর্ণ ; পিত্তস্রাবের স্বল্পতা বশবঃ যে সকল লক্ষণ উৎপন্ন হয় তাহাতেই এই ঔষধ বিশেষরূপে উপযোগী ; অতিশয় অধ্যয়ন বা মানসিক শক্তির

পরিচালনা বশতঃ যক্কতের ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য উৎপন্ন হইলে কালী-ফসের সহিত পর্যায়ক্রমে ব্যবস্থেয়। যক্কতের রক্তসঞ্চয় এবং তীব্র বেদনায় ফিরম-ফস সহ পর্যায়ক্রমে।

কালী-ফস।—স্নায়ুমণ্ডলের অবসন্নতা সহ যক্কতের ক্রিয়া বৈলক্ষণ্য। অতিশয় মানসিক পরিশ্রম বা মানসিক কষ্ট হইতে উৎপন্ন যক্কতের বিকৃতি (নেট্রম-সলফ)।

নেট্রম-ফস।—যক্কতের কাঠি (Sclerosis) ও যক্কতের বিকৃতি হইতে উৎপন্ন বহুমূত্র। জিহ্বার বর্ণ দ্রষ্টব্য।

নেট্রম-মিউর।—আমাশয়ের প্রতিষ্ঠা (Gastric catarrh) হইতে উৎপন্ন কামলা রোগ, নিদ্রালুতা, জলবৎ শ্রাব। জিহ্বার লেপ দ্রষ্টব্য।

কালী-সলফ।—অপর কোনও ঔষধ ব্যবহারকালে এই ঔষধের লক্ষণ বর্তমান থাকিলে তাহার সহিত পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্য।

ক্যান্স সলফ।—যক্কতের স্ফোটকে বেদনা, দুর্বলতা ও বিবমিষা থাকিলে পুষ্পাশ্রব কমাইবার নিমিত্ত ব্যবহার্য।

(চিকিৎসিত রোগী)

(১) ৪২ বৎসর বয়স্ক এক ব্যক্তির মস্তিষ্কের অতিরিক্ত ক্রিয়ার ফলে যক্কতের ক্রিয়াবৈষম্য জন্মিয়া তাহার ফলস্বরূপ স্বকের হরিদ্রাবর্ণ ও মুখের বিষাদ জন্মে। ইহাকে প্রথম নেট্রম-সলফ দেওয়া হয় কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শে না। কিন্তু পরে মস্তিষ্কের দুর্বলতা এই রোগের কারণ বলিয়া নির্ণয় করিয়া কালী-ফস দেওয়া হয়। ২ সপ্তাহ কাল ঔষধ সেবনেই বিশেষ ফল দেখা যায়। কিন্তু ইহার পর রোগিটী স্থানান্তরে চলিয়া যাওয়ায় তাহার অবস্থা আর কিছুই জানা যায় নাই।

(২) একটা মেয়ের পৈতিক জ্বর হয়। এজন্য নেট্রম-সলফ দেওয়া যায়। কিন্তু এই ঔষধ সেবনকালে তাহার অবস্থা আরও খারাপ হইয়া উঠে ও

পাণ্ডু (কামলা, জিওস্) দেখা দেয় । তখন ইহার পরিবর্তে কালী-মিউর ব্যবস্থা করা হয় । এই ঔষধ সেবনের পরই উপকার দেখা যায় এবং কয়েক দিনের মধ্যেই রোগী আরোগ্য হয় ।

(৩) গ্রন্থকার বহু পাণ্ডু রোগীকে নেটম সলফ ৩× অথবা লক্ষণ ভেদে কালী-মিউর ৩× ব্যবস্থা করিয়া আরোগ্য করিয়াছেন । পাণ্ডু সহ শোথ থাকিলে নেটম-মিউর মধ্যে মধ্যে প্রদান করা কর্তব্য । যক্ষতের রোগে ঔষধ ব্যবস্থা কালে রোগীর জিহ্বালক্ষণ বিশেষরূপে দ্রষ্টব্য ।

Lumbago – লায়েগো-কটীবাত ।

(বেদনা দ্রষ্টব্য)

(চিকিৎসা)

ক্যাঙ্ক-ফস ।—প্রাতে শয্যা হইতে উঠিবার পরই কটিদেশে বেদনা (নেট্রম ফস) ।

নেট্রম-মিউর ।—কোন কঠিন বস্তুর উপর শয়ন করিলে বেদনার উপশম । অনেককণ নম্রুখদিকে অবশ্য হইয়া থাকিলে স্রষ্টব্য বেদনা । পৃষ্ঠে দুর্বলতা অনুভব, প্রাতে উহার বৃদ্ধি ।

Measles – মিজেলস্, হাম, ফেরা লুন্তি ।

এই রোগ স্পর্শসংক্রামক । শিশুদিগের এই রোগ বেশী হইয়া থাকে । যুবকদিগের এই রোগ জন্মিলে উৎকট আকার ধারণ করে । শীত ও বসন্ত কালে ইহার প্রাদুর্ভাব জন্মে । হামের বিষ শরীরে প্রবিষ্ট হইবার ৮ দিবস

পর প্রথমে সামান্য সর্দির লক্ষণ প্রকাশ পায়। অনন্তর পৃষ্ঠ বেদনা, কপাল বেদনা, স্বরভঙ্গ, কাসি এবং জ্বর প্রকাশ পায়। জ্বর প্রকাশ পাইবার পর চতুর্থ দিবসে প্রথমে মুখমণ্ডল ও গলায় এবং তৎপর সর্কাজে রক্ত বর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা প্রকাশ পায়। চারি পাঁচ দিন পর জ্বর কম পড়ে ও হাম মিশিয়া যায়। হাম উৎকট আকারের হইলে উহার সহিত ব্রঙ্কাইটিস বা নিউমোনিয়া প্রভৃতি গুরুতর উপসর্গ সকল উপস্থিত হইতে পারে। কাহারও কাহারও বা উদরাময়, রক্তাতিসার, চক্ষুপ্রদাহ, কর্ণপ্রদাহ প্রভৃতি জন্মে। হাম বসিয়া বাওয়া বা উহার পীড়কাগুলির কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করা মূললক্ষণ নহে।

হাম ও বসন্তের প্রভেদ।

(১) হামের প্রথমাবস্থায় সর্দির ভাব থাকে, বসন্তে উহা থাকে না কিন্তু বসন্তের প্রারম্ভে উহার পরিবর্তে বমন ও কোমর বেদনা থাকে। (২) বসন্তের পীড়কাগুলিতে হাত বুলাইলে ছিটাগুলির স্থায় দানা দানা অনুভূত হয়, কিন্তু হামে তাহা হয় না।

চিকিৎসা

ফিরম ফস।—হামের সকল অবস্থায়ই জ্বর চক্ষুর আরক্ততা, বক্ষে রক্ত সঞ্চয় ও প্রদাহের নিমিত্ত। প্রারম্ভাবস্থায় বিশেষ উপকারী।

কালী-মিউর।—হামের দ্বিতীয়াবস্থায়। স্বরভঙ্গ বিশিষ্ট কাস, গ্রহির স্নীততা ইত্যাদি। জিহ্বায় শ্বেত অথবা পাংগুটে শ্বেতবর্ণের লেপ। হামের কুফল জনিত রোগ, যথা—বধিরতা, কণ্ঠের স্নীততা, ফেঁকাশে বর্ণের পাতলা মণ বিশিষ্ট অতিসার। প্রথম হইতে দৃঢ়তার সহিত ফিরম-ফস ও কালী-মিউর ব্যবহার করিলে হাম জনিত কোনও কুফলের আশঙ্কা থাকে না।

কালী-সলফ।—হাম অথবা অপর কোনও উদ্বেদ (গুটিকা) বিশিষ্ট রোগ বসিয়া গিয়া চর্মের শুষ্কতা ও কৃষ্ণতা জন্মিলে এই ঔষধ দ্রব্যা

জন্মাইয়া উদ্ভেদগুলি পুনঃ প্রকাশে সাহায্য করে। উষ্ণ বস্ত্রেগাত ঢাকিয়া রাখা কর্তব্য।

নেট্রুম-মিউর।—প্রভূত অশ্রু বা অল্প কোনও প্রকার জলবৎ স্রাব বিद्यমান থাকিলে এই ঔষধ মধ্যে মধ্যে দেওয়া কর্তব্য।

পথ্যাপথ্য।

অরকালীন শটীর পালো এরোরুট, বালি। অর ছাড়িয়া গেলে এরোরুট বা বালির সহিত দুগ্ধ মিশাইয়া ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। পেটের অসুখ বা রক্তাতিসার বিद्यমান থাকিলে দুগ্ধ দিবে না। এই রোগে দ্রব উষ্ণজলে গামছা ভিজাইয়া রোগীর গা মুছাইয়া তখনই শুষ্ক বস্ত্রাদি দ্বারা ভাল করিয়া মুছিয়া ফেলিলে উপকার দর্শে (হামগুলি ভালরূপে প্রকাশিত হয়)।

(চিকিৎসিত রোগী)

(১) ডাঃ কক্ উল্লেখ করিয়াছেন যে তাঁহার চিকিৎসাধীন ৩৫টী হামের রোগীর প্রথমে সামান্য মস্তকের প্রতিশ্রায় (কোরাইজ) ও বায়ুভূজনলীর প্রতিশ্রায় জন্মিয়াছিল। এই সকল রোগীর চক্ষুর স্বেতমণ্ডলের প্রদাহ ও আলোক-দেয় বিশেষরূপে বর্তমান ছিল। কিছুদিন পর, হামের গুটিকা (rash) বাহির হয় এবং ৫।৬ দিন থাকিয়া বিলুপ্ত হয়। প্রায় সকল রোগীরই গুটিকা প্রকাশাবস্থায় বা উহা বিলুপ্ত হইবার পর কর্ণ-মূল-গ্রন্থির (এক বা উভয় দিকের) বিবৃদ্ধি জন্মে। এই অবস্থায় শিশুগুলি বেদনা বশতঃ দিন রাত কাঁদিতে থাকিত। সকল রোগীকেই ফিরম-ফস দেওয়া হইয়াছিল। অরের উগ্রতা বা অল্পগ্রতা বুঝিয়া এক বা দুই ঘণ্টা অন্তর ঔষধ দেওয়া হইত। ইহাতে সকল রোগীই ভাল হইয়াছিল।

(২) গ্রন্থকার এ পর্যন্ত শত শত হামের রোগী ফিরম-ফস ও কালী-মিউর পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করিয়া আরোগ্য করিয়াছেন। একটী রোগীতেও

অকৃতকার্য হয়েন নাই। হামের গুটিকা বসিয়া গিয়া কুফল স্বরূপ কোন উপসর্গ উপস্থিত হইলে কালী-মিউরের ত্রায় ঔষধ আর নাই। ইহা প্রয়োগ করিলে অধিকাংশ স্থলেই প্রচুর গুটিকা পুনঃ প্রকাশিত হইয়া পড়ে ও তখন গুরুতর লক্ষণগুলিও অন্তহত হইয়া থাকে। হাম বিলুপ্ত হইয়া অতিসার বা আমরক্ত জন্মিলে পর্যায়ক্রমে ফিরম-ফস ও কালী-মিউর প্রয়োগ করিলে অতি উৎকৃষ্ট ফল দর্শে।

Meningitis – মিনিঞ্জাইটিস-মস্তিষ্ক- ঝিল্লীর প্রদাহ।

মস্তিষ্ক অর্থাৎ ব্রেইন তিন স্তর আবরণ দ্বারা বেষ্টিত। এই আবরণকে মস্তিষ্কের ঝিল্লী (meninges) বলে। এই আবরণ-ঝিল্লীর প্রদাহের নাম মিনিঞ্জাইটিস। জ্বর, মস্তকে বেদনা, প্রবল প্রলাপ, মুখমণ্ডলের আরক্ত বর্ণ ও তৎপর পাণ্ডুরতা, নাড়ীর দ্রুততা, পেশীর আক্কেপ অবসন্নতা ও সংজ্ঞাহীনতা এই রোগের লক্ষণ। নবজাত শিশুদিগের এই রোগ অধিক হয়।

আঘাত, পতন ও উপদংশ দোষাদি এই রোগের প্রধান কারণ।

(চিকিৎসা)

ফির-ফস।—এই রোগের প্রারম্ভাবস্থায় জ্বর, দ্রুত নাড়ী, প্রলাপ, ইত্যাদি থাকিলে।

কালী মিউর।—ঝিল্লীর রসক্ষরণে (এফিউসন) ইহা ফিরম-ফসের পর অথবা তৎসহকারে পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্য।

ক্যাট্রিম-সলফ।—মস্তিষ্কের ভূমি-দেশে প্রবল বেদনা (কালী-ফস এবং ফিরম ফসও ব্যবহৃত হয়)। ডাঃ কেন্ট বলেন মেট্রিয়া মেডিকার আর সমস্ত ঔষধ বাদ দিয়া কেবল মাত্র একটা ঔষধ দ্বারা এই রোগের চিকিৎসা করিতে হইলে তিনি এই ঔষধই মনোনীত করিবেন। ইহা প্রয়োগ করিলে আশ্চর্যরূপে রোগের বিকাশ প্রতিকূল হয়।

ক্যাল্ক-ফস।—শিশুদিগের মস্তিষ্ক-বিকারের ইহা প্রথম ও প্রধান ঔষধ। কোনও পরিবারে অনেকের এই রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা থাকিলে ইহা প্রতিষেধকরূপে কার্য্য করে।

Menorrhagia, মেনরেজিয়া—রজসাম্বিক্য,

রক্তপ্রদর।

(চিকিৎসা)

ফিরম-ফস।—মুখমণ্ডলের আরক্ততা সহকারে কষ্টরজঃ; দ্রুতনাড়ী, উজ্জল-লোহিত ও সহজে জমাট হয় এরূপ রক্তস্রাব, ঋতুকালে অপরিপাচিত দ্রব্য বমন। প্রতি ঋতুকালে এরূপ জন্মিলে ঋতুর পূর্বে ব্যবহার করিলে প্রতিষেধকরূপে কার্য্য করে।

কালী-ফস।—ইহা অনিয়মিত ঋতুর বিশেষতঃ দুর্বল, ক্রোধী ও সহজে অশ্রুস্রাবালা রমণীগণের রোগে বিশেষরূপে উপযোগী। অতিশয় বিলম্বে প্রত্যাগত, অত্যন্ত বা অত্যধিক রক্তস্রাব। গাঢ় লাল বা কৃষ্ণাভ লাল, ও কখন কখন (সকল সময় নহে) অতিশয় দুর্গন্ধবিশিষ্ট রক্ত-

আব। এই রক্ত বহুক্ষণ থাকিলেও জমাট হয় না। শীর্ণ ও স্নায়বিক প্রকৃতির স্ত্রীলোকদিগের প্রতি ঋতুকালে, অতিশয় উদরবেদনা। মনের অতিশয় অপ্রফুল্লতা ও স্নায়বিক দুর্বলতা সহকারে বিলম্বিত ঋতু।

কালী-মিউর।—অতিশয় বিলম্বে প্রত্যাগত অথবা ঠাণ্ডালাগায় দরুণ অবরুদ্ধ ঋতু। জিহ্বায় ষ্ণেত বা পাংগুটে ষ্ণেত বর্ণের লেপ। অতি শীঘ্র ও ঘন ঘন প্রত্যাগত ; আলকাতরার গ্রায় কৃষ্ণবর্ণ ; জমাট ; ঋতুস্রাব। দীর্ঘকালস্থায়ী বা শীঘ্র প্রত্যাগত ঋতু (কালী-ফস)।

নেট্‌মিউর।—পাতলা ; জলবৎ ও মলিন ঋতুস্রাব (পর্যায়ক্রমে কালী-ফস)। অল্প বয়স্কা ও রক্তহীনা বালিকাদিগের এই রোগকালে অতিশয় নিদ্রালুতা, বিষন্নতা ও প্রাতঃকালে মস্তকে অতিশয় গুরুত্ব সংযুক্ত শিরঃপীড়া থাকিলে এই ঔষধ ব্যবস্থেয়।

ম্যাগ্নেশিয়া ফস।—ঋতুকালীন উদর বেদনার সর্বপ্রধান ঔষধ। ঋতুকালে বা তৎপূর্বে উদর বেদনা। উদরে আবৃক্ষক বেদনা। উত্তাপে এই বেদনার উপশম। স্বল্প স্রাব ও অতিশয় উদর বেদনায় এই ঔষধ ঘন ঘন দিলে প্রভূত স্রাব নিঃসারিত হইয়া থাকে।

ক্যাঙ্ক-ফস।—ম্যাগ্নেশিয়া-ফস বিফল হইলে অল্প বয়স্কা বালিকা ও রক্তহীনা স্ত্রীলোকদিগের অনিয়মিত ঋতুস্রাবে ইহা ব্যবহার করিলে ভ্রায়ুর দোষ সংশোধিত হয়। স্তন্যদায়িনী স্ত্রীলোকদিগের ঋতু। অল্প বয়স্কা বালিকাদিগের নিয়মিত কালের বহু পূর্বে ঋতুস্রাব। জননেন্দ্রিয়ে দপ্‌ দপ্‌ ও অতিশয় সঙ্গমেচ্ছা।

ক্যাঙ্ক ফ্লোর।—প্রভূত রক্তস্রাব সহকারে উরু পর্য্যন্ত সম্প্রসারণ-শীল বেদনা। প্রভূত ঋতুস্রাব হইলে এই ঔষধ ভ্রায়ুর দোষ সংশোধন করিতে বিলক্ষণ সনর্থ (কালী-ফস)।

কালী-সলফ।—উদরে পূর্ণতা ও গুরুত্বসংযুক্ত অতিশয় স্বপ্ন ও বিলম্বিত ঋতুশ্রাব। পীত-লেপারূত জিহ্বা।

নেট্রিম-ফস।—অম্লগন্ধি বা বিদাহী (অর্থাৎ কোনও স্থানে লাগিলে সে স্থানে ক্ষতোৎপাদনকর) রক্তশ্রাব; সরের গ্রায় লেপারূত জিহ্বা; অম্ললক্ষণের বিद्यমানতা।

সিলিশিয়া।—কোষ্ঠকাঠিন্য সহকারে উগ্রগন্ধি রক্তশ্রাব; ঋতুকালে শরীরের বরফের গ্রায় শীতলতা; শীতল জলে কাজ করার ফলে রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকিলে; অতিশয় কামোন্মাদ।

চিকিৎসিত রোগী।

(১) এক রমণীর প্রভূত বক্তঃশ্রাব হইত; অতিরিক্ত শ্রাব বশতঃ রোগিণী অতিশয় নীরক্ত হইয়া পড়েন। নীরক্ততা ব্যতীত, উদর বেদনা প্রভৃতি কোনও উপসর্গ ছিল না; ফিরম-ফস ৩× ব্যবহার করা হয়; উহাতে রোগিণী আরোগ্য লাভ করেন।

(২) আর এক রমণী মাত্র একটি সন্তান প্রসব করিয়াছিলেন; তাঁহার প্রভূত রক্তঃশ্রাব হইত; দুইবার তাঁহার এত অধিক রক্তশ্রাব হয় যে মৃত্যু ঘটিবে বলায় ভয় হইয়াছিল। পরীক্ষা করিয়া জানা গেল যে, জরায়ু ক্ষীত ও ভগ-পথে অনেকটা নামিয়া পড়িয়াছে। জরায়ুর মুখের আরক্ততা ও স্পর্শানুভবতা এবং প্রায় অর্দ্ধ ইঞ্চি পরিমাণ খোলাছিল। জরায়ুর অভ্যন্তর পূর্ণ ও বহির্ভাগ শক্ত হইয়া পড়িয়াছিল; দিনে ৩৪ বার করিয়া ম্যাগ ফস ৬× দেওয়া হয়; ৩ মাসে জরায়ু স্বাভাবিক আকার ধারণ করে ও তিনি ভাল হন।

(৩) ৩৪ বৎসর বয়স্ক জনৈক রমণীর সাধারণতঃ ২১০ সপ্তাহ পর পরই প্রভূত উজ্জল লোহিত রক্তশ্রাব হইত এবং উহা ৬ দিন স্থায়ী হইত।

রোগিণীর চেহারা অতিশয় শীর্ণ ও রক্তহীন এবং মুখমণ্ডলের পাণ্ডুরতা (ফেঁকাশে) ছিল। কিন্তু ঋতুকালে এতদ্বিপরীত ঘটত অর্থাৎ ঋতুকালে মুখমণ্ডল আরক্তিম হইত ও তৎসহকারে উত্তাপ ও জ্বালা বোধ হইত। রক্ত স্রাবিত হওয়া মাত্র যোনি পথেই সংযত (জমাট) হইত। এতৎসহ আহার করা মাত্রই ভুক্তদ্রব্য বমন হইয়া উঠিয়া পড়িত ও অতিশয় দুর্বলতা ছিল। ঋতুস্রাব যে পর্য্যন্ত অন্তহত না হইত তাবৎকাল পর্য্যন্ত ফিরম-ফস ৩× বিচূর্ণ প্রতি ২ ঘণ্টান্তর এবং তৎপর ১ সপ্তাহ কাল প্রত্যাহ প্রাতে ও রাত্রিতে এক এক মাত্রা সেবনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এইভাবে ৩ মাস পর্য্যন্ত ঔষধ ব্যবহারের ফলে রোগিণীর ঋতু ক্রমে স্বাভাবিক আকার ধারণ করে ও সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে।

(৪) জনৈক রমণীর অতিশয় অধিক পরিমাণ ঋতুস্রাব হইয়া মৃত্যু ঘটবার সম্ভাবনা জন্মায় ডাঃ ডেভিসকে আহ্বান করা হয়। যখনই তাহার ঋতুস্রাব হইত তখনই এইরূপ জীবনের আশা থাকিত না। চিকিৎসক পরীক্ষান্তে রোগিণীর জরায়ু অতিশয় কঠিন ও স্ফীত হইয়াছে জানিতে পারিলেন। ৬ বৎসর পূর্বে রোগিণীর ১টী সন্তান জন্মে। তাহার পর হইতেই তিনি পেটে গুরুত্ব অনুভব করিতে থাকেন। জরায়ু ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া বর্তমান আকার ধারণ করে। ডাক্তার যখন তাঁহাকে দেখেন তখন তাঁহার জরায়ু বর্দ্ধিত হইয়া যোনিপথে নামিয়া পড়িয়াছিল। ইহা দেখিয়া চিকিৎসক প্রতি ৪ ঘণ্টান্তর এক এক মাত্রা ক্যাক্স-ফোর প্রদান করেন। এই ভাবে ঔষধ ব্যবহার করায় ৪—৬ সপ্তাহ মধ্যেই তাঁহার জরায়ু ক্রমশঃ ছোট হইয়া স্বাভাবিক আকার প্রাপ্ত হইয়াছিল।

Mental Conditions—মেন্টাল কন্ডিশন্স, মানসিকভাব বা অবস্থা।

চিকিৎসা

কালী-ফস।—ইহা মস্তিষ্কের ক্রিয়া-বিকারের সর্বপ্রধান ঔষধ। অতিশয় নিরুৎসাহিতা, সহজে ক্রোধের আবেশ ও অধৈর্য্য। নিদ্রাহীনতা বা স্মৃতিক্ষীণতা। অতিশয় অধ্যয়ন বা মানসিক শ্রম জনিত মস্তিষ্কের দুর্বলতা। চিন্তা করিতে অক্ষমতা। স্নায়বীয়তা, লজ্জা, অস্থিরতা, ভয়, বুদ্ধিহীনতা ও গোলমালে বিরক্তি। অতিশয় দীর্ঘস্থিতি, অতীত বিষয়ের চিন্তা, বিষমতা, দুর্বলতা। মানসিক বিলম্ব, মিথ্যা ধারণা বা কল্পনা একাকী থাকিতে ইচ্ছা। হাঁহিতোলা ও অবসাদ। প্রত্যেক বিষয়েরই মন্দ দিক দর্শন। নিদ্রিতাবস্থায় হাঁহিতোলা ও বিলাপ করা। শিশুদিগের রাত্রিকালীন ভয়। সামান্য মনোবিকারে মুখমণ্ডলের আরক্ততা। সহজেই উদ্বেজিত হয় বা শিহরিয়া উঠে। শিশুদিগের অতিশয় খিটখিটে স্বভাব। শিশুদিগের ভয় বা চিৎকার করা। অশ্রুস্রাব প্রবণতা। উন্মত্ততা; যুক্তিপূর্ণ চিন্তা সংগ্রাহে অসমর্থতা। বিভিন্ন প্রকারের উন্মত্ততা ও উহার বিভিন্ন অবস্থায় ইহা উপযোগী (ফিরম-ফসও ব্যবহার্য্য)। মত্তপায়ীদিগের পানাত্যয়।

ফিরম ফস।—ক্রোধের মন্দফল। মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য বশতঃ উন্মত্ততা বা তদ্রূপ অবস্থা।

নেট্রম-মিউর।—হৃৎস্পন্দন সহকারে বিষমতা; ভবিষ্যৎ বিষয়ে আশঙ্কা। নিরুৎসাহিতা ও বিমর্ষতা সহকারে কোষ্ঠকাঠিন্য। অশ্রুস্রাব প্রবণতা। মত্তপায়ীদিগের অনিদ্রা ও কম্পন সংযুক্ত প্রলাপ।

ম্যাগ্নেশিয়া ফস।—দর্শনেন্দ্রিয়ার বিভ্রম। মানসিক পরিশ্রমে অনিচ্ছা। চিন্তা করিতে অক্ষমতা।

নেট্রম-সলফ।—আত্মহত্যার প্রবৃত্তি (পিত্তপ্রাবের বিগ্ৰহলা হেতু)।

(চিকিৎসিত রোগী)

(১) ৪৪ বৎসর বয়স্ক একব্যক্তির ধর্মোন্মাদ জন্মে। সে সর্বদা বিলাপ করিত, চিংকার করিত, হাত মোচড়াইত এবং পরিধেয় কাপড়, কাগজপত্র যাহা সম্মুখে পাইত তাহাই ছিড়িয়া টুকড়া টুকড়া করিত। তাঁহার চারিদিকের পরিচিত ব্যক্তিদিগকেও সে চিনিতে পারিত না এবং ঘুমাইতে পারিত না। সে চারিদিকে কেবল শূন্য-দৃষ্টিপাত করিত। দুই জনের কমে তাহাকে ধরিয়া বসাইতে পারা যাইত না। ঔষধ বা খাদ্যবস্তু খাওয়াইতে হইলে জোর করিয়া নাক চাপিয়া ধরিয়া তবে সামান্য কিছু খাওয়াইতে পারা যাইত। কালী-ফস ব্যবস্থা করা হয়। তাহাতেই সে ভাল হয়।

(২) ৮০ বৎসর বয়স্ক জনৈক বৃদ্ধের বিষাদ বায়ু (মেলানকোলিয়া) জন্মে। তাহার জীবনে বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল, কিন্তু মৃত্যুভয়ও ছিল; সকলকে দেখিলেই সন্দেহ জন্মিত; সর্বদাই বিষণ্ণভাবে বসিয়া থাকিত। প্রথমে বহু প্রকার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করা হয়। কিন্তু তাহাতে কোন ফল না দর্শিলে শেষে কালী-ফস ব্যবহার করা যায়। ইহাতেই রোগী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করে।

(৩) ২৬ বৎসর বয়স্ক এক যুবককে দেখিতে যদিও বলিষ্ঠ ছিল এবং তাহার উদ্ভম ক্ষুধা হইত, তথাপি তাহাকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে “হাঁ” বা “না” ব্যতীত অল্প কোন কথা বলিত না। এবং এই যে “হাঁ” বা “না” বলিত তাহাও অতিশয় জড় বুদ্ধি ব্যঞ্জক ছিল। তাহার আচার ব্যবহারও নেহাৎ ছেলে-মানুষের মত ছিল। রোগীকে পরীক্ষা করায় তাহার সমুদায়

দন্ত ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে ও মস্তিষ্কের এক পার্শ্ব (বাম) অপর পার্শ্ব হইতে অপেক্ষাকৃত ছোট বলিয়া জানা যায়। সে অতিশয় স্নায়বীয় প্রকৃতির ছিল, কোথাও ৫ মিনিট কাল বসিয়া থাকিতে পারিত না। যখন তাহার স্নায়বীয় উত্তেজনা বাড়িত, তখন সে নিজের পরিধেয় কাপড় চোপড় ছিড়িয়া টুকুড়া টুকুড়া করিয়া চতুর্দিকে উড়াইয়া দিত ও একেবারে উলঙ্গ হইয়া পড়িত। নিকটস্থ কাহাকেও চিনিতে পারিত না। লক্ষ্যশূন্য দৃষ্টিতে কটমুট করিয়া তাকাইত।

একমাত্র জননী ব্যতীত আর কাহাকেও বড় ভয় বা সম্মান করিত না। তাহার হস্ত-মৈথুনের অভ্যাসও ছিলনা, কোনও বিষয়েই তাহার চিন্তা আকৃষ্ট হইত বলিয়া মনে হইত না। এই যুবক ৭ম গর্ভজাত ছিল। কতিপয় বৎসরব্যাপী এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় ইহার কোন উপকারই দেখা গিয়াছিল না। ইহার পিতামাতা ও অন্যান্য ভ্রাতাভগিনী সকলেই বেশ বলশালী ও সুস্থকায় ছিল। প্রশ্নের উত্তরে জানা, গেল এই যুবক যখন গর্ভে ছিল তখন তাহার মাতা কোন প্রকার ভয় বা মানসিক অশান্তি ভোগ করেন নাই, পক্ষান্তরে, তিনি ঐ সময় বেশ প্রফুল্লান্তঃকরণেই ছিলেন। তখন ইহার জন্ম ম্যাগ-ফস ৩৫ ও ক্যাক্স-ফস ৩৫ (৫ গ্রেণ মাত্রায়) দিনে প্রতি ঘণ্টায় পর্যায়ক্রমে ব্যবহারের উপদেশ দেওয়া গেল। ইহাতেই ক্রমশঃ তাহার অবস্থার উন্নতি দেখা যাইতে লাগিল। ৮ মাস ঔষধ ব্যবহার করার ফলে সে কাজকর্ম করিয়া থাইতে সমর্থ হইয়াছিল।

Metritis—মিট্রাইটিস।

জরায়ুপ্রদাহ

প্রসবের বা গর্ভশ্রাবের পর রক্ত দূষিত হওয়া, বা প্রসবের অল্পকাল পরে সর্দি লাগা, আঘাত, পতন, ঋতুকালে অধিকক্ষণ দাঁড়ান বা বেড়ান এবং অতিরিক্ত মৈথুন প্রভৃতি কারণে এই রোগ জন্মে। প্রথমে কম্প এবং তৎপর ক্রতনাড়ী ও জ্বর, নিম্নোদরে, কোমরে ও উরুতে বেদনা; জরায়ুতে গুরুত্ব ও ক্ষীততা অসুভব, মূত্রত্যাগে কষ্ট এবং বিবিমিষা ও বমন ইত্যাদি ইহার লক্ষণ।

চিকিৎসা।

ফিরম-ফস।—প্রারম্ভ বা প্রাদাহিক অবস্থায় জ্বর, বেদনা ও রক্ত-সঞ্চয় হ্রাস করিবার নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়। জরায়ু-প্রদেশে উষ্ণ সেকও উপকারী।

কালী-মিউর।—প্রদাহের দ্বিতীয়াবস্থায় জরায়ু ক্ষীত হইয়া উঠিলে। জরায়ুর পুরাতন রক্তসঞ্চয়।

Mouth, Diseases of—মাউথ, ডিজিজেস

অব—মুখের রোগ।

ফিরম-ফস।—মুখের যে কোন রোগে প্রাদাহিক অবস্থায় ইহা ব্যবহৃত হয়। মাড়ির ক্ষত, আরক্ততা ও বেদনা।

কালী-মিউর।—শিশু বা স্তন্যদায়িনীদিগের মুখের শ্বেতবর্ণ ক্ষত। প্রভূত লালান্নাব বিশিষ্ট মুখ ক্ষত (নেট্রম-মিউর); মাড়ির ক্ষতে পুষ জন্মি-

বার পূর্বে। মাড়ির অতিশয় ক্ষীণতা সহ গাঢ় শ্বেতাভ শ্রাব নিঃসরণ।

নেট্রম ফস।—মুখের ক্ষতে সরের ত্রায় পীতবর্ণ শ্রাব নিঃসৃত হইলে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। অল্প লক্ষণের বিद्यমানতা।

ক্যাল্ক-ফস।—মাড়ির পাণ্ডুবর্ণ (রক্তহীনতার লক্ষণ) থাকিলে একটু দীর্ঘকাল এই ঔষধ ও তৎপর ফিরম-ফস ব্যবহার করিবে। দন্তোদগম কালে মাড়িতে বেদনা (ফিরম-ফস)।

কালী-ফস।—মুখের পচাক্ত। স্ফাভি রোগ। দুর্গন্ধি শ্বাস-প্রশ্বাস। মাড়ি হইতে রক্তপাত। উজ্জল-আরক্ত প্রান্ত বিশিষ্ট মাড়ি।

নেট্রম-মিউর।—প্রভূত লালশ্রাব। মুখের চারিদিকে ফোষ্কার ন্যায় পৌড়ক।

কালী-সলফ।—নিম্নোষ্ঠের শ্লেষ্মা-শ্রাবী ঝিল্লীর শুষ্কতা ও পতন (উঠিয়া যাওয়া)।

ক্যাল্ক-ফ্লোর।—হৃৎ বা চোয়ালের কঠিন ক্ষীণতা ও তৎসহ ফোটক।

Miscarriage—মিস্‌ক্যারেজ—গর্ভশ্রাব।

(গর্ভ ও প্রসবেদনা দ্রষ্টব্য)।

Morning Sickness — মণি সিকনেস্ গর্ভিণীদিগের প্রাতঃকালীন বিবমিষা ।

(চিকিৎসা)

নেট ম মিউর ।—প্রাতঃকালীন বিবমিষা সহকারে জলবৎ ফেণিল শ্লেষ্মা বমন । পুনঃ পুনঃ মুখদিয়া প্রভৃত জল বা লালাস্রাব । অতিশয় ক্ষুধা মনে হয় যেন পেটে কিছুই নাই, কিন্তু কোন জিনিষেই রুচি জন্মে না ।

নেট্‌, য়-ফস ।—অল্পপদার্থ বমন সংযুক্ত প্রাতঃকালীন বিবমিষা ।

ফিরম-ফস ।—আহারের পর ভুক্তদ্রব্য বমন । ইহাতে উপকার না হইলে পর্যায়ক্রমে ক্যাক্‌ ফস দিবে ।

মন্তব্য ।—অনেক সময় খালিপেটে থাকার দরুণ গর্ভিণীদিগের বিবমিষা ও বমন জন্মে, এরূপাবস্থায় গর্ভিণীকে সকালে কিছু খাইতে দেওয়া কর্তব্য । রোগিণীর বেশী নড়া চড়া কর্তব্য নহে । লঘু ও বলকর পথ্য দেওয়া বিহিত ।

Mucous membranes — মিউকঃস

মেম্‌ব্রেন্‌স — শ্লেষ্মিক ঝিল্লীর রোগ ।

স্রাবের বিশেষ বিশেষ প্রকৃতি অনুসারে বিভিন্ন ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে । তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল । যথা:—

এষ মেনের গ্রাস্ম শ্লেষ্মা — ক্যাক্‌-ফস ।

তন্তুময় (ফাইব্রিনঃস)—কালী-মিউর ।

পীতাভ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুশ্ছেদ্য শ্লেষ্মাথণ্ড—ক্যাক্স-ফোর

পীতবর্ণ, স্বর্ণের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট—নেট্রম-ফস ।

সবুজাভ শ্লেষ্মা—কালী-সলফ ।

পরিষ্কার, স্বচ্ছ—নেট্রম-মিউর ।

পূযাক্ত শ্লেষ্মা—ক্যাক্স-সলফ ।

অতিশয় দুর্গন্ধ বিশিষ্ট—কালী-ফস ।

ক্ষতকর—নেট্রম মিউর, ক্যালী-ফস ।

Mumps — মণ্ডুস, -কর্ণমূল-গ্রন্থির প্রদাহ ।

লালাস্রাবী গ্রন্থি, বিশেষতঃ কর্ণমূলের প্রাদাহিক ক্ষীততাকে কর্ণমূল-প্রদাহ বলে । এই রোগে সময় সময় সর্দি লাগিয়া বা শীতল প্রয়োগ বশতঃ সহসা গ্রীবাঙ্গির ক্ষীততা বিলীন হইয়া পুরুষের অণ্ডকোষ এবং স্ত্রীলোকের স্তন ক্ষীত হইয়া উঠে । এই রোগ অতিশয় সংক্রামক, কিন্তু বিপজ্জনক নহে । এই রোগের প্রারম্ভাবস্থায় জ্বর থাকে ।

(গ্রন্থির রোগ দ্রষ্টব্য)

(চিকিৎসা)

স্কিরম-ফস ।—রোগের প্রারম্ভাবস্থায় জ্বর লক্ষণ বিद्यমান থাকিলে ।

কালী-মিউর।—ইহা গ্রন্থির স্ফীততার প্রধান ঔষধ। অধিকাংশ স্থলে ইহা ফিরম-ফসের সহিত পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করিলে বিলক্ষণ উপকার দর্শে।

নেট্র-ম-মিউর।—প্রভূত লালাশ্রাব অথবা অণ্ডের স্ফীততা সংযুক্ত রোগে অপর কোনও ব্যবস্থায় ঔষধের সহিত পর্যায়ক্রমে বা অন্তবর্তী ঔষধ স্বরূপ ব্যবহৃত হয়।

পথ্যা-পথ্যা।—গিলিতে কষ্ট হয় বলিয়া অর্দ্ধ তরল পথ্যা ব্যবস্থা করিবে। দিনে ৩৪ বার উষ্ণ সেক দেওয়া ও রুগ্ন স্থান ফ্রানেল দিয়া জড়াইয়া রাখা কর্তব্য।

Neuralgia — নিউর্যালজিয়া — স্নায়ুশূল।

(চিকিৎসা)

ফিরম-ফস।—প্রাদাহিক কারণ জনিত স্নায়ু-শূল। ঠাণ্ডা লাগার দরুণ প্রবল দপদপকর অথবা প্রেকবিদ্ধবৎ বেদনা। কোন এক চক্ষুর উপরে বা কপালে অর্দ্ধ শিরঃশূল। ইহাতে উপকার না হইলে ক্যান্থ-ফস দিবে। স্নায়ু-শূল সহকারে মুখমণ্ডলের আরক্ততা, জালাকর উত্তাপ, জ্বর ইত্যাদি।

ম্যাগ্নেসিয়া ফস।—সকল প্রকার স্নায়ু-শূলেই উত্তপ্ততায় উপশম ও শান্তলতায় বৃদ্ধি লক্ষণ থাকিলে ইহা সুব্যবস্থায়। তীব্র খোঁচা বা চিড়িক মারার ভায়ে বেদনা, বক্ষে আকুঞ্চক বেদনা; আক্ষেপিক বা খাল ধরার ভায়ে এবং ভেদন অথবা ঘোচড়ানবৎ বেদনা; থাকিয়া থাকিয়া বেদনা

উঠে। স্নায়ুর গতি অনুসারে বেদনার গতি। মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল ;
উষ্ণগৃহে উপশম, বিমুক্ত বায়ুতে বৃদ্ধি ।

কালী-ফস ।—রক্তহীন স্নায়বিক প্রকৃতির ব্যক্তিদিগের রোগে
উপকারী ; স্নায়ুশূল সহকারে ক্রোধপ্রবণতা ও খিটখিটে স্বভাব । আস্তে
আস্তে নড়িলে চড়িলে উপশম । একাকা থাকিলে, উপবিষ্ট অবস্থা ইহাতে
উত্থানকালে অথবা অতিরিক্ত পরিশ্রমে বৃদ্ধি । স্নায়ুশূল সহকারে
অতিশয় দুর্বলতা ও বলক্ষয় । আলোক ও গোলমাণে বিদেহ । শিরঃশূল
সহকারে নিদ্রাহীনতা ও স্নায়বীয়তা, বেদনাকালে কর্ণে গুণ গুণ শব্দ ।

ক্যান্থ ফস ।—কোন ব্যবস্থায় ঔষধে সফল প্রাপ্ত না হইলে ।
(পুরাতন রোগে অন্তর্কর্ত্তী ঔষধ স্বরূপ) রাত্রিতে নির্দারিত সময়ে বেদনার
উপস্থিতি । মনে হয় যেন হাড়ে বেদনা করে । অবশতা ও ঠাণ্ডা স্ফুটন্ত
হ্রায় অনুভব সহকারে বেদনা । রাত্রিতে ও ঝড় বৃষ্টির দিনে বৃদ্ধি ।
গুহাদ্বারের স্নায়ুশূল, মলত্যাগের পব অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বেদনার বিদ্যমানতা ।

নেট্রম-মিউর ।—লালা ও অশ্রুস্রাব সহকারে থাকিয়া থাকিয়া
স্নায়ু-শূলের উপস্থিতি । খোঁচামারা বা তীরবিদ্ধবৎ বেদনা । নেট্রম-মিউর
ও ম্যাগ্নেশিয়া-ফসের বেদনার প্রকৃতি ঠিক একই রকম । উভয়ের পার্থক্য
এই যে নেট্রম-মিউরে প্রচুর অশ্রু বা লালা স্রাব থাকে ম্যাগ্নেশিয়া-ফসে
থাকে না । মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল ।

কালী-মিউর ।—প্রবল বেদনা সহকারে শ্বেত বা পাংগুটে শ্বেত
বর্ণের লেপাবৃত জিহ্বা ।

কালী-ফস ।—সন্ধ্যাকালে বা উষ্ণ বায়ুতে বৃদ্ধি, শীতল বিমুক্ত
বায়ুতে উপশম ।

সিলিশিয়া ।—অসম্যক পরিপোষিত ব্যক্তিদিগের হৃদয় রোগ ।
মাঝে মাঝে দেওয়া কর্তব্য ।

Ophthalmia—অপথ্যালিমিয়া—চক্ষুউঠা ।

চক্ষুর খেতাংশের লালবর্ণ, চক্ষে বালুকণা বা কণ্টকবেধের ভ্রায় অনুভব, জল বা পুষ পড়া, চক্ষু কুটকুট করা, অনবরত চক্ষু মুছিবার প্রবৃত্তি ও আলোকাসহ্যতা এই রোগের প্রধান লক্ষণ ।

রৌদ্র, হিম বা শীত লাগা এবং চক্ষে ধূলিকণা, ধূম বা বাতাস লাগিলে এই রোগ জন্মে । হাম ও প্রমেহ জনিতও চক্ষু প্রদাহ জন্মিয়া থাকে ।

চিকিৎসা ।

ফির্ম-ফস —সকল প্রকার প্রাদাহিক লক্ষণ সকল বিদ্যমান থাকিলে ইহা ব্যবহৃত হয় ।

নেট্রম-ফস ।—শিশুদিগের চক্ষু উঠার ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ ।
সত্ত্বজাত শিশুদিগের চক্ষু হইতে পৃথাক্ত শ্রাব নিঃসরণ । সরের ভ্রায় পুষশ্রাব ।

কালী সলফ ।—সবুজাভ পুষশ্রাব ।

ক্যাঙ্ক-সলফ ।—গাঢ়, কখন কখন বা রক্তমিশ্রিত পুষবৎ শ্রাব নিঃসরণ । গাঢ়, পীতবর্ণ শ্রাব ।

(চক্ষুরোগ দ্রষ্টব্য)

Orchitis — অর্কাইটিস, অণ্ডকোষ-প্রদাহ, একশিরা

আঘাত, উপঘাত, প্রমেহ বা উপদংশজ বিষ এবং শীত ও ঠাণ্ডা লাগিয়া এইরোগ জন্মিতে পারে। এক বা উভয় অণ্ডই আক্রান্ত হইতে পারে। রোগাক্রান্ত অণ্ডের অতিশয় স্ফীততা ও বেদনা থাকে। হাত বা কোন প্রকারে চাপ লাগিলে অত্যন্ত বেদনা করে। স্ফীততা কখন কখন এত বাড়িয়া থাকে যে, অণ্ড স্বাভাবিক অবস্থা হইতে প্রায় চারি পাঁচগুণ বড় হইয়া পড়ে।

(চিকিৎসা)

কালী মিউর।—অণ্ডের প্রদাহ ও স্ফীততা। প্রমেহের শ্রাব
বিলোপের ফলে অণ্ডপ্রদাহ জন্মিলে ইহা প্রধান ঔষধ।

ফিরম-ফস।—প্রাদাহিক লক্ষণ, যথা—জ্বর, উত্তাপ ও বেদনা থাকিলে।

ক্যালক ফস।—অন্তর্কর্ত্তী ঔষধ স্বরূপ অথবা রোগ পুরাতন আকার ধারণ করিলে ইহা ব্যবহৃত হয়।

ক্যালক ফ্লোর।—অণ্ডের কঠিন স্ফীততা।

Pain — পেইন-বেদনা ।

[শিরঃপীড়া ও স্নায়ুশূল দ্রষ্টব্য]

চিকিৎসা

ফিরম-ফস।—শরীরের যে কোন স্থানের প্রাদাহিক বেদনায়
ইহা ব্যবহার করা উচিত। স্নায়ুশূল, পৃষ্ঠবেদনা, কটি ও উরু প্রদেশের

বেদনা, বৃক্কক বেদনা। ফিরম-ফসের সকল স্থানের বেদনাই রোগাক্রান্ত স্থানে শীতল স্থানিক প্রয়োগে, এবং বেদনা গভীর স্থানে হইলে বাহ্য উষ্ণতায় উপশম হইয়া থাকে।

ম্যাগ্নেশিয়া-ফস।—তীব্র, তীরবিদ্ধবৎ, খোঁচামারার ছায় অথবা মোচড়ানবৎ বেদনায় ইহা অতিশয় ফলপ্রদ। এই বেদনা উষ্ণতায় উপশম ও শীতলতায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। খননবৎ, সবিরাম, স্নায়ুশূল।

কালী মিউর।—ক্ষীততা থাকিলে ফিরম-ফসের পর বা তৎসহ পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্য।

কালী-ফস।—রোগাক্রান্ত স্থানের খঞ্জতা ও শক্তিশূন্যতা। যৎসামান্য সঞ্চলনে বেদনা ও আড়ষ্টতার উপশম কিন্তু অত্যধিক সঞ্চলনে উহার বৃদ্ধি। রক্তহীন ও ক্রোধপ্রবণ ব্যক্তিদিগের স্নায়ু শূল। সঞ্চলনের প্রারম্ভে বেদনার বৃদ্ধি, কিন্তু আস্তে আস্তে নড়িলে চড়িলে উপশম। প্রফুল্লকর ঘটনায় বেদনার হাস।

ক্যান্থ ফস।—বেদনা সহকারে ব্যথিতস্থানে অবশতা ও হুড়হুড়ি অনুভব। রাত্রিকালে ও রুষ্টি বাদলার দিন লক্ষণের বৃদ্ধি। ক্ষয়কর রোগের পরবর্তী বেদনা। কটিবাতে ফিরম-ফস সহ পর্যায়ক্রমে ব্যবস্থেয়।

ন্যাট্রিম-মিউর।—অতিরিক্ত লাল বা অশ্রুপ্রাব সহকারে বেদনা। ফেণিল লাল দ্বারা লেপাবৃত জিহ্বা। মস্তকে মৃদু গুরুত্ব সহকারে অশ্রুপ্রাব। ম্যাগ্নেশিয়া ফসের বেদনার ছায় বেদনা সহকারে অশ্রুপ্রাব থাকিলে এই ঔষধ ব্যবহার্য। সাধারণতঃ প্রাতঃকালে বেদনার বৃদ্ধি।

কালী-সলফ।—একস্থান হইতে অগ্নস্থানে সঞ্চরণশীল বেদনা। সাধারণতঃ সন্ধ্যাকালে, উষ্ণগৃহে অথবা উষ্ণ বায়ুতে বেদনার বৃদ্ধি এবং শীতল বিমুক্ত বায়ুতে উপশম।

স্ট্রাইম-ফস।—বেদনা, বিশেষতঃ আমবাতিক বেদনা সহকারে সরের ত্রায় পৌববর্ণ লেপাবৃত জিহ্বা। আহারের পরবর্তী বেদনায়, বিশেষতঃ অল্প লক্ষণ-বিद्यমান থাকিলে ইহা সবিশেষ উপযোগী।

ক্যাক্স ফেয়ার।—পৃষ্ঠ-বেদনা : কটি-বেদনা। বেদনা সহকারে কোষ্ঠবদ্ধতা। অর্শ অথবা জরায়ুর নিমগ্নতা বশতঃ বেদনা।

Paralysis — প্যারালিসিস্, পক্ষাঘাত ।

কোন অঙ্গের বা শরীরের অর্দ্ধাংশের গতিশক্তির বিলোপকে পক্ষাঘাত বলে। এই রোগে সময়ে সময়ে সঞ্চলন শক্তির সঙ্গে সঙ্গে আক্রান্ত অঙ্গের স্পর্শজ্ঞানও বিলুপ্ত হইয়া থাকে।

(চিকিৎসা)

কালী-ফস।—হঠাৎ বা ক্রমে ক্রমে এই রোগ উপস্থিত হইলে প্রথমেই এই ঔষধের বিষয় চিন্তা করা উচিত। স্বর-রজ্জ্ব পক্ষাঘাত বশতঃ স্বর-নাশ। গতি শক্তির বিলোপ সহকারে জীবনী শক্তির ক্ষীণতা ও মলের পচা গন্ধ। মুখমণ্ডলের পক্ষাঘাত, অর্দ্ধাঙ্গের পক্ষাঘাত বা শিশুদিগের পক্ষাঘাতে ইহা প্রধান ঔষধ।

ম্যাগ্নেশিয়া-ফস।—হস্ত বা মস্তকের অনৈচ্ছিক কম্পন (ক্যাক্স ফস)। পেশীর পক্ষাঘাতে কালী-ফস সহ পর্যায়ক্রমে।

ক্যাক্স ফস।—নিম্নাঙ্গে শীতলতা, অবশতা ও হুডহুড়ি অনুভব।

সিলিশিয়া।—টেবিস ডসে'লিস রোগজনিত পক্ষাঘাত। পক্ষাঘাত জন্ত সন্ধির দুর্বলতা।

(চিকিৎসিত রোগী)

(১) জনৈক যুবতী প্রেমভঙ্গে নিরাশ হইয়া আত্ম হত্যার জন্ত এক-প্রকার বিষ সেবন করেন। তাহাতে তাঁহার মৃত্যু না ঘটিয়া হাত ও পায়ের পক্ষাঘাত জন্মে। ১২ পুরিয়া মাত্র ক্যাঙ্ক-ফস সেবনেই তাঁহার পক্ষাঘাত সম্পূর্ণরূপে দূরীকৃত হয়।

(২) ২৪ বৎসর বয়স্ক এক যুবকের দক্ষিণ গণ্ডের (গালের) পক্ষাঘাত জন্মে। রোগাক্রান্ত স্থানের অবশতা ও স্পর্শজ্ঞান বিলুপ্ত ছিল। মুখ বামদিকে একটু বক্রও ছিল। একজ্ঞ কথা একটু অস্পষ্ট হইত এবং

হাঁটিবার কালে পদ-বিক্ষেপেরও একটু ব্যতিক্রম জন্মিত (shuffling gait) চলৎ-শক্তির এইরূপ ব্যতিক্রম দেখিয়া লোকোমোটর এটাক্সিয়া জন্মিবে বলিয়া আশঙ্কা হয়। জলে কাজ করার ফলে, অথবা হস্তমৈথুনাঙ্গি কিংবা অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় পরিচালনার ফলে রোগোৎপত্তি হইয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলে তাহাতে অস্বীকার করে। যাহা হউক, কালী-ফস ৩× ও ক্যাঙ্ক ফস ৩× প্রতি ৩ ঘণ্টান্তর পর্যায়ক্রমে সেবনের ব্যবস্থা করা যায়। ২ সপ্তাহ এইরূপ ঔষধ ব্যবহারের পর কেবল মাত্র কালী-ফসই সেবনের উপদেশ দেওয়া হয়। উহাতে ক্রমে ক্রমে তাহার যাবতীয় উপসর্গ দূরীভূত হইয়াছিল। পরে রোগী তাহার হস্ত-মৈথুনের অভ্যাস ছিল বলিয়া স্বীকার করে।

Pthisis Pulmonalis — যক্ষ্মাকাশ

(কনজম্পশন দ্রষ্টব্য)

Pleurisy — প্লুরিসি — ফুসফুসবেষ্ট-প্রদাহ ।

ফুসফুসের আবরণ ঝিল্লীর প্রদাহকে ফুসফুসবেষ্ট প্রদাহ বলে। ইহার লক্ষণ প্রায়ই ফুসফুস-প্রদাহের ত্রায়'।

ফিরম ফস।—এই রোগের প্রারম্ভাবস্থায় জ্বর, পার্শ্বে স্থিতিবিদ্ধবৎ বা চিড়িক মার! বেদনা, হ্রস্ব কাস এবং শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট থাকিলে ইহা অতিশয় ফলপ্রদ। বৃকে উষ্ণ সেক দেওয়া কর্তব্য।

কালী মিউর।—রোগের দ্বিতীয়াবস্থায় যখন ফুসফুস-বেষ্টদ্বয়ের মধ্যে চটচটে আব ক্ষরিত হয় তখন ইহা ব্যবহার্য। শ্বেত বা পাংগুটে শ্বেত লেপাবৃত্তি হইবে।

নেট্‌ম-মিউর—ফুসফুস-বেষ্টদ্বয়ের মধ্যে জলবৎ আব ক্ষরিত হইলে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। রোগের পরও যদি এরূপ রসক্ষরণ জন্মে, তখনও ইহা ব্যবহার্য।

ক্যালক সলফ।—ফুসফুস-বেষ্টদ্বয়ের মধ্যে পুথ সঞ্চিত হইলে ইহা ব্যবহার্য।

ক্যালক ফস।—পুরাতন রোগী। প্রতি শ্বাসেই বৃকে বেদনা অনুভব।

(নিউমোনিয়া দ্রষ্টব্য)

Pneumonia – নিউমোনিয়া, ফুসফুস প্রদাহ ।

ফুসফুসের মূল উপাদানের প্রদাহকে নিউমোনিয়া বলে । ইহাতে এক বা উভয় ফুসফুসই আক্রান্ত হইতে পারে । নিউমোনিয়ার তিন অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় । সাধারণতঃ শ্বাস বোধ পূর্বক জ্বর হইয়া এই রোগের আরম্ভ হয় । জ্বর ১০৩ ডিগ্রী হইতে ১০৬ বা ৭ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠিয়া থাকে । প্রথমতঃ জ্বর সহকারে বুকে বেদনা ও কাসি থাকে এবং অল্প অল্প আঠা আঠা শ্লেষ্মা স্রাবিত হয় । অনন্তর এই শ্লেষ্মা মরিচার বা ইষ্টক চূর্ণের বর্ণ ধারণ করে । কাসিবার কালে বুকে আকৃষ্টন অনুভব, দ্রুত শ্বাস, মাথাধরা ও নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট থাকে । পরে দ্বিতীয় অবস্থা প্রকাশ পায় । এই অবস্থায় বেদনা হ্রাস পড়ে, কাসে তত কষ্ট হয় না, শ্লেষ্মা সহজে উঠে এবং উহার দৃশ্যেচ্ছতা ও আরক্ততা দূর হয় কিন্তু শ্বাসের দ্রুততা তখনও বর্তমান থাকে । ইহার পর তৃতীয় অবস্থা প্রকাশ পায় । এই অবস্থায় রোগ আরোগ্যের দিকে গেলে জ্বর কম পড়ে, শ্বাসের দ্রুততা হ্রাস প্রাপ্ত হয়, কাস ও শ্লেষ্মাস্রাবের লাবণ জন্মে, ক্ষুধা প্রত্যাবৃত্ত হয় ও রোগী ক্রমশঃ সুস্থ বোধ করে । কিন্তু পক্ষান্তরে ফুসফুসে পূব উৎপন্ন হইলে নাড়ী দ্রুততর ও ক্ষীণতর, শ্বাস দ্রুততর, শ্লেষ্মা পুষ্যাক্ত ও প্রচুর ঘর্ষ হয় এবং অবশেষে দুর্বলতা বশতঃ রোগীর মৃত্যু ঘটে । কখন কখন পুষ্য তুলিবার অক্ষমতা নিবন্ধন শ্বাস-রোধবশতঃ রোগীর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে ।

(চিকিৎসা)

ফিরম-ফস ।—ফুসফুস-প্রদাহের প্রারম্ভ অর্থাৎ রক্তসঞ্চিতাবস্থায় ইহা প্রধান ঔষধ । উচ্চ গাত্রোত্তাপ, ঘন ও আয়াসিত শ্বাস-প্রশ্বাস, অস্থি-

রতা, উদাসীনতা ও সময় সময় তন্দ্রালুতা। যে পর্য্যন্ত প্রচুর ঘর্ষশ্রাব হইয়া রোগী একটু সুস্থ বোধ না করে, সে পর্য্যন্ত ইহা ব্যবহার করা কর্তব্য। প্রাদাহিক অবস্থার পর ফুসফুসে প্লেগ্মা সঞ্চিত হইলে ইহা দ্বারা আর কোনও উপকার দর্শে না। শিশু ও বৃদ্ধদিগের ফুসফুস-প্রদাহে ইহা বিশেষ উপযোগী। পরিষ্কার রক্ত নিষ্টিবন। ডাঃ গরেন্সি বলেন যে ফুসফুস-প্রদাহের প্রারম্ভাবস্থায় রক্ত নিষ্টিবিত হইলে ইহা অতিশয় নির্ভরযোগ্য ঔষধ। ফুসফুসের শিখর-দেশ যকৃতের হ্রায় নিরেট অবস্থা ধারণ করিলেও ইহা ব্যবহার্য।

অস্থিরতা ও নড়িলে চড়িলে বিশেষরূপে বেদনা অমুভব না করিলেও (একো-নাইট ও জেলসিমিয়মের মাঝামাঝি অবস্থা) ইহা ব্যবহৃত হয়। ষ্টেথস্কোপ দ্বারা পরীক্ষা কালে বৃকে চিড়চিড় শব্দ (crepitant rales) শ্রুত হইলে। মরিচার হ্রায় বর্ণ বিশিষ্ট প্লেগ্মা নিষ্টিবন। ডাঃ লরেন্স বলেন, “এই রোগের চিকিৎসায় ভিরেট্রম-ভিরিডি ও এই ঔষধ দ্বারা যেরূপ ফল প্রাপ্ত হইয়াছি অপর কোনও ঔষধ দ্বারা তদ্রূপ সফল প্রাপ্ত হই নাই।”

কালী-মিউর।—তত্ত্বময় পদার্থ বিশিষ্ট নিষ্টিবন। খেত লেপাবৃত জিহ্বা খেতবর্ণ, তৃষ্ণা (আঠা আঠা) প্লেগ্মা। ফুসফুস-প্রদাহের সহিত কণ্ঠ নাসিকা ও কর্ণে প্রাতিগ্রায়ের (সর্দি) ভাব লক্ষিত হইলে এবং এই রোগের ভোগকালে হৃদ লক্ষণ বা শোথের ভাব বিদ্যমান থাকিলেও, ইহা বিশিষ্টরূপে উপযোগী।

ম্যাগ-ফস।—প্লেগ্মা নিষ্টিবন ব্যতীত সময় সময় আক্কেপিক কাসের উপস্থিতি। বৃকে সঙ্কোচন অর্থাৎ এটেধরার হ্রায় অমুভব। রাত্রিকালে এবং শয়নিতাবস্থায় কাসের বৃদ্ধি।

কালী ফস।—সান্নিপাতিক অবস্থা। স্নায়ুগুণের অবসন্নতা, নিদ্রা-হীনতা, অতিশয় দুর্বলতা, ঘন শ্বাস, দুর্গন্ধি প্লেগ্মা নিষ্টিবন, স্বরভঙ্গ, গাঢ়,

হরিদ্রাবর্ণ, লবণাক্ত নিষ্ঠীবন। আক্কেপিক কাস সহকারে প্রভূত, ফেগিল ও রক্তাক্ত শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন, মনে হয় রোগীর খাস রোধ বশতঃ মৃত্যু ঘটবে।

সিলিশিয়ার।—পুরাতন ও উপেক্ষিত রোগের পুষসন্ধিতাবস্থা।
চিং হইয়া শুইলে খাসকষ্ট। ফুসফুসের গভীর-প্রদেশে বেদনা, শিথিল ঘড় ঘড় শব্দ বিশিষ্ট শ্লেষ্মা। নৈশজ্বর, প্রভূত নৈশঘণ্টা এবং দুর্বলতা।

ক্যাক-ফস।—শিশুদিগের রোগে বিশেষ ফলপ্রদ। কাসিতে কাসিতে হরিদ্রা বর্ণের শ্লেষ্মা উঠে। প্রাতে বৃদ্ধি, বুকে চিড়িক মারা বা হুচিবিদ্ধবৎ অথবা ক্ষতবৎ বেদনা।

কালী-সলফ।—ফিরম-ফস ব্যবহার করিয়াও যদি পর্যাপ্তরূপে ঘণ্টাশ্রাব না হয়, তবে তৎ সহকারে পর্যায়ক্রমে এই ঔষধ ব্যবহার করিবে। গলায় সাঁই সাঁই বা ঘড়্ ঘড়্ শব্দ সহকারে পীতবর্ণ, তরল অথবা জলবৎ পীতবর্ণ শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন পরিত্যক্ত হইলে ইহা সবিশেষ উপযোগী। কাসিবার
কালে শ্লেষ্মা কতকটা উঠিয়া পুনরায় পশ্চাদিকে সরিয়া পড়ে ও উহা গিলিয়া
ফেলিতে হয়। খাস রোধের ঞায় অনুভব। ঠাণ্ডা বাতাস পাইবার ইচ্ছা।
কাসিবার কালে হাতদ্বারা বুক ধরিতে হয়। সন্ধ্যাকালে তাপের বৃদ্ধি। পুষ নিষ্ঠীবন বিশিষ্ট ফুসফুস প্রদাহ।

নেট্রম-মিউর।—ফুসফুস প্রদাহে পরিষ্কার, ফেগিল, ও ঘড়্ ঘড়্ শব্দ বিশিষ্ট তরল শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন এই ঔষধের পরিচালক লক্ষণ। জিহবার উভয় পার্শ্বে লালার বৃদ্ধির বিত্তমানতা। বিরক্তিকর কাস সহকারে গুরুত্ব ও আঘাতিতবৎ বেদনাবিশিষ্ট শিরঃপীড়া।

মস্তব্য।

এই রোগে রোগীর গৃহ উষ্ণ ও শরীর উষ্ণ বজ্রাবৃত রাখা উচিত। বক্ষঃস্থলের সকল প্রকার প্রোদাহিক রোগেই উচ্চ বালিশে ঠেকা দিয়া বুক

উচু করিয়া রাখা উপকারী। দীর্ঘ ও পুরু মসিনার পোল্টিসদ্বারা আবিরত বন্ধঃস্থল ও পৃষ্ঠ আবৃত রাখিলে অতিশয় উপকার দর্শে। রোগীর চুপ করিয়া থাকা উচিত। সাণ্ড, এরাক্ট, বালি প্রভৃতি এই রোগে পথ্য।

কতিপয় লাবণিক পদার্থের অভাবই এই রোগের কারণ। সুতরাং লক্ষণদৃষ্টে উহার অভাব পরিপূরণ করিতে পারিলেই রোগ আরোগ্য প্রাপ্ত হয়। প্রথম বা প্রাদাহিক অবস্থায় ফিরম ফসের সহিত পর্যায়ক্রমে কালী-মিউর দিলে স্থানিক প্রদাহ ও জ্বর প্রভৃতির বিরাম এবং দেহ হইতে আণ্ডালালিক পদার্থের নিস্রব প্রতিরুদ্ধ হয়। ফেণিল প্লেগ্মা নেট্রিম-মিউর জ্ঞাপক। ঐ লক্ষণে ইহা দিলে অতিশয় উপকার দর্শে। রোগের দ্বিতীয়া-বস্থায় ত্বক যখন অতিশয় শুষ্ক থাকে তখন কালী সলফ ব্যবহার করা উচিত। উষ্ণ জলের সহিত ইহার কতিপয় মাত্রা দিলে নিশ্চয়ই ঘণ্ডাশ্রাব হইয়া অতিশয় উপকার দর্শে। মধ্যে মধ্যে গরম জল খাইতে দেওয়া এবং গরম জলে পরিষ্কার নেকড়া কিম্বা গামছা ভিজাইয়া উত্তমরূপে নিংড়াইয়া উহা দ্বারা দিনে দুইবার করিয়া রোগীর গা উত্তমরূপে মুছিয়া ফেলাও অতিশয় উপকারী। অতিশয় আন্তে আন্তে বুক ও পিঠ মুছিয়া ফেলা উচিত, যেন উহাতে রোগীর বৃকে বেদনা বা কষ্ট না হয়।

Rheumatism — রিউমেটিজম — বাত, আমবাত ।

ইহাকে সাধারণতঃ বাতের ব্যারাম বলে । শরীরে ল্যাট্টিক এসিডের আধিক্য হইলে এই রোগ জন্মিয়া থাকে । রোগের প্রারম্ভে জ্বর হয় এবং জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সন্ধিস্থল (গাইট, জয়েন্টস্) স্ফীত, আরক্ত ও বেদনায়ুক্ত হইয়া উঠে । নড়িলে চড়িলে এই বেদনা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় । কখন কখন বা সমস্ত সন্ধিই পূর্বোক্তরূপে স্ফীত ও ব্যথিত হইয়া উঠে । এই রোগে ত্বক অতিশয় উত্তপ্ত ও দুর্গন্ধি অল্প গন্ধযুক্ত ঘর্ষে আবৃত ; কোষ্ঠবদ্ধ ; জিহ্বা ময়লাবৃত ; নাড়ী পূর্ণ ও কঠিন, এবং মূত্র আরক্ত থাকে । সময় সময় বেদনা এক সন্ধি হইতে অগ্র সন্ধিতে নড়িয়া চড়িয়া বেড়ায় । এই রোগ ২১৩ সপ্তাহ পর আরোগ্য হয়, নতুবা পুরাতন আকার ধারণ করে । আমবাতে জ্বর ১০৪।৫ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠিয়া থাকে । ১০৪ ডিগ্রী পর্য্যন্ত জ্বর উঠিলে হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা থাকে । এই রোগে হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হইলে অতিশয় উৎকর্ষ আকার ধারণ করে । হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হইলে বামপার্শ্বে বেদনা, বুকে বেদনা, শ্বাস-কষ্ট ও হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার বিশৃঙ্খলা বা বৈধম্য উপস্থিত হয় ।

আম শব্দের অর্থ তরুণ, অর্থাৎ অপক । বাতের ব্যারাম তরুণ অবস্থায় থাকিলে আমবাত বলে । আর আরোগ্য না হইয়া পুরাতন অবস্থা প্রাপ্ত হইলে তাহাকে পুরাতন বাত বলে । পুরাতন বাতে কোমরের পেশী আক্রান্ত হইলে তাহাকে কটিবাত বলে । এই কটিবাতে উরু-পৃষ্ঠের বৃহৎ স্নায়ু (সায়োটিক নার্ভ) বেদনা জন্মিলে তাহাকে গৃধসী বা সায়োটিকা বলে ।

গৃধ্রসী বা সায়েটিকায় বেদনা কোমর হইতে নিম্নাভিমুখে নামিয়া উরু পর্য্যন্ত প্রসারিত হয় এবং নড়িতে চড়িতে অত্যন্ত বেদনা জন্মে।

ঠাণ্ডালাগা অধিকক্ষণ ভিজে কাপড়ে ধাকা, অধিক পরিমাণ মাংস, টুক্‌দ্রব্য বা ঠাণ্ডা দ্রব্য আহার হঠাৎ ঘর্ষরোধ প্রভৃতি কারণে বাতরোগ জন্মিয়া থাকে।

(চিকিৎসা)

ফিরম-ফস।—প্রথম বা আক্রমণাবস্থায়, ও জ্বর থাকিলে ইহা প্রধান ঔষধ। প্রারম্ভাবস্থায় পুনঃ পুনঃ এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে রোগ সূচনায়ই আরোগ্য হয়। সন্ধির তরুণ বাতে অতিশয় বেদনা থাকিলে ও নড়িলে চড়িলে এই বেদনার বৃদ্ধি হইলে ইহা দ্বারা চমৎকার ফল দর্শে। সমস্ত শরীরে বিশেষতঃ সন্ধিস্থলে আড়ষ্টতা ও ক্ষতবৎ বেদনা। কটিবাত। ঠাণ্ডা লাগার দরুণ গ্রীবার অনমাতা। সকল প্রকার বাতের বেদনারই সঞ্চলনে বৃদ্ধি। বেদনার প্রাবল্য জ্ঞাত অনিদ্ভা। বিশ্রামের পর সামান্য সঞ্চলনে আড়ষ্টতানুভব। নড়িলে চড়িলে বা নড়িবার কথা মনে হইলেই বেদনার বৃদ্ধি।

কালী-মিউর।—আমবাতিক জ্বরের দ্বিতীয়াবস্থায় সন্ধিস্থলে মস্ত (serum) সঞ্চিত হইলে। রোগাক্রান্ত অঙ্গের ক্ষীণতা।

ম্যাগ্নেশিয়া-ফস।—সন্ধিতে তীব্র চিড়িক মারাবৎ বেদনা। আম বাতিক জ্বর ও তৎসহ খননবৎ বেদনা থাকিলে অপর কোন প্রধান ঔষধের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য। উষ্ণতায় ও দৃঢ়চাপে উপশম, সঞ্চলনে ও মৃচ্চাপে বৃদ্ধি।

কালী সলফ।—স্থানবিচরণশীল আমবাতিক বেদনা। উত্তপ্ত গৃহে বা সন্ধ্যাকালে বেদনার বৃদ্ধি, শীতল বিমুক্ত বায়ুতে উপশম। সন্ধির তরুণ বা পুরাতন স্থানবিকলশীল বেদনা; আমবাতিক শিরঃপীড়ার সন্ধ্যা-

কালে বা উষ্ণ বায়ুতে বৃদ্ধি। উপরোক্ত লক্ষণাপন্ন পৃষ্ঠ, গ্রীবা বা হস্ত-পদের আমবাতিক বেদনা।

কালী-ফস।—রোগাক্রান্ত স্থানের আড়ষ্টতা সহ তরুণ বা পুরাতন বাতের বেদনায় ইহা অতিশয় ফলপ্রদ। সঞ্চলনের প্রারম্ভে বেদনার বৃদ্ধি কিন্তু অল্প অল্প হাঁটিতে থাকিলে উহার উপশম। প্রাতে অথবা উপবিষ্ট অবস্থা হইতে উত্থান কালে বেদনার বৃদ্ধি। আস্তে আস্তে নড়িলে বেদনার উপশম, কিন্তু অতিরিক্ত নড়িলে চড়িলে বা ক্রান্তিতে উহার বৃদ্ধি।

নেট্রম-ফস।—ডাঃ স্মলার কতিপয় ব্যক্তির আমবাতের প্রাদাহিক অবস্থায় এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া অতি দ্রুত সফল প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। জিহ্বায় হরিদ্রাবর্ণের লেপ, অম্ল-লক্ষণের বিद्यমানতা এবং স্ক্রফিউলাগ্রাস্ত ব্যক্তিদিগের রোগ ইহার প্রধান প্রয়োগস্থল। সন্ধির বেদনা সহকারে প্রভূত অম্লগন্ধি ঘর্ম্ম। কি তরুণ কি পুরাতন, সর্ব প্রকারের রোগেই ইহা অতিশয় ফলপ্রদ। কোষের (cell) অভ্যন্তরস্থ ইউরিক এসিডের উপর এই পদার্থের ক্রিয়া থাকা বিধায় ইহা প্রয়োগে উহার দোষ দূরীভূত হয়। সন্ধির অতিশয় ক্ষীণতা, শুষ্কতা ও বিদরনশীলতা।

ক্যাল-ফস।—রাত্রিতে বা ঋতু বৃষ্টির দিনে বেদনার বৃদ্ধিতে ফিরম-ফস সহ পর্যায়ক্রমে। শীতলতায় বা উষ্ণতায় এবং প্রত্যেক ঋতুর পরিবর্তনে বেদনার উপচয়। সন্ধির বাত্রে রোগাক্রান্ত স্থানের শীতলতা ও অবশতা-মুভব। শীতলতা ও আর্দ্রতা হইতে উৎপন্ন গ্রীবার শুষ্কতায় ফিরম-ফস সহ পর্যায়ক্রমে দিবে। গ্রীবা-পৃষ্ঠে প্রবল বেদনা; রাত্রিতে উহার বৃদ্ধি। কটিবাত (ফিরম-ফস)। হাঁটু বা উরু সন্ধির শোধের ত্রায় ক্ষীণতা। যখনই ঠাণ্ডা লাগে তখনই সন্ধিতে বেদনা জন্মে।

নেট্রম-সলফ।—গাউট রোগের (গ্রন্থি বা গেটেবাত) তরুণাবস্থায় এই ঔষধ ফিরম-ফস সহ পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্য। পুরাতন গ্রন্থিবাতের ইহা প্রধান ঔষধ। রোগীর সর্বপ্রকার মৃদু পান নিষিদ্ধ। আমবাত সহকারে পৈতিক লক্ষণের বিত্তমানতা। আর্দ্র ঋতুতে বৃদ্ধি।

নেট্রম-মিউর।—সন্ধির বিদারণ সংযুক্ত পুরাতন আমবাত। জলীয় স্রাবের বিত্তমানতা। আমবাতিক জরে কালী-মিউরের পর ব্যবহার্য।

ক্যালক্স-ফ্লোর।—বাত জন্ম সন্ধির বিবৃদ্ধি (ক্ষৌভতা)। নেট্রম-সলফ সহ পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্য।

ক্যালক্স-সলফ।—সন্ধিতে পূষ সঞ্চয় (সিলিসিয়া)।

পথ্যাপথ্য।—রোগের প্রারম্ভাবস্থায় জ্বর থাকিলে শান্ত, এরোক্রট বা বালি উষ্ণ উষ্ণ দেওয়া বাইতে পারে। রোগাক্রান্ত স্থানে ঠাণ্ডা লাগিতে না পারে এজ্ঞত তুলা বা ফ্লানেল দিয়া বাধিয়া রাখা কর্তব্য। বেদনার অতিশয় তীব্রতা ও রোগীর পক্ষে উহা অসহ্য হইয়া থাকিলে শীত্ৰ শীত্ৰ বেদনা কমে এজ্ঞত আদার সেক দিবে। (আদ' ছেঁচিয়া একখানি নেকড়ায় আলগা করিয়া বাধিয়া আঙুনে গরম করিয়া সেক দিতে হয়)। জ্বর না থাকিলে এবং বেদনা হ্রাস প্রাপ্ত হইলে রুটি বা অন্ন পথ্য দেওয়া কর্তব্য। এই রোগের প্রারম্ভাবস্থায় কখনও দুগ্ধ দেওয়া কর্তব্য নহে।

Rachitis---রেকাইটিস, বালাস্থি বিকৃতি, অস্থির কোমলতা।

এই রোগে অস্থির কোমলতা ও নমনীয়তা জন্মে। অস্থিতে ফস্ফেট-অব-লাইম প্রভৃতি পদার্থের স্বল্পতা নিবন্ধন এই প্রকার অবস্থা উৎপন্ন হয়। এব্রুমেন ও ফস্ফেট-অব লাইম একত্র মিলিত হইয়া অস্থি নিশ্চিত হইয়া থাকে। ক্যাল্ক-ফস বা ফস্ফেট-অব লাইমের স্বল্পতা এই রোগের মুখ্য কারণ। অস্থিতে যখন এব্রুমেনের আধিক্য ও ফস্ফেট-অব লাইমের স্বল্পতা ঘটে, তখনই অস্থির কোমলতা জন্মে। গণ্ডমালা বা ক্ষীণধাতু শিশুদিগেরই প্রায়ই এই রোগ জন্মিয়া থাকে।

(চিকিৎসা)

ক্যাল্ক-ফস। ইহা এই রোগের সর্ব প্রধান ঔষধ। অধিকাংশ স্থলেই এই ঔষধে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। শীর্ণ ও দুর্বল বালক, পাণ্ডুর, মূৰ্ধণ মুখাকৃতি, বিমুক্ত ব্রহ্মরুক, দন্তোদগমে বিলম্ব ইত্যাদি। মেরুদণ্ডের বক্রতা, মাথার খুলি পাতলা ও কোমল। ফস্ফেট অব লাইমের অপ্রচুরতা নিবন্ধন মস্তকোত্তোলনে অসমর্থতা। রেকাইটিস গ্রস্ত বালক-বালিকাগণের অতিসার। যে সকল স্ত্রীলোক রেকাইটিস ধাতুর সন্তান প্রসব করে, তাহাদের গর্ভাবস্থায় ক্যাল্ক-ফস খাইতে দিলে এই দোষ বিদূরিত হয়।

নেট্রিম-ফস।—ভুক্ত দ্রব্য উত্তমরূপে পরিপাচিত না হওয়ার দরুণ রেকাইটিস দোষ জন্মিলে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। অম্ললক্ষণের বিজ্ঞমানতা।

সিলিশিয়া।—মস্তকে প্রচুর ঘর্ষ এবং অতিশয় দুর্গন্ধি মল বিশিষ্ট অতিসার থাকিলে এই রোগের প্রধান ঔষধ ক্যাল্ক-ফসের সহিত মাঝে মাঝে ব্যবহার করিলে উত্তম ফল দর্শে।

কালী ফস।—শরীরের শীর্ণতা বা ক্ষয়, অতিশয় দুর্গন্ধি মল বিশিষ্ট অতিসার। এই ঔষধ অপর কোনও ব্যবস্থায় ঔষধের সহিত পর্যায়ক্রমে মধ্যে মধ্যে দিতে হয়।

Scarlatina--স্কার্লেটিনা, আরক্ত জ্বর।

ইহা সন্ধ্যাঙ্গে গাঢ় লাল-পাউকা ও গল-কোবের প্রদাহ বিশিষ্ট এক প্রকার স্ফোট জ্বর। ইহাকে স্কার্লেট ফিভারও বলে।

(চিকিৎসা)

ফিরম ফস।—প্রথম বা প্রাক্রমণাবস্থায় জ্বর দ্রুত নাড়ী প্রভৃতি লক্ষণে কালী-মিউরের সহিত পর্যায়ক্রমে।

কালী মিউর।—সাধারণ রোগে কেবল মাত্র এই ঔষধেই রোগাগেগা হয়ে। প্রাদাহিক লক্ষণ বর্তমান থাকিলে ফিরম-ফসের সহিত পর্যায়ক্রমে।

কালী সলফ।—ইহা ব্যবহার করিলে পাউকা বা শুটিকাগুলি শীঘ্র শীঘ্র প্রকাশ পায় এবং ওহা শুকাইয়া গেলে শীঘ্র শীঘ্র উহা শব্দ বা জাঁইস উঠিয়া যায়। হঠাৎ পাউকাগুলি বসিয়া গেলে ইহা দ্বারা উহার পুনঃ প্রকাশের সহায়তা হয়। উচ্চ-গাত্রোত্তাপ। শুষ্ক খসখসে স্বক।

কালী ফস।—গলার ভিতর পচনের লক্ষণ দৃষ্টিতে পারিলে এবং অতিশয় ত্বৰ্ণতা ও অচৈতন্য প্রভৃতি লক্ষণ বর্তমান থাকিলে ইহা ব্যবহার্য্য।

নেট-ম-মিউর।—জলবৎ তরল পদার্থ বমন-নিদ্রালুতা বা তন্দ্রা, অঙ্গের উৎক্ষেপণ প্রভৃতি বিকারের লক্ষণ বর্তমান থাকিলে ইহা ব্যবহার্য্য। জিহ্বার লক্ষণ দ্রষ্টব্য।

এই রোগের কুফলে স্ফোটক ব্রণশোথ প্রভৃতি জন্মিলে তাহার চিকিৎসা সেই সেই রোগে দ্রষ্টব্য।

Sciatica — সায়েটিকা--কটিবাত, গৃধ্রসী।

(রিউমেটিজম্ দ্রষ্টব্য)

(চিকিৎসা)

কালী-ফস। প্রধান ঔষধ। উরুর পশ্চাৎদিয়া হাটু পর্যন্ত আকর্ষণবৎ বেদনা, আড়ষ্টতা, উরুর গতিশক্তিহীনতা এবং অতিশয় অস্থিরতা ও স্বাভাবিক দৌন্দর্য্য থাকিলে এই ঔষধে অতিশয় উপকার দর্শে। কিছুক্ষণ আশে পাশে নড়িলে চড়িলে বেদনার উপশম।

ম্যাগ্নেশিয়া ফস।—আক্ষেপিক ও খননবৎ বেদনা থাকিলে উষ্ণ তেলের সহিত পুনঃ পুনঃ গুলিয়া খাওয়াইলে বিশেষ ফল দর্শে। প্রধান ঔষধের সহিত পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য।

নেট্রিম সলফ।—গাউট বোগের লক্ষণ বিद्यমান থাকিলে এই ঔষধ কালী-ফসেব সহিত পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য।

ক্যাঙ্ক ফস।—এই রোগে অন্তর্কর্ত্তা ঔষধ রূপে ব্যবহৃত হয়। ম্যাগ্নেশিয়া-ফস বিফল হইলে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

নেট্রিম-মিউর।—দক্ষিণ উরু-সন্ধিতে আকর্ষণবৎ (tensive) বেদনা; মনে হয় সায়েটিক-নার্ভ ছোট হইয়াছে, উঠাতে থিঁচে ধরার ত্রায় বেদনা। পদের ঈর্ষতা ও ব্যথিততা। পুৰাতন রোগ ও কুইনাইন সেবনের পরবর্ত্তী রোগ।

সিলিাশন।—পুরাতন গৃধ্রসী। সঞ্চলনে বেদনার বৃদ্ধি। উরু-
সন্ধিতে বেদনা। হাঁটিবার সময় পায়ের ডিমের হ্রস্বতাহুভব (calves
feel too short)

Self-abuse--সেলফ্ এবিউস, হস্তমৈথুন।

ক্যান্স ফস।—ইহা হস্তমৈথুন জনিত সর্বপ্রকার কুফল নিবারণের
প্রধান ঔষধ। শুক্রক্ষয়ের প্রধান ঔষধ।

কালী ফস।—স্নায়ুর দুর্বলতা জনিত স্নায়বিক লক্ষণে ক্যান্স-ফস
সহ পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্য।

নেট্ ম ফস।—অতিরিক্ত শুক্রক্ষয় জন্ত পরিপাক যন্ত্রের দুর্বলতা।
অজীর্ণ ও অন্ন রোগাদি থাকিলে ইহা অবশ্য দিবে। শুক্রের অতিশয় তারল্য,
কাপড়ে লাগিলে উহাতে দাগ লাগে না। অজ্ঞাতসারে রেতঃস্রাব।

এই রোগে কোনও প্রকার উত্তেজক খাদ্য, লঙ্কা, পেঁয়াজ, গরম মসল্লা ও
মজাদি সেবন একেবারে দূষণীয়। হবিষ্যন্ন আহার ও ব্রহ্মচর্য্য পালন
অতিশয় উপকারী। মাছ কাম বর্দ্ধিত করে, এজন্ত মাছ খাওয়া অতিশয়
অপকারী।

Skin, Affections of the.

স্কিন র্যাফেক্‌সন্স অব্‌ দি = চর্মরোগ ।

(চিকিৎসা)

ফির ফস।—সর্বপ্রকার চর্মরোগের প্রথমাবস্থায় জ্বর, বেদনা ও রক্ত সঞ্চয়ের জ্ঞা ইহা ব্যবহার্য্য ।

কালী মিউর।—চর্মরোগের দ্বিতীয়াবস্থায়, ফিরম-ফসের পর ।
শ্বেত, গাঢ় আবশীল অথবা আমাশয়ের (ষ্ট্র্যাক) গোলযোগ সহকারে চর্ম-
রোগের প্রকাশ এবং জিহ্বায় শ্বেতবর্ণ লেপ থাকিলে ইহা ব্যবহার্য্য ।
উল্লিখিত লক্ষণ সংযুক্ত ব্রণ বা বৃদ্ধি । মূত্র-যন্ত্রের বিশৃঙ্খলা সংযুক্ত
মুখমণ্ডলের উদ্বেদ (ইরপ্‌ সন) । বৃদ্ধাঙ্গুলির সন্ধির বিবর্দ্ধন ও ক্ষীততা,
সাইকোসিস, আঁচিল ইত্যাদি । লুপস্‌ (নাসিকা ও মুখমণ্ডলের প্রসারণশীল
রক্তবর্ণ একপ্রকার পাড়কা) রোগে ইহা প্রধান ঔষধ : চুলকুণি, শিশুদিগের
শিরোদ্র । খারাপ গো-বীজে টিকা দেওয়ার দ্রবণ অথবা মূত্র-যন্ত্রের
ক্রিয়ার বিশৃঙ্খলা নিবন্ধন চুলকুণি প্রকাশ । পুরোক্ত সকল রোগেই এই
ঔষধের লোশন স্থানিক প্রয়োগ উপকারী ।

নেট্‌ম-মিউর।—কণ্ডু হইতে জলবৎ, পীতবর্ণ ও দুর্গন্ধি আব
নিঃসরণ । উল্লিখিত প্রকারের আব বিশিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্বেদ বা কোস্কা ।
অতিরিক্ত লবণ খাওয়ার ফলে হকে শব্দ বিশিষ্ট ও জলবৎ আবশীল কণ্ডুর
প্রকাশ । শিশুর সর্বশরীরে ক্ষত ও উহা হইতে জলবৎ আব ক্ষরণ (আভ্য-
স্তরিক ও বাহ্য) । কাটাতির দংশন বা হলভেদে বাধিত স্থানে যত শীঘ্র
সম্ভব এই ঔষধের লোশন লগাইলে তৎক্ষণাৎ বেদনা বিদূরিত হয় । কোন
পীড়ার ভোগকালে দ্রব প্রকাশ ও উহা হইতে জলবৎ আব ক্ষরণ ।

নেট্রম-ফস।—যে কোন প্রকারের চর্মরোগে সরের ত্রায়, মধুর বর্ণ অথবা স্বর্ণের ত্রায় পীতবর্ণ মামড়ি অথবা আব নিঃসৃত হইলে এই ঔষধ উপকারী। চর্মরোগ সহকারে অল্প লক্ষণের বিद्यমানতা। শিশুদিগের শিরোদ্রু। কীটাদির দংশনের ত্রায় সর্বাঙ্গে দুর্দমা কণ্ডুয়ন।

কালী-ফস।—অতিশয় দুর্দমা ও দুর্গন্ধ বিশিষ্ট একজন্মা বা কণ্ডুতে ইহা বিশেষ উপযোগী। অতিশয় দুর্বলতা ও স্নায়বীয়তা। ক্ষতের উপর বসার ত্রায় মামড়ি পড়িলে এবং উহাতে অতিশয় দুর্গন্ধ থাকিলে। আব লাগিলে ত্বকের কণ্ডুয়ন ও ক্ষত। রোগাক্রান্ত স্থানের উদ্ভগুতা। রক্তাক্ত জলবৎ আব নিঃসরণ। ত্বকের স্ফুট স্ফুটি অনুভব সহ কণ্ডুয়ন। শীতক্ষেপে কণ্ডুয়নযুক্ত বেদনা।

ক্যাঙ্ক ফস।—উদ্বেদ, বিশেষতঃ মুখমণ্ডলের উদ্বেদ হইতে আণ্ড-লালিক রক্তস্রাব। পীতভাষ খেতবর্ণের মামড়ি। একজন্মা বা কণ্ডু সহ রক্তহীনতা। অতিশয় কণ্ডুয়ন বিশিষ্ট চর্মরোগে মধ্যে মধ্যে ব্যবহার করা কর্তব্য। জুডুর, মেচেতা (treckles) প্রভৃতি এই ঔষধে আরোগ্য প্রাপ্ত হয়। রক্তদিগের ত্বকের বিরক্তিকর কণ্ডুয়ন (কালী-ফস সম পয়্যাক্রমে)। প্রচুর ও পুনঃ পুনঃ ঘর্ম-স্রাব, বিশেষতঃ মুখমণ্ডল হইতে। নৌবনোন্মুখ বা রক্তহীন ব্যক্তিদিগের বয়োব্রণ।

ক্যাঙ্কসলফ।—চর্মরোগে গাঢ় পীতবর্ণ আব নিঃসৃত হইলে বা পীতবর্ণের মামড়ি পড়িলে কালী-মিউরের পর ব্যবহার্য। প্রদাহের পর পুষ্ণোৎপত্তি হইলে আব হাস করিবার নিমিত্ত। ব্রণে পৃথ জন্মিলে ও শিশু-দিগের মস্তক-ক্ষতে পীতবর্ণের মামড়ি পড়িলে।

ক্যাঙ্কফ্লোর।—চর্ম বিদারণ; হাত ফাঁটিলে সাবান দ্বারা হস্ত উত্তম রূপে পরিষ্কার করিয়া ভেগিলিনের সহিত কিঞ্চিৎ এই ঔষধ মিশ্রিত করিয়া

স্থানিক প্রয়োগ করিবে। কঠিন ও অসম প্রান্তবিশিষ্ট ক্ষতে পুষোৎপত্তি।
গুহ্যদ্বার বিদারণ।

সিলিশিয়া।—হুকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অশ্রাবী স্ফোটক। যে কোন
প্রকারের চর্মরোগে পুষ অথবা রক্তমিশ্রিত পুষ নিঃসৃত হইলে। প্রচুর,
অথবা অতিশয় দুর্গন্ধ যুক্ত পাদ-ঘর্ম। ঠাণ্ডা লাগিয়া ঘর্ম রোধ হইলেও
ইহা ব্যবহার্য্য; শিশুদিগের শিবোঘর্ম।

নেট্রম-ফস।—পীতাভ জলবৎ স্রাব বিশিষ্ট উদ্ভেদ (ইরঃপশন)।
পৈত্তিক লক্ষণ সহকারে ক্ষতের উপর পীতাভ মামড়ি।

Sleep – শ্রীপ--নিদ্রা।

(কালী-ফস দ্রষ্টব্য)

কালী-ফস।—অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম, উদ্বেজন, কজকস্মে
বাস্ত সমস্ততা; শারীরিক ক্লান্তি অথবা স্নায়বিক কারণ জনিত নিদ্রাগীনতায়
ইহা বিশেষ ফল প্রদ।

ফিরম-ফস।—মস্তিষ্কের কৈশিকান'ডীতে (capillary) অস্বাভা
বিক রক্ত সঞ্চয় জনিত নিদ্রাগীনতায় কালী-ফস সহ পয্যায়ক্রমে।

নেট্রম মিউর।—অতিরিক্ত নিদ্রা, সর্বদাই নিদ্রা বাইবার
অস্বাভাবিক প্রবৃত্তি; নিদ্রিতাবস্থায় মুখ হইতে লাল নিঃসরণ, কোষ্ঠকাঠিন্য।
যথোপযুক্তকাল নিদ্রা গেলেও অপরিতৃপ্তি। প্রাতে নিদ্রা হইতে উঠিলে
ক্লান্তি ও অপরিতৃপ্তি। সামান্য জ্বরকালেও অতিশয় নিদ্রালুতা ও
অচেতনকর নিদ্রা।

নেট্রিম-সলফ।—পৈত্তিক লক্ষণ সহকারে বা কামলা রোগের পূর্বে অতিশয় নিদ্রালুতা। জিহ্বায় পাংগুটে বা কটাবর্ণের লেপ সহকারে নিদ্রালুতা। মুখে তিক্তস্বাদ।

Small Pox — স্মলপক্স-বসন্ত।

বসন্ত অতিশয় সংক্রামক বা ছোঁয়াচে রোগ। ইহা সাধারণতঃ দুই প্রকার। যথা সংশ্লিষ্ট ও বিশ্লিষ্ট। গুটিগুলি পরস্পর গায় গায় লাগিয়া থাকিলে তাহাকে সংশ্লিষ্ট ও পৃথক পৃথক থাকিলে তাহাকে বিশ্লিষ্ট বলে। এই রোগের বিষ শরীরে প্রবেশ করিবার ১২ দিন পর জ্বর হয়। বসন্তের জ্বরে শ্বাত, দাহ, মাথাধরা শ্বেতবর্ণের লেপ বিশিষ্ট জিহ্বা, বমন, সর্বশরীরে বিশেষতঃ পৃষ্ঠে ও কোমরে অত্যন্ত বেদনা জন্মে। জ্বর হইবার দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিনে গুটিকা প্রকাশ পায়। প্রকৃত বসন্তের গুটিকা প্রথমে হাত বা পায়ের তলায় প্রকাশ পায়, জলবসন্তের গুটিকা প্রথমে মুখমণ্ডলে প্রকাশ পায়। গুটিগুলি স্পষ্ট প্রকাশ না পাইলেও হাত বা পায়ের তলায় মশক দংশনের চিহ্নের স্থায় লাল চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। একটু জল দিয়া হাত বা পায়ের তলা ধুইয়া ফেলিলেই এই চিহ্ন স্পষ্টরূপে দেখা যায়। গুটি প্রকাশ পাইবার ৫৬ দিন মধ্যেই উহাতে জল সঞ্চয় হয়। গুটিতে জলসঞ্চয় হইলেই উহার অগ্রভাগ অবনত অর্থাৎ নাভীর স্থায় কিছু নিম্ন হইয়া পড়ে। গুটিগুলির এই নাভাবৎ আকৃতি বসন্তের গুটিকার একটা বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ। ৬ষ্ঠ হইতে ৮ম দিবসের মধ্যে গুটির ভিতরে পূষ জন্মে। এইক্ষণ রোগীর গাত্র হইতে একপ্রকার বিশেষ দুর্গন্ধ বাহির হয়। সাধারণতঃ ১০ম দিবসেই গুটিগুলি শুকাইতে আরম্ভ করে ও উহার উপর একপ্রকার মামড়ি

পড়ে। একবিংশতি (২১) দিবসের মধ্যেই এই মামড়ি পড়িয়া যায়। রোগ উৎকট আকারের হইলে শুকাইবার কালেই অনেক রোগীর প্রাণ বিয়োগ হয়। বাইওকেমিক চিকিৎসায় এই রোগে অতি আশ্চর্য ফল দর্শে। ১০।১১ দিনের মধ্যেই রোগী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়া কাজ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে, অভিজ্ঞতায় ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। কালী-মিউর ৩× এই রোগের অব্যর্থ প্রতিবেধক। বসন্তের প্রাচুর্য্যাব-কালে প্রত্যহ এই ঔষধ সেবন করিলে রোগের আক্রমণের ভয় দূর হয়। ৪ বৎসরের অভিজ্ঞতায় দেখিয়াছি, যাহারা এই ঔষধ প্রতিবেধকরূপে সেবন করিয়াছে তাহারা কেহই এই রোগে আক্রান্ত হন নাই।

(চিকিৎসা)

ফিরম-ফস।—বসন্তের প্রথমাবস্থায় জ্বর, উচ্চ গাত্রোত্তাপ, দ্রুত নাড়া প্রভৃতি লক্ষণে প্রধান ঔষধের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য।

কালী-মিউর।—ইহা এই বোগের প্রধান ঔষধ। রোগের প্রারম্ভাবস্থায় ফির ফসের সহিত ঘন ঘন পর্য্যায় ক্রমে ব্যবহার করিলে রোগের তীব্রতা কমিয়া যায় এবং ইহা ব্যবহার করিবার পর আর নূতন গুটা বাহির হয় না। কখন কখন দেখা গিয়াছে যে, সামান্য কিছু গুটা বাহির হইবার পর ইহা (ফির-ফস ও কালী-মিউর) ব্যবহার করায় গুটিগুলি অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে এবং কোন কু-ফল দর্শে নাই।

কালী-ফস।—রক্তের বিগলিত অবস্থায় এই ঔষধ ব্যবহার্য্য। গুটিকাগুলি পচিলে, সংজ্ঞাহীনতা ও অতিশয় দৌর্ব্বল্য বা অবসাদ পরিলক্ষিত হইলে ইহা ব্যবহারে সুন্দর ফল পাওয়া যায়।

কালী-সলফ।—ইহা পুরাতন ত্বক উঠাইয়া পুতন ত্বকোৎপাদনে সাহায্য করে ; সুতরাং গুটিগুলি শুকাইবার সময় ইহা ব্যবহার্য্য।

নেট্রম-মিউর।—মূত্র প্রকৃতির রোগ। নিদ্রালুতা, অচৈতন্য ও প্রচুর লালাস্রাবাদি থাকিলে। ঘন সন্নিবিষ্ট গুটিকা। এই প্রকার রোগ অতিশয় মারাত্মক। ইহাতে এই ঔষধ প্রয়োগ করিয়া চমৎকার ফল পাওয়া গিয়াছে।

ক্যাঙ্ক সলফ।—গুটিকা পাকিলে ও উহা হইতে পুষ্পস্রাব হইতে থাকিলে ইহা ব্যবহার্য্য। এই সময় কালী-সলফের সহিত পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য।

পথ্যাপথ্য

রোগের ভোগকালে বালি, এরাকট, বা সাগুর পাতলা মণ্ড, মুগ মটর মসুরার যুব ও ঘোল ; দ্রাক্ষা দাড়িমাদি ফল এবং পানার্থে শীতল জল বা ডাবের জল দিবে। অনন্তর ক্রমে ক্রমে দুগ্ধ মাংসাদি পুষ্তিকর পথ্য ব্যবস্থা করিবে। উপসর্গবিহীন রোগে আমরা গুটা বাহির হইবার পর হইতেই কাঁচা মুগের ডাইল সহ প্রাতন অন্ন পথ্য দিয়া থাকি। বসন্তের রোগীকে প্রত্যহ কাঁচা হালুদের রস এবং হেলেঞ্চা (হিঞ্চ) ও কবলা সিদ্ধ খাইতে দিবে। ভাতের সহিত মাখনও দিবে। বসন্তের গুটা কখনও গালিবেনা। গুটাগুলি শুষ্ক হইলে খোসা পড়িয়া গিয়া সত্ত্বর আরোগ্য ঘটে। এই সময় গাঢ় তিল তৈল মাখা যাইতে পারে। গুটা শুকাইয়া খোসা পড়িয়া গেলে, গায় নিমহল্লদ মাখিয়া স্নান করিবে।

Sore throat মোর-থ্যাট—গলক্ষত ।

(ডিপথিরিয়া ক্রুপ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)

(চিকিৎসা)

ফিরম-ফস ।—গলার যে কোন প্রকারের প্রদাহেই এই ঔষধ ঘন ঘন ব্যবহার্য্য । ইহাব কুলিও অতিশয় ফলপ্রদ । গলক্ষত সহকারে উচ্চ গাত্রোত্তাপ ও অতিশয় বেদনা । স্বর-যন্ত্রের তরুণ প্রদাহ । গায়ক ও বক্তাদিগের গলক্ষত ।

কালী-মিউর ।—প্রদাহের দ্বিতীয়াবস্থায় গ্রন্থি বা টন্সিলের ক্ষীততা জন্মিলে । ডিপথিরিয়া । এই ঔষধ গরম জলে মিশ্রিত করিয়া কুলি ক'রবে ।

কালী-ফস ।—গলক্ষতের নালীক্ষতে পরিণতি ।

ক্যাল্ক-ফস ।—সর্বদা কাসিয়া স্বর-যন্ত্র পরিষ্কার করিতে হয়, কাসিতে কাসিতে আণ্ডাল'লিক শ্লেষ্মা নিষ্টিবিত হয় ।

ক্যাল্ক-ফ্লোর ।—স্বরবন্ধে তুড়-তুড়ি । শুইয়া থাকিলে গলকণ্ডুয়ন সংযুক্ত কাসিব উদ্রেক ।

নেট্রম-মিউর ।—দচ্ছ, ফেণিল শ্লেষ্মা দ্বাৰা টন্সিলের আবৃততা সহ কঠ-প্রদাহ । গল-প্রদাহ সহ জলীয় লক্ষণের বিচ্যমানতা ।

ম্যাগ্নেশিয়া ফস ।—কণ্ঠের হাফেপ ও তৎসহ গিলিবার কালে শ্বাসরোধানুভব ।

নেট্রম ফস ।—কঠ-প্রদাহ সহকারে জিহ্বায় সরের বা স্বর্ণের ছায়া পীতবর্ণের লেপ । প্রাতে গলায় ক্ষতবৎ অনুভব ।

ক্যালক-সলফ।—গল ক্ষতের ও টন্সলাইটিসের শেবাবস্থায় গাঢ় পীতবর্ণ কখন কখন বা রক্তমিশ্রিত পুষ্টি নিঃসৃত হইলে ইহা উপযোগী।

নেট্রম-সলফ।—গলক্ষত সহকারে গিলিবর বা চোক গিলিবর কালে গলায় গোলার ত্রায় কোনও পদার্থের বিद्यমানতানুভব।

Spasms, Convulsions, etc.

স্প্যাজম্‌স, কনভলসন্—আক্ষেপ

খোঁচুনি ইত্যাদি।

(চিকিৎসা)

ম্যাগ্নেশিয়া ফস।—শরীরের যে কোন স্থানের এবং যে কোন প্রকারের আক্ষেপেই হউক না কেন এই ঔষধ অতিশয় উপকারী। আক্ষেপ, খল্লৌ, (হাত পা ইত্যাদি স্থানে খাল বা টাস ধরা) প্রভৃতিতে গরম জলের সহিত গুলিয়া ঘন ঘন খাইতে দিলে অতি সত্ত্বর ফল দর্শে।

ক্যালক ফস।—আক্ষেপ ও মূর্চ্ছায় ম্যাগ্নেশিয়া-ফসের পর ব্যবহার্য্য। শিশুদিগের দন্তোদগমকালীন আক্ষেপে ব্যবহার কবিলে আক্ষেপের পুনরুপস্থিতি স্থগিত হয়। রক্তহীন, পাণ্ডুবর্ণ ব্যক্তিদিগের আক্ষেপে বিশেষ ফলপ্রদ।

কালী ফস।—ভয়জনিত আক্ষেপ, মূর্চ্ছায় মুখের পাণ্ডুরতা থাকিলে।

কালী মিউর।—ইহা মূর্গারোগের প্রায় অমোঘ ঔষধ। ইহা ব্যবহার করিলে পুনরাক্রমণ প্রতিরুদ্ধ হয়। আক্ষেপের সময় ম্যাগ্নেশিয়া ফস দিবে।

ফিরম ফস ।—শিশুদিগের দন্তোদগমকালীন আক্ষেপে জ্বর থাকিলে ইহা ব্যবহার্য্য ।

Spermatorrhœa — স্পার্মাটোরিয়া শুক্রেমেহ, অনৈচ্ছিক রেতস্রাব ।

নিদ্রাকালে বা অত্যন্ত অবস্থায় অনিচ্ছায় শুক্রস্রাবকে শুক্রেমেহ বলে । প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন পূর্বক হস্তমৈথুনাদি কৃত্রিম উপায়ে ইন্দ্রিয়পরিভূতি এই রোগের প্রধান কারণ ।

চিকিৎসা

নেট্রম ফস ।—অল্প লক্ষণ সহকারে শুক্রস্রাব । অতিশয় পাতলা, জলবৎ ও পচা গন্ধ বিশিষ্ট শুক্রপাত । শুক্রস্রাবের পর অতিশয় দুর্বলতা ও কম্পন ।

কালী ফস ।—ইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত উত্তেজনা বা জননেন্দ্রিয়ের অপর কোনও প্রকারের বিশৃঙ্খলা হইতে উৎপন্ন স্নায়বিক লক্ষণে ইহা অতিশয় ফলপ্রদ ।

ক্যাঙ্ক ফস ।—শুক্রস্রাব ও তজ্জন্ত সর্বাঙ্গীন দুর্বলতা । ইহা ব্যবহার করিলে জননেন্দ্রিয়ের দুর্বলতা দূরীভূত হইয়া সতেজতা প্রাপ্ত হয় ।
যুবকদিগের হস্তমৈথুনের প্রবৃত্তি ।

এই রোগে বিস্তৃত বায়ুতে প্রাতে ও সায়াহ্নে ভ্রমণ, কঠিন শয্যায় শয়ন ও সহ্য হইলে ত্রিসন্ধ্যা ন্নান অতিশয় উপকারী । সর্বপ্রকার উত্তেজক খাদ্য বর্জনীয় ; চিৎ হইয়া শুইবে না ।

Sunstroke — সন্‌স্ট্রোক — অর্ক্‌যাত ; সদিগম্মি ।

চিকিৎসা

নেটম মিউর।—ইহা এই রোগের প্রধান ঔষধ। মস্তিষ্কের লক্ষণ বর্তমান থাকিলে কালী-ফস সহ পর্যায়ক্রমে ব্যবহায়া ।

Syphilis — সিফিলিস, উপদংশ, গম্মি

উপদংশ সংক্রামক রোগ। এই রোগগ্রস্ত ব্যক্তির সত্‌ত সঙ্গমে ইহা উৎপন্ন হয়। কখন কখন বা উপদংশাকান্ত ব্যক্তিদিগের বস্ত্র, ভকা ও পানপাত্রাদি ব্যবহারেও এই রোগ সংক্রামিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ স্পর্শ সংক্রমণই এই রোগের উদ্ভেজক কারণ রূপে দেখা যায়। কিন্তু অতি প্রথম এই রোগ কোথা হইতে উৎপন্ন হইল ? এই বোগের প্রথমোৎপত্তি সম্বন্ধে জানিতে হইলে বুঝিতে হইবে অধিক পুরুষ কোনও একটি রমণীতে উপগত হওয়ার নানা প্রকার বীর্গ্যদ্বারা তাহার জননাঙ্গে অথবা কোন পুরুষ বহু রমণীতে উপগত হওয়ার তাহার পুরুষাঙ্গে একপ্রকার উদ্ভেজনা (ইরিটেশন) বশতঃই তথায় প্রদাহ (Inflammation) ও ক্ষত হইয়া অতি প্রথমে এই রোগের উৎপত্তি হইয়াছে। এই প্রদাহ বশতঃ শারীরিক রক্তে কোনও ইন্-অর্গানিক পদার্থের অভাব বশতঃই এই রোগের প্রথম উৎপত্তি হইয়া থাকে !

বাইওকেমিক প্যাথলজি মতে পূর্বোক্ত প্রকারের সংসর্গই এই রোগের মুখ্য কারণ এবং তাহার ফলে শারীরিক রক্তে কালী-মিউরের অভাব এই রোগের গৌণ কারণ। এই কালী-মিউরের অভাব শীঘ্র পরিপূরিত না হইলে,

তাহার অভাব বশতঃ শীঘ্রই আবার অত্যাশ্রয় ইন-অর্গানিক পদার্থের অভাব ঘটিয়া বহুপ্রকারের লক্ষণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। যখন শরীরে যে দ্রব্যের অভাব হয়, লক্ষণ দৃষ্টে তখন সেই অভাব পূরণ করিয়া দিলেই রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। শারীরিক রক্তে কোন দূষিত পদার্থের বিद्यমানতাকে উপদংশ বলে না। রক্তে কোনও বস্তু বিশেষের অভাবই উপদংশনামে অভিহিত হইয়া থাকে।

চিকিৎসা

বাইওকেমিক মতে ঠিক প্রতিজ্ঞায়ের (সর্দি) ত্রায় এই রোগের চিকিৎসা হইয়া থাকে। স্নাকার ও শ্বেতবর্ণের আশ্রায়ে কালী-মিউর; বাঘি সহকারে উদ্ভাপ, দপ্ দপ্ কর বেদনা, অতিশয় স্পর্শসহ্যতা থাকিলে ফিরম-ফস ৬× ক্রম; ক্যাড্ডিডেনিক গ্রান্ডারে কালী-ফস, পৃথক্য হইতে থাকিলে ক্যাঙ্ক সলফ, কঠিন ও অসম-প্রান্ত গ্রান্ডারে ক্যাঙ্ক-ফ্লোর এবং পুবা তন রোগে কালী-সলফ, নেট্রম-সলফ, নেট্রম-মিউর ও সিলিশিয়ার প্রয়োজন।

পুন্দ্রোক্ত লাবণিক পদার্থ সকলের আভ্যন্তরিক ও বাহ্য প্রয়োগ উপকারী। সাধারণ রোগে ৩× ক্রমের কালী-মিউর এবং লোশন বিশেষ উপকারী। এই লোশন দ্বারা পুনঃ পুনঃ ক্ষত ধুইয়া পরিষ্কার রাখা একান্ত কত্তব্য।

(বিশেষ বিশেষ অবস্থায় চিকিৎসা)

ফিরম-ফস।—বাঘীতে উদ্ভাপ, স্পর্শসহ্যতা, দপদপ কর বেদনা ও অর লক্ষণ থাকিলে।

কালী-মিউর।—বাঘীর অতিশয় ক্ষীণতা; কোমল বাঘি, পুরাতন উপদংশ। ইহা এই বোগেই প্রধান ঔষধ। আভ্যন্তরিক ও বাহ্য-প্রয়োগ উপকারী।

নেট্রিম সলফ।—উপদংশ হইতে উৎপন্ন গুহ্যদ্বারের আঁচিল।
আভ্যন্তরিক ও বাহ্য ব্যবহার্য।

নেট্রিম-মিউর।—পুরাতন উপদংশ, ক্ষত হইলে জলবৎ রস করণ।

কালী-ফস।—ফেজিডেনিক গ্রাঙ্কারে অর্থাৎ যে সকল উপদংশে
ক্ষত শীঘ্র শীঘ্র বদ্ধিত হয় তাহাতে, বিশেষতঃ ক্ষতে অতিশয় দুর্গন্ধ থাকিলে
ইহা অতিশয় উপকারী।

কাল-সলফ।—ক্ষত হইতে পীতাভ সবুজ বর্ণের শ্রাব নিঃসৃত
হইলে ও বৈকালে জ্বর হইলে।

ক্যালক-সলফ।—ক্ষতে পুষ জন্মিলে ক্ষত শীঘ্র শীঘ্র শুষ্ক হইবার
জন্ত। বাঘীতে পুষ জন্মিলে (সিলিশিয়ার সহিত পর্যায়ক্রমে)।

সিলিশিয়া।—বাঘীতে পুষ জন্মিলে ; পুরাতন উপদংশজ ক্ষতে
পুষোৎপত্তি বা উহার কঠিনতা। অতিরিক্ত পারদ ব্যবহারের ফলে ত্বকে
ক্ষত জন্মিলে। অস্থিতে নোডস অর্থাৎ অর্কুদ উৎপন্ন হইলে।

ক্যালক-স্লেটার।—ইহা হার্ডগ্রাঙ্কারের প্রধান ঔষধ। ক্ষতের
প্রান্তের অসমতা ও কঠিনতা। বাঘীর অতিশয় কঠিনতা।

এই রোগের চিকিৎসা কালে মংস্ত্র ও মাংস বর্জন করিবে। জ্বর
থাকিলে সাণ্ড, বার্লি প্রভৃতি লঘু পথ্য দিবে।

Testicles, Diseases of— অণ্ডকোষের পীড়া ।

(কুরণ্ড দ্রষ্টব্য)

ফিরম-ফস ।—অণ্ডের যাবতীয় পীড়ায়ই প্রদাহ, বেদনা ইত্যাদি থাকিলে ইহা সু প্রযোজ্য ।

কালী-মিউর ।—অণ্ড-প্রদাহের দ্বিতীয়াবস্থায় ক্ষীততা থাকিলে ইহা ব্যবস্থায় । প্রমেহ-স্রাবের বিলোপ জনিত অণ্ডের পীড়া ।

ক্যাক-ফস ।—অণ্ড প্রদাহ ; কুরণ্ড (নেট্রম মিউরের পর) ।
অন্তরুদ্বি (ক্যাক-ফোর সহ পর্যায়ক্রমে) ।

ক্যাক-ফোর :—অণ্ডকোষের শোথ (ক্যাক ফস) । অন্তরুদ্বি ।
কুরণ্ড ।

নেট্রম-মিউর ।—অণ্ডের শোথ বা উহাতে জল সঞ্চয় ; অণ্ডকোষ
ও রেতঃরজ্জুর আতশয় স্পর্শানুভবতা ; অণ্ডে অবিরাম মৃদু বেদনা ; অণ্ড-
কোষে হৃদম্য কণ্ডুনে । মণিপুত্রের (নাভীর নিম্নবর্তী রোমাবৃত স্থান)
রোম পতন ।

Tongue and Taste—জিহ্বা ও আস্বাদন ।

(প্রধান প্রধান লক্ষণ)

কালী-মিউর।—জিহ্বার শুষ্কতা এবং উহাতে খেত বা পাংশুটে খেত বর্ণের লেপ, জিহ্বায় পুরু খেতবর্ণের লেপ ; জিহ্বার প্রদাহ ও ক্ষীণতা ।

ফিরম-ফস।—মলিন লোহিতবর্ণ সহকারে জিহ্বার প্রদাহ ও ক্ষীণতা (কালী মিউরের সজ্জিত পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্য) ; (জিহ্বার আবৃত্ততা শবীরের কোনও অংশের পদাহ জ্ঞাপক) ।

কালী-ফস।—জিহ্বায় বাসি সরিষা বাটার গায় বর্ণ বিশিষ্ট ময়লার লেপ ; জিহ্বার অতিশয় শুষ্কতা, (বিশেষতঃ প্রাতঃকালে) এবং মুখের অতিশয় বিষাদ ও স্থানে অতিশয় দুর্গন্ধ । মূঢ় প্রকৃতির ব্যাপক জ্বর কালে জিহ্বার অতিশয় শুষ্কতা ও প্রদাহ ।

নেট্রম-মিউর।—পরিষ্কার আঠা আঠা বা জলবৎ শ্লেষ্মা দ্বারা আবৃত জিহ্বা । জিহ্বার প্রান্তভাগে ফেণিল শ্লেষ্মার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুদ্ধ । পরিষ্কার আর্দ্র জিহ্বা ; প্রভূত লালাশ্রাব ।

কালী-সলফ।—পীতবর্ণ, আঠা আঠা শ্লেষ্মা দ্বারা আবৃত জিহ্বা ; কখন কখন জিহ্বার প্রান্তভাগে খেত বর্ণ ময়লাবৃত্ত ; মুখের বিষাদ ।

নেট্রম-ফস।—জিহ্বার মূল দেশে এবং টঙ্গিলে সরের গায় বা সরের গায় পীতবর্ণ, আর্দ্র ময়লার লেপ ; কখন কখন মুখের অল্প স্বাদ ।

নেট্রম-সলফ।—জিহ্বায় অপরিষ্কার কটাশে সবুজ বা পাংশুটে-সবুজবর্ণের লেপ ; জিহ্বা আঠা আঠা ; মুখে প্রচুর গাঢ়, আঠা আঠা শ্লেষ্মা ; পিত্তশ্রাবের বিশৃঙ্খলাহৃৎক মুখের তিক্ত স্বাদ ।

ক্যালক-ফস ।—পুরু, আড়ষ্ট ও অবশ জিহ্বা (কালী-মিউর) ।

ক্যালক-ফ্লোর ।—প্রদাহের পর জিহ্বার কঠিনতা (সিলিশিয়া)
বেদনা বা বেদনাহীনতা সহকারে জিহ্বার অবদারণ ।

ক্যালক-সলফ ।—প্রদাহের পর জিহ্বায় পুষ সঞ্চয় ।

ম্যাগ্নেশিয়া-ফস ।—পীতবর্ণ, আঠা আঠা লেপারূপে জিহ্বা,
বিশেষতঃ উদর বেদনা অথবা আমাশয়ে (ষ্ট্রমাক) গুরুভার বোধ সহকারে ।

মন্তব্য ।

সাধারণতঃ জিহ্বার ময়লার বর্ণ দৃষ্টেই ঔষধ নির্বাচন করিতে হয় ; কিন্তু
আমাশয়ের (ষ্ট্রমাক) পুরাতন প্রতিশ্রায় কালে (ক্যাটার) কোনও নূতন
রোগ উপস্থিত হইলে, জিহ্বার এই লেপ দৃষ্টে, উক্ত তরুণ রোগের ঔষধ
ব্যবস্থা করা উচিত নহে ।

Tonsilitis — টন্সিলাইটিস — তালুমূল-প্রদাহ ।

(ডিফথিরিয়া দ্রষ্টব্য)

তালুর উভয় পার্শ্বে বাদামের ছায় যে গ্রন্থি আছে তাহার বেদনা সংযুক্ত
ক্ষীততাকে টন্সিলাইটিস্ বলে । ভাল চিকিৎসা না হইলে প্রদাহিত টন্সিলে
পুষ জন্মিয়া থাকে । থাকিয়া থাকিয়া শীত করিলে এবং দপ্ দপ্ কর ও কর
পর্যন্ত বিস্তৃত বেদনা জন্মিলে টন্সিলে পুষ জন্মিয়াছে বলিয়া জানিবে ।

(চিকিৎসা)

ফিরম-ফস ।—প্রদাহে জ্বর ও বেদনা থাকিলে প্রারম্ভাবস্থায় এই
ঔষধ ঘন ঘন ব্যবহার করা কর্তব্য । উষ্ণ জলের সহিত কিঞ্চিৎ এই ঔষধ
মিশ্রিত করিয়া উত্তার কুলি করাও বিশেষ উপকারী ।

কালী-মিউর।—টঙ্গিলের ক্ষীততা থাকিলে ফিরম-ফসের পর ব্যবহার্য্য। টঙ্গিলের উপর খেত বা পাংশুটে বর্ণের দাগ। তরুণ বা পুরাতন তালুমুল-প্রদাহ। জিহ্বায় খেত ময়লার লেপ।

ক্যাক্স-সলফ।—টঙ্গিলে পৃথ জন্মিলে এই ঔষধ ব্যবস্থেয়।

ক্যাক্স-ফস।—টঙ্গিলের পুরাতন ক্ষীততা সহকারে কখন কখন ঢোকগিলিতে অতিশয় কষ্ট। ব্যবস্থেয় অপর কোনও ঔষধের সহিত পর্য্যায়-ক্রমে ব্যবহার্য্য।

নেট্র-ম-ফস।—টঙ্গিলের প্রাচ্যায় (ক্যাটার) সহকারে জিহ্বার মূলদেশে স্বর্ণের ছায় পীতবর্ণের লেপ।

নেট্র-ম-মিউর।—আলজিহ্বার প্রদাহ সহকারে এই ঔষধের বিশিষ্ট লেপাবৃত জিহ্বা ও জলীয় স্রাবের বিद्यমানতা থাকিলে।

Toothache — টুথেক, দন্তশূল ।

(দন্তোদগম দ্রষ্টব্য)

ম্যাগ্নেশিয়া ফস।—দন্তশূল সহকারে খননবৎ বেদনা, উষ্ণ তরল পদার্থ মুখে করিলে বেদনার উপশম, শীতল পদার্থে বৃদ্ধি। অতিশয় অসহ্য বেদনা, স্নায়ু-পথে বেদনার গতি। প্রচাপনে অর্থাৎ চাপিয়া ধরিলে বেদনার উপশম, শীতল বাতাসে বৃদ্ধি।

ফিরম-ফস।—মাড়ির অথবা স্নায়ুর প্রদাহ জন্ত দন্তশূল। শীতল তরল পদার্থে অথবা ঠাণ্ডা বিষাক্ত বায়ুতে বেদনার উপশম, উত্তাপে বৃদ্ধি। মাড়ির প্রদাহ, আরক্ততা ও ক্ষতবৎ বেদনা।

কালী-মিউর।—মাড়ির অথবা গালের ক্ষৌততা সহকারে দন্তশূল থাকিলে ক্ষৌততা হ্রাস করাইবার ঙ্গ (ফিরম-ফস সহ পর্যায়ক্রমে) ।

কালী-ফস।—স্বাভাবিক পাণ্ডুর ও মানসিক পরিশ্রমে ক্লান্ত রোগীর দন্তশূল । প্রফুল্লকর ঘটনায় বেদনার উপশম । দন্তশূল সহকারে সহজেই মাড়ি হইতে রক্ত পাত অথবা মাড়িতে উজ্জ্বল লোহিত রেখা পার্শ্বদৃষ্ট হইলে ।

ক্যান্স-ফস।—ক্ষয়প্রাপ্ত দন্তে দন্তশূল : শত্রু শত্রু দন্তের প্রাপ্তি, দন্তেদগমে কষ্ট রাত্রিতে দন্তবেদনার বৃদ্ধি ।

কালী-সলফ।—সন্ধ্যাকালে বা উষ্ণগৃহে দন্তবেদনার বৃদ্ধি ; শীতল, বিমুক্ত বায়ুতে উপশম ।

নেট-মিউর।—দন্তশূল সহকারে অনৈচ্ছিক অশ্রুপাত বা প্রচুর লালান্নাব ।

ক্যান্স ফ্লোর।—দন্তের শিথিলতা সহকারে দন্ত বেদনা । আহাধ্য দ্রবোর সংস্পর্শে দন্তে অতিশয় বেদনা জন্মে ।

সিলিশিয়া।—মাড়িতে ফোটক জন্মিবার কালে অতিশয় দন্তশূল । অতিশয় গভীর স্থানের বেদনা, দাঁত ধরিয়া টানিলে বেদনার কতকটা উপশম । রাত্রিতে বেদনার অতিশয় বৃদ্ধি । উষ্ণতা বা ঠাণ্ডা কিছুতেই বেদনার শাস্তি জন্মে না ।

ক্যান্স-সলফ।—মাড়ি হইতে পৃথিব্য ও বেদনা নিবারণে ইহা অব্যর্থ মহোষধ ।

Tumors and Cancer—টিউমার এণ্ড ক্যান্সার—অর্কুদ ও দূষিত অর্কুদ ।

(চিকিৎসা)

কালী-সলফ ।—উপস্থকের (এপিথিলিয়াম) অর্কুদ । স্বকের অর্কুদে ক্ষত হইতে এই ঔষধের বিশেষত্ব জ্ঞাপক পাতলা পীতবর্ণ পুষ্পাব । আভ্যন্তরিক ও বাহ্য ব্যবহার্য্য ।

ক্যাল্ক ফ্লোর ।—স্তনের শক্ত, গ্রন্থিল অর্কুদ । যে কোন স্থানের কঠিন ক্ষীততা ।

কালী-ফস ।—অর্কুদ হইতে দুর্গন্ধি ও বিবর্ণ প্রাব নিঃসরণ । এই ঔষধ ব্যবহার করিলে বেদনার অতিশয় শাস্তি জন্মে ।

ন্যাট্রিম-মিউর ।—জিহ্বার নিম্নে কোমল, জলপূর্ণ ক্ষীততা । (রেণুলা)

ফিরম-ফস ।—অর্কুদের বেদনায় অপর কোনও ব্যবস্থেয় ঔষধের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ।

ক্যাল্ক-ফস ।—গণ্ডমালা ধাতুর ব্যক্তিদ্রিগের অর্কুদ । গলগণ্ড (ব্যাগ) ।

সিলিশিয়া ।—গ্রন্থির ক্ষীততায় পুষ্পজন্মিবার সম্ভাবনা হইলে । জরায়ুর অর্কুদ ।

নেট্রম ফস ।—“জিহ্বার অর্কুদে এই ঔষধে অতিশয় ফল দর্শে ।” (ডাঃ ওয়াকার) ।

[ক্যান্সার দ্রষ্টব্য]

Ulcers and Ulcerations—অংলসার্স এও অংলসারেসন্স—ক্ষত ও পুষ্পাৰী ক্ত (এবসেস ও একজুডেশন দ্রষ্টব্য)

কালী মিউৰ।—ক্ষত হইতে গাঢ় শ্বেতবৰ্ণ ও তন্তুময় শ্রাব নিঃসরণ, জরায়ুর গ্রীবা হইতে পূৰ্ণোক্ত প্রকারের শ্রাব ক্ষরণ। শ্রাবের অল্প-দাহিতা। শ্বেত বা পাংশুটে শ্বেত লেপাবৃত জিহ্বা।

ফিরম-ফস।—ক্ষত সহকারে জ্বর, প্রদাহ ও বেদনা থাকিলে।

সিলিশিয়া।—হস্ত-পদের গভীর-মূল ক্ষতে অস্থিবেষ্ট আক্রান্ত হইলে। ক্ষত হইতে পাতলা, পীতবর্ণ দুৰ্গন্ধ পুষ্পাৰ। নালীক্ষত; গ্রন্থির কঠিন ক্ষীততা ও উহাতে পুষ্প সঞ্চয় হইলে অধিক মাত্রায় এই ঔষধ ব্যবহার্য। আভ্যন্তরিক ও স্থানিক প্রয়োগও কৰ্ত্তব্য।

ক্যাল্ক-সলফ।—ক্ষত শুকাইয়া গেলেও উহা হইলে শ্রাব ক্ষরণ। সিলিশিয়ার পর ব্যবহার্য। গ্রন্থির বা হস্ত পদের ক্ষত হইতে পীতবর্ণ পুষ্পাৰ শ্রাব নিঃসরণ। কাঁটা ঘা, পোড়া ঘা প্রভৃতি হইতে পুষ্পাৰ।

ক্যাল্ক-ফ্লোর।—গ্রন্থির ক্ষত; গাঢ় পীতবর্ণ ও গ্রন্থির খণ্ড সংযুক্ত শ্রাব নিঃসরণ।

ক্যাল্ক-ফস।—ক্ষতে বিশেষতঃ গ্রন্থির ক্ষতে মধ্যে মধ্যে ব্যবহার করিবে।

নেট্রম-ফস।—পাকস্থলী (ষ্টমাক) বা অন্ত্রের ক্ষত সহকারে অল্প জলীয় পদার্থ বা কফিচূর্ণের দ্বায় মলিন পদার্থ বমন। উপদংশজ ক্ষত, জিহ্বার স্রের দ্বায় পীত বর্ণের লেপ।

Urinary disorders.—মূত্রযন্ত্রের রোগ ।

(বৃক্ক রোগ দ্রষ্টব্য)

(চিকিৎসা)

ফিরম ফস :—মূত্রাশয় 'ব্রডার' ও মূত্র-মার্গের সর্বপ্রকার প্রদাহিতা লক্ষণেই এই ঔষধ ব্যবহার্য্য । শিশুদিগেব রাত্রিকালীন বিড়ানায় মূত্রত্যাগ । পেশীর দুর্বলতা বশতঃ অস্বাভিক মূত্রত্যাগ, বিশেষতঃ স্বলোক-দিগেব কাঁসবার কালে মূত্র নিঃসরণ ; প্রদাহ বশতঃ মূত্র রোধ । অধিকক্ষণ মূত্রবেগ ধারণেব ফলে সর্বদা মূত্র প্রবৃত্তি ; প্রচুর মূত্রস্রাব ।

কালীমিউর :—মূত্রাশয় প্রদাহের দ্বিতীয়াবস্থায় স্ফীততা থাকিলে পুরাতন মূত্রাশয় প্রদাহেব প্রধান ঔষধ । মূত্রেব সহিত গাঢ় শ্বেতবর্ণ স্লেয়া নিঃসরণ । মলিনবর্ণ মূত্রত্যাগ মূত্রেব সহিত ইউরিক এসিড নিসৃত হয় । যকৃতের ক্রিয়ার স্তব্ধতা ।

ম্যাগ্নেশিয়া-ফস :—পেশীর আক্ষেপ বশতঃ মূত্ররোধ । শলাকা বা ক্যাথিটার প্রয়োগের পর একরূপ অন্তর্ভব যেন পেশী আর সঙ্কুচিত হয় না । মূত্রশিলা অর্থাৎ পাথরী রোগে অতিশয় বেদনা থাকিলে হহা অতিশয় ফল প্রদ ।

কালী ফস :—মূত্রাশয়-প্রদাহে অতিশয় দৌর্বল্য থাকিলে । ন্যায়বিক দৌর্বল্য বা পক্ষাবাতবশতঃ প্রচুর মূত্রস্রাব ; পুনঃ পুনঃ মূত্র প্রবৃত্তি । মূত্রবেগ ধারণেব অসমর্থতা, মূত্র যে স্থানে লাগে সে স্থান হাঁজিয়া যায় । মূত্রমার্গ হইতে রক্তস্রাব । পেশীর দুর্বলতা বশতঃ শয্যায় মূত্রত্যাগ ।

নেট্রম সলফ।—মূত্রে ইষ্টক চূর্ণের স্থায় তলানি। যে পাত্রে মূত্রতাগ করা যায় তাহার পার্শ্বে ও তল-দেশে লিথিক এসিডের তলানি পরিদৃষ্ট হয়। বাত বা পৈত্তিক লক্ষণ সহকারে প্রগাঢ় বর্ণ মূত্রতাগ।

ক্যাল্ক ফস।—মূত্রাশ্মরী বা ফস্ফেটিক অধঃক্ষেপ (তলানি) বিশিষ্ট মূত্র। নেট্রম সলফের সহিত পর্যায়ক্রমে বা তৎপর ব্যবহার করিলে পাথর বা পুনঃপাত্তি নিবারিত হয়। মূত্রে সূত্রবৎ অধঃক্ষেপ, মূত্রের সহিত শুক্রাশ্রাব (নেট্রম সলফও ব্যবহৃত হয়)। বৃদ্ধদিগের অব্যবহৃত মূত্রাশ্রাব।

ক্যাল্ক সলফ।—মূত্রাশয় প্রদাহে পুণ্য নিঃসৃত হইলে।

নেট্রম ফস।—শিশুদিগের অব্যবহৃত মূত্রতাগ। বিশেষতঃ অল্প বা কৃমির লক্ষণ বিद्यমান থাকিলে। বৃককে (কিড্‌নি) অশ্মরীর উৎপত্তি। আমবাত সহকারে মলিন লোহিত রক্তাশ্রাব।

নেট্রম মিউর।—এই ঔষধের অত্যন্ত লক্ষণের বিद्यমানতা সহ প্রচুর মূত্রতাগ।

Uterus, Diseases of — জরায়ুর রোগ।

[ডিসমেনোরিয়া, লিউকোরিয়া, মিট্রাইটিস এবং গর্ভ ও প্রসব বেদনা দ্রষ্টব্য]

ফিরম ফস।—জরায়ুর সর্বপ্রকার প্রাদাহিক রোগের প্রথম-বহুয় গাত্রোত্তাপ, বেদনা ও রক্তসঞ্চয়ের জন্ম ব্যবহৃত হয়। রতিক্রিয়ার পর যোনিতে বেদনা। যোনির অতিশয় শুষ্কতা ও স্পর্শসহ্যতা। উষ্ণ জলের সহিত কিঞ্চিৎ এই ঔষধ মিশ্রিত করিয়া পিচকারী প্রদানও উপকারী।

কালী-মিউর।—প্রদাহের দ্বিতীয়াবস্থায় রস শক্তি হইলে। জরায়ু গ্রীবায ক্ষত ও উহা হইতে গাঢ়, ঘেত ও অম্লপদাহকর শ্রাব নিঃসরণ। জরায়ুর পুরাতন রক্ত সঞ্চয়। জরায়ুর বিরুদ্ধি, কিন্তু উহার প্রস্তুরের ত্রায় কঠিনতা না থাকিলে এই ঔষধ ব্যবস্থায়।

কালী-ফস।—জরায়ু হইতে পাতলা, গাঢ় লোহিত বা কৃষ্ণাভ-লোহিত রক্তশ্রাব। জরায়ুর স্থান-চ্যুতি ও তৎসহ স্নায়বীয় লক্ষণের বিদ্যমানতা।

ক্যাল্ক-ফ্লোর।—জরায়ুর স্থান চ্যুতির ইহা সর্বপ্রধান ঔষধ। উরুতে, জরায়ু প্রদেশে এবং কটিতে আকর্ষণবৎ বেদনা। জনন-যন্ত্রের দুর্বলতা সহ অতিশয় সঙ্গমেচ্ছা। জরায়ুর বিরুদ্ধি ও প্রস্তুরের ত্রায় কাঠিন্য (কালী-মিউরের সহিত পর্যায়ক্রমে)। জরায়ু গ্রীবায ছিন্নতা ও নিমগ্নতা।

ক্যাল্ক-ফস।—জরায়ুর স্থানভ্রষ্টতা সহ দুর্বলতা ও নিমগ্নতা অনুভব। আমবাতিক বেদনা সহ জরায়ুর স্থান-বিচ্যুতি। জরায়ু-প্রদেশে দুর্বলতা ও অস্বচ্ছন্দতা। জরায়ুর সকল প্রকার রোগেই এই ঔষধ মध्ये মধ্যে ব্যবহার করা কর্তব্য।

Vaccination – ভ্যাক্সিনেশন,

টিকা দেওয়া।

খারাপ বীজে টিকা দেওয়ার ভয় যদি কোন প্রকার শীড়া, বিশেষতঃ একজিমা অর্থাৎ কণ্ডু জন্মে তবে কালী-মিউর ৩× প্রধান ও সুনিশ্চিত ঔষধ। ইহার পর প্রয়োজন বোধ করিলে সিলিশিয়া দিবে।

Vertigo — ভার্টিগো—শিরোগর্ঘন ।

স্নায়বিক দৌর্বল্য, অগ্নিমান্দ্য (ডিসপেপশিয়া) এবং মস্তিষ্ক, জ্বংপিণ্ড ও বৃক্কের পীড়া হইতে শিরোগর্ঘন উৎপন্ন হইয়া থাকে ।

(চিকিৎসা)

ফির্ম-ফস ।—মস্তকে রক্তের প্রধাবনবশতঃ দপ দপ কর বেদনা ও মুখমণ্ডলের আরক্ততা সহ শিরোগর্ঘন জন্মিলে এই ঔষধ ফলপ্রদ ।

কালী-ফস ।—দুর্বলতা বা স্নায়বিক কারণে উৎপন্ন শিরোগর্ঘন ।
উথানে এবং উপরেব দিকে তাকাইলে শিরোগর্ঘনের বৃদ্ধি ।

নেট্রম-সলফ ।—পিত্তশ্রাবের বিশৃঙ্খলা হেতু শিরোগর্ঘন । পীত মলাবৃত্তজিহ্বা এবং মুখের তিক্তস্বাদ । অত্যধিক পিত্ত নিঃসরণ ।

নেট্রম-ফস ।—পরিপাকের বিশৃঙ্খলা সহকারে শিরোগর্ঘন ।
অন্ন লক্ষণের বিদ্যমানতা ।

Vomitting— ভমিটিং — বমন ।

অজার্ন, পচা বা গুরুপাক দ্রব্য ভোজন, অতিভোজন, গভ, মস্তিষ্ক বা স্নায়ুমণ্ডলের পীড়া, পাকস্থলাতে ক্ষত, গর্ভ ও জরাদি বমনের প্রধান কারণ । অনেক সময় বমন দ্বারা বিশেষ উপশমই জন্মে । কিন্তু বমন দ্বারা উপশম না জন্মিলে রোগ উৎকট বা উপদর্গ সংযুক্ত মনে করিবে ।

(চিকিৎসা)

ফিরম ফস।—অপরিপাচিত ভুক্ত দ্রব্য, কখন কখন বা উহার সহিত অল্প জলীয় পদার্থ বমন (নেট্রমফস, নেট্রম মিউর) ; উজ্জল লোহিত রক্ত বমন, এই রক্ষ সহজেই ও দ্রুতই জমাট হয় ।

কালী-মিউর।—গাঢ়, শ্বেত গ্লেম্মা, অথবা মলিন বা প্রায় কৃষ্ণবর্ণ তৃষ্ণাত্ত ও সংযত রক্ত বমন ।

নেট্রম-মিউর।—অল্প জলীয় পদার্থ বমন ; স্বচ্ছ, জলবৎ গ্লেম্মা বমন ; মুখ হইতে জল উঠা ও উহার সহিত প্রায়ই কোষ্ঠকাঠিন্য ।

কালী ফস।—কফিচূর্ণের ত্রায় কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ বমন ।

নেট্রম-ফস।—অল্প জলবৎ পদার্থ, অথবা ছানা বা দধির ত্রায় পদার্থ বমন । জিহ্বার মূল-দেশে বর্ণ দ্রষ্টব্য ।

নেট্রম-সলফ।—পিত্ত বা পিত্ত সংযুক্ত পদার্থ বমন এবং তৎসহ মুখের তিক্তস্বাদ ।

ক্যাঙ্ক-ফস।—পরিপাচিত পদার্থের আচুষণের অভাব বশতঃ রাত্রির কোনও নির্দিষ্ট ঘটিকায় বমন ; শিশুদিগের প্রতানয়িত বমন, বিশেষ বশতঃ শীতল পানীয় দ্রব্য গ্রহণের পর ।

ক্যাঙ্ক-ফ্লোর।—অপরিপাচিত ভুক্তদ্রব্য বমন (ফিরম ফসে কোন উপকার না হইলে) ।

Writers' cramp — রাইটাস' ক্র্যাম্প

অতি লেখকদিগের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর পেশীর আক্ষেপ ।

(চিকিৎসা)

নেট্রিম-ফস।—লিখিবার সময় হাত কাঁপে । হাতে খালধরার হ্রায় বেদনা (crampy pain) . হস্তাঙ্গুলীর সন্ধিতে আমবাতিক বেদনা ; মণিবন্ধে কাল করিয়া নেয় (aching pain) .

কালী-মিউর।—লিখিবার সময় হস্তের শুকতা (hands get stiff) .

ম্যাগ-ফস।—ইহা ব্যবহার করিলে এই রোগে বিশেষ সফল দর্শে । কালী-ফস ও ম্যাগ-ফস একত্র মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করায় অনেক রোগীতে সফল পাওয়া গিয়াছে ।

ক্যাঙ্ক ফস।—মণিবন্ধে ও হস্তাঙ্গুলীতে খালধরার হ্রায় বেদনা ।

Whooping cough—হুপিং কফ

হুপশব্দক কাসি।

ইহা একপ্রকার আক্কেপিক কাস। বায়ুনলীভূজ (ব্রঙ্কিয়েল টিউব) এবং এপিগ্লোটিসের সংযোজক তন্তুর অভ্যন্তরে সোত্রিক (ফাইব্রিণ) এবং অগ্রান্ত্র অর্গানিক পদার্থ সঞ্চিত হইলে উক্ত স্থানের স্ফীততা জন্মিয়া থাকে। এই স্ফীততা বশতঃ উক্ত স্থানের স্নায়ুর উপর চাপ লাগিয়া স্নায়ুর পরিপোষণের ব্যাঘাত জন্মাইয়া উহার ম্যাগ্নেশিয়া-ফস এবং ক্যাল্কেরিয়া ফস নামক উপাদান দ্বয়ের স্বল্পতা ঘটাইয়া থাকে। এই দুই পদার্থের স্বল্পতা নিবন্ধন তথাকার পেশী-সূত্র সকলের সঙ্কোচন জন্মিয়া আক্কেপিক কাস উপস্থিত হইয়া থাকে।

শিশুদিগেরই এই রোগ সচরাচর জন্মিয়া থাকে। ইহা স্পর্শ-সংক্রামক ও বহুব্যাপক। কখন কখন সামান্যরূপে এবং কখন কখন বা গুরুতর ও মারাত্মকরূপে এই রোগ প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। সুস্থ ও সবল বালকদিগের পক্ষে সময়ে সময়ে সাংঘাতিক হইয়া উঠে। ইহাতে স্বরভঙ্গ ও আক্কেপিক কাস থাকে। এক সপ্তাহের মধ্যে এই প্রকার কাসের তীব্রতা এত বৃদ্ধি পায় যে, কাসের আবেশ কালে বালকের মুখমণ্ডল রক্ত বা বেগুণী বর্ণ হইয়া উঠে। এবং মনে হয় যেন কাসিতে কাসিতে শ্বাসরোধ বশতঃ বালকের মৃত্যু ঘটবে। এইরূপ কাসিতে কাসিতে ফুসফুসের অভ্যন্তরস্থ সমস্ত বায়ু বাহির হইয়া গেলে রোগী দীর্ঘ নিঃশ্বাস গ্রহণ করে ও তাহাতে “হুপ” এইরূপ শব্দ হয়। এজন্য এই কাসকে হুপ শব্দক বা হুপিং কাসি বলে।

(চিকিৎসা)

কালী মিউর।—শ্বেত লোবৃত জিহ্বাসহ গাঢ়, শ্বেতবর্ণ স্লেথ্য নিষ্টিবিত্ত হইলে ইহা প্রধান ঔষধ। হুপিং কফের হ্রাস আক্কেপিক কাসি।

ম্যাগ্নেশিয়া ফস ।—হুপিং কাসের আবেশের পর ব্যবহার্য্য ।
তরুণ রোগে উষ্ণ জলের সহিত দৃঢ়তার সহিত এই ঔষধ কিছু দিন ব্যবহার
করিলে চমৎকার ফল পাওয়া যায় । পুরাতন হুপিংকংফ (কালী-মিউরের
সহিত পর্যায়ক্রমে) ।

কালী ফস ।—অতিশয় দুর্বলতা বা ন্যায়বীয় লক্ষণ বিद्यমান
থাকিলে এই ঔষধ মধ্যে মধ্যে ব্যবহার্য্য ।

ফিরম-ফস ।—জ্বর থাকিলে বা কাসিতে কাসিতে রক্ত বমন
হইলে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য ।

কালী-সলফ ।—এই ঔষধের বিশেষত্ব জ্ঞাপক গ্লেট্রা নিষ্ঠীবন
সংযুক্ত হুপিংকংফ ।

নেট্রম-মিউর ।—এই ঔষধের বিশেষত্ব জ্ঞাপক গ্লেট্রা বিद्यমান
থাকিলে ।

ক্যাল্ক ফস ।—ম্যাগ্নেশিয়া-ফসের পর, অথবা ছুরারোগ্য রোগে
ব্যবহার্য্য ।

Worms — ওয়ার্মস, ক্রমি।

চিকিৎসা

নেটুম-ফস।—সর্বপ্রকার ক্রমিরই ইহা প্রধান ঔষধ। শিশুদিগের অল্প লক্ষণসহ উদর বেদনা, নাক খুঁটা, গুহদ্বার কণ্ঠন, অস্থির নিদ্রা বা নিদ্রাকালে দন্তে দন্তে সংঘর্ষণ প্রভৃতি ক্রমি-লক্ষণের বিद्यমানতা। এই ঔষধের ৩× ক্রমের বিচূর্ণন দৃঢ়তার সহিত ব্যবহার করিলে নিশ্চিতরূপে সফল পাওয়া যায়। সূত্র ক্রমিতে অর্ধ পাইন্ট গরম জলের সহিত কিছু অধিক পরিমাণ এই ঔষধ মিশ্রিত করিয়া পিকচারী দিবে।

ক্যাক্স ফ্লোর।—অশ্বশতঃ গুহদ্বার কণ্ঠন। অনেক সময় এই প্রকার কণ্ঠন ক্রমি জন্তু বলিয়া ভ্রম হয়। ছোট বড় সব রকম ক্রমিতেই ইহা ফলপ্রদ। রাত্রে মলদ্বার কণ্ঠন। দাঁত কড়মড়ি।

কালীমিউর।—ক্ষুদ্র, খেতবর্ণ সূত্রক্রমি সহকারে গুহদ্বার কণ্ঠন। খেত লেপাবৃত জিহবা। ছাট-ফসের সহিত পযায়ক্রমে।

ফিরম-ফস।—মলের সহিত অপারপাচিত ভুক্ত দ্রব্য ও ক্রমির বিद्यমানতা। ক্রমির লক্ষণের সহিত জর থাকিলে। সূত্র-ক্রমি।

সমাপ্ত

পারিশিষ্ট

এলোপ্যাথিক চিকিৎসার ফলাফল সম্বন্ধে কতিপয় অভিজ্ঞ চিকিৎসকের অভিমত

• (বাবু রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল কৃত 'জল চিকিৎসা'
গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত)

(1) I declare as my conscientious conviction, founded on long experience, that if there was not a single physician, surgeon, man-midwife, chemist, apothecary, druggist, nor drug on the face of the earth, there would be less sickness and less mortality, than now prevail"—James, Johnson M. D., F. R. S., Editor of Medico-Chirurgical Review. অর্থাৎ—"বহুদিনের অভিজ্ঞতার ফলে আমার বিবেক-প্রণোদিত এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, যদি পৃথিবীতে একটাও চিকিৎসক, সার্জান (অস্ত্র বিদ্যা বিশারদ), ধাত্রী, রসায়ণ শাস্ত্রবিদ পণ্ডিত, ঔষধ প্রস্তুতকারী এবং ঔষধ বিক্রেতা না থাকিত বা আদপেই ঔষধের সৃষ্টি না হইত, তাহা হইলে পৃথিবীতে বর্তমান কালোপেক্ষা রোগও অনেক কম হইত এবং মৃত্যু সংখ্যাও এত বেশী হইত না।"—জেমস্ জনসন্ এম, ডি ; এক আর এন্স (মেডিকো চিরার্জিক্যাল রিভিউ নামক সংবাদ পত্রের সম্পাদক)।

(2) "I can not answer to my conscience to withhold the acknowledgment to my firm belief, that the medical profession (with its prevailing mode of practice) is productive of vastly more evil than good, and were it

absolutely abolished, mankind would be infinitely gainer”—Francis Goggsell M. D. of Oston B. বঙ্গানুবাদ—“আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, বর্তমান কালের প্রচলিত চিকিৎসা-পদ্ধতি জনসাধারণের উপকার্যপেক্ষা প্রভূত পরিমাণে অপকারই সাধন করিতেছে। অধিকন্তু, এইরূপ চিকিৎসা-পদ্ধতি একেবারে না থাকিলেই মানব জাতির প্রভূত কল্যাণ হইত। অতএব এই নিশ্চিত ধারণা জনসমাজে ব্যক্ত না করিলে আমি আমার বিবেকের নিকট নিশ্চয়ই অপরাধী হইতাম।” ফ্রান্সিস্ গগ্‌স্‌ওয়েল এম্‌, ডি অব অসটন্ বি।

(3) “Our actual information or knowledge of disease does not increase in proportion to our experimental practice. Every dose of medicine given is a blind experiment on the vitality of the patient.” Dr. Bostock, Author of “The History of Medicine.” —অর্থাৎ “আমাদের এই পরীক্ষা-মূলক চিকিৎসা-প্রণালীর পসার বৃদ্ধির অনুপাতে রোগ সম্বন্ধে আমাদের বাস্তব জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার বৃদ্ধি একেবারেই হয় না। প্রত্যেক ঔষধের মাত্রা,—যাহা আমরা রোগী বিশেষকে দিয়া থাকি—তাহা সেই রোগীর জীবনী-শক্তির উপর সম্পূর্ণ অন্ধভাবে পরীক্ষা ভিন্ন আর কিছুই নহে।” ডাঃ বোস্টক্‌, ‘দি হিস্টরি অব্‌ মেডিসিন’ অর্থাৎ “ঔষধের ইতিহাস” নামক গ্রন্থের প্রণেতা।

(4) “Let us no longer wonder at the lamentable want of success which marks our practice, when there is scarcely a sound physiological principle among us. I hesitate not to declare, no matter how sorely I shall wound our vanity, that so gross is our ignorance of the real nature of the physiological disorder called disease, that it would perhaps be better to resign the complaint

into the hands of Nature, than to act, as we are frequently compelled to do, without knowing the why and wherefore of our conduct, at the obvious risk of hastening the end of the patient.”—M Magendie, an eminent French Physiologist and Pathologist.—খ্যাতনাম ফরাসী শরীর-বিজ্ঞান তত্ত্ববিৎ ও নিদান তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত এম্. ম্যাগেণ্ডাই বলেন—‘যে হেতু শরীর-বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের অদ্রাস্ত জ্ঞান নাই বলিলেই চলে,—সে ক্ষেত্রে চিকিৎসা-ব্যবসায় ব্যাপারে আমাদের ঘোর অকৃতব্যর্থতা কিছুই আশ্চর্যের বিষয় নহে। আমি ইহা নিঃসঙ্কোচে ব্যক্ত করিতেছি যে, শারীরিক বিকৃতি ও তাহার প্রকৃত তত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা এত বেশী (যদি ও এই স্বীকারোক্তি আমাদের বৃথাগর্বের খর্বতা সূচক) যে, রোগীকে আমাদের নিজ হস্তে না রাখিয়া স্বভাবের হস্তে ত্যক্ত করিলেই অনেকাংশে ভাল হয়। আমরা আমাদের কাণ্ডের ভবিষ্যৎ ভলমন্দ কিছুমাত্র বিচার-বিবেচনা না করিয়া যে সমস্ত কার্য্য করিতে বদ্ধ হই, তাহার অব্যবহিত ফল, খুবই সম্ভবতঃ, অপেক্ষাকৃত স্বল্প সময়ের মধ্যেই রোগীর প্রাণবায়ু বহির্গত করিয়া দেওয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে।’

(5) Assuredly the uncertain and most unsatisfactory art, that we call medical science is no science at all, but a jumble of inconsistent opinions, of conclusions hastily and often incorrectly drawn, of facts misunderstood or perverted, of comparisons without analogy, of hypotheses without reason and theories not only useless but dangerous.”—Dr. Frank, European author and practitioner.—ইউরোপের খ্যাতনাম চিকিৎসক ও গ্রন্থকার ডাক্তার ফ্র্যাঙ্ক বলেন,—“চিকিৎসা নামে যে এক অতীব অনিশ্চিত ও অতীব অসন্তোষজনক বিজ্ঞান আছে, তাকে কোনও প্রকারেই ‘বিজ্ঞান’ নামে অভিহিত

করা চলে না। যে হেতু ইহার মধ্যে আমরা দেখিতে পাই কতকগুলি অসামঞ্জস্য পূর্ণ যত্নের সমষ্টি, কতকগুলি অপরিশুদ্ধ ও ভ্রান্তিমূলক সিদ্ধান্ত, কতকগুলি ঘটনা যাহার সত্যতা উপলব্ধি হয় নাই, বা যাহার বিকৃতার্থ করা হইয়াছে এবং যাহাকে সাদৃশ্যশূন্য উপমা, প্রমাণবিহীন করনা এবং অসার বিপদ সঙ্কুল মতবাদ ব্যতীত আর কোন নামে অভিহিত করা চলে না।”

(6) “It cannot be denied that the present system of medicine is a burning shame to its professors, if indeed a series of vague and uncertain incongruities deserves to be called by that name. How rarely do our medicine do good! How often do they make our patients really worse! I fearlessly assert that, in most cases the sufferer would be safer without a physician than with one.” Dr. Ramage, Fellow of the Royal College, London—লণ্ডনের রয়েল কলেজের ফেলো ডাক্তার র্যামেজ বলেন :—অধুনাতন প্রচলিত চিকিৎসা-প্রণালীকে চিকিৎসা-প্রণালী বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে কিনা, সে বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ আছে। কারণ, এইরূপ চিকিৎসা পদ্ধতি কেবল মাত্র কতকগুলি অনিশ্চিত, অসম্ভব ও অনির্দিষ্ট যত্নামতের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর যাহারা এইরূপ চিকিৎসা-প্রণালীর যত্নানুবর্তী চিকিৎসা করেন, তাঁহাদের পক্ষেও ইহা এক মহা লজ্জাজনক ব্যাপার ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমরা যে সকল ঔষধ ব্যবহার করি, তদ্বারা কদাচিৎ রোগীর উপকার হয়। বরং অধিকাংশ স্থলেই এই সমস্ত ঔষধ রোগীর অবস্থা অপেক্ষাকৃত খারাপ করিয়া তোলে। আমি সম্পূর্ণ নির্ভীকচিত্তে এ কথা বলিতে পারি যে, চিকিৎসকের সাহায্য ব্যতিরেকে বিনা চিকিৎসায়ই রোগীর অবস্থা অনেক নিরাপদ থাকে।”

(7) Dissections daily convince us of our ignorance of disease, and cause us to blush at our prescriptions.

What mischief have we not done, under the belief of false facts and false theories! We have assisted in multiplying diseases. We have done worse—we have increased their fatality.”—Benjamin Rush M. D., Formerly Professor First Medical College, Philadelphia.

ফিলাডেলফিয়ার ফাষ্ট মেডিকেল কলেজের পূর্বতন প্রফেসর বেঞ্জামিন রাশ্ এম, ডি বলেন :—“রোগের কারণ নির্ণয় সম্বন্ধে আমরা কতদূর অজ্ঞ, তাহা শব-ব্যবচ্ছেদ ক্রিয়া হইতে আমরা প্রত্যহ উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। সেই অজ্ঞতার কথা ভাবিলে লজ্জায় আমাদের মস্তক অবনত হয়। কতকগুলি ভ্রান্ত ও অমূলক ভিত্তির উপর আস্থা স্থাপন করিয়া আমরা জগতের কতই না অনিষ্ট সাধন করিতেছি! রোগের সংখ্যাবৃদ্ধি ব্যাপারে আমরা সহায়তাই করিয়া থাকি। আর শুধু তাহাই নহে,—যে সমুদয় রোগ প্রাণ হানি করিয়া থাকে আমরা তাহারও সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছি।”

(8) “The medical practice of our day is at the best a most uncertain and unsatisfactory system; it has neither philosophy nor common sense to commend it to confidence.”—Prof. Evans, Fellow of the Royal College, London.—লণ্ডন রয়েল কলেজের ফেলো, প্রফেসর ইভান্স বলেন :—“বর্তমান কালে আমাদের মধ্যে যে চিকিৎসা-পদ্ধতি প্রচলিত আছে তাহা অতীব অনিশ্চিত ও অসন্তোষজনক বৃত্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। বিজ্ঞান বা সাধারণ জ্ঞান বাহাই কেন বলুন না, ইহার মধ্যে এমন কিছুই নাই বাহা লোকের মনে এই বিশ্বাস জন্মাইতে পারে।”

(9) “I have no faith whatever in medicine.”—Dr. Baillie of London. লণ্ডনের ডাক্তার বেলি বলেন,—“ঔষধের উপর আমার কিছুমাত্র আস্থা নাই।”

(10) "The vital effects of medicine are very little understood. It is a term used to cover our ignorance. Prof. E. H. David M. D., New York Medical College. নিউ ইয়র্ক মেডিকেল কলেজের প্রফেসর ডাঃ ই, এইচ, ডেভিড বলেন —“ঔষধের জীবন-শক্তি দিবার ক্ষমতা আছে কিনা, তাহা আমরা বঝি না বলিলেই হয়। ঔষধ বলিয়া একটা নাম যে আমরা ব্যবহার করি তাহা কেবল আমাদের অজ্ঞতাকে লুকাইয়া রাখিবার জ্ঞান।”

(11) In their zeal to do good, physicians have done much harm. They have hurried many to the grave, who would have recovered, if left to Nature. All our curative agents are poisons and as a consequence, every dose diminishes the patient's vitality.”—Prof. Alonzo Clark M. D. —প্রফেসর এলোঞ্জো ক্লার্ক এম্. ডি বলেন,—‘রোগারোগ্য করিতে গিয়া চিকিৎসকগণ অধিকতর অপকার সাধনই করিয়া থাকেন। অনেক সময় এমন সব রোগী থাকে, যাহাদিগকে স্বভাবের উপর ফেলিয়া রাখিলে বোধ হয় বাঁচিতে পারিত কিন্তু চিকিৎসকের হস্তে পড়িয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। রোগারোগ্যের উদ্দেশ্যে ‘ঔষধ’ বলিয়া আমরা যে সব জিনিষ ব্যবহার করি, সেগুলি সকলই ‘বিষ’ এবং তাহার প্রত্যেক মাত্রাই রোগীর জীবন-শক্তি হ্রাস করাইয়া দেয়।’

(12)“It is also taught in all their books and schools, that disease is an entity, a thing foreign to the living organism and an enemy to the life-principle. The truth is exactly the contrary. Disease is the life-principle itself at war with an enemy. It is the defender and protector of the living organism. It is a process of

purification. It is an effort to remove foreign and offensive materials from the system and to repair the damages the vital machinery has sustained. It is a remedial effort. Disease is therefore, not a foe to be subdued or cured, or killed but a friendly office to be directed and regulated and every attempt to cure disease with drug poisons is nothing more nor less than a war on the human constitution. The treatment of disease with drugs, ever was, now is and always must be uncertain and dangerous experimentation. It never was and never can be reduced to reliable practical rules.'—(The Principle of Disease as curative crises—by Dr. Trall M. D., the well known Physiologist. —প্রসিদ্ধ শরীরতত্ত্ববিৎ ডাঃ ট্রাল এম. ডি তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে,—“সমুদয় ডাক্তারী পুস্তকে ও চিকিৎসা-বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হয় যে, ‘রোগ’ অর্থে এমন একটা জিনিষ, যাহা জীব-দেহ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং যাহা প্রাণী দেহের শত্রু বিশেষ। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এ কথা মোটেই সত্য নহে। রোগ অর্থে,—আমাদের শরীরের অভ্যন্তরস্থ এমন একটা আভ্যন্তরিক বৃত্তি যাহার কার্য্য অপর একটা শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। রোগই আমাদের এই জীব-দেহের রক্ষাকর্তা ও পালনকর্তা। শারীরিক বৃত্তিগুলিকে বিশুদ্ধ করাই হইল রোগের কার্য্য। রোগের কার্য্যই হইল আমাদের দেহ হইতে দূষিত অনাবশ্যক পদার্থকে বহির্গত করিয়া দেওয়া এবং আমাদের ভগ্ন স্বাস্থ্য মেরামত করা। রোগের অর্থই হইল দেহের ক্ষতি খেসারতের প্রতিকার। স্তত্রাং, ব্যাধি বলিলে আমাদের এরূপ বুঝা উচিত নয় যে, উহা আমাদের একটা পরম শত্রু যাহাকে হত্যা বা দমন করিতে হইবে। পক্ষান্তরে, রোগ আমাদের শরীরের বন্ধু বিশেষ, যাহার কার্য্যকলাপ সংযত ও ঠিকভাবে

পরিচালিত করিতে হইবে মাত্র। এজন্ম বিষাক্ত ঔষধ দ্বারা রোগের
প্রতিকার করিবার চেষ্টা মনুষ্য দেহের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া ব্যতীত আর
কিছুই নহে। বিষাক্ত ঔষধ দ্বারা রোগোপশম করিবার উদ্ভোগ ভূত,
 ভবিষ্যৎ ও বর্তমানকালে একই প্রকার অনিশ্চিত বিপদ সম্মুল পরীক্ষার
 কাৰ্য্য মাত্র। এরূপ চিকিৎসা-প্রণালী বিশ্বাস যোগ্য ও কার্য্যকরী নিয়মের
 দ্বারা কখনও বিধিবদ্ধ হয় নাই এবং ভবিষ্যতেও হইবার নহে।”

(১৩) অপর একজন বিশ্ববিখ্যাত ডাক্তার এই অভিমত প্রকাশ
 করিয়াছেন যে, বর্তমানে প্রচলিত চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থগুলি যদি জলে
 ফেলিয়া দেওয়া যায় তবে মানবজাতির প্রভূত মঙ্গলই সাধিত হইবে সন্দেহ
 নাই কিন্তু ইহাতে হয় তো জলচর জন্তুগুলির ক্ষতি হইতে পারে।

অনাবশ্যক বোধে আমরা অপরাপর ডাক্তারগণের উক্তি উদ্ধৃত
 করিতে বিরত রহিলাম।

ডাঃ নৃপেন্দ্রচন্দ্র রায় এম-ডি, বি-এইচ-এস্কৃত

পুস্তকাবলী

১। হোমিওপ্যাথিক সরল গৃহ-চিকিৎসা—(বহুলরূপে পরিবর্দ্ধিত ৩য় সংস্করণ); এই সংস্করণের পরিশিষ্টে “ভৈষজ্য-রত্নাবলী” নামে ৬০টা সর্বদা ব্যবহার্য হোমিওপ্যাথিক ঔষধের প্রধান প্রধান ও পরিচালক লক্ষণ সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। ইহাতে ঔষধ নির্বাচনে পাঠক-পাঠিকাগণের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইবে। এই গ্রন্থে যাবতীয় রোগের কারণ, লক্ষণ, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ও পথ্যাদি বহু জ্ঞাতব্য বিষয় বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বহু রোগের টোটকা-নাট্কা, মুষ্টিযোগ এবং বিনা ঔষধে রোগ আরোগ্যের কৌশলও এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে প্রধান প্রধান সংবাদ পত্রের মন্তব্য নিয়ে উদ্ধৃত হইল—

বঙ্গবাসী :—গ্রন্থকারের নাম চিকিৎসা-জগতে সুপরিচিত। আলোচ্য গ্রন্থখানি হোমিওপ্যাথি সংক্রান্ত। ইহাতে নানা রোগের কারণ, লক্ষণ, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ও পথ্যাদি এবং বহু জ্ঞাতব্য বিষয় বিশদভাবে বিবৃত করিবার প্রয়াস আছে। গ্রন্থকার ইহাতে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত, বহু টোটকা-নাট্কা, মুষ্টিযোগ এবং বিনাঔষধে রোগ আরোগ্যের কৌশলও এই গ্রন্থে লিখিত আছে। পুস্তকের ভাষা সরল। এ গ্রন্থ চিকিৎসক ও গৃহস্থ উভয়েরই উপকারক।

হিতবাদী :—পুস্তকের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা নামেই প্রকাশ পাইতেছে। এ পুস্তক দ্বারা গৃহস্থগণ বিশেষ উপকার পাইবেন; পুস্তকের ভাষা সরল।

The Herald :—We have seen a copy of the above book by Dr. Nripendra Chandra Roy, Lecturer of Materia Medica & Practice of Medicine at the Dacca Homœopathic College of Physicians & Surgeons. The book contains an exhaustive dealing of the cause, symptoms and treatment of female diseases & diseases of children. The book will no doubt be of good service to all householders. The price of the book is moderate. The get up is good & language lucid.

২। পুরাতন রোগ (হানিম্যানের ক্রণিক ডিজিজের বঙ্গানুবাদ)
(২য় সংস্করণ) যন্ত্রস্থ। মূল্য ৥০।

৩। চিকিৎসা-দর্পণ (জন্সনের থিরাপিউটিক-কী নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ)। পকেট সাইজ; প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠা। ২য় সংস্করণ যন্ত্রস্থ। মূল্য ১৥০।

৪। কালাজ্বর ও উহার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা (২য় সংস্করণ); মূল্য ৥০।

৫। বাইওকেমিক রিপোর্টরী (২য় সংস্করণ); মূল্য ১৥০।

৬। বাইওকেমিক সরল গৃহ চিকিৎসা (২য় সংস্করণ);
মূল্য ৮০ আনা।

- ৭। বাইওকেমিক ভৈষজ্যতত্ত্ব ও চিকিৎসা প্রদর্শিকা
(৭ম সংস্করণ) প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠা ; উৎকৃষ্ট বাধাই ; মূল্য ৩২
টাকা মাত্র । এই গ্রন্থ সম্বন্ধে The East Bengal Times
বলেন—

That this book has already undergone half a dozen more editions is the proof positive of its popularity. Biochemic treatment has more votaries today than it had some years back and as such the need of a book like this which covers the entire range of Materia Medica as well as Practice of medicine can hardly be over estimated. The unique feature lies in the copious illustrations cited from vast and varied experience of the author as a Practitioner with a wide reputation throughout the province. The lucid and simple style of writing has made the book all the more interesting and accessible to all classes of people who would surely welcome the publication as a veritable 'Home Doctor'.

৮। উপদেশ-সংগ্রহ (২য় সংস্করণ) ; মূল্য ১০ চারি আনা ।

৯। সাধক-সহচর (যন্ত্রস্থ) মূল্য ১০ আনা ।

প্রাপ্তিস্থান :—

হোমিও পাবলিশিং হাউস্

২নং ওয়ারী স্ট্রীট, পোঃ উয়ারী

(ঢাকা)

